দীপরক্ষী

৫ম খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য–পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দীপরক্ষী

পঞ্চম খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক :
শ্রীঅজিত কুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ :
১লা আষাঢ়, ১৪০২

মুদ্রাকর :
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেন্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

Dipraksbi
[Conversation with Sri Sri Thakur Anukulchandra]
5th Part, 1st Edition, June, 1995
Compiled by Sri Debiprasad Mukhopadhyaya

ভূমিকা

পরমপিতার অপার করুণায় দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। আদেশ, নির্দ্দেশ ও সমাধানবাণীর মাধ্যমে যা' জীবন-দীপকে রক্ষা করে, অসৎকে নিরোধ করার সূত্র দান ক'রে মানুষকে সৎ ও শুভের পথে চলতে প্রবুদ্ধ করে, ক্ষুদ্র আমিত্বের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে বিস্তারের আনন্দ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, তাই দীপরক্ষী। এ নামকরণ স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রই করেছেন।

অন্যান্য খণ্ডের মতন দীপরক্ষীর এই খণ্ডেও অজস্র বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতকারীর চক্রান্তে দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমে যে বিপর্য্যয় নেমে এসেছিল, আশ্রম যে কুৎসিত মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রাথমিক পর্য্যায় বিবৃত হয়েছে দীপরক্ষী, চতুর্থ খণ্ডে। বর্ত্তমান খণ্ডে সেই মামলার পরিসমাপ্তি, বিচারকের রায় এবং আনন্দ-আপ্লুত আশ্রম-প্রাঙ্গণের বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া এই খণ্ডে আছে দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, শিক্ষা, বিবাহ, খাদ্যখানা, সদাচার, বর্ণাশ্রম, যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি প্রসঙ্গ, শাস্ত্রীয় কিছু উক্তির ব্যাখ্যা, কয়েকটি রোগের ওষুধ, শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত ঘরোয়া জীবনের কিছু চিত্র, তাঁর শ্রীমুখে তাঁর নিজ জীবনকথা, শব্দের গঠন ও প্রয়োগ ব্যাপারে তাঁর অভিনব শৈলী, বাণীরাজি সম্পর্কে তাঁর কিছু অমূল্য মন্তব্য, কতিপয় বিশেষ বাণীর আবির্ভাবের পটভূমিকা ইত্যাদি আকর্ষণীয় বিষয়। ইং ২৩।৩।১৯৫৯ (বাংলা ৯ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৬৫) তারিখ থেকে ইং ১৯।১২।১৯৫৯ (বাংলা ৩রা পৌষ, শনিবার, ১৩৬৬) তারিখ পর্য্যন্ত আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বর্ত্তমান সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই মানবের মুক্তি সম্ভব। এই-ই সর্ব্বসমস্যার সমাধান ও শান্তিলাভের একমাত্র পথ। এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা এবং ইষ্টমুখী চলনই যে জীবের সর্ব্ববিধ সঙ্কটে একমাত্র উদ্ধাতা তা' তিনি কতভাবেই না দেখিয়েছেন। একই বিষয় কত নূতন প্রেক্ষাপটে, কত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে তিনি উপস্থাপিত করেছেন তা' দেখলে এবং অনুধাবন করলে মনই বিস্ময়ে ও আনন্দে ভ'রে ওঠে।

তাঁর শ্রীচরণতলে ব'সে এই লেখাগুলি কোন গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি।

ভাল লেগেছিল তাঁকে—সেই চিরসুন্দরকে। এই ভালবাসার তাগিদেই আমার সীমিত ক্ষমতায় যতটুকু পেরেছি, ধ'রে রেখেছি তাঁর কথা, যাতে চিরকাল স্মরণে থাকে, ভুলে না যাই। লেখা কতটা সার্থক হয়েছে জানি না। কিন্তু দয়াল ঠাকুরের এই বচনামৃত পাঠে যদি কোন ভক্ত হৃদয়ে কিছুমাত্র আনন্দের সৃষ্টি হয়, যদি কোন সাধকের সাধনায় সহায়তা করে, যদি কোন পথভ্রষ্ট পথের সন্ধান পায়, হতাশ প্রাণে আশার আলো জ্ব'লে ওঠে, তাহ'লেই এ দীন সংকলকের জীবন ধন্য, কৃতকৃতার্থ।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৭শে মে, ১৯৯৫
পুণ্য স্নানোৎসব

নিবেদক
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের বক্তব্য

দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেরও বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রটি সংকলয়িতা নিজেই প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও ভক্ত পাঠকবৃন্দের কাছে সমাদর লাভ করবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৭শে মে, ১৯৯৫

প্রকাশক

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

ছ

জ

ট

ঠ

ড

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ভ

ম

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দীপরক্ষী

৯ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ২৩। ৩। ১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। আজ ভোরে পূজ্যপাদ বড়দা বেনারস্ এক্সপ্রেসে কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেছেন। বেলা একটু বাড়তেই শরৎদা (হালদার), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ এসে বসলেন।

গতকাল ভাগলপুরে কেমন কাজ ক'রে এসেছেন সেই প্রসঙ্গে ননীদা গল্প ক'রে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদিক আয়, এদিক আয়, ভাল ক'রে শুনি।

ননীদা কাছে এগিয়ে এসে গল্প বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের কোথায় যেন একটা গলদ আছে। এক ভদ্রলোক আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। অনেক কথাও শুনল। কিন্তু দীক্ষা নিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের গলদ থাকতেই পারে। কিন্তু তার যে আকুতি আছে, এটাই তার মুক্তির পথ। আমরা তো নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চলি। তাই, আমাদের করা-বলার মধ্যে পরাক্রমী চেতনা থাকে না। আমাদের নিজেদের অবস্থার 'পর, action-এর (কর্ম্মের) 'পর, চলনচরিত্রের 'পর একটা command (দখল) থাকা চাই। আমরা তো অনুশীলন কিছু করলাম না। আবার, এতদিন ধ'রে আমার লেখাও কিন্তু কম নেই। বলতে পারবা না যে অমুক কথাটা ক'ন নাই, ওটা বাদ গেছে।

এরপরে বিষ্ণুদাকে (রায়) অসৎ-নিরোধ করার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অসৎ-নিরোধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে হবে। অসৎকে নিরোধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ করেননি এমন কামই নেই। তিনি ছিলেন World-teacher, Divine Man (বিশ্বের দিশারী, দিব্যপুরুষ)। তুমি মহাভারত প'ড়ে দেখ। নিজের soldier (সৈন্য) পর্য্যন্ত দিয়ে দিলেন। শেষে নিজের হাতে রথচক্র ধরেছিলেন। হনুমানজীও কিন্তু তাই। রামচন্দ্রের বিরোধী যা' সেখানে তার কোন আপোষরফা নেই। লঙ্কার একেবারে কিছু রাখল না। এ-সব ধৃতি বিচার ক'রে চলা চাই। আমার আদর্শের বিচার ক'রে ক'রে তদনুযায়ী চলবে।

বিষ্ণুদা—অনেক ক্ষেত্রে ঠিকমত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ঠিক রাখা লাগবে, আমি সব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। তাঁর কথা ঠিক রাখার জন্য আর সবকিছু বাদ। তিনি গীতার মধ্যে আগাগোড়া ধর্ম্মের

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কথাই ব'লে গেলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের জাল যেখানে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে, যেখানে আর বিচার ক'রে পথ ঠিক করতে পারছ না, সেখানে ঐ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' মনে রেখো, তাঁর **against**-এ (বিরুদ্ধে) কিছু করবে না। **Against**-এ (বিরুদ্ধে) কিছু করলে বা চললে একেবারে **smashed** (চূর্ণবিচূর্ণ) হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তিগুলি কেষ্টদা হিন্দী ভাষায় বুঝিয়ে বলছিলেন বিষ্ণুদাকে। বলছিলেন—এক ধরম হি ঠিক রাখনা। ছোটা ছোটা সব বাদ দেনা।

ঐ পর্য্যন্ত শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন—ছোটা-বড়া নেই। যা' নাকি তাঁর **principle**-এর **against**-এ (আদর্শের বিরুদ্ধে), তা' যাই কিছু হোক না কেন, সেখানে আর **no consideration** (কোন বিবেচনার দরকার নেই)। ঐ দেখ না, লঙ্কায় সেই যুদ্ধের সময় অত লোকক্ষয় দেখে রামচন্দ্র বলছেন, 'তোমরা এরকম করো না। আমি আর যুদ্ধ করব না। আমি সীতা চাই না। এরাই যদি না থাকল তাহ'লে আমি সীতা দিয়ে করব কী!' হনুমান ও-কথা শোনে, কিন্তু কিছু কয় না। এদিক-ওদিক চায় আর মনে-মনে কী ভাবে। তারপর ঘুরতে-ঘুরতে একদিন রাবণের মৃত্যুবাণ নিয়ে চ'লে এল। ঐ-রকম হওয়া লাগে। আমি যা' যা' বলেছি সেগুলো তাড়াতাড়ি করা লাগে। সময় তো তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না। যত দেরী করবে তত দুর্ব্বলতা তোমাকে পেয়ে বসবে। সব সময় **well-equipped** হ'য়ে (সুপ্রস্তুতি নিয়ে) কাজ করা ভাল। আবার, এই করার পথে আশীর্ব্বাদও তখন থাকে যখন আমরা তাঁর অনুশাসনবাদ রক্ষা ক'রে চলি। **Work that fulfils Godhood is worship** (যে-কাজ ঈশ্বরভাবের পরিপূরণী তাইই উপাসনা)।

বিষ্ণুদা—আমি আস্তে-আস্তে এগোচ্ছি মানুষ জোগাড় করার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি আস্তে আস্তে করবে বোধ বিচার ক'রে ক'রে, তাতে হবে না। কারণ, কাল তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না। যা' করবে তা' তাড়াতাড়ি, ত্বরিত-গতিতে। হজরত রসুলের চার জন ঐ-রকম মানুষ ছিল। তোমার **assistant** (সহকর্ম্মী) যে কয়জনই থাকে, তা' যেন **solid** (খাঁটি) হয়। **Back-post, front post** (পিছনের খুঁটি, সামনের খুঁটি) ঠিক রেখে তারপর তোমার যত বাড়ে বাড়ুক। পৃথিবী শুদ্ধ বাড়ুক না কেন। কিন্তু মনে রেখো, যাই কিছু কর, তা জনসাধারণের হোক বা জনসঙ্ঘের হোক, তা' যেন তাদের **existential upholdment** (সাত্বত ধৃতি) বজায় রাখে।

এরপর বিষ্ণুদা উঠে গেলেন। পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—আপনি যে আমাদের কাছে এমন হওয়াটা প্রত্যাশা করেন, কিন্তু তা' কিভাবে সম্ভব?

দিব্য তনুখানি ডাইনে-বামে একটু দোলাতে-দোলাতে, ডান হাতের তর্জ্জনীটি উঁচু করে, প্রসন্ন আননে দীপ্তকণ্ঠে বরাভয়-বাণী উচ্চারণ করলেন পরম-দয়াল—Do meditate dawn and night, do repeat the holy name mentally in all the movements, and do materialise the directions of the Guru in due time. That is Tapashya—the way to achievement. (উষানিশায় মন্ত্রসাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টনির্দেশ মূর্ত্ত করাই তপ)। ধরেন, আমি একজনকে বললাম, তামুক খাব। সে হয়তো বলল, আমি আগুন পাব কোথায়? আমি বললাম, আগুন ঐখানে আছে। তখন সে বলল, কলকে পাব কোথায়? এসব হ'ল foolish activity (বোকার মত কাজ)। ওটা দিয়ে বোঝা যাবে, সে আমাকে তামুক খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব fondling (প্রিয়পাত্র) মনে করে না। আমার প্রতি ভালবাসাটা তার sterile (বন্ধ্যা)। Love without service is ever sterile (অনুচর্য্যাবিহীন অনুরাগ চিরবন্ধ্যা)। আমি কই, শুধু দীক্ষা নিলেই হবে না। কাম করা চাই। বড় দুরবস্থা আজ।

কেষ্টদা—Sexual perversion (যৌন উন্মার্গগামিতা) থাকলে আর এগোনো যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sex (যৌনতা) যা' ধর্ম্মের against-এ (বিরুদ্ধে) সেইটেই খারাপ। ও যেমনই থাকুক, importance (গুরুত্ব) দিতে নেই। Prominence allow করতে (প্রাধান্যের সুযোগ দিতে) নেই। Misuse (অপব্যবহার) করতে নেই। আর, ভগবানকে ভালবাসতে হয়। যত তাঁকে ভালবাসা যায় তত ঐ urge-টাই (আকুতিটাই) জোয়ারের মত ফুলে উঠে ভগবানে সার্থক হ'য়ে ওঠে। যেমন, একটা channel (খাত) দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা রুদ্ধ হ'য়ে ওটা love-channel (প্রেমের পথ) দিয়ে চ'লে গেল। ঐ ভালবাসায় আমরা যত attentive (মনোযোগী) হব, তত বেড়ে উঠব।

ননীদা—এই যে জীবন, এর সঙ্গে বহু মানুষের পরিচয় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কর। পাওয়ার জন্য চিন্তা করতে হবে না। করতে-করতেই পরিচয় ঘটে। তুমি আগে চিনি মুখে দেও, তবে তো আস্বাদ পাবে।

কেষ্টদা—কিন্তু যারা করে, তারা করে বিশেষ কোন ফলের আশায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ begin (সুরু) করে কামনা নিয়ে। কিন্তু কিছুটা proceed করলেই (অগ্রসর হলেই) বুঝতে পারে এই desire-টাই (কামনাটাই) পাওয়ার অন্তরায়।

কেষ্টদা—কিন্তু এ হ'তে তো সময় নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলা যায় না। কারো টক ক'রে হয়। কারো বা years and years (বছরের পর বছর) লেগে যায়। সবটাই নির্ভর করে velocity of urge-এর (আকূতির গতিবেগের) উপরে।

ননীদা—আচ্ছা, proper guidance (উপযুক্ত নির্দ্দেশনা) ছাড়া যদি কেউ সাধনপথে এগোয় তাহলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দ হ'তে পারে। অনেক সময় distorted mind (বিকৃতমনা) হ'য়ে যায়। Complex (গ্রন্থি)-গুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে, মানুষ হ'য়ে ওঠে vagabond, lustful, greedy and of so many kinds (ভবঘুরে, কামুক, লোভপরায়ণ ও এইরকম নানা ধরণের।) গুরু থাকলে automatically (আপনা থেকে) ওগুলি ঠিক হ'য়ে যায়। Love for a superman or a Divine Man (শ্রেষ্ঠপুরুষ বা দিব্যমানবের প্রতি অনুরাগ) complex-এর (গ্রন্থির) হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। একটা meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতি) নিয়ে আসে, balanced (সাম্যযুক্ত) ক'রে দেয়। সেইজন্য মোক্ষ মানে আমি কই আগে surrender (আত্মসমর্পণ), to become free from my complexes (আমার প্রবৃত্তিগ্রন্থি থেকে মুক্ত হওয়া)। আর, surrender (আত্মসমর্পণ) হওয়া চাই to the Lord (প্রভুর কাছে), যার আর এক নাম super-render (শ্রেষ্ঠে সমর্পণ)।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে থাকেন—সত্তা তিনটি জিনিস নিয়ে বেড়ে চলে, আদর্শ, স্ব এবং পারিপার্শ্বিক। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে co-ordination (সঙ্গতি) যত থাকে, সমষ্টি ও স্বাধীনতা ততই বর্দ্ধিত হয়। এর মধ্যে আদর্শের প্রতি ভালবাসা যত অচ্যুত হবে, ততই তা' ছড়িয়ে পড়বে সবকিছুতে। আমরা তাঁকে যতটুকু ভালবাসি, সেইটুকুই হ'ল গা wealth (সম্পদ)। তিনি আমাদের কতটুকু ভালবাসেন, তাতে কিছু আসে-যায় না। তিনিই যেন হ'ন love-centre (ভালবাসার কেন্দ্র)। আর, তাঁকে বাদ দিয়ে যা'-কিছু করতে যাবে, it may be a Hitlarian achievement (তা' হিটলারের প্রাপ্তির মত হ'তে পারে)। তাতে life (জীবনসম্বেগ) থাকে না। যেমন, কেউ একটা ফুল আঁকল। তা' হয়তো কাউকে flowery (হর্ষোৎফুল্ল) ক'রে তুলতে পারল না। তাহলে বুঝতে হবে, ফুলটায় life (জীবন) নাই। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের দরকার হয়েছিল সন্দীপনী মুনি, Christ-এর John the Baptist (খ্রীষ্টের জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট)। Lord

Gauranga also had that necessity (শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরও সেই প্রয়োজন হয়েছিল)।

১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২৪।৩।১৯৫৯)

আজ দোলপূর্ণিমা। সকাল থেকেই সমগ্র আশ্রম আনন্দ-উচ্ছল। বিশেষ ক'রে ছোট ছেলেমেয়েদের পিচকারি হাতে ছোটাছুটির অন্ত নেই। রাস্তার দোকানগুলি থেকে আবীর কেনা চলছে সমানে। নানারকম রঙ আলাদা-আলাদা বালতিতে গুলে রাখা হ'চ্ছে যথাসময়ে ব্যবহার হবে।

এত প্রস্তুতি। কিন্তু কেউ কারো গায়ে একফোঁটা আবীর দিচ্ছে না। কারণ, আগেই ঘোষিত হয়েছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আবীর গ্রহণের শুভক্ষণ সকাল ৮-৪৫ মিনিটে। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আবীরসহ স্বীয় পিতামাতাকে প্রণাম করবেন। তারপর সবাই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার রাতুল চরণে সভক্তি আবীর-অর্ঘ্য নিবেদন করবে। তারপর স্বরু হবে পরস্পর আবীর দেওয়া-নেওয়া।

আস্তে-আস্তে শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে ভক্তসমাগম বাড়ছে। সকাল আটটা বাজতে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) সবাই এসে বসলেন। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে। একসময় শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—স্ত্রী যদি adulterous (ব্যভিচারী) হয় তাহলে কি তাকে divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এখনকার Indian system-এ (ভারতীয় নিয়মে) divorced (বিবাহ-বিচ্ছিন্ন) হ'তে কয়। আমার মনে হয়, যদি তাকে correct (সংশোধন) করা যায় তাই-ই সব চাইতে ভাল। তা' না ক'রে যদি তাকে divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) কর, তাহলে তাকে ঐ পথে আরো এগিয়ে দেওয়া হবে। ও তখন আর একটা ধ'রে নিয়ে চলবে। ফলে, ওর দল বেড়ে যাবে।

কেষ্টদা—শাস্ত্রে আছে, স্ত্রী ব্যভিচারী হ'লে তাকে বেঁধে রাখবে। কিন্তু ঐ ব্যভিচার যদি প্রতিলোম-সংক্রান্ত হয়, সে তো আরো খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে খুবই খারাপ।

তারপর বোধহয় দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ধীরে-ধীরে বললেন—কত কাম হয় দেখোনে। অস্তিত্বই ভেঙ্গে যাওয়ার মত হয়েছে।

এরপর আর কথা বিশেষ এগোয় না। বেলা ৮-৫৫ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর আবীর-সহ প্রণাম করতে উঠলেন। বড় দালানের হল ঘরের মধ্যে সবার প্রতিকৃতি সাজানো আছে। সামনে একটি বড় রেকাবীতে আবীর, ফুল ও প্রণামী। ঐ অর্ঘ্য শ্রীকরে গ্রহণ

ক'রে দয়াল ঠাকুর প্রথমে হুজুর মহারাজ, তারপর সরকার সাহেব ও পরে স্বীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর প্রতিকৃতিতে প্রণাম নিবেদন করলেন নতজানু হ'য়ে।

প্রণামান্তে উঠে দাঁড়াতে তাঁর শ্রীচরণযুগলে আবীর দিয়ে প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীবড়মা। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে চৌকিতে এসে বসলেন। কাশি আসছিল খুব। তাই এক ঢোঁক জল খেলেন। বড় একখানি সাদা রুমাল দিয়ে তাঁর হাত দুখানি ও পায়ের পাতা দুটি ভাল ক'রে মুছিয়ে দিলেন সরোজিনীমা।

এইবার সুরু হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম। তিনি বারান্দার মাঝের চৌকিখানিতে বসেছেন উত্তরাস্য হ'য়ে। সামনের কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেটটি বন্ধ করা হ'ল। ভেতরে রাখা হ'ল প্রণামীর পাত্র। বাইরে সিঁড়ির উপর থেকে ভক্তগণ একে-একে প্রণাম করতে লাগলেন।

এখানে প্রণাম সেরে সকলে যাচ্ছেন শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করতে। পরমারাধ্যা মা আমার ব'সে রয়েছেন বারান্দার পূর্ব্বপ্রান্তে তাঁর সিংহাসনতুল্য বড় চেয়ারখানিতে। সদাহাস্যাননা। তাঁর শ্রীচরণযুগল নানা রংবেরঙের আবীর, পুষ্প ও প্রণামী-অর্ঘ্যে ক্রমশঃ ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে। আচণ্ডাল নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ যে-ই যেয়ে তাঁকে প্রণাম করছে, তারই ললাটদেশ তিনি স্বহস্তে আবীররঞ্জিত ক'রে দিচ্ছেন। জগজ্জননীর এই স্নেহের পরশ পাওয়ার জন্য ভক্তবৃন্দের মাঝে সে কী আকুলতা। চারিদিকে প্রচণ্ড ভীড়। কিন্তু মা হাসিমুখেই সন্তানদের প্রতি ঐ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'রে চলেছেন অক্লান্তভাবে।

অনেক বেলা পর্য্যন্ত চলল প্রণামের পালা। বেলা প্রায় দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের মধ্যে যেয়ে বসলেন। আশ্রমের মধ্যে ও বাইরের রাস্তা থেকে এখন ভেসে আসছে রঙ খেলার উল্লাসধ্বনি। বেলা বেড়ে গেছে। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন। স্নানান্তে নব উপবীত ধারণ করলেন। তারপর আহারান্তে বিশ্রামের জন্য শয্যাগ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদার (গোস্বামী) সঙ্গে অনেকক্ষণ প্রাইভেট কথা বললেন। পরে তাঁর শরীর খারাপ বোধ করছেন। বললেন—শরীর ও মন যখন একসাথে খারাপ হয় তখন gain করা মুশকিল।

১১ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ২৫।৩।১৯৫৯)

প্রাতে ডেকলাল (রাম) এসে প্রণাম করল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আবীর খেলিস্‌নি কাল?

ডেকলাল—হ্যাঁ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিকারের ভাল আবীর যা'—তা' চামড়ার পক্ষে, শরীরের পক্ষে খুব ভাল। এইসময় তো pox (বসন্ত) হয়। তার পক্ষে খুব কার্য্যকরী। নকল আবীর হলে কিন্তু আর ও কাজ হয় না।

ডেকলাল—আজ আবীর খেলা, কিন্তু কাল আমাদের এখানে নানারকম খারাপ রঙ, আলকাতরা, নর্দ্দমার কাদা, এইসব দেয়। ওতে অনেকের বমিও হ'য়ে যায়

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ভাল না। এটা হ'ল পুণ্যদিন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন। তিনি যা' যা' করেছিলেন তা' না করলে তো এ দিনটি পালন করা হয় না। ঐ আবীর মাখা ভাল। ওতে গায়ের চামড়া একদিনেই anti-septic (জীবাণুমুক্ত) হ'য়ে যায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলছেন—ভাবসিদ্ধ হওয়া ভাল, সদ্‌ভাবসিদ্ধ। খারাপ লোক যেমন খারাপ-ভাবসিদ্ধ হ'য়ে পড়ে, ঐ-রকম স্বভাবসিদ্ধ হ'তে হয়। আর, স্বভাবসিদ্ধ হ'লে তখন আমি যা-ই করি আর যেমনই করি, তাতে মানুষের ভালই হবে। এটা মানুষ চেষ্টা করে না, সেইজন্য হ'তে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, কত অবতার পুরুষ এলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের পথ অনুসরণ করলাম না। হনূমানের পূজা করি, কিন্তু হনূমানের চরিত্র আমাদের নেই। ঐ-সব ভাব যদি আমাদের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরাও ঐ রকম থৈ থৈ ক'রে নাচতে পারি, আমাদের আশপাশকেও নাচাতে পারি—সব অসৎ দূর ক'রে। অসৎ মানুষের সাথে যদি তোর বন্ধুত্ব থাকে তাতেও খারাপ। তোকে আমি যা' বলেছি, ঠিক তেমনিভাবে চলবি।

১২ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৬। ৩। ১৯৫৯)

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। একটু ঠাণ্ডা ভাব আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দার চৌকিতে সমাসীন। অনুরাধা-মা এসে প্রণাম করল। তাকে কিছুদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি কঙ্কণ দিয়েছিলেন। এখন হাতে সেটি না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, তোর হাতের কঙ্কণ কী হয়েছে রে ?

অনুরাধা-মা—আছে। বাঁধা দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(চকিতভাবে) তোমার কাম সারা। ঐ কঙ্কণ যখন বাঁধা দিয়েছ তখন তুমি সবই বাঁধা দিতে পার। যে-জিনিসে সব বাধা খোলে তাই-ই তুমি বাঁধা দিলে ? ও কঙ্কণ আমি দিয়েছিলাম না ?

তিত্তিরিদি—হ্যাঁ, ওটা তো আপনিই দিয়েছিলেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ব'লে অনুরাধা-মা'র কাছে যেয়ে হাতমুখ নেড়ে বলতে লাগল—দেখিস্ তোর কী হয়। তুই ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে বাঁধা দিছিস্।

এই রকম আরো সব কথা। ওর কথার তোড়ে তিষ্ঠাতে না পেরে অনুরাধা-মা গজগজ করতে-করতে চ'লে গেল।

সামনের মেঝেতে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র প'ড়ে ছিল। সেইদিকে নির্দ্দেশ ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—কাগজে কী খবর আছে রে?

আজকের কাগজে এক বিজ্ঞানীর কথা আছে। তিনি বলছেন, সম্ভবতঃ বহু গ্রহেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে। ঐ খবরটি প'ড়ে শোনালাম। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, প্রত্যেক গ্রহেই being (সত্তা) আছে। তারা আমাদের মত দেখতে না হ'তে পারে।

আমি বললাম—কিন্তু সূর্য্যে কী ক'রে being (অস্তিত্ব) থাকে তা' তো ধারণাতেই আসে না। কারণ, সূর্য্য তো একটা জ্বলন্ত গ্যাসের গোলক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি শুনেছি, অনেকদিন ধ'রে আগুন জ্বলতে থাকলে, মানে যে-আগুন নেভে না, সেই আগুনের মধ্যেই নাকি ইঁদুরের মত একরকম প্রাণী জন্মায়।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসেছেন। তিনি সূর্য্য সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে দু'এক কথার উত্তর দিচ্ছেন। এই আলোচনার শেষের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু বলেছেন। আমি অন্যমনস্ক থাকার জন্য কথাগুলি শুনতে পাইনি। ফলে, লিখতেও পারিনি। কেষ্টদা আমার দিকে তাকিয়ে খুব জোরে ধমক দিলেন। বললেন—শুনতে পাচ্ছ না কেন? কানে কম শুন্ছ, না কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক করেছেন। মাঝে-মাঝে ঐ-রকম ধমক না দিলে ওদের হয় না।

কেষ্টদা—কিন্তু ধমক দেবার মত লোক তো পাইনে। বলতে গেলেই সব অন্যরকম মনে করে। ওকে ব'লেই কওয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে student (ছাত্র), তাকে সব সময়েই কওয়া যায়।

সকাল ন'টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মধ্যে এলেন এবং চৌকির চারপাশ দিয়ে আটবার হাঁটলেন। আজ হাঁটতে কষ্ট কম হয়েছে। অন্যান্য দিনের মত হাঁফ ধরেনি। একটু বসার পর বাণী দিলেন—

Suffering of the people
is a discredit to the
state officials.

(জনগণের দুঃখকষ্ট ভোগ করা রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষে অপমানকর ব্যাপার)।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Love (প্রীতি) যেখানে তরতরে থাকে, সেখানে responsible regularity-ও (দায়িত্বশীল নিয়মতান্ত্রিকতাও) তরতরে থাকেই। কী করা হয়নি, কী করা হয়েছে এবং কী করা লাগবে, এ সবই ঠিক করে।

কেষ্টদা—কিন্তু একজন পাকা betrayer (বিশ্বাসঘাতক) যে, সে-ও একটা allegiance-এর (আনুগত্যের) ভাব নিয়ে চলতে চেষ্টা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা যতই করুক, তার চলার মধ্যে inconsistency (অসামঞ্জস্য) থাকবেই। তা' দেখতে হ'লে তার কতকগুলি জিনিস বাদ দিয়ে ধরা লাগে।

কেষ্টদা—আমরা ধরতে পারি হয়তো এক বছর পরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আমাদের দোষ।

শরৎদা (হালদার)—এ-সব মানুষকে শাস্তি দিলে কি তারা corrected (সংশোধিত) হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে যদি appeased (প্রশমিত) করতে না পারেন তাহলে সে corrected (সংশোধিত) হয় না।

শরৎদা—তাহলে পাকিস্থানের প্রতি ভারতের যে নীতি, সেটা তো appeasement-এর (প্রশমনের) নীতি। তাতে কী হচ্ছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব ক্ষেত্রে appeasement (প্রশমন) তখনই কার্য্যকরী হ'তে পারে যখন আমরা থাকি overe-equipped to our opponent (আমাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে খুব বেশী প্রস্তুত)।

১৪ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৮।৩।১৯৫৯)

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের পেট খারাপ ছিল। কয়েকবার পায়খানায় গিয়েছিলেন। আজ সকালে পায়খানার বেগ কমেছে। শরীর দুর্ব্বল বোধ করছেন। বড় দালানের বারান্দাতে চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে আছেন।

এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন পরমদয়াল—আত্মা কী ? অত্-ধাতু থেকে, মানে সাতত্যগমন ?

আমি বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে আত্মীয় মানে বলা যায়, আমার জীবনগতির সাথে যার জীবনগতি বাঁধা।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হল ঘরে এসে বসলেন। ভক্ত-সমাগম ধীরে-ধীরে বাড়তে

থাকে। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Lord Christ (প্রভু যীশুখ্রীষ্ট) ভালবাসতেন all the Prophets of the world (জগতের সমস্ত প্রেরিতপুরুষকে)। সবার প্রতি তাঁর ছিল একটা revering love (শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা)। Moses (মূশা)-কেও তিনি criticise (সমালোচনা) করেননি। প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে Moses (মূশা) বলেছিলেন—'heart for a heart, tooth for a tooth' (প্রাণের বদলা প্রাণ, দাঁতের বদলা দাঁত)। সে-কথা Christ-কে (খ্রীষ্টকে) বলা হ'লে তিনি বলেছিলেন, তোমরা তখন hard-hearted (নিষ্ঠুর-হৃদয়) ছিলে, তাই তিনি ও-রকম বলেছিলেন।

সন্ধ্যায়—বড় দালানের বারান্দায়। মেদিনীপুর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। নাম প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশক্রমে তিনি আজই দীক্ষা নিয়েছেন ননীদার (চক্রবর্ত্তী) কাছ থেকে। ননীদা এখন তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে বাণীমন্দিরে, নাটকের মহড়া দেবার ঘরে গেলেন।

ওঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) ডেকে বললেন—ঐ যে ভদ্রলোক এসেছে, ওর সাথে আলাপ করিস্। পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে কাজ করে। ওর হাতে মেলা elite (বিদগ্ধ ব্যক্তি) আছে। ওর through (ভিতর) দিয়ে তাদের মধ্যে ভাল worker type of man (কর্ম্মী-মানুষ) জোগাড় করা সম্ভব হ'তে পারে। ওকে দেখতেও বেশ বামনাই type (ধরণের)। ও-রকম একটা লোক বিহারে থাকলে বিহারের সব elite (বিদগ্ধ ব্যক্তি)-গুলিকে capture করতে (ধরতে) পারত।

এরপর শৈলেনদা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণের তাৎপর্য্য জানতে চাইলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গো মানে পৃথিবীও হয়।. পৃথিবীর বর্দ্ধনকে মানে মানুষের বর্দ্ধনকে যিনি ধারণ করেন তিনিই গোবর্দ্ধনধারী। তাঁর পূজা সার্থক হয় পারিপার্শ্বিককে nurture (পোষণ) দেওয়ার ভিতর-দিয়ে। তা' না হ'লে হয় না। পারিপার্শ্বিক যেন স্বতঃ-রঞ্জনায় রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে।

রাত আটটার পর ঘরে এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। Sentiment-শব্দটির ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। দেখা হ'ল—to feel. তারপর compassion শব্দের ধাত্বর্থ জানতে চাইলেন। অভিধান দেখে বলা হ'ল—Sympathy. তা' শুনে বললেন—Sympathy (সহানুভূতি) না থাকলে compassion (অনুকম্পা) জাগে না। আবার, feel-ই (বোধই) যদি না করি তাহলে sentiment (ভাবানুকম্পিতা) আসে না। আর, sentiment (ভাবানুকম্পিতা) না এলে intelligence-ও

(বোধিও) আসে না। (পরে বললেন) Evil-doer রা (দুষ্কর্ম্মারা) সকলেই বাঁচতে চায়। নিজের ভাল হোক তাও চায়। কিন্তু সে অন্যায় ক'রেই ভাল হওয়াতে চায়, এটাই তার ignorance (অজ্ঞতা)।

রাত ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আশ্রম-পরিবেশ শান্ত হ'য়ে এসেছে। দাদাদের মধ্যে অনেকেই উঠে চ'লে গেছেন। মায়েরা এখন এসে বসছেন। আছেন সরোজিনীমা, সুধাপাণিমা, রেণুমা, মঙ্গলামা, সুষমামা, কালিষষ্ঠীমা ও বহিরাগত দু'একজন মা। সামনে দেওয়ালের দিকটায় ছোট চৌকিখানিতে শ্রীশ্রীবড়মা এসে একটু দেহ এলিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগ প্রস্তুতির সমস্ত কাজ সেরে তিনি এলেন। আবার ভোগের সময় হ'লেই উঠবেন।

আজ দুপুরে মায়েরা কে কী রান্না করেছেন এবং কে কী খেয়েছেন, জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেকে তাঁদের মত উত্তর দিচ্ছেন। সবশেষে কালিষষ্ঠীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কী দিয়ে খেয়েছিস্?

কালিষষ্ঠীমা—বিট্ ভাজা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঃ, সে তো বেজায় মিষ্টি।

কালিষষ্ঠীমা একগাল হেসে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, বেশ মিষ্টি-মিষ্টি লাগে।

১৫ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৯।৩।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। নবাগত প্রফুল্ল চ্যাটার্জীদাকে সঙ্গে নিয়ে এসে ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রণাম ক'রে বসলেন। ব'সে বললেন—আচার্য্য তুলসী মানুষের মন ফেরাবার জন্য খুব চেষ্টা করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুবই চেষ্টা করছেন যাতে মানুষের ভাল হয়। যার অন্তরে দীপ্তি আছে তার টক ক'রে লেগেও যায়। এই দেখ না, আমাদের অনেক কিছুই আছে। কিন্তু করতে পারছি না কিছু। কারণ, উপযুক্ত মানুষের অভাব। মানুষ যদি না পাই তাহলে তো বাঁচাই অসম্ভব হ'য়ে উঠবে নে। ঐ যে প্রফুল্ল এসেছে, ও যদি পঁচিশ জন ভাল type-এর worker (রকমের কর্ম্মী) জোগাড় করে, তাহলে তারা আবার পাঁচশ' জন জোগাড় করতে পারে। আজকাল elite (বিদগ্ধ ব্যক্তি)-দের মধ্যে মিল নেই। মতান্তর হ'তে-হ'তে মনান্তর হ'য়ে যায়। কেউ বুঝতে চায় না যে তার বাঁচাবাড়ার ইন্ধন হ'ল পরিবেশ, আবার পরিবেশের বাঁচাবাড়ার ইন্ধনও সে।

প্রফুল্লদা—আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার ইচ্ছা যেন আমি কাজে ফুটিয়ে তুলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আশীর্ব্বাদ কি! প্রাণের ঘোর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মনে রেখো, এ-কাজ করতে হবে intelligence (বোধি) বরবাদ ক'রে নয়কো। Foolish (মূর্খ) হ'য়ো না। সাধু মানে সুনিষ্পন্নী স্বভাব যার। যা' করবে তা' ত্বরিতগতিতে, অথচ তা' যেন সুচারু ও সুষ্ঠু হয়। এই যে অফিসে কাজ কর, তাও ঐ-রকম হওয়া চাই। মানুষ দেখে যেন অবাক হ'য়ে যায়। তুমি যতখানি হয়েছ ততটা আবার infuse (সঞ্চারিত) করতে পারবে মানুষের মধ্যে। তোমার উপর যার admiration (অনুরাগ) আছে, সে ঐগুলি সহজে নিতে পারবে। আজকাল ইউনিভার্সিটি থেকে যারা পাশ ক'রে বেরোচ্ছে তাদের aim (লক্ষ্য) হ'চ্ছে চাকরী। বাংলা আস্তে-আস্তে একটা গোলামের কারখানা হ'য়ে যাচ্ছে। এর ফলে, মানুষ আর মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াতে পারবে না। যে movement-এর (আন্দোলনের) ফল ভোগ ক'রে গেলেন গান্ধীজীরা, তার সৃষ্টি করল কিন্তু বাঙ্গালী। আর এখন বাঙ্গালীর নামও নেই। নাম থাকে কী ক'রে। গোলামী করতে-করতে সব একেবারে নিকেশ হ'য়ে যাওয়ার মুখে। ঐ যে কথা আছে—

> "পাপাচারে কদাচারে সঙ্কুক্ষিত যেথা
> বিধিরোষ নিঃসন্দেহে জানিও সেথায় ;
> নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।"

দৈব তো আছেই, পুরুষকারও চাই। আমরা যদি এখনও শক্ত হ'য়ে না দাঁড়াই, সারা দেশে এই movement-এর (আন্দোলনের) সৃষ্টি না করি, তাহলে টেকা মুশকিল আছে। এই যে ইংরাজ freedom (স্বাধীনতা) দিয়ে গেল। আমরা কিন্তু এমন কিছু করিনি যাতে freedom (স্বাধীনতা) পেতে পারি। আজ দেখ slave (চাকর)-দের সংখ্যা কিভাবে বেড়ে গেছে। বাংলা-বিহারের কত লোক আজ চাকরীজীবী। সব মিলে আস্তে-আস্তে national servant (জাতীয় চাকর) গোষ্ঠী হ'য়ে যাবে। এই ধর, টাটায় এখন কত লোক কাজ করে। সবই কিন্তু ঐ। যারা স্ট্রাইক করে তারাও। আবার বাইরে থেকে যারা স্ট্রাইক করায় তারাও। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি আগে যাতে education আর industry (শিক্ষা আর শিল্প) বাড়ে তাই করতাম।

প্রফুল্লদা—এই বাংলা কি আর উঠবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা নিজেরা যদি না উঠি তাহলে কি কেউ উঠিয়ে দিতে পারে? আর, এই ওঠার জন্য প্রতিটি পরিবেশকে আগলে ধরা লাগবে। কারো ত্রুটি দেখলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, আমরা সব চাইতে ভালবাসি আমাদের জীবনকে।

তাই, আমাদের ভাল চাই। আমাদের প্রতিটি চলনের ভিতর-দিয়ে যাতে বাঁচি, ভাল থাকি, তাতে অভ্যস্ত হওয়া লাগবে। ধর্ম্মসাধনায় অভ্যস্ত হওয়া লাগবে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি আমাদের **forefather**-দের (পূর্ব্বপুরুষদের) ঐতিহ্যের উপর। এখন হয়তো কত বামুন গরু খায়। তার মানে, ঐখানে আমাদের ঐতিহ্য গেল। অতীত ঐতিহ্যকে আমরা বর্ত্তমানে আনতে চাই। তা' না করতে পারলে অন্যে তিন চড় মেরে আমার কাম সেরে দেবে। **Resist** (প্রতিরোধ) করার সঙ্গতি এমন দৃঢ় ক'রে রাখা লাগে যে কিছুতেই কাউকে তলাতে দেব না। আমাদের চলা-বলা-করা এমন হবে যে যারা তলায় আছে তারাও উঠে যাবে। দেশের **elite**-রা (বিদগ্ধ ব্যক্তিরা) যদি ভঙ্গুর হয় তাহলে সাধারণ লোক তো তলিয়ে যাবে। তারা তোমাদের **asset** (সম্পদ) হ'তে পারবে না কখনও।

এরপরে প্রফুল্লদা উঠে চ'লে গেলেন। অজিত গাঙ্গুলীদা প্রশ্ন করলেন—দীক্ষা দেবার সময় এক-একজন এক-একরকম সময় নেন। ঠিক কতটুকু সময় নেওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে বুঝিয়ে, আস্তে আস্তে বলতে সময় লাগে। বইতে যা' লেখা আছে তা' করতে কতক্ষণ লাগে ?

অজিতদা—তা' তো আধঘণ্টার মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তাই।

অজিতদা—আর, দীক্ষা কত বয়সে দেওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বারো বছর হ'লেই দেওয়া যায়।

অজিতদা—এর আগে দীক্ষা দিলে কি নাকচ হ'য়ে যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যদি নিজে নাকচ করে তাহলে হয়। নতুবা হয় না।

অজিতদা—আর, নাম দেওয়া যায় কত বছরে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের তো নিয়ম আছে পাঁচ বছরেই। তার মানে, কথা ফুটতে আরম্ভ হ'লেই দেওয়া যায়।

অজিতদা—ঋত্বিক্-দক্ষিণা আগে না গুরুপ্রণামী আগে, এ নিয়েও কথা ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু আগে তা' ঠিকই। আর, ঋত্বিক্ সেটাই **infuse** (সঞ্চারিত) করবে। তবে দীক্ষার সময় সব সেরে একেবারে শেষে গুরুপ্রণাম করবে।

অজিতদা—আপনি অনেক সময় অনেককে ডাকতে বলেন। এই সব কাজের জন্য আমাদের একটা সাইকেল থাকলে সুবিধা হয়। আপনি যদি বলেন, আমি একখানা

সাইকেল জোগাড় ক'রে ফেলতে পারি। এখানে থাকল। যার যখন দরকার নিয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে মুশকিল আছে।

পণ্ডিতমশাই—ঠাকুর কতজনকে কত জিনিস দেছেন। কিন্তু কিছুদিন পর তা' আর থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেওয়াতে ভাল হয় না। Inner man-টা (ভেতরের মনুষ্যত্ব) আর evolve করে না (বিবর্দ্ধিত হয় না)। পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। তোমাদের ঋত্বিক্-দের আরো trained (শিক্ষিত) হওয়া লাগবে, আরো alert (সুতৎপর) হওয়া লাগবে। অনেক পরিশ্রম করা লাগবে।

জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটা বিষয় জানতে চেয়েছে। আমি এখন সেই বিষয়টি নিবেদন করলাম। বললাম—কেউ যদি রসগোল্লা ঠাকুরকে উৎসর্গ করে, সে কি আর কোন ছানার জিনিস, যেমন রাজভোগ বা সন্দেশ খেতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজভোগ তো ওরই category (শ্রেণী)। সন্দেশ তো আর তা' না।

আমি—তাহলে রসকদমও পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রসকদমের মধ্যেও তো একটা রসগোল্লা থাকে। মোট কথা, ঐ category-র (পর্য্যায়ের) যা' সেগুলি বাদ যাবে। কিন্তু আমার এ dictate (নির্দ্দেশ) করা ভাল না। আপনার থেকে হ'তে-হ'তে যতটা evolve করে (গজিয়ে ওঠে) তাই-ই ভাল।

সকাল সাড়ে আটটা হ'ল। ক্ষিতীশদা (দাস) এসে প্রণাম ক'রে বললেন—আমি আজ যাচ্ছি একটা এ্যাল্‌সেশিয়ানের বাচ্চা আনার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ বড় দেখে একটা নিয়ে আসিস্।

বিষ্ণুদা (রায়)—ভাল মাস্টার না হ'লে এ-সব কুকুরের training (শিক্ষা) ভাল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—One master man (একপ্রভুওয়ালা মানুষ) যেমন ভাল, তেমনি one master dog-ও (একপ্রভুওয়ালা কুকুরও) ভাল হয়। নিষ্ঠা যাকে কয়, এ হ'চ্ছে তাই। ওতে সমস্ত গুণগুলি prominent (প্রধান) হ'য়ে ওঠে।

বিষ্ণুদা—একটা লোক যদি ছয়টা কুকুরকে train করে (শিক্ষা দেয়), তাহলে কিন্তু ভাল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Teacher (শিক্ষক) যদি একজন হয় তাহলে হ'তে পারে। One master dog (একপ্রভুওয়ালা কুকুর) কতখানি হ'তে পারে জান? কুকুরী যখন গরম হয় তখন তো ওর উপর খুব লোভ হয় কুকুরের, কিন্তু মাস্টার ডাকলে তাও ছেড়ে চ'লে আসে ঐ মাস্টারের কাছে। তুমি ভাল মাস্টার জোগাড় কর।

বিষ্ণুদা—আমি কী ক'রে করব? কুকুর সম্বন্ধে আমার তো কোন ধারণাই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এদিক-ওদিক ঘোর তো।

কয়েকদিন আগে পূজনীয় ছোড়দা একটা বুল্ টেরিয়ার কুকুর নিয়ে এসেছেন। বড় দালানের (বড়াল-বাংলোর) উপর তলায় পূজনীয় ছোড়দার ঘরে কুকুরটি রাখা আছে। সেখানে প্রচণ্ড ঘেউ-ঘেউ শব্দে ডাকছে। ঐ শব্দ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই বুল্ টেরিয়ার কুকুরগুলি dangerous (বিপজ্জনক) হয়। ধরলে আর ছাড়ে না।

ক্ষিতীশদা এ-কথা সমর্থন করলেন এবং প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন।......

আজ রাতে প্রফুল্ল চ্যাটার্জীদা কর্ম্মস্থলে ফিরে যাবেন। সন্ধ্যার সময় এসে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিয়ে বললেন—আবার সুবিধা হ'লেই চ'লে এসো। আর, ঐ জাতীয় লোক সংগ্রহের চেষ্টা ক'রো।

প্রফুল্লদা হাত জোড় ক'রে বললেন—আজ্ঞে, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। আর সুবিধা হলেই আসব।

তারপর প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অনেকের অল্পেই অভিমান হ'য়ে যায়। Deal (ব্যবহার) ক'রে কি তাদের ঐ অভিমান ভাঙ্গানো ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নরক কী মূল অভিমান। দেখিস্ নে আমি কী করি চব্বিশ ঘণ্টা? অভিমান নষ্ট ক'রে দেওয়াই তো ভাল। এমন গালাগালি করা লাগে যাতে তার interest fulfilled (স্বার্থ পরিপূরিত) হয়।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হলঘরে এসে বসেছেন। অনেকে উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে পরম দয়াল বললেন—Sperm (শুক্রকীট)-গুলি ova-তে (ডিম্বকোষে) বেয়ে prick করে (বিদ্ধ করে)। Same instinct-এর sperm (সদৃশ সংস্কারের শুক্রকীট) যদি same instinct-এর ova-কে (সদৃশ সংস্কারের ডিম্বকোষকে) prick (বিদ্ধ) না করে তাহলে সঙ্কর হ'য়ে যায়, instinct (সংস্কার)-গুলি নষ্টও হ'য়ে যায়। এইজন্য সদৃশ ঘরে বিবাহ এত দরকার। আমাদের marriage-system-টা (বিবাহ-প্রথাটা) ভাল ক'রে re-adjust (পুনর্বিন্যাস) করা লাগে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আচ্ছা, একটা male ও female (পুরুষ ও নারী) যদি সুসন্তান আনার বুদ্ধি নিয়ে united (সম্মিলিত) হয় তাহলে কি সেখানে সুসন্তান আসতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদৃশ কুল হলে সম্ভাবনা থাকে। আবার ঐ কুলের কৃষ্টি যার যতখানি living (জীবন্ত), তার তত ভাল হয়। আর, যার living (জীবন্ত) নয়, তারও ঘসতে-ঘসতে খানিকটা হতে পারে।

এরপর আর্য্যকৃষ্টি নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, রাশিয়ান, জার্মান, লিথুয়ানিয়ান, ইটালিয়ান, গ্রীক, সবাই আর্য্যদের বংশধর। কোন Aryan (আর্য্য) জাপানে গিয়েছিল। সে সেখানে ঐ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশ্য, এটা যদি prove (প্রমাণ) করতে পার তো বলবে, নতুবা বলবে না। (পরে হিটলারের প্রসঙ্গ উঠতে বললেন) হিটলার লোক সোজা ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত egoistic (দাম্ভিক) ছিল।

তারপর জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে বললেন পরম দয়াল—আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় পতাকা তিন-রঙা না হ'য়ে চার-রঙা হওয়া উচিত। চতুর্ব্বর্ণের চারটি রঙ। তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একখানা হাত দেওয়া থাকবে। হাতে থাকবে সুদর্শনচক্র।

আমি জানতে চাইলাম—প্রত্যেক বর্ণের রঙ তো আলাদা হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিশ্চয়ই। উপরে সাদা, তার নীচে লাল, তার নীচে হলুদ এবং সব শেষে সবুজ। এইরকম থাকবে।

শৈলেনদা—এক জনের personality (ব্যক্তিত্ব) কতটা আছে তা কিভাবে judge (বিচার) করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচটা বিষয় দেখা লাগে। —(1) Attachment to the parents (পিতামাতার উপর শ্রদ্ধা), (2) Power of observation (পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি), (3) Promptness in working out a work (কার্য্যসম্পাদনে ত্বরিত্য), (4) Power of self-control (আত্মসংযমের ক্ষমতা), (5) Conception (ধারণা)।

এরপর মনুসংহিতায় কথিত পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্ত বিধান সম্বন্ধে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে আমি বললাম—মনুসংহিতায় কোন-কোন বিশেষ অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ হাত-পা কেটে ফেলার বিধান পাওয়া যায়। তখন কি সত্যিই সেরকম করা হ'ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন হয়তো হ'ত।

আমি—কিন্তু এ যে অমানুষিক অত্যাচার !

শ্রীশ্রীঠাকুর—চীন-জাপানেও ঐ-রকম প্রথা ছিল অনেক আগে। ওতে terror (আতঙ্ক) সৃষ্টি হয়।

আমি—যাতে আর এরকম অপরাধ কেউ না করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আর এটা হ'ত unavoidable case-এ (অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে)। ঐ যেমন আছে, প্রতিলোম করলে লিঙ্গ কেটে নিয়ে হাতে ক'রে যেতে হত, লোহার মেয়েমানুষ তৈরী ক'রে খুব গরম ক'রে তাই বুকে জড়িয়ে ধ'রে থাকতে হ'ত। এর দ্বারা বুঝতে হবে, প্রতিলোমকে লৌহহস্তে নিরোধ করতে হবে। এইরকম সব আর কি !

কথাগুলি উপস্থিত সকলের ভিতর ধ'রে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সবাই নীরব। শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। টিউব-লাইট থেকে বিচ্ছুরিত আলোকে পরমপুরুষের তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ দিব্যকান্তি অধিকতর রমণীয় হ'য়ে উঠেছে। সবার মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি ঐদিকে স্থিরনিবদ্ধ।

১৬ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ৩০।৩।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। সামনের মেঝেতে উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—মানুষ সব চাইতে ভালবাসে তার নিজের জীবনকে। সে সেই পথই অবলম্বন করতে চায় যাতে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

ভক্ত কেমন হয় সেই প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—ভক্ত যিনি, তিনি তাঁর নিজের জীবনের জন্য কিছু করতে যান না। জীবনের উপরে তিনি দেখেন তাঁর ইষ্টকে। তিনি বোঝেন এবং বিশ্বাস করেন, ইষ্টই আমার জীবন। এ না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্ত হয় না। এই যে শিবাজী যা' বলেছেন, সবই কিন্তু রামদাসের কথা।

বেলা বাড়তেই বাইরে গরম বোধ হ'তে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিষ্ণুদা (রায়), হাউজার-ম্যানদা প্রমুখ আছেন। দেশের পরিস্থিতি ও বর্ত্তমান সামাজিক অব্যবস্থা নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—গভর্ণমেণ্টের pillar (স্তম্ভ) হচ্ছে চারটি—Agriculture, industry, marriage আর practical education (কৃষি, শিল্প, বিবাহ আর বাস্তবতাধর্ম্মী শিক্ষা)। এই চারটি pillar-এর (স্তম্ভের) উপরে গভর্ণমেণ্ট দাঁড়িয়ে থাকে। আর যা'-কিছু সব sub-division (উপ-বিভাগ)। তা' ছাড়া আর একটা জিনিস ঠিক রাখা লাগে, আমি চাই বাঁচতে বাড়তে। আমার পরিবেশও তাই চায়। সেই জন্যে আমার পরিবেশকেও ভাল রাখা লাগে। আমার

পরিবেশ যদি ভাল থাকে, আমি ভাল থাকবই। আর আমার পরিবেশ যদি খারাপ হ'য়ে পড়ে, অসুস্থ থাকে, তাহলে আমার কোটি টাকা থাকলেও আমি ভাল থাকতে পারব না। এটুকু বুঝ থাকলেই এদেশ সোনার দেশ হ'য়ে যায়। কিন্তু মানুষ এখন আর তা' বুঝতে চায় না। পয়সার দিকে টান বেশী হ'য়ে পড়লে মানুষ তখন আর পরিবেশ চায় না। আজ এখানে আমাদের **helpless** (অসহায়) ভাবতে হচ্ছে। কিন্তু তা' তো ভাবা উচিত নয়। আমাদের তো এরা চায়। তবুও **helpless** (অসহায়) ভাবতে হচ্ছে কেন? কারণ, এরা আমাদের **black mail** (ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়) করতে চায়। কিন্তু দেখ, আমি নিজের জন্য কখনও কিছু চাই না। আমি চাই বিষ্ণু! তুমি হাউজারম্যানকে কিছু দাও। তোমরা সবার জন্য ভাবতে শেখ, কর সবার জন্য। এ-কথা কয় কে? বোঝায়ই বা কে? যে কয় সেই-ই খাঁটি মানুষ। এখন ও-রকম খাঁটি ক'জন আছে তা' বুঝতেই পার। দেখ না, আগে ইংরাজ আমলে তোমাদের দেশে কয়জন মদ খেত? আর এখন ক'জন খায়?

বিষ্ণুদা—আকজাল সব জায়গাতেই বহু মদের দোকান হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর গোটা দেশই হয়ে উঠেছে একেবারে **slave country**-র (ক্রীতদাসদের দেশের) মত। আজকাল মানুষ চাকরী করা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পায় না। চাকরীটাই বোঝে সবাই।

বিষ্ণুদা—একজন বলেছেন, আমরা মনোজগতে এখনও ইংরাজের গোলাম আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ইংরাজের গোলাম লাখবার থাকি তাতে দোষ নেই। কিন্তু কিসের গোলাম? হৃদয়ের। হৃদয়ের গোলাম যেন থাকি। আমি ইংরাজকে ছাড়তে পারি না। ইংরাজও আমাকে ছাড়তে পারে না। আমেরিকা, জার্মানি আমাকে ছাড়তে পারে না। আমিও আমেরিকা, জার্মানিকে ছাড়তে পারি না। এতে মানুষ বড় হয়। নতুবা কি শুধু টাকা খেয়ে কেউ বড় হতে পারে? আমার একটা ইচ্ছা ছিল। স্কুল করি বা হাসপাতাল করি বা কলেজ করি, তা' আমরা নিজেরা করব। আর এগুলি আমাদের **control**-এ (শাসনে) থাকবে। নতুবা, অন্যের **control**-এ (শাসনে) থেকে আমাদের **education**-কে (শিক্ষাকে) নষ্ট করার কোন মানে হয় না। নিজেদেরটা নিজেদের হাতে রাখলে আমরা অনাথ হ'য়ে যাব না। এতে একটা ভাবের **relation** (সম্পর্ক) সৃষ্টি হয়, **sex**-এর **relation** (কামনার সম্পর্ক) নয়। পোপ আমাদের ভিতরে **Love-Lord**-কে (প্রিয়পরমকে) **sow** (বপন) করেন। যেমন, তোমার বাবা তোমার মায়ের ভিতর তোমাকে বপন করেছেন। আবার, এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে জীবনীয় সম্পদ যা'-কিছু বপন ক'রে যান ইষ্ট। তাই,

বাপের থেকেও তিনি বড় হ'য়ে যান। এখানে দেখ, কত লক্ষ সৎসঙ্গী আছে। এদের মধ্যে কারো-কারো সঙ্গে হয়তো মতের গোলমাল হ'য়ে মারামারিও হ'ল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখ, আর সে-সব কিছু নাই। দুজনে দোকানে বসে মিষ্টি খাচ্ছে। এটা যদি সকলের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তাহলে কী সুন্দর হ'য়ে যায়! (আবেগের বশে) নতুবা power (ক্ষমতা) কি শুধু pice (অর্থ)? Father (পিতা) ঠিক রাখতে হয়। বাপকে না মানলে ভাইয়ের কোন দাম নাই তো! আজ কেস্-এর ব্যাপারে এই যে এত টাকা খরচ হচ্ছে, এ টাকা কি আমার বাবার টাকা? বাবা সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিল, আমি উত্তরাধিকারসূত্রে তা' পেয়েছি? তা' নয়। এ টাকা তোমার, ওর। সবাই আমাকে দিয়েছে। কেন দিয়েছে? ভালবেসে দিয়েছে। এ টাকাগুলি দিয়ে আমরা কত কী করতে পারতাম; কিন্তু বুঝলাম না। নিজেরাই নষ্ট করলাম।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—গভর্ণরের মাইনে কত?

কেউ সঠিক বলতে না পারায় শ্রীশ্রীঠাকুর অজিত গাঙ্গুলীদাকে আদেশ করলেন—শুনে আয় তো যে জানে তার কাছ থেকে।

অজিতদা উঠে গেলেন। দয়াল আবার বলছেন—বাইশ হাজারই পা'ক্ আর তিন হাজারই পা'ক্, তার পরিবেশ সমৃদ্ধ হ'ল কতখানি তা' দেখ।

ইতিমধ্যে অজিতদা ঘুরে এসে বললেন—গভর্ণরের মাইনে চার হাজার টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতেই বা কী হ'ল! মানুষ যতদিন আমাদের আপন না হচ্ছে, আমরা যতদিন মানুষের আপন না হচ্ছি, ততদিন কোন উপায় নেই। আর মানুষ উপায় করতে গেলে মানুষের লওয়াজিমার জন্য যা' যা' লাগে, মায় ঐ চড়াইপাখীটা পর্য্যন্ত সবকিছুকে ধরতে হবে। সব ছোটগুলিকে বড় ক'রে তুলতে হয়। বড়গুলিকে আরো বড় ক'রে তুলতে হয়। বিষ্ণু হয়তো খুব ভাল বক্তৃতা দিয়েছে। তাতে সবাই মুগ্ধ। তা' দিয়ে কিছু বোঝা যাবে না। বিষ্ণু ক'টা মানুষকে উপায় করতে পারল তাই হ'ল তার সাধু চরিত্রের standard (মানদণ্ড)। ধর, এখানে একজন সাধু আর ওখানে আর একজন সাধু আছে। কিন্তু সাধুত্বের লক্ষণই এই যে, সাধু হলেই দুজনে automatic friend (স্বাভাবিকভাবে বন্ধু) হ'য়ে ওঠে। তুকারামকে দেখ না, রামদাসের সাথে তার বন্ধুত্ব কেমন। তুকারাম তাঁর শিষ্যদের পাঠাতেন রামদাসের কাছে এই ব'লে যে, এর অমুক instinct-টা (সংস্কারটা) ঠিক ক'রে দেও। আবার, রামদাসও তাঁর শিষ্যদের তুকারামের কাছে পাঠাতেন বিশেষ কোন বিদ্যা শেখার জন্য।

স্নানের বেলা হ'ল। কয়েকটি ভাই এসে প্রণাম করল এই সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাইরা কোথার থেকে এসেছে ?

অজিতদা—সরাইয়া হাট থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাইয়েদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। (অজিতদা উঠে দাঁড়ালেন) যাও, তোমরা ওর সাথে যাও। সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

অজিতদা ওদের নিয়ে রওনা হলেন। ওদের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দয়াল ঠাকুর স্নানের জন্য উঠলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় মাঝের চৌকিতে বসেছেন। আজ সারাদিনই আকাশে মেঘলা ক'রে আছে। মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। সন্ধ্যার পরে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) দুটি ভদ্রলোককে নিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বললেন—কলকাতা থেকে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে কোথায় আছেন।

ওদের একজন—আমি নৈহাটিতে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে কোথায় থাকেন ?

উক্ত ভদ্রলোক—ডোমিনিয়ন হোটেলে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকবেন দু'চারদিন ?

উক্ত ভদ্রলোক—না, কাল যাব। নৈহাটির অমূল্যবাবু আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও। ওরা সব ভাল আছে তো ?

উক্ত ভদ্রলোক—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলাম আপনার শরীরটা বেশ খারাপ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খারাপ। চলাফেরা করতেও পারি না।

এরপর ভদ্রলোকেরা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। ৺প্রবোধ বাগচীদার বাড়ীর মা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন—সুবোধ, সুখন পরীক্ষায় পাশ করেছে। এখন একটু কলকাতায় মাসীবাড়ী, পিসিবাড়ী যেতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধানে যেন যায়।

দেবেন রায়দার বাড়ীর মা—আমার ছেলেও ওদের সাথে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোট কথা, সাবধানে যেন যায়। আমার কথা হ'ল এই। কলকাতার আবহাওয়া তো জানই।

কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনে তামাকু সেবন করলেন। তারপর বিবাহ ও জনন-

বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা উঠল। ঐ সূত্র ধ'রে দয়াল বললেন—মেয়ের বিয়ে সব সময় উঁচুকুলে দেবা। তার মানে, সেখানে যেয়ে সে স্বামীকুলের সবাইকে ধ'রে রাখবে। সেই সাথে নিজেকেও বড় ক'রে তুলতে পারবে। মেয়েলোকের যদি high pedigree (উঁচু বংশ) হয়, আর বিয়েও সে-রকম হয়, তাহলে একেবারে অমৃতের মত হয়। তার চালচলন, সহবাস, সবই হয় ঐ-রকম। কারণ, ঐখানে হয় তার affinity (আকর্ষণ)। তার ova-ও (ডিম্বকোষও) developed (সমৃদ্ধ) হ'য়ে উঠতে লাগে। স্বামীর ভালর জন্য যা' যা' দরকার, সবই সে অক্লেশে ক'রে ফেলায়। তার যদি কোন খারাপ quality (অবগুণ) থাকে, সেগুলিও recessive (শক্তিহীন) হয়ে পড়ে। সে বোঝে সব। কিন্তু খারাপ কিছু করার প্রবৃত্তিই আসে না। নিজের থেকেই তার একটা solution (সমাধান) হ'য়ে যায়। (শৈলেনদার দিকে তাকিয়ে) তুমি যদি ওরকম একটা ভাল বউ পাও, তাহলে দেখো, তোমাকে দেখলেই বা তোমার গায়ে হাত দিলেই তার এক peculiar sexual satisfaction (বিশেষ রকমের যৌন পরিতৃপ্তি) হয়। আমি যে ঐ-রকম কত type (রকম) দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। Sexology (যৌনবিজ্ঞান) যদি আমি লিখতাম তাহলে হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ থেকে যে খুব কম হ'ত তা' নয়। আর, এত confession (স্বীকারোক্তি) আছে আমার কাছে যে তা' আর কওয়ার না।

সুধীর চৌধুরীদা—কোন মানুষের যদি একটা বিশেষ গুণ থাকে সেটা তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে set up (সুদৃঢ়) হ'তে কত generation (পুরুষ) লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি dominant (প্রবল) থাকে তবে সহজে হয়। আর, recessive (দুর্ব্বল) থাকলে দেরী লাগে। আবার, সেখানে যদি ইষ্টনিষ্ঠা সমস্ত gene-কে (জনিকে) আলোড়ন ক'রে, সব আকর্ষণকে ঠেলে ফেলে উপরে উঠতে পারে, তাহলে একেবারে কাম হ'য়ে যায়। রত্নাকর বাল্মিকী হ'য়ে যায়। সেইজন্য আগে ঘর ঠিক কর। ঘর দেখ, বর্ণ দেখে বিয়ের ব্যবস্থা কর। এক বর্ণের মধ্যেও কিন্তু আবার থাক আছে। সেগুলিও হিসাবের মধ্যে রাখবে। জাত গড়তে হ'লে বিয়ে ঠিক করা ছাড়া উপায় নেই। তার মধ্যে আবার মেয়েরা যাতে কিছুতেই নীচু ঘরে না পড়ে সেদিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। আমার একটা পদ্য লেখা আছে। ছাপানো আছে কিনা জানি না। তাতে আছে, আলোক পায়ে লাল্‌চে শাড়ী—এই রকম সব কথা। আছে নাকি?

আমি বললাম—অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডে ছাপানো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই, পড়্ তো দেখি।

তাড়াতাড়ি বই নিয়ে এসে পড়লাম—

"আলোক পায়ে লালচে শাড়ী
প'রে পথটি বেয়ে
চলছে বোধি-বিনয়গড়া
আমার পল্লীমেয়ে,
মুখে মাখা চাঁদনী আভা
চোখে জীবন-উদ্দীপনী
কথায় বাজে আগল-ভাঙ্গা
আদর লাজুক সন্দীপনী,
হাতে তাহার সুধার পেলব
স্পর্শে ফোটে পদ্ম-স্নেহী
নজরপারের সতী যেন
ঘনিয়ে এসে হ'ল দেহী।
সরল আভায় শরীরটি ওই
উঠছে ফুটে দীপ্তি জ্ঞানের,
বুকের মাঝে খেলছে যেন
বীচিমালা ভক্তি-প্রেমের,
স্নেহের গাঁথায় মুক্তি যেন
ছুটছে চ'লে শক্তি পায়
দেবতা-অসুর-যক্ষ-মানব
ভক্তিবিভোর নতি জানায়;
আর্য্য মেয়ে অমনি হ'য়েই
জন্মে থাকে আর্য্য ঘরে,
সঞ্জীবনী উচ্ছলতায়
ওই কোলই তো আর্য্য ধরে।"

পড়ার শেষে পরম দয়ালের শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—যেন আর্য্যমেয়ের রূপ তিনি মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন। নয়নপ্রান্ত তাঁর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। রাত আটটা বাজে। এই সময় সুধীর দাসদাকে ডাকতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সুধীরদা আসতেই বললেন—কচুরি খাওয়াতে পারবি ভাল ক'রে? বেশ বড় বড়?

সুধীরদা—আজ্ঞে, যাই তাহ'লে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উল্লসিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর হাত নেড়ে বললেন—নিয়ে আ'সো গা তোফা মাল।

১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৩১। ৩। ১৯৫৯)

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। মাঝে-মাঝে ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। সাথে আছে শীতল হাওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হল্‌ঘরে অবস্থান করছেন। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথায়-কথায় শৈলেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—মহাত্মা গান্ধী যখন আশ্রমে গিয়েছিলেন, তখন আপনার সাথে কি তাঁর কথা হয়েছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়েছিল। বেশী কথা হয়েছিল মায়ের সাথেই। তারপর আমি যখন কলকাতায় অসুস্থ হয়ে ছিলাম, তিনি আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

শরৎদা কাল দেওঘর কলেজে একটি বিশেষ সভায় আহূত হ'য়ে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি Mock Assembly Meeting (কৃত্রিম বিধানসভা) দেখে এসেছেন। সেই গল্প করছেন। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা Ministerial Mock Court (মন্ত্রী-পর্য্যায়ের কৃত্রিম বিচারালয়) করার ইচ্ছা ছিল। কোর্টে যা' যা' হয় তারই একটা form (ছাঁচ) সেখানে থাকবে। কোন জিনিস জানাবার জন্য সেখানে হয়তো একটা দরখাস্ত করলাম। তার উপরে নম্বর দেওয়া থাকবে M/C. সেই কোর্ট সবাই attend করতে পারবে (উপস্থিত হ'তে পারবে)। আপনি হ'তে পারেন কোর্টের জজ্। শৈলেন হয়তো হ'ল উকিল। আবার কেউ যদি উকিল না হয়, সেও সেখানে attend করতে পারবে (উপস্থিত হ'তে পারবে)।·········ইউনিভার্সিটি যদি করতে পারি, তার মধ্যে একটা অফিসার্‌স্ ট্রেনিং কলেজ করার ইচ্ছা আছে আমার। প্রাইম মিনিস্টার, অন্যান্য মিনিস্টার, তা' ছাড়া অন্যান্য যত অফিসার, সবারই ট্রেনিং দেওয়া হবে সেখানে।

শরৎদা—Teachers' training-এরও (শিক্ষক-শিক্ষণেরও) ব্যবস্থা থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Teacher-দের (শিক্ষকদের) কেমন position (স্থান) হওয়া উচিত দেশে, আবার সেই position-এ (স্থানে) আসতে গেলে তাদের কী কী character-istics (চরিত্রলক্ষণ) থাকা দরকার, তাও জানার ব্যবস্থা থাকবে সেখানে।

শরৎদা—ঐ-রকম একটা criterion (মানদণ্ড) না থাকলে, শুধু ভাল result (ফল) হ'লেই শিক্ষক হবার যোগ্যতা আসে না।

এই সময় ভাটুদাকে (পণ্ডা) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ফোন্ করবি না ?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ভাটুদা—লাইন খারাপ।

হতাশের স্বরে বললেন দয়াল ঠাকুর—ব্যস্।

শরৎদা—কাল ঝড়ের মত হয়েছে। তার জন্য লাইন খারাপ হ'তে পারে।

তারপর আবার পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে শরৎদা বললেন—কলেজের ঐ মিটিংএ সাগর ইউনিভার্সিটির ইকনমিক্সের হেড্ অফ্ দি ডিপার্টমেণ্ট শ্রীযুত এম, এস্, শর্মা ছিলেন। তিনি বললেন, শিক্ষা কেমন হচ্ছে, তার খবরাখবর করার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটা strong enquiry committee (শক্তিশালী অনুসন্ধানী সমিতি) থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ইচ্ছা ঐ-রকম ছিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরে ও বাইরের বারান্দায় ভক্তবৃন্দের ভীড় বাড়ছে। বাইরে হাওয়াও একটু জোর চলেছে। অনেকেরই গায়ে চাদর। দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গদেশের কথা উল্লেখ ক'রে শরৎদা বললেন—আপনার কি মনে হয় যে এই দুইদিকের লোক কখনও একসাথে ব'লে উঠতে পারে 'Come, let us be united' (এস, আমরা এক হই)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ ভাগ তো people (জনসাধারণ) করেনি। কতকগুলি মানুষ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জোর ক'রে করেছে। খোঁজ নিয়ে দেখেন গে, এখন people-এর (জনসাধারণের) অনেকেই এ ভাগ চায় না।

শরৎদা—কিন্তু আমাদের এই কৃষ্টি যদি স্থাপন করতে হয় তাহলে তো one and united India (এক অখণ্ড ভারতবর্ষ) ছাড়া হবার উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা, মানুষ চাই। মানুষ না হ'লে কাজ করবেন কা'দের দিয়ে? আমরা যদি আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে পরিপূরণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সব-কিছু ভাবতে পারতাম, করতে পারতাম, তাহলে এতদিনে সবদিকটাই ঠিক হ'য়ে যেত। মানুষগুলিকে পারস্পরিকতায় বেঁধে, তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে train up (শিক্ষিত) ক'রে তোলা চাই। তারপর ঐ trained (শিক্ষাপ্রাপ্ত) মানুষগুলিকে ছিটিয়ে দিতে হয় সব জায়গায়। এতেই কাম হ'য়ে যায়। কিন্তু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে trained (শিক্ষিত) করি না। আপনি দেখেন, আপনার চোখকে আপনি কতখানি train (শিক্ষিত) করেছেন, কানকে কতখানি train (শিক্ষিত) করেছেন। আবার শুধু train (শিক্ষিত) করলেই হবে না, adjusted way-তে (সুনিয়ন্ত্রিতভাবে) করা চাই।

তারপর মাথাটি এক মোহন ভঙ্গিমায় ঝাঁকিয়ে ব'লে উঠলেন দয়াল প্রভু—কিছু

না। শুধু আমার যে লেখাগুলি আছে সেইগুলিই অভ্যাস ক'রে নেন। তাহ'লেই দেখবেন কত হ'য়ে যায়। আর যা' কই নাই তা' তো বাদই গেল।

শরৎদা—যা' বলেছেন তা' তো সমুদ্র। কিন্তু আমাদের যে কতরকম deficiency (খাঁকতি) আছে। আমার ছেলে হয়তো কলকাতায় যাওয়ার জন্য আমার কাছে এসে দশটা টাকা চাইল। আমিও গরম হ'য়ে তাকে বেশ খানিকটা উচিত কথা শুনিয়ে দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উচিত কথা আমরা কইতেই জানি না। আমরা বুঝি, haphazardly (এলোমেলোভাবে) চিন্তা না ক'রে যা' ক'ব তাই হ'ল উচিত কথা। কিন্তু উচ্-ধাতু মানে মিলন। উচিত কথা মানে মিলনের কথা।

শরৎদা—মিলনের কথা বলতে গিয়েও তার যতটুকু defect (ত্রুটি) তা' দেখিয়ে দেবার দরকার আছে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিয়ে দিতে গেলেও তা' দিতে হবে ঐ মিলন-নীতির ভিতর দিয়ে। নতুবা তার মাথায় ধরবে কেন? মাথায় ধরলেই তখন সে এতে interested (অন্তরাসী) হ'য়ে ওঠে। যারা এইরকমভাবে কথা বলার অভ্যাস করে, সেইসব পরিবার উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। আর যে-সব পরিবার ছাওয়াল-পাওয়ালের সাথে ঐ জাতীয় উচিত কথা ক'য়ে থাকে, দেখবেন, সে-সব সংসার ধ্ব'সে গেছে।

শরৎদা—ভালভাবে কথা বলতে গেলে যদি ছেলেপেলেদের দুষ্টবুদ্ধি indulgence (প্রশ্রয়) পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Indulgence (প্রশ্রয়) পাবে কেন? তাদের উপযুক্তভাবে guard করা লাগবে (যত্ন নিতে হবে)।

শরৎদা—মিলন মানে কি পরস্পরকে দেখা-বোঝা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'তে সবাই exalted (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে। অনেকে বলে, 'আমি উচিত কথা কই ব'লে মানুষ আমাকে দেখতে পারে না।' ওরে, তুমি যদি উচিত কথাই কও তাহ'লে মানুষ তোমাকে দেখতে পারবে না কেন? (হাসি)। উচিত কথা কা'রে কয় তাই অনেকে জানে না। যদি মিলই না হ'ল তাহ'লে উচিতের মানে কী? উচিত-কথার মানেই তো তাই ক'য়ে দেয়। Dictionary-তেই (অভিধানেই) তা' লেখা আছে।

গিরিশদা (ভট্টাচার্য্য)—সত্য কথা কারে বলে তাও অনেকে জানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সত্যং ভূতহিতপ্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্'। মানুষের যা'তে মঙ্গল হয়, তাই সত্য। কেবল যথার্থ কথাই সত্য কথা নয়।

এরপর জ্ঞানদা (গোস্বামী) বললেন—এক জায়গায় বহুকাল ধ'রে থাকার তাৎপর্য্য কী? বরং জায়গা মাঝে-মাঝে পরিবর্ত্তন ক'রে নতুন-নতুন পরিবেশে বাড়ীঘর করাই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক জায়গায় একটা family (পরিবার) হয়তো চৌদ্দ পুরুষ ধ'রে আছে। তার ফলে, তাদের সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিকতা ও সংহতি বেড়ে যায়। আবার বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও তারা সহজেই নিজেদের mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে।

জ্ঞানদা—দেশে যেখানে-যেখানে joint family (যৌথ পরিবার) ছিল, সেগুলি এখন আইন ক'রে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম সারা একেবারে।

জ্ঞানদা—এক বিরাট পরিবার যদি ভেঙ্গে আলাদা-আলাদা হয়, তাহলে সেইসব আলাদা সংসারে নানারকম আদর্শপ্রাণতা দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ মানা ছোটদের স্বরু হয় বাড়ীর কর্ত্তাকে দেখে। তিনি মানেন। পরে ছোটরা যখন বড় হবে তখন তাদের পক্ষে ওটা মানার পক্ষে সুবিধা হয়।

জ্ঞানদা—Joint family-তে (যৌথ পরিবারে) responsibility (দায়িত্ববোধ) কমে যায়। তাতে মানুষ নষ্ট হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী উত্তোলন ক'রে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করলেন—Joint family-তে responsibility (যৌথ পরিবারে দায়িত্ববোধ) বেড়ে যায় যদি ঐ কর্ত্তা ঠিক থাকেন। Joint family (যৌথ পরিবার) ভেঙ্গে যাওয়াতে পরিবারের মানুষগুলিও ভেঙ্গে যায়। তাদের মধ্যে আর পারস্পরিকতা থাকে না। তখন তুমি তোমার ছেলে বা মেয়ের সাথে মিলে থাকতে পারবে না। তারা ঘুরে বেড়াবে like street-dogs (রাস্তার কুকুরের মত)।

জ্ঞানদা—বাড়ীর কর্ত্তা সংসার এক জায়গায় রাখার জন্য এত চেষ্টা করেন যে ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দিয়ে উঠতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আল্‌সে প্রকৃতির হ'লে আর দিয়ে উঠতে পারেন না। Joint family-র (যৌথ পরিবারের) কর্ত্তা খারাপ হ'লে সব গোলমাল হ'য়ে যায়। কিন্তু ধর, তুমি তোমার ভাইয়ের ছেলের জন্য ভাব, কর। তোমার দাদা আবার তোমার ছেলের জন্য ভাবে, করে। এটা একেবারেই অমৃততুল্য। এ-রকম পরিবারে হয়তো একজন জজসাহেব, একজন উকিল, একজন মার্চেন্ট্। সব একসাথে খেতে বসলেন।

খেতে ব'সে কতরকম আলোচনা হয়। তখন অমুক দাদা কী কয় একটু শুনলে। তার থেকে কতরকম জ্ঞান বাড়ে। এইরকম আড্ডায় বা কাছারী ঘরে যদি ছেলে-পেলেদের নিয়ে বসতে পার তাহলে একেবারে **education**-এর (শিক্ষার) বাবা হ'য়ে যায়। **Joint family**-র (যৌথ পরিবারের) ঐ-রকম মানুষ যারা, তারা করে কী—তোমাদের ভাইদের **status** (অবস্থা) যাতে বেড়ে যায় তার চেষ্টা করে। কর্ত্তা চেষ্টা করে। এর-ওর কাছে যায়, কিসে জ্ঞান দাঁড়াতে পারবে। সেটা চালবাজী নয়কো। কোন সম্পত্তিও যদি করে বা যাই করুক, তোমাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই করে। যদি ভাগও হ'য়ে যায় তাহলে সেটা আপনার থেকেই হয়। ভাগাভাগি নিয়ে যে গোলমাল হবে তা' হ'তে পারে না। **Joint family** (যৌথ পরিবার) একটা **active government**-এর (সক্রিয় সরকারের) মত। **Responsibility** (দায়িত্ববোধ) সাংঘাতিক। গল্প শুনেছিলাম, সেই এইরকম একটা পরিবারে তেলাপোকাটা পর্য্যন্ত ব্যারিস্টার। বাড়ীর কর্ত্তা সবসময় লেগে আছে কিসে সবার ভাল হবে। কর্ত্তা প্রত্যেকের হাতখরচ দেয়, বৌমাদের কাপড় দেয়। এত **considerate** (বিবেচক)। আবার বৌদের মধ্যেও এত **sweet relation** (মধুর সম্পর্ক) হ'য়ে যায় যে তা' আর ক'বার নয়। সে-পরিবারের কেউ **street dog** (রাস্তার কুকুর) নয়। তা' ছাড়া, আমি কর্ত্তা, বাড়ীতে গদিয়ান হ'য়ে ব'সে থাকলাম। পরিবারের সবাই আল্‌সে হ'ল, স্বার্থপর চলনে চলতে থাকল। সেটা কিন্তু **joint family** (যৌথ পরিবার) নয়। তাকে বরং **joint hotel** (যৌথ হোটেল) বলা যেতে পারে।

জ্ঞানদা—তাহলে এই কথাই কি ঠিক যে মানুষের ব্যক্তিত্ব যত ক'মে যায় ততই এই পরিবারগুলি ভাগ হ'তে থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনই ভাগ হয়।

জ্ঞানদা—সাধারণতঃ দেখা যায়, বৌরাই এসে ভাগ করতে আরম্ভ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৌরা যে ও-রকম বলতে পারে, তার মানে বুঝতে হবে, সেখানে পুরুষের **being**-এর (সত্তার) বীর্য্যবত্তাই ক'মে গেছে।

জ্ঞানদা—পুরুষ সারাদিন বাইরে কাজ ক'রে আসামাত্রই বৌ হয়তো **poisoning** (বিষাক্ত) করতে আরম্ভ করল।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষ যদি হয় তাহলে তার দাঁতের ঠেলায় ঐ বৌ এগোতেই পারবে না।

জ্ঞানদা—অনেক বৌ বলে, তুমি এত খাট। কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েরা ভাল ক'রে খেতে পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকে ও-রকম বলতে পারে, বুঝতে হবে সে পুরুষের তেজই ক'মে গেছে। তা' ছাড়া, বিয়েও করে ঐ-রকম। ভাল-ভাল পরিবারে কর্ত্তার 'পরে allegiance (আনুগত্য) থাকে খুব। একজন হয়তো হাইকোর্টের জজ্ আছে। তার কাকা হ'ল বাড়ীর কর্ত্তা। কাকার কাছে যেয়ে তার সে কী allegiance (আনুগত্য)। আবার কাকারও ব্যবহার থাকে তেমনি। তখন বোঝা যায়, কাকার মানে কী! পিতৃব্য কয় কেন? আবার, সঙ্ঘগুলিও তেমনি joint family-র (যৌথ পরিবারের) মত। তোমরা হ'চ্ছ তার conductor (পরিচালক)। তোমরা যদি একানুগত্য নিয়ে সবটা সেইভাবে গ'ড়ে তুলতে পার তাহলে একেবারে সোনা ফলাতে পার।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর motile-শব্দটির মানে দেখতে বললেন। দেখা হ'ল, exhibiting or capable of motion (গতিশীলতা যেখান থেকে বিকশিত হয় বা গমন-যোগ্য)। তা' শুনে বললেন দয়াল ঠাকুর—Mobile হ'ল যখন motion-টা (গতিবেগটা) বাইরের থেকে দেওয়া হয়। আর যখন সেটা ভিতরের থেকে আসে তখন তাকে বলে motile. মানুষ, গরু, ভেড়া, সব motile. তোমাকে কেউ impulse (অনুপ্রেরণা) দিল, আর সেইমত তুমি চলতে থাকলে, তখন তুমি mobile. Female-দের (স্ত্রীলোকদের) যখন তুমি তোমার মত ক'রে চালাও সেটা হ'ল mobile. সেইজন্য মানুষ motile হ'য়েও mobile হ'তে পারে।

স্নানের বেলা হয়ে যাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় উঠে স্নানে গেলেন।......বিকালে বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। ভক্তসমাগম ধীরে-ধীরে বাড়ছে। প্রকৃতিতে মাতাল হাওয়ার দাপাদাপি ও মাঝে-মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছেই।

সুশীলদা (বসু) কলকাতায় গিয়েছিলেন। তিনি এসে প্রণাম ক'রে গেলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—মণিকে (দয়াল ঠাকুরের মধ্যম পুত্র) দেখলাম না আজকে।

বললাম—সন্ধ্যার আগে বাণীমন্দিরে যেতে দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই নিয়ে খুব মেতে গেছে।

সুধীরদা (চৌধুরী)—চলার পথে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড চারটি নীতিই তো লাগে। শুধু মিলনের কথায় তো সব কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিলনের নীতি বাদ দিয়ে ভেদনীতি বা দণ্ডনীতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। প্রথমগুলি দিয়ে যখন পারি না, তখনই পরেরটার দরকার হয়। পারলে, ওসব ব্যবহার করার কী দরকার।

সুধীরদা—কিন্তু ভারতীয় সংবিধান তো এই চারটি নীতিকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ওটা ঐভাবে ধ'রে নিই। সাম-দানের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি যখন করতে পারি না, তখন লাগে ভেদ-দণ্ড।

সুধীরদা—কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তো হ'ল। সেটা তো সাম-দানের দ্বারা manage (সুব্যবস্থা) করা গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Manage (সুব্যবস্থা) করা গেল না ব'লে যুদ্ধ লাগল। কিন্তু সাম-দানের দ্বারা অসম্ভব ব'লে full stop (পরিসমাপ্তি) দেওয়া ভাল না।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাশি উঠল। একজন দৌড়ে গিয়ে ডাঃ প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে নিয়ে এল। প্যারীদা এলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই, আমার পেটও খারাপ করেছে। কাশিও হ'চ্ছে।

প্যারীদা—ওষুধ দিই। (ওষুধ আনতে গেলেন)।

হাউজারম্যানদা—আবার ঠাণ্ডাও পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি তোর মত খেতে পারতাম, তাহলে ভাল হ'ত। আজ আবার পোলাও খেলাম। বড়বৌ মনে করে, পেট পুরে খাওয়াতে পারলেই ভাল হয়।

এর মধ্যে প্যারীদা ওষুধ নিয়ে এলেন। দয়াল ঠাকুর ওষুধ খেয়ে গামছায় মুখ মুছে বসলেন। তারপর অজিত গাঙ্গুলীদা বললেন—আমি আমানির ভাত খেতে পারি না। Sentiment-এ (ভাবানুকম্পায়) লাগে। মনে হয়, এক সূর্য্যে দু'বার ভাত খেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ sentiment (ভাবানুকম্পিতা) ভাল।

হাউজারম্যানদা—এক সূর্য্যে দুইবার ভাত খেলে কি আর স্বর্গে যেতে পারবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বর্গে যাওয়া মানে topmost experience-এর (সর্ব্বোচ্চ প্রাজ্ঞতার) দিকে যাওয়া। তার জন্য নিজের চেষ্টাও লাগে, আবার diet-ও (খাদ্যাখাদ্যও) সেইভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে।

হাউজারম্যানদা—সরষের তেল খাওয়া কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেল মানে তিলের তেল। পরে সরষের তেলও তেল হ'য়ে গেল। আগে খেতও তিলের তেল। তিলের বড় আদর ছিল। তিল শরীরের পক্ষে খুবই পুষ্টিকর। Bengal (বঙ্গদেশ) বা এইদিকেই সরষের তেল চলে। কিন্তু আরো west-এ (পশ্চিমে) যাও, তা' আর পাবে না। সেখানে হয়তো মিলবে mustard

powder (সরষের গুঁড়ো)।

এরপর হাউজারম্যানদা ভাল-মন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন —ভাল তাই যা' তোমার existence-কে (সত্তাকে) nurture (পোষণ) করে। আর, মন্দ তাই যা' তোমার existence-কে down (সত্তাকে অবনমিত) করে। আমি ভাল চাই, মানে লোকে আমাকে ভাল বলুক, আমি যেন সুস্থ থাকি, এটা চাই। আবার দেখ। মানুষ আমার সাথে ভাল ব্যবহার করুক, তাই যদি আমি পছন্দ করি, তাহলে আমিও বা কেন মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার ক'রে চলব না ?

রাত একটু বাড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন। কথাবার্ত্তার স্রোত চলেছে অবিরলধারে। সবাই একাগ্র হ'য়ে আকণ্ঠ পান করছেন সেই অমৃত-নির্ঝর।

অজিতদা—আমার একটা কথা মনে হয়। Sperm (শুক্রকীট) যত ভালই হোক না কেন, ova-র receiving capacity (ডিম্বকোষের গ্রহণশক্তি) যদি ভাল না হয় তাহলে কোন কাজই হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Receiving (গ্রহণ) ভাল হ'লে ফল ভাল হয়। Apathy (বিতৃষ্ণা) থাকলে ভাল হয় না। তারপর দেখ, দুজনের মধ্যে এমনিতে হয়তো খুব ভালবাসাবাসি আছে। মাঝে একদিন খারাপ কথা ব'লে চটিয়ে দিয়ে দেখতে হয় তখন কেমন কয় বা ব্যবহার করে। মেয়েই হোক, পুরুষই হোক, প্রত্যেককেই খোঁচা দিয়ে দেখা লাগে। আবার, তোমাকেও কোন্‌দিন অমনি পিন্‌ দিয়ে একটু খোঁচা দেবে কিন্তু, তা' ভুলে যেও না। যাদের consciousness (চেতনা) খুব strong (শক্তিশালী) তারা সব পরিস্থিতিতে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে। (একটু পরে বলছেন) যার কাছে মেয়েদের desires and wishes fulfilled (কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি) হ'য়ে যায়, সেই মেয়ের কাছে তার husband like a nectar (স্বামী অমৃততুল্য)।

হাউজারম্যানদা—Normal breeding (স্বাভাবিক জন্ম) হ'লে বাবার থেকে ছেলে বেশী intelligent (বুদ্ধিমান) হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়। আর ঐ লক্ষণ দেখেই বোঝা যায়, সেখানে normal breeding (স্বাভাবিক প্রজনন) চলছে। কার কাছে যেন ডারউইনের একটা experiment-এর (পরীক্ষার) গল্প শুনেছিলাম। একজনের দুই বৌ। এক বৌয়ের ছেলেপেলে সব সাধু। আর এক বৌয়ের ছেলেগুলো সব মাতাল, জোচ্চোর—ঠিক equal speed-এ (সমান গতিবেগে)।

অজিতদা—অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রেও কি ভিন্ন গোত্র হওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিন্ন বর্ণ হ'লেও গোত্র যদি একই হয় তাহলে সেখানে বিয়ে না করাই ভাল।

হাউজারম্যানদা—প্রবর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবর মানে great persons of that family (ঐ পরিবারের মহান ব্যক্তিগণ)। আমাদের এসব ছিল। সব আমরা নষ্ট ক'রে ফেলেছি।

হাউজারম্যানদা—আবার সব নতুন ক'রে গড়তে পারলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নতুন ক'রে গড়া মুশকিল। মানুষ বড় বেকুব। কুত্তার থেকেও বেকুব। এ-রকমটা হয়েছে কিন্তু Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথা না মেনে। ঐ যে তিনি বললেন, কোন মেয়ের দিকে lust (কামাসক্তি) নিয়ে তাকালে সেটা হয় adultery (ব্যভিচার)। তারপর বললেন, divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ক'রো না। আমরা কি তা মানলাম ? তাঁর কথা কি শুনলাম ? তিনি এমনতর একজন মানুষ, এত বড় মানুষ যে এত বছর হ'য়ে গেল, তবুও Christ-এর (খ্রীষ্টের) নাম চলছে। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন। করলেন অনেক, বললেন অনেক, দেখালেনও অনেক। কিন্তু আমরা তা' শুনলেম না, করলেম না।

রাত দশটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় হ'ল। ভেতর থেকে ওঠার তাগাদা আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠছেন, পায়খানায় যাবেন। খাটের সামনে এগিয়ে এসে শ্রীচরণ দুখানি পাদুকার উপর স্থাপন ক'রে এই দীন শ্রুতলেখকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন—দেখ্, বিয়ে যদি করতেই হয়, ভালভাবে খতায়ে দেখে করিস্। নতুবা না করাই ভাল। বিয়ে করাই অবশ্য ভাল। কিন্তু ভালভাবে খতায়ে দেখে করিস্। নতুবা না ক'রে থাকাই ভাল।

এরপর তিনি উঠে বাথরুমে গেলেন।

১৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ১।৪।১৯৫৯)

সকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় ব'সে আসামের রবিনদা (রায়), গোপালদা (বিশ্বাস), সুধীরদা (চৌধুরী) প্রমুখের সাথে কথা বলছেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা আমার ভাল লাগে। ওদের king (রাজা) আছে, parliament (লোকসভা) আছে। কিন্তু rulings (বিধিবিধান) খুব একটা বেশী নেই। ওরা দেখে, কিসে মানুষের ভাল হবে। সেই-

ভাবে যা' করার তাই করে। আমাদের rulings and regulations-এর (আইন-কানুনের) অন্ত নেই।

এই সময় গুরু (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বলল—পরীক্ষা ভালভাবে দিতে পারছি না। না-জানা প্রশ্ন আসছে অনেক। (গুরু এবার বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি সব জিনিসটা আয়ত্ত ক'রে থাকি, achieve (অধিগত) ক'রে থাকি, মানে মুখস্থ ক'রে নয়, আর আমি যদি লিখতে পারি, তাহ'লে আর চিন্তা কী।

এই কথা শুনে গুরু প্রণাম ক'রে চলে গেল।

দীর্ঘায়ু প্রসঙ্গে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইউরাল মাউণ্টেন, ককেশাস্ রেঞ্জ, ঐ দিকে দীর্ঘায়ু মানুষ এখনও দেখা যায়। আফগানরাও আর্য্যই ছিল। আফ-গানিস্থানে নাকি এখনও সংস্কৃত compulsory (আবশ্যিক)। পাঞ্জাবের soldier (সৈন্য)-রা আগে ভালই ছিল, এখন আর বর্ণ-টর্ণ কিছু মানে না। ভারতের কাম সারা হয়ে গেল ডাইভোর্স ক'রে।

বহিরাগত এক দাদা প্রশ্ন করলেন—আপনি তো মেয়েদের চাকরী করা পছন্দ করেন না। কিন্তু খুব আর্থিক কষ্টে পড়লে মেয়েরা চাকরী ছাড়া আর কী কী করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গৃহশিল্প করতে পারে কিছু। তা'ছাড়া ঘরে ব'সে ১০।১৫টা কি ২০।২৫টা ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারে। এই জাতীয় ঘরে ব'সে যা' যা' করা যায় করতে পারে। আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে চাকরী করতে পারে বটে, তবে চাকরী করা ভাল না।

প্রশ্ন—অনেকে আবার অভিনয় শিখতেও যায়।

এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব অনিচ্ছার স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'দূ—র্'।

এরপর বেলা ৮-১৬ মিনিটে হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। প্রফুল্লদা (দাস) এলেন। হাতে কাগজপত্র দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কী রে?

প্রফুল্লদা—আলোচনা-প্রসঙ্গে, পড়ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতি জানালে প্রফুল্লদা পাঠ ক'রে শোনালেন। ইতিমধ্যে হাউজার-ম্যানদা, হরিদা (গোঁসাই), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ অনেকে এসে বসেছেন। Equal (সমান) এবং equitable (প্রয়োজন-অনুপাতিক বিন্যাস) নিয়ে কথা উঠল।

এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই দুনিয়ায় যারাই life (জীবন) নিয়ে থাকে তারা কেউ কিন্তু একটা আর একটার equal (সমান) নয়। যার যার মতন সে।

প্রত্যেকেই equitable (প্রয়োজন-অনুপাতিক ব্যবস্থিত)। প্রত্যেকের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার প্রয়োজন ঘটে থাকে। Equitable মানে কী দেখ্ তো।

হাউজারম্যানদা চেম্বারস্ ডিক্শনারি দেখে বললেন—Right as founded on the laws of nature (প্রকৃতির নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ন্যায্যতা), Moral justice (নীতিগত ন্যায়বিচার)। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Equality-র (সমতার) মধ্যে justice (ন্যায়বিচার) নেই। Justice (ন্যায়বিচার) খোঁজে বুদ্ধি, বোধ। বোধ ক'রে দেখে যেখানে যেটি করার প্রয়োজন তা' করার নাম justice (ন্যায়বিচার)। ধর, তুমিও মানুষ, অনিলও মানুষ। তোমার জীবন-ধারণের জন্য যা' প্রয়োজন, অনিলের তা' না। তোমার থেকে ওর একটু আলাদা। তারপর দেখ, পুরুষজাত আছে, মেয়েজাত আছে, পুরুষ কখনও মেয়েমানুষ হ'য়ে যায় না, মেয়েমানুষও পুরুষ হয় না। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন আলাদা। মেয়ে-মানুষের system (শরীরবিধান) যেভাবে adjusted (বিনায়িত) তাতে সে কখনও পুরুষ হ'য়ে যেতে পারবে না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ধরণ নিয়ে আর একজন থেকে স্বতন্ত্র। Equitable (প্রয়োজনানুপাতিক বিন্যাস) আমি এমনই ভাবি। ডিক্শ-নারিতে তার support (সমর্থন) আছে। অক্স্ফোর্ড কী কয় দেখলে হয়।

হাউজারম্যানদা অক্স্ফোর্ড ডিক্শনারি নিয়ে এসে পড়ে বললেন—The quality of being equal, General principle of justice (সমান হবার গুণবৈশিষ্ট্য, ন্যায়বিচারের সাধারণ সূত্র)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন তোমার জলপিপাসা লেগেছে। কিন্তু ও একটু দুধ খেতে চায়। আবার, আর একজন একটু চা চায়। এই যে খেতে চাওয়াটা, এইটা হ'ল equal (সমান)। আর, equitable (যথাপ্রয়োজন বিন্যাস) হ'ল যার যেমন necessity (দরকার)। দুনিয়ায় ভগবানের মুল্লুকই equal (সমান) নয়। সেরকম হয়ইনি। তিনি তা' করেননি। কোন কিছুই equal (সমান) নয় ব'লেই একটা আর একটার সাথে conjoined (সংযুক্ত) হ'তে পারে। দুটো একই রকম হ'লে আর তা' পারত না। যেমন, দুটো পজিটিভ্-শক্তি এক-জায়গায় হ'লে এমনি ক'রে ছিটকে যায় (দু'হাত দিয়ে ছিটকানোর ভাব দেখালেন,) অমনি হ'ত।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছে না। বারান্দায় প্রশস্ত শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। প্যারীদা (নন্দী), বনবিহারীদা (ঘোষ), ননীদা (মণ্ডল) প্রমুখ ডাক্তাররা কাছে আছেন। তাঁদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—দেখ, আমার পেট খারাপ

হ'য়ে পড়েছে। ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। বুড়ো বয়সে পেট খারাপ করা ভাল না।

সাতটার সময় উঠে একবার পায়খানায় গেলেন। পায়খানা থেকে এসে শুয়ে-শুয়ে কাতরাচ্ছেন। আধঘণ্টা না কাটতেই বলছেন—আমার আবার পায়খানা পাচ্ছে।

অজিতদা (গাঙ্গুলী)—এ-রকমটা ওষুধের গোলমালেও হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—আমি ওরে কত ক'রে কই। ও বোঝে না। বোঝে কিনা তাও জানি নে। ওষুধ খাওয়ার সময় অল্পমাত্রা ডোজের ব্যতিক্রম হ'লেই আমার মুশকিল হয়।

রাত আটটা বাজতে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ঘরে চ'লে গেলেন। ঘরে গিয়ে শয়ন করলেন। আলো কমিয়ে দেওয়া হ'ল। ননীমা ও সরোজিনীমা কাছে রইলেন শুধু।

১৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২।৪।১৯৫৯)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুটা ভাল বোধ করছেন। বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। কাছে লোকজন কম। মনো-মা এসে প্রণাম ক'রে ননীমার কাছে যেয়ে মৃদুস্বরে কী বললেন—তারপর ননীমা এগিয়ে এসে বললেন—ওর কী কথা আছে আপনার সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনো-মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন—ওর মত একটা মানুষই কম। ও তো বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে আসেনি। কিন্তু এই ঘোরে-ফেরে, কাজ করে। এর মধ্যে আবার আমি যখন যা' চাই তা দেয় আমাকে। কও, তোমার কী কথা।

মনো-মা—আমি স্বপন দেখেছি, আপনাকে একজোড়া জুতা দিচ্ছি। কাকে দিয়ে কিভাবে জুতা আনতে হবে আমি তো জানি নে। এই টাকা নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা অজয়ের (গাঙ্গুলী) কাছে দিয়ে রাখ। ও আমার জুতা করে। ও-ই ক'রে দেবে নে।

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা' বলে খুশি মনে প্রণাম ক'রে মনো-মা অজয়দার কাছে গেলেন। সুশীলদা (বসু) একটু পরে বললেন—একটু বেড়ালে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেড়াই ঘরের মধ্যে। এখান থেকে উঠে যেয়ে চৌকির চারপাশে হাঁটি। শরীরও খুব খারাপ করেছে। রাতে ঘুমও ভাল হয়নি। মনও ভাল লাগে না।

এইসময় কালুদা (অজিত মিত্র) এসে আজ কলকাতায় ফেরার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আ'সো গা। আর, ভাল একটা বাড়ী দেখ, কলকাতার বাইরে। বেশ solitary (নির্জ্জন) যেন হয়। গঙ্গার এপারে (পশ্চিম পারে) হ'লে ভাল হয়। কোন্নগর বা ঐ-রকম জায়গায় না। একটু নিরিবিলি চাই।

কালুদা—আজ্ঞে, আমি যেয়েই চেষ্টা করব।

তারপর প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) একটি ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটি এবার বি, এস-সি পরীক্ষা দেবে। তারপর মেডিক্যাল পড়ার ইচ্ছা। সেইমত চেষ্টা করবে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেডিক্যাল ভাল। সবাই যদি চাকুরী করতে যায় তাহ'লে এদেশ একেবারে চাকরের দেশ হ'য়ে যাবে। মেডিক্যাল পড়া আমার ভাল লাগে।

এই সময় বহিরাগত একটি ছেলে এসে প্রণাম ক'রে বলল—আমার জীবনে নানা-রকম কষ্ট। জীবনটা ব্যর্থ ছন্নছাড়া হ'য়ে গেল।

ইত্যাদি নানা কথা। তার কথার তোড় থামিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বজ্রস্বরে বললেন—ছন্নছাড়া বুদ্ধি যত হবে তত unstable (অস্থির) হবে জীবনে। Steady (স্থিতিশীল) হ'তে পারবে না। বুদ্ধি ছন্নছাড়া হ'লে আজ একরকম বুদ্ধি, কাল আর একরকম বুদ্ধি, এইরকম হ'তে থাকে। সেইজন্য আগে ব্যক্তিত্ব কোন এক জায়গায় stable (সুস্থিত) ক'রে তুলতে হয়। তার জন্য গোড়ায় মা-বাবার 'পরে ভক্তি থাকা চাই।

উক্ত ছেলেটি—আমি পরীক্ষায় ফেল করার পর ভাবলাম, আমার রবি ঠাকুরের মত হওয়া লাগবে। পাশ করা আমার দ্বারা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবি ঠাকুরকে যদি জীবনের আদর্শ ক'রে নিতে, তাহ'লে কিছুটা অন্ততঃ ঐ-রকম কবি হ'তে পারতে।

ছেলেটি কী একটু ভেবে তারপর বলল—আমি ভগবৎপথে এগোতে চাই। কিন্তু তার জন্য দীক্ষা তো লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা সবতা'য় লাগে, তা' তুমি যাই হও। এমন-কি ঐ কবি হ'তে গেলেও লাগে। চাই নিষ্ঠা, অটুট নিষ্ঠা, যে নিষ্ঠা ভাঙ্গে না। আর, দীক্ষা মানেই যার ভিতর-দিয়ে দক্ষতা আসে।

উক্ত ছেলেটি—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালন ছাড়া তো কিছু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে চর্য্যাই কর, আসল চর্য্যা ঐ যা' বললাম। নিজের বাপ মা'র 'পরে দাঁড়ানো লাগবে। তাঁদের ভালবাস, তাঁদের সেবা কর। ভগবান দর্শনের গোড়াও তো ঐখানে। ভগবানই দর্শন করি, কাব্যই দর্শন করি, আর বিজ্ঞানই দর্শন করি, সব-কিছুর গোড়া ঐ এক জায়গায়। এই গোড়া ঠিক না রেখে, মনের মধ্যে নানারকম

ভূতুড়ে আথাল-পাথাল ক'রে-ক'রে তোমার এ-রকম অবস্থা হয়েছে।

ছেলেটি আর কোন কথা বলছে না। তার মন বোধ হয় শান্ত হ'য়ে এসেছে। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ঘরের ভিতরে গেলেন।

২০শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ৩।৪।১৯৫৯)

গত কাল রাতে ও আজ সকালে অনেক বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সকালের দিকে এবং বিকালেও ঐ বাণীগুলি নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। বার-বার পড়া হ'ল।

একটা বাণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর গত পরশু বলছিলেন—বুদ্ধযুগের পর থেকে এই কৃষ্টির এ-রকম দুর্দ্দশা সুরু হয়েছে। Tradition (ঐতিহ্য) ভেঙ্গে গেল। অশোক মহারাজের সৃষ্টির পরে আর দেরী লাগল না। টক-টক ক'রে হ'য়ে গেল।

রবিনদা (রায়)—অশোকের জন্মও ঐ-রকম। মা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণী ছিলেন। আর বাবা হলেন ক্ষত্রিয় রাজা বিন্দুসার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কাম-টাম দেখে মনে হয় তা' অসম্ভব নয়। ওর আগে Aryan culture-এ (আর্য্যকৃষ্টিতে) কেমন একটা সংহত রকম ছিল।

রবিনদা—অবশ্য উপগুপ্ত অশোককে অনেকখানি utilise (ব্যবহার) ক'রে নিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কোন দাম হ'ল না।

রবিনদা—তা' তো ঠিকই। শেষে আর মুসলমান-আক্রমণ ঠেকাবার ক্ষমতা থাকল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব দেখেশুনে মনে হয়, ঐ তুমি যা' কইলে তাই। মাতা ব্রাহ্মণী। আর বাবা কী ?

রবিনদা—বিন্দুসার, ক্ষত্রিয়।

হাউজারম্যানদা—ভাঙ্গনটা তো অশোকের আগের থেকেই সুরু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশোকের সময় একেবারে fullest extent-এ (পূর্ণমাত্রায়)।

রাতে দয়াল হলঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। একটু গরম-গরম লাগছে। নিজের গায়ের জামাটি ধ'রে তিনি বলছেন—জামা খুলব ?

কেউ কোন কথা বলছেন না। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন—খুলব ?

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—হুঁ ।

জামাটা গায়ের থেকে খুলে ফেলে পরম দয়াল বললেন—আমার এই জিজ্ঞাসা করাটা স্বরু হয়েছে মায়ের সময় থেকে। আমি কিছু জানতে চাইলে তোমরা যদি কেউ 'হুঁ' না কর তাহলে আমি যেন জোর পাইনে।

কথাবার্ত্তা চলছে। হাউজারম্যানদা সন্ধ্যার সময় চ'লে গিয়েছিলেন। এখন আবার এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কী দিয়ে খেলি ?

হাউজারম্যানদা—বিট, গাজর, এসবের একটা ঝোল। পাঁউরুটির টোস্ট, মাখন আর দুধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে)—ও খায় ভাল। নুন, গোলমরিচ আর মাখন।

প্যারীদা (নন্দী)—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি হজম হ'য়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর খাওয়া হ'য়ে গেছে সরোজিনী ?

সরোজিনীমা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী দিয়ে খেলি ?

সরোজিনীমা—ঝোল আর ভাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসের ঝোল ?

সরোজিনীমা—সজ্‌নের ডাঁটা, বড়ি, আলু দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রে (হাউজারম্যান) যেমন ক'রে রাঁধে তেমনি ক'রে রেঁধে খেয়ে দেখলে পারিস্।

সরোজিনীমা—কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোলমরিচ, নুন, মাখন আর একটু হলুদ দিয়ে।

সরোজিনীমা—ও ওদের অভ্যেস হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই খেয়ে দেখ্ না কেন কয়দিন।

২১শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ৪। ৪। ১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), গিরিশদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন। তাঁদের সাথে কথা-প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বলছিলেন—না করলে কখনও character (চরিত্র) বদলায় না। আমাদের মাস্টার মশাই ছিলেন গোপাল লাহিড়ী। তিনি ক্লাসে বলতেন—

Do unto others as you wish to be done by (তুমি যেমন ব্যবহার পেতে ইচ্ছা কর, অপরের প্রতিও তেমনি আচরণ কর)। যেদিন ঐ কথাটা প্রথম শুনলাম, সেদিন থেকেই আমার চলার নিরীখ ঠিক হ'য়ে গেল। সাথে-সাথে লক্ষ্য রাখা লাগবে, power of resistance-টা (প্রতিরোধী শক্তিটা) ক'মে না যায়। উর্জ্জীতেজা হওয়া লাগবে। হনুমানের life (জীবন) হচ্ছে ঐ-রকম। তার জীবনের মধ্যে আছে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে আমাকে রক্ষা কর। রামচন্দ্রের প্রতি তার সে কী allegiance (আনুগত্য)! লঙ্কায় যেয়ে লঙ্কা পোড়ায়ে দিয়ে আস্‌ল। রামচন্দ্র তা' জানেন না। আবার কি-রকম! গণৎকারের ভেক ধ'রে, ডাঁহা মিথ্যা কথা ক'য়ে, মেয়েলোকের মন ভুলায়ে বাণ বের ক'রে নিয়ে আস্‌ল। কত কথা ক'ল, 'দেখি তোমাদের বাণটা। শুদ্ধ ক'রে দিই।' মিথ্যা কথা, ধাপ্পাবাজী, চুরি সবই করল। করল তো! কিন্তু কেন? ঐ 'মামেকং শরণং ব্রজ'। শরণ করা মানে রক্ষা ক'রে চলা। আমাকে রক্ষা করার জন্যই তার সবকিছু করা। আবার কেষ্ঠঠাকুরের কথা আছে—'সত্যং ভূতহিতপ্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্।' যথার্থ কথা কইলেই যে সত্য কথা হবে তার কোন মানে নেই। লোকহিত হওয়া চাই তার দ্বারা।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। বাইরে যাঁরা ছিলেন, সকলে এসে সামনে মেঝের উপরে বসেছেন। ননীদা তামাক সেজে দিয়ে বললেন—বহুদিন আগে আপনার একটা কথার মধ্যে দেখেছিলাম, যো সো ক'রে good will (সদিচ্ছা)-টাকে জাগিয়ে দাও। এই জাগানোর রূপটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Good will (সদিচ্ছা) মানে ভাববৃত্তি। সেই ভাববৃত্তি ইষ্টনিষ্ঠায় লাগায়ে দেওয়া লাগে। ঐ যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এ হ'ল তখন তাঁকে imbibe (জীবনে গ্রহণ) করতে পারবে। তাঁর চাউনি-চলন অনুপাতিক হ'য়ে উঠবে তোমার চলা-বলা। যেমন ডাকাতি করত রত্নাকর। কিন্তু নিজের জন্য করত না। করত তার মা-বাপ-বৌ প্রতিপালন করার জন্য। একদিন নারদের সঙ্গে দেখা হ'লে নারদ বলল, 'আমাকে বেঁধে রেখে জিজ্ঞাসা ক'রে আস তোমার পাপের ভাগ কেউ নেবে কিনা!' ও যেয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তার বাবা বলল, 'তোমার পাপের ভাগ আমরা নেব কেন?' একে একে বাড়ীর সবাই ঐ কথা ক'ল। তখন ও ফিরে এসে নারদের পা চেপে ধরল। বলল, 'এইবার আমার চোখ ফুটেছে। আমি মহাপাপ করেছি। আমাকে উদ্ধার কর।' তারপর নারদ তাকে রামনাম দিল। কিন্তু রাম

আর মুখে আসে না। মরা-মরা করতে থাকে। ঐ মরা-মরা করতে করতেই রাম উচ্চারণ করতে পারল। তারপর একদিন ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখে তার মুখে আসল শ্লোক। সেই হ'ল প্রথম শ্লোক। কী যেন—মা নিষাদ—!

গিরিশদা—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

ননীদা—কিন্তু ঐ-রকম ভাববৃত্তি তো রত্নাকরের মধ্যে আগের থেকেই ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খানিকটা tendency (প্রবণতা) ছিল। তারপর ঐ নারদকে ধ'রেই change (পরিবর্ত্তন) করল। তাঁর নির্দ্দেশমত সাধনা করতে আরম্ভ করল। সাধনা করতে-করতে তার শরীরের উপর উঁইয়ের ঢিবি জন্মে গেল। কত বছর কেটে গেল। তাহলে ঐ কথাই দাঁড়াল। আগে সদিচ্ছাটা জাগিয়ে তোল। তারপর যা' হয় কর। আগে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" শরণ মানে মানুষ মনে করে আশ্রয়। তা' নয়। শরণ মানে রক্ষা ক'রে চলা। আমার ইষ্ট যাতে well-protected (সুরক্ষিত) হন তা' যখন আমি করি এবং সেইভাবে চলি তখন আমিও রক্ষা পাই। সেইজন্য আমার তাই করা দরকার যাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হন। আর, তাঁকে রক্ষা শুধু চিন্তায় করলে হবে না। চিন্তায়, চলনে ও কর্ম্মে সব দিক দিয়ে রক্ষা করতে হবে।

হাউজারম্যানদা—ইষ্টকে নিয়ে কেউ এইভাবে মেতে থাকলে তার পরিবার যদি তাতে রেগে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেগে গেলেও পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। মনে রেখো, দশজনেও যদি তোমার 'পর খারাপ ব্যবহার করে, তুমি সবার সাথে ভাল ব্যবহারই করবে। এইভাবে একদিন করলে, দুইদিন করলে। তারপর দেখো, আস্তে-আস্তে মানুষ বুঝতে পারবে যে তুমি তাদের ভালই চাও। কিন্তু তোমার ঐ ব্যবহারের জায়গায় খাঁকতি থাকলে তা' আর হবে নানে। তা' ছাড়া, মানুষ আমাকে সাধু ক'বে কি অসাধু ক'বে তার consideration (বিবেচনা) থাকলেও কিন্তু এ-কাজ হয় না।

রাজেনদা (মজুমদার)—Good will (সদিচ্ছা)-অনুযায়ী কি মানুষের বিশ্বাস গ'ড়ে ওঠে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, আমি তোমাকে ভালবাসি। এই ভালবাসা থাকলে কী হয়? তোমার যা'-কিছু অসৎ, তাকে আমি vehemently (তীব্রভাবে) নিরোধ করি। তোমার ব্যক্তিত্বকে nurture (পোষণ) দিই। তুমি কোনভাবে কষ্ট পাও তা' আর তখন আমি চাই না। হনুমানের উর্জ্জী ভক্তি হ'ল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মা-সীতাকে

উদ্ধার করার জন্য, শ্রীরামচন্দ্রকে সুস্থ রাখার জন্য, তৃপ্ত করার জন্য সে যা' দরকার হয়েছে তাই করেছে।

ননীদা—বাইরে দেখি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের conception (ধারণা) বড় উল্টোপাল্টা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে ধৃতি। ধৃ-ধাতু ধারণে-পোষণে-দানে। ধৃতিপালন করতে হ'লে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রাপ্ত established (প্রতিষ্ঠিত) যে-জ্ঞান তা' দিয়ে আমার existence-কে (সত্তাকে) nurture (পোষণ) দেওয়া লাগবে। আমাকে মানে একলা আমাকে নয়, সপরিবেশ আমাকে। এই পরিবেশের মধ্যে যেমন আছে আমার পরিবার, মা-বাপ, বৌ, ছেলেমেয়ে, তেমনি আছে গাছপালা, পশুপক্ষী মায় কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত। এদের কাউকে নষ্ট করলে তাকে দিয়ে আমরা যে উপকার পেতে পারতাম তা' আর পাব না। বাগানে যেয়ে যদি গাছপালা নষ্ট ক'রে দিই তাহলে ফল তো আর পাব না। সেইজন্য, কারো সাত্বত ধৃতি যাতে ব্যাহত না হয় তা' সব সময় দেখা লাগে। যেমন, পাঁচজনে মিলে হয়তো অপমান করল আমাকে। তাদের ঐ ভাববৃত্তিকে আমি নষ্ট করব। কিন্তু তাদের সত্তার ধৃতিকে আমি পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে তুলব।

ননীদা—কিন্তু কোন-কোন জায়গায় evil-doers-দের (দুষ্কর্ম্মাদের) কিছুতেই আর ফেরানো যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে হ'ল—

জন্মগত ভ্রষ্ট যারা/সৎ বা দয়ায় হয় না বশ,
ভয়েই কেবল অনুগত/শুভের পথে পায় না রস।

এই জাতীয় প্রকৃতির আর আবির্ভাব ঘটতে না পারে তা' ক'রে তুলতে হ'লে সমাজে আনতে হবে বৈধী বিবাহ। কারণ, Lawful man laid in nature (বৈধ প্রকৃতির মানুষ বিহিত প্রকৃতির কোলেই জন্মায়)। তারপর যে-রকম ক'রেই হোক, যে-অবস্থার ভিতর দিয়েই হোক, ঐ সব জাতকদের ভিতরের good will-টাকে (সদিচ্ছাটাকে) জাগিয়ে দিতে হয়। এটি না হ'লে তো হবে না। ডাকাতি করলে বা মানুষের ঘরে আগুন দিলে good will (সদিচ্ছা) জাগে না। অবশ্য ওরকম যারা করে তাদেরও জীবনে change (পরিবর্তন) আসতে পারে একটা shock-এর (মানসিক আঘাতের) ভিতর দিয়ে। যেমন এসেছিল অশোক বা অজামিল বা সেণ্ট অগাষ্টিনের জীবনে। কিন্তু সেখানেও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে হয় না। ঐ যে এক চোর ছিল। অনেক লোক তাকে ঘিরে ধরে গালাগালি করছিল,

কেউ-কেউ চড়চাপড়ও মারছিল। আমি সেই ভীড়ের মধ্যে যেয়ে কইছিলাম, ও চুরি করবে না তো যাবে কোথায়। তোমরা কি তাকে খেতে দাও? তার পরিবার আছে, সংসার আছে। তাদের খাওয়ানো লাগে। ইত্যাদি কী কী যেন কইছিলাম। তারপর সেদিন রাত বারোটার সময় ঐ চোর আমার কাছে আসে। এসে একেবারে কেঁদে ফেলে দিল। কয়, 'এমন কথা তো কারো কাছে শুনিনি। বাবু! আমি যাব কোথায়? আমি করব কী' (ভাঙ্গা গলায় বলছেন) কই, আর কারো তো এমনটা হয় না। ওর হ'ল কেন? নিশ্চয়ই ওর বাবা-মার সুকৃতি ছিল।

ননীদা—আচ্ছা, আমি যদি পরিবেশের সেবা দিই তাহলে পরিবেশও কি আমার দায়িত্ব নেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় না? তুমি না চাইতেই কত পাও। তোমার পরিবেশ তোমার জন্য এসে ক'রে যায়। কেন? তুমি মানুষকে ভালবাস ব'লে। আর ভালবাসা মানে তার যাতে ভাল হয় তাই করা। নিজের জন্য চাইতে গেলে আর কিন্তু তা' হয় না। বরং তুমি হয়তো হাউজারম্যানের জন্য কাউকে বললে, "ভাই! ওর খুব কষ্ট। ওকে কিছু দাও।" এইভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য ভাব এবং কর। এর ফলে, পারস্পরিকতা বেড়ে যায়। World-এ (পৃথিবীতে) যদি এ-রকম মানুষ শতকরা ৫০ জন হয় তাহলে তো যথেষ্ট। শতকরা ২৫ জন হলেই অনেক হ'য়ে যায়। কিন্তু আমি কই, শতকরা ২৫ কেন, একশ' জনের মধ্যে একশ' জনই এ-রকম হওয়া চাই।

রাজেনদা—এমন লোক দেখছি, যে আমাদের for-এ (পক্ষে) খুব বলে, তার মত ক'রে যাজনও করে। কিন্তু দীক্ষা কিছুতেই নিতে চায় না। এ-রকম কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হয়তো মনে করে, ঐভাবে ঠাকুরের কথা বলাই তার দীক্ষা। হয়তো ভাবে যে, ঠাকুরকে তো সে পেয়েই গেছে। তার আবার দীক্ষা কী? আবার ভেতরে deficiency-ও (খাঁকতিও) থাকতে পারে।

আলোচনার মাঝে খগেনদা (তপাদার) এসে বললেন—একটু private (গোপন) কথা আছে।

কথা শেষ হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদা (নন্দী) ও শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) ডেকে বললেন—প্যারী! তুই আর শৈলেন পঞ্চাশটা ক'রে টাকা জোগাড় করতে পারিস্ কিনা দেখ্ তো!

'চেষ্টা ক'রে দেখি' ব'লে দুজনেই উঠে গেলেন এবং কিছু পরেই এনে দিলেন। তারপর দয়াল অজিতদাকে (গাঙ্গুলী) বললেন—তুই গোটা পঞ্চাশেক টাকা টক্ ক'রে

জোগাড় ক'রে আনতে পারিস্ কিনা দেখ্ তো। (আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন) তুইও নিয়ে আয়।

আমি ও অজিতদা পঞ্চাশ ক'রে এনে দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর সব টাকা একত্র ক'রে খগেনদাকে দিয়ে দিলেন।

২২শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ৫।৪।১৯৫৯)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দালানের হলঘরেই আছেন। ভক্তবৃন্দ সম্মুখেই উপবিষ্ট। নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলতে কি ধর্ম্মও বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের মধ্যে আছে ধারণ-পোষণ-পালন-দান। আর, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলতে বোঝায় বিপ্র কিভাবে চলবে, ক্ষত্রিয় কিভাবে চলবে ইত্যাদি। যেমন সাদা বক আছে, কালো বক আছে। এদের খাওখানা, চলা-চলতি সব আলাদা।

রবিনদা (রায়)—গীতায় আছে, সবই নাকি প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ জানতে পারলে মুক্তি হয়। এ-কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরই প্রকৃতি। তোমার এই বিধানটাই প্রকৃতি, অর্থাৎ যেমন যেমন করার মধ্য-দিয়ে তুমি এমন হয়েছ। আর, পুরুষ হ'ল জীবন-সম্বেগ, যাকে কয় আত্মা। সে সতত-গতিশীল, আর তোমাকেও গতিশীল ক'রে দেয়।

রবিনদা—কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ জানার মধ্যে-দিয়ে যে মুক্তি হয় তার স্বরূপটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুক্তি হয় মানে, তোমার অবজ্ঞান যেগুলি, তা' সব দূর হয়। তোমার সবটা মিলে তুমি কী তার জ্ঞান হয়। এ ছাড়া মুক্তির মানে কী আমি বুঝি না। আমি যদি হাতের থেকে মুক্ত হই, পায়ের থেকে মুক্ত হই, চোখের থেকে মুক্ত হই, তাহলে তো আমার কাম সারা হ'য়ে যাবে একেবারে।

রবিনদা—আবার বলা আছে, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।" সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর এই প্রকৃতির ভিতরে, যাবতীয় সব যা'-কিছুর ভিতরে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট। কীট-পতঙ্গ থেকে আরম্ভ ক'রে হাতী-গণ্ডার সবার মধ্যেই তিনি আছেন। আর, পুরুষ হ'লেন আপূরয়মাণ। দুনিয়ার পরিপূরণী সম্বেগ। তিনি যখন শুকিয়ে যান, শরীর শুকিয়ে যায়। তিনি যখন আমার মধ্যে exalted (উদ্দীপ্ত) থাকেন তখন জীবন-সম্বেগের মধ্যে valour (পরাক্রম) থাকে।

এই সময় দাশুদা (রায়) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একখানা নতুন-ছাপা হিন্দী-সত্যানুসরণ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে বিছানার উপরেই বইখানা রেখেছেন দাশুদা। সেদিকে তাকিয়ে দয়াল ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যা' যা' বলেছি, সত্যানুসরণ তার gist (সংক্ষিপ্তসার)। তাই না?

হরিদা (গোস্বামী)—আজ্ঞে হঁ্যা, সত্যানুসরণে সব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যানুসরণ যখন লেখা হয় তখন তুই জন্মেছিস্?

হরিদা—মনে নেই।

রবিনদা—সত্যানুসরণ লেখা হয় ১৩১৬ সালে।

হরিদা—তাহলে আমার জন্মের অনেক আগে। বড়দার ও আমার জন্ম হয় ১৩১৮ সালে। আপনি তো একরাতে লিখেছিলেন সবটা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভাল ক'রে মনে নেই।

হরিদা—সত্যানুসরণে আছে, 'যে বলায় কম, কাজে বেশী, সে মধ্যম শ্রেণীর কর্ম্মী। আগের সংস্করণে এটা প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী ব'লে বলা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে করতে পারে, অথচ বলে কম, people (মানুষ) তার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হ'তে পারে না।

এই সময় শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি আজ যাবেন তো?

শ্রীশদা—হঁ্যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা পরীক্ষা দিল কেমন?

শ্রীশদা—বলে তো ভালই দেছে। পণ্টাইয়ের সংস্কৃতটা খারাপ হ'য়ে গেছে। (শ্রীশদার ছেলে পণ্টাই এবার বি-এ, পরীক্ষা দিয়েছে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাশের নম্বর থাকবে তো?

শ্রীশদা—তা' বোধ হয় থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় পাশ ক'রে আসুক।

অতুল বোসদার হাই ব্লাড্-প্রেসার-জনিত স্ট্রোক হয়েছে। দয়াল ঠাকুরের নির্দ্দেশে প্যারীদা (নন্দী) অন্যান্য ডাক্তারদের সাথে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। এখন সবাই ফিরে এসে অতুলদার শারীরিক অবস্থার কথা নিবেদন করলেন। তারপর প্যারীদা বললেন—এখানে ওঁর বাড়ীর লোক তো কেউ নেই। এখন তো আমাদেরই সব করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর উপায় কী?

ডাঃ ননীদা (মণ্ডল)—কিন্তু উনি যে কথা শুনতে চান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোনাও, বুদ্ধি ক'রে শোনাও। মাথা উঁচু ক'রে চৌকিতে শোয়ানোর ব্যবস্থা কর। আর ভাল ক'রে দেখো।

ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ)—অতুলদাকে কি তাঁর বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করা হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ছাড়া কী করবে ? ওখানে তো উপযুক্ত লোকও রাখা লাগবে নে।

বনবিহারীদা—ও লোক কারো কথা শুনতে চায় না। খুব strong man-এর (শক্ত লোকের) under-এ (অধীনে) রাখতে হবে তাহলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোট কথা, যা' দরকার, যা'তে ভাল হয়, দেখেশুনে কর।

২৬শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ৯।৪।১৯৫৯)

সকালে অনুরাধা মা এসে বলল—ঠাকুর ! আমার দশটা টাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর ততোধিক উচ্চগ্রামে সবাইকে চমকে দিয়ে হেসে ব'লে উঠলেন—ঐ শোন, দশ টাকা চাই।

তারপর জনৈক ভক্তকে দশটি টাকা অনুরাধা-মাকে দিতে আদেশ ক'রে ছড়া দিলেন—

মানুষে কি হয় রে প্রেম ?
প্রেমই তো হয় টাকায়,
নইলে কেন ঘুরবে মানুষ
এমনতর ফাঁকায় ?

ছড়াটি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনুরাধার কথা শুনে এটা মনে হ'ল।

অনুরাধা-মা চ'লে গেলে মায়া-মাসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কিছুক্ষণ 'প্রাইভেট' কথা বললেন। কথার শেষে দয়াল হাসতে-হাসতে ডান হাতখানি স্থললিত ভঙ্গিমায় নেড়ে স্থর ক'রে গেয়ে উঠলেন—

"বাজারে আর ধার মেলে না,
এবার চুরি করব শ্যামা !
চুরি করব দুটি রাতুল চরণ
তাও বুঝি শিব নিয়েছে।"

হাউজারম্যানদা এই সঙ্গীতটির অর্থ জানতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সবটা ইংরাজীতে

অনুবাদ করে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর এই তাৎপর্য্যকে ভিত্তি করে কয়েকটি ইংরাজী বাণী দিলেন।

এরপর আর কথাবার্ত্তা হয় না। সবাই প্রণাম ক'রে উঠে এলেন।

২৮শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ১১।৪।১৯৫৯)

প্রাতে—বড় দালানের বারান্দায়। ক্ষিতীশ রায়দা এসেছেন। তাঁর সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর শাসনব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পুলিশদের হওয়া উচিত angels of the government (সরকারের দেবদূত)। কারণ, রাজাকে আমরা দেবতা ভাবি।

ক্ষিতীশদা—আজকাল তো আবার পুলিশের report-এর (বিবরণের) উপরে ম্যাজিস্ট্রেটেরও চাকরী নির্ভর করে।

বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন পরম দয়াল—পুলিশের report-এর (বিবৃতির) উপরে যে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী নির্ভর করে, সে go to hell (অধঃপাতে যাক্)।

তারপর আবার শান্ত স্বরে বলছেন—আমি এত লক্ষ মানুষের সঙ্গ করেছি, এত সৎসঙ্গী। এরা তো নিজের মানুষ। এ ছাড়া আরো যে কত কোটি আছে তার ঠিক নেই। এদের অনেকে এসে তাদের জীবনের গোপনতম কথা, গোপনতম অপরাধ আমার কাছে confess (স্বীকার) করেছে। এরা তো আমাকে পুলিশের মত মনে করে না। এদের confession (স্বীকারোক্তি) শুনতে-শুনতে এদের চালচলন, ঝোঁক বা ক্ষমতা সম্পর্কে আমার এমন একটা common sense (সাধারণ বোধ) হ'য়ে গেছে যে তা' আর কওয়ার না। ওর উপর দাঁড়িয়েই আমি আবার এদের টেনে তুলতে পারি। এতেই এই। আর, গভর্ণমেণ্ট যদি এই পদ্ধতি নিয়ে চলত তাহলে কতখানি হ'তে পারত! অপরাধী যদি জানতে পারত, 'আমি যদি পুলিশের কাছে সব কথা খুলে বলি, তিনি আমাকে মারবেন না, বাঁচাবেন। আমার অসতের প্রশ্রয় দেবেন না', তাহলে কত অপরাধী যে ভাল হ'য়ে যেত তার ঠিক নেই।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। ভক্তবৃন্দও সাথে-সাথে এলেন। শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর জনৈক শিষ্য এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। দেখে মনে হয়, বয়স হয়েছে। তিনিও ঘরের ভিতরে এসে সামনের মেঝেতে বসলেন। তারপর হাত জোড় ক'রে বললেন—আমি কবিরাজী ক'রে খাই। মানুষের উপকার হয়, আমারও পেটের ভাত হ'য়ে যায়। আমি ভাল লোকের কাছে শুনেছি, আপনি জনক রাজার মত বিদেহমুক্তি লাভ করেছেন। এই দেহেই মুক্ত হ'য়ে ধরাধামে বসবাস করছেন।

ভাই, আপনার দর্শনে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছু জানি না। তবে আমি মহাভাগ্যবান যে, আপনার দর্শন পেলাম।

উক্ত ভদ্রলোক—না, আমি সামান্য লোক। আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই বয়সেও পরিশ্রম করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া আপনার উপর এমনিই আছে।

উক্ত ভদ্রলোক—তথাস্তু। আমার মনে একটা বাসনা ছিল, সেটা পূর্ণ হয়ে গেল আপনাকে দর্শন ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মহাসৌভাগ্য। পরমপিতার পরম দয়া। অসুস্থ হ'য়ে প্রায় বিছানাতেই থাকি। হঠাৎ আপনি এলেন। তাইতো দেখা হ'ল।

উক্ত ভদ্রলোক—তাহলে এবার আজ্ঞা হোক, উঠি?

যুক্তকরে বিনয়নম্র বচনে বললেন পরম দয়াল—আবার যদি পারেন, যদি সুবিধা হয়—।

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ভদ্রলোক আবার প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন।

২৯শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ১২।৪।১৯৫৯)

আজ সকালে বড় দালানের হল্‌ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার (হালদার) সাথে মৃত্যু ও তার পরবর্ত্তী অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেই প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বলছিলেন—মানুষ নিজে ম'রে গেলেও চায় যে তাদের ছেলেপেলেরা বেঁচে থাকুক। ঐ বড় বৌয়ের মতন, আমার মতন, সকলেই চায়। এটা বোধ হয় সত্তার inner craving (অন্তঃস্থ চাহিদা)।.........আমাদের একটা চল্‌তি প্রথা আছে যে, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে ভাগ্‌নেকে এবং আর কাকে-কাকে যেন ভাল ক'রে খাওয়ানো লাগে। তার মানে আমি বুঝতাম, তাদের ভিতরে ঐ বিগতের প্রতি একটা energetic volition (উদ্যমী সম্বেগ) থাকে। ওর ভিতর-দিয়ে ঐ বিগত আত্মার in (প্রবেশ) করার একটা সম্ভাবনা থাকে।

শরৎদা—বরিশালের যোগেশদা যখন মারা গেলেন, আপনি তখন খেপুদার বারান্দায় ব'সে। মনে হ'ল, আপনি যেন যোগেশদাকে দেখলেন। সেটা কিভাবে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-ও ঐ ভাববৃত্তি দিয়ে, যেটা আমার ভিতর tuned (একতানযুক্ত) হয়ে থাকে।

শরৎদা—ভাববৃত্তি তো একটা abstract thing (অবাস্তব জিনিস)। সেটা পিতৃদেহে ঘনীভূত হ'ল কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে যান ক্যা ? ভাববৃত্তি থাকে আপনার মধ্যে, আপনার মাথার মধ্যে। Sperm ও Ova (শুক্রাণু ও ডিম্বকোষ) যখন combined (সংযুক্ত) হয় তখন তা' রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর দেশের আইন ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠল। শরৎদা বললেন—এ-রকম কথা আছে every man is equal in the eye of law (আইনের চোখে সব মানুষই সমান)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ। পাঁঠার মাংস আর পায়েস যদি কেউ একসঙ্গে খায় তাহলে হজম হওয়াও মুশকিল আছে। আসল কথা, মানুষ যদি মানুষের 'পরে interested (অন্তরাসী) না হয় তাহলে কার কিসে ভাল হয় তা' ঠিক করতে পারে না। Environment (পারিপার্শ্বিক) হ'ল আমার existence-এর soil (বাঁচার ভূমি)। সেই environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) মধ্যে শুভ সংহতি যাতে বজায় থাকে তা' দেখা লাগবে। Law (আইন) করার ফলে যদি ঐ সংহতিটা fail করে (ভেঙ্গে পড়ে), তার ফল ভাল হয় না। আবার দেখেন, আমি হয়তো আপনার কাছে একটা অন্যায় করলাম। কারণ, আমি আপনার মন-মতন কিছু একটা করিনি। তার জন্য দুজনের মধ্যে একটা misunderstanding (ভুল-বোঝাবুঝি) হ'য়ে গেল। তখন আমাদের দু'জনেরই মিলেমিশে একটা adjustment (সামঞ্জস্য) করার চেষ্টা করতে হবে। তা' যদি সম্ভব না হয় তাহলে আমরা দু'জনেই যাকে মানি, এমন একজনের কাছে যাওয়া ভাল। ঐ হ'ল মধ্যস্থ। তার কাছ থেকে compromise (আপোষ-মীমাংসা) ক'রে নেওয়া ভাল। এ না ক'রে যারা আগেই কোর্টে যায়, বুঝতে হবে, তারা মিল-মিশ চায় না।

শরৎদা—Moral of the society (সমাজের সৎসাহস) অতখানি developed (উন্নত) হ'লে তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে কী হবে ? করা চাই, ধরানো চাই। (পূজনীয় বাদলকাকা এসে বসলেন) খ্যাপা এখানে আসবে না ?

বাদলকাকা—আমার ওখানে উঠবে লিখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও এখানে থাকতে চায় না। ঘর আছে, থাকার সব ব্যবস্থাও আছে। (একটু চুপ থেকে) এমনি ক'রেই ভাইয়ে ভাইয়ে পর হ'য়ে যায়। এমনিভাবে কত সংসার যে ভেসে গেছে। আমার দোষ হয়তো যথেষ্ট আছে, কিন্তু মমতাও আছে।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে যায়। ভেতর-বাড়ীতে অনেকের ঘরে রান্না হ'চ্ছে। কোন এক জায়গা থেকে খুব ঝাঁঝালো সম্বরার গন্ধ ভেসে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বার দু'য়েক কাশি হ'ল ঐ ঝাঁঝে। উপস্থিত অনেকেরই কাশি হ'চ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সুধাপাণিমা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই পরমরসিক দয়াল ঠাকুর রঙ্গভরা কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—কী রাঁধন রেঁধেছ সুধাপাণি, সম্বরা ডালের!

সুধাপাণিমা—আমি তো রাঁধিনি। এখনও আঁচ দিইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দেখে আয় তো কে!

সুধাপাণিমা বাড়ীর ভেতর থেকে ঘুরে এসে বললেন—ও রাণীদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবারে বাবা! কী গন্ধ বের করেছে। এখানে যারা ব'সে আছে সবাই টের পেয়েছে।

২৩শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ৮।৭।১৯৫৯)

গত কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ গেল। পেটটাও ভাল যাচ্ছিল না। তবুও এর মধ্যেই অনেক বাণী দিয়েছেন।

আজ অনেক ভাল আছেন। বড় দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিখানিতে সকালে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ চৌকির দুই পাশে উপবিষ্ট। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে। বহিরাগত একটি ভাই বলল—খুব টাকার দরকার হওয়ায় আমার বাস্তভিটাটা বিক্রী ক'রে দিই। তরপর মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতে লাগল। মনে হ'ল, কাজটা ভাল করলাম না। তখন ঐ বাস্তভিটার কাছেই আবার একটু জমি কিনে ঘর তুলে নিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে খচ্‌খচ্ করে, ঐ হ'ল রাজলক্ষণ।

এর পরে হাউজারম্যানদা প্রভু যীশুর গল্প ক'রে শোনাতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Prophet (প্রেরিতপুরুষ) যাঁরা, তাঁরা ever fulfils the existence (সবসময়েই অস্তিত্বের আপূরণী)। কিন্তু তা' হয়েও তাঁরা বৈশিষ্ট্যপালী। সবার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নেন এবং কা'রো বৈশিষ্ট্যকেই নষ্ট করেন না। বৈশিষ্ট্য মানে হ'ল physio-psychical characteristics (শারীর-মানস স্বভাবগুণরাজি), যার দ্বারা সে বিশাসিত হ'য়ে আছে। আর, তদনুপাতিকই হয় তার চলাফেরা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। যেমন ধর, গরু, মোষ, ভেড়া, সবাই ঘাস খায়। কিন্তু প্রত্যেকেই যে যার constitution (জৈবীসংস্থিতি)-মাফিক ভিতরে প্রোটিন তৈরী করে নেয়। এটা হ'ল প্রত্যেকেরই interior thing (ভিতরের ব্যাপার)। সেইজন্য তাকে কয় বৈশিষ্ট্য। ইতর প্রাণীরাও এই বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক ঝোঁক নিয়েই চরে-

ফেরে। এই কারণেই একটা বকের সাথে একটা শালিকের union (উপগতি) হয় না।

হাউজারম্যানদা—Breeding (প্রজনন) হ'চ্ছে ব্রহ্ম।

এই কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কথা ঠিক বলেছে। Breed (প্রজনন) না হ'লে তো বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধির উৎস হলেন ব্রহ্ম। ঐ যে নাম আছে 'আব্রাহাম'। আব্রাহাম মানে আমার মনে হয় 'আ বরহম্' অর্থাৎ আব্রহ্ম। তাঁর থেকেই সব সৃষ্টি।

অতুল বোসদার শরীর খারাপ হয়েছিল। এখন সুস্থ হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করতে এসেছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখেই দয়াল উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন? (অতুলদা হাত জোড় ক'রে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন)—আজ্ঞে ভাল, খুব ভাল।

কাছে এসে প্রণাম করার পর দয়াল ঠাকুর বললেন—এখন খাওয়া-দাওয়ার যেন কোন গোলমাল না হয়। বিবেচনা ক'রে চলবেন। এমন খাদ্য খাওয়া লাগে যা' আমার cell-এর (জৈবী কোষের) সাথে alike (সামঞ্জস্যপূর্ণ)। যা' alike (সমঞ্জসা) নয় তা' আর assimilate (পরিপাক) করা যায় না।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনা-ভাবে বলছেন—আমি এ-রকম invalid (অক্ষম) হ'য়ে দুশ্চিন্তার স্তূপ হ'য়ে পড়েছি।

২৯শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১৪।৭।১৯৫৯)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি বারান্দার চৌকিতে বসেছেন। ভক্তগণের মধ্যে কলকাতা থেকে সমাগত নরেন তপস্বীদা উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনদার স্ত্রী ছবি-মাকে কাছে ডাকলেন। ছবি-মা সামনে মেঝেতে এসে বসলে দয়াল বললেন—এই শোন্, তুই আজকাল মোটেই ফ্যাশান্-ট্যাশান্ ক'রে চলিস্ নে। ওর (নরেনদাকে দেখিয়ে) সামনে মাথার কাপড় ফেলাস্ নে। আগেকার দিনের বুড়িরা কইত, স্বামীর সামনে মাথার কাপড় ফেলালে স্বামীর আয়ু ক'মে যায়। আমার কর্ত্তা-মাও খুব বলত এই কথাটা। আজকালকার মেয়েদের সমাজে সে-সব বুড়িরা ousted (বহিষ্কৃত)।

ছবি-মা—আমি মাথায় কাপড় দিয়েই চলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তবুও কখনও-কখনও কাপড় প'ড়ে যেতে পারে তো। তাই বললাম। খুব হিসেব ক'রে চলবি। তোর পূর্ব্বপুরুষ এবং ভবিষ্যৎপুরুষ সবই তোর

'পর নির্ভর করছে। আর, নরেন তো এখন পড়াশুনা করছে। যদি পাশ করতে পারে, তাহলে তোর চাকরী করা একদম বাদ দিয়ে দিবি।

এরপর ছবি-মা নিরালায় একটু কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে স'রে যেতে বললেন এবং ছবি-মার সাথে 'প্রাইভেট' কথা বলতে লাগলেন।

'প্রাইভেট' কথা হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনদাকে ডেকে বললেন—তুই বার্ক, ফক্‌স্‌, শেরিডন, এইসব বড়-বড় লোকের লেখা বাইরের বইগুলি পড়িস্ নে? ওগুলি অবশ্য পুরানো। পুরানোও পড়বি, নতুনগুলোও পড়বি। ঐ-রকম বই আজকাল যেগুলো বেরোচ্ছে, সেগুলোও পড়বি। প'ড়ে-প'ড়ে ভালমন্দ সব বিষয় discern (প্রভেদ) করা শিখতে হয়। Discern করা মানে বেছে বের করা। ওকালতি পড়তে হ'লে এগুলি লাগবে। ইংরাজীতে প'ড়ে-প'ড়ে ওগুলি ঠিক করা থাকলে তখন বাংলাতে argument (সওয়াল-জবাব) করতে আর অসুবিধা হবে না। আর, ঐগুলি যদি একেবারে নিজের ক'রে ফেলতে পার তখন আর কারো নকলও হবে না।

এই সময় অতুল বোসদা প্রশ্ন করলেন—আমাদের যে প্রথা আছে, যে-খাদ্যটা আমার সব থেকে বেশী প্রিয় সেটা ঠাকুরকে দিয়ে দিলাম বা গয়ায় দিয়ে আসলাম। আর খেলাম না। কিন্তু সেটা আর খাব না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আমার খাওয়ার তৃষ্ণাটাই তোমাকে দিয়ে দিলাম। আমার তৃষ্ণাতে তুমি তৃপ্ত হও। হয়তো রসগোল্লার উপর আমার খুব লোভ আছে। সেই রসগোল্লা আমি আমার ঠাকুরকে দান করলাম। তার মানে, আমার ঐ রসগোল্লার তৃষ্ণা তোমার কাছে লোপ ক'রে দিলাম। ঠাকুর! তুমি তৃপ্ত হও। ঐ-রকম করার sentiment (ভাবানুকম্পিতা) মানুষকে তাঁর দিকে নিয়ে যায়। ঐ তৃষ্ণার কথা মনে হ'লেই তখন ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। অবশ্য এটা command (আদেশ) ক'রে করানো যায় না। এটা হ'ল auto-initiative offering (স্বতঃস্বেচ্ছ উৎসর্গ অবদান)। এর ফলে, আর একটা কাজ হয়। যেমন ধরেন, আম বা জামরুলের পর আপনার লোভ আছে। সেটা ঠাকুরকে দিয়ে দেছেন। তারপর কোথাও সুন্দর জামরুল দেখে খাওয়ার খুব লোভ হ'ল। কিন্তু আপনি কিছুতেই খেলেন না। লোভের সাথে struggle (লড়াই) করছেন। এই-রকম struggle (লড়াই) করতে-করতে শেষে এমন অভ্যাস হ'য়ে যায় যে, তখন evil propensity (অসৎ-প্রবণতা)-গুলির বিরুদ্ধেও struggle (লড়াই) করা যায়। যেমন, দুষ্মন্ত শকুন্তলার গল্প শুনেছেন না? কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা হ'ল দুষ্মন্তের। কিন্তু মনে-মনে ভাবে, ও তো বামুনের মেয়ে। ওর দিকে আমার টান পড়ে কেন? আমি আর্য্য ক্ষত্রিয়। জীবনে কখনও অন্যায় কাজ

করিনি। আমার মনও অনাচারী নয়। তা' সত্ত্বেও যখন শকুন্তলার 'পরে আমার টান পড়ছে তখন ও বামুনের মেয়ে হ'তেই পারে না। নিশ্চয়ই আমার সাথে বিয়ে হওয়ার যোগ্য। "অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা"। কারণ, আমার আর্য্য মন কখনও ভুল করতে পারে না। সেখানেও ঐ তৃষ্ণার সাথে struggle (লড়াই) করার অভ্যাস থাকার জন্য তার ঐ decision (নির্দ্ধারণ) ঠিক হ'ল। সে ঠিক জানত যে ব্রাহ্মণ-কন্যা বিয়ে করা যায় না। পরে সব জেনে দুষ্মন্ত যেন নিঃশ্বাস ফেলে ভাব্‌ল, ভগবান! আমি মহাপাপের থেকে রক্ষা পেলাম।

অতুলদা—এক জায়গায় আমি একটি pregnant (গর্ভবতী) মাকে বলেছিলাম, তুমি ছেলে চাইলেও তোমার ছেলে হ'তে পারবে না। সে কয়, কেন? তখন আমি বললাম, তোমার স্বামী যে তোমার ঝোঁকে ছোটে। তাই মেয়েই হবে। তা' যদি না হয়, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ঠাকুরের শিষ্যত্ব ছেড়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর হ'য়ে বললেন—ঠাকুরের শিষ্যত্ব ছেড়ে দেব, ও-রকম প্রতিজ্ঞা করতে নেই। আমি তো শিষ্য। গুরু তো হইনি আমি।

৩১শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৬।৭।১৯৫৯)

আজ দুপুরে খুব বর্ষা হ'য়ে গেছে। কিন্তু গরম বিশেষ কমেনি। আকাশ এখনও মেঘলা। থেকে থেকে মেঘ ডেকে উঠছে গুর্‌গুর্‌ ক'রে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। তামাকু সেবন করছেন। পূজনীয় কাজলদাকে (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র) সাথে নিয়ে এসে বসলেন সুশীলদা (বসু)।

একটু পরে কাজলদা জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা! মানুষ পাগল হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিতরে adjustment-এর (নিয়ন্ত্রণের) অভাব হ'য়ে পড়ে। বুঝতে হবে যে কোথাও একটা crack (ফাটল) হ'য়ে গেছে। মানে, মনে crack (ফাটল)। সেটা আর ঠিক করতে পারে না। মানসিক co-ordination (সামঞ্জস্য) নষ্ট হ'য়ে যায়। এই যেমন শুনি, আমেরিকায় পাগলের সংখ্যা অনেক। সেখানে divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ক'রে ক'রে ঐরকম অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ঐ করতে-করতে মানুষের purity (পবিত্রতা) নষ্ট হ'য়ে যায়। আর, purity (পবিত্রতা) না থাকলে মনের ভারসাম্য ভেঙ্গে যায়। তখনই nervous disorder (স্নায়বিক বৈকল্য) হ'য়ে মানুষ পাগল হয়। পাগল যা'কে ভয় পায়, মানে যা'কে দেখলে ভয়ে একেবারে পেচ্ছাপ ক'রে ফেলায়, এমন লোকের সামনে খানিকক্ষণ ঠিকমত

চলে। পাগলকে মারধোরের ভয় দেখালে সেটা অনেক সময় effective (কার্য্যকরী) হয়।

কাজলদা—রাজযোটক দেখে বিয়ে দিলে তো আর খারাপ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা বামুনের মেয়ের বামুনের ছেলের সাথেও রাজযোটক হ'তে পারে, আবার একটা ডোমের ছেলের সাথেও রাজযোটক হতে পারে। তাই যদি হয়, তখন ঐ ডোমই prevail করে (বড় হ'য়ে উঠে), superior (শ্রেষ্ঠ) গুণগুলি recessive হয়ে যায় (মিইয়ে যায়) আর inferior (নিকৃষ্ট) গুলি dominant (প্রবল) হ'য়ে উঠে। সেইজন্য বিয়ের সময় রাজযোটক বড় কথা নয়, দেখতে হয় compatibility (সদৃশত্ব)। Compatible (সদৃশ) না হ'লে সেখানে আর consistency (সুসঙ্গতি) থাকে না, ফলে স্বামী-স্ত্রীর ভিতর co-ordination-ও (সামঞ্জস্যও) হয় না।

কথা চলছে। এর মধ্যে দারুণভাবে বিদ্যুৎ চমকালো। প্রায় সাথে-সাথেই প্রচণ্ড শব্দে মেঘ গর্জ্জন ক'রে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈবী তনুখানি চমকে কেঁপে উঠল। সকলেরই লক্ষ্য পড়ল সেদিকে।

একটু পরে কাজলদা বললেন—আচ্ছা বাবা, ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারার দাগ কিভাবে তোমার পিঠে উঠে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই মেঘের ডাকের মতই হয় বোধ হয়। খুব sensitive (সংবেদনশীল) হলে ঐরকম হ'তে পারে। তখন এই body-টা (শরীরটা) সব-কিছুর সাথে identified (অভিন্ন) হ'য়ে ওঠে। ঐ ঘটনা আমিও ঠিক পাইনি। গোকুলবাবু ও আরো দু'একজন আমার সঙ্গে ছিল। সে ঠিক পাইছিল। একজনকে ঠাস্ ক'রে চড় মারলে যেরকম হয় সেইরকমটা হয়েছিল। (ক্ষণেক নীরব থেকে) তা ছাড়া কেমন ক'রে ঐরকম হয়, কৈফিয়ত দেওয়া যায় না।

আগামীকাল থেকে বর্ষাকালীন ঋত্বিক্-অধিবেশন আরম্ভ। কর্ম্মীরা কেউ কেউ আগেই এসে গেছেন। এখনও অনেকে আসছেন। প্রায় প্রতিপ্রত্যেকের হাতেই রয়েছে নানারকম তরিতরকারি, সুগন্ধি চাউল, উৎকৃষ্ট ডাল, ভাল ভাল মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের বস্তু। পরমদয়াল প্রশান্ত বদনে স্নেহক্ষরা করুণাঝরা দৃষ্টির পরশদানে সবার অন্তর ধন্য ও পুলকিত ক'রে তুলছেন। এক-একজনকে জিজ্ঞাসা করছেন, "কিরে? কখন এলি?" "হাতে ও কী?" ইত্যাদি। তারপর আনীত দ্রব্যগুলি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বলছেন।

আমার বাবাকে (শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ভাল খাঁটি ঘি তৈরী ক'রে আনতে বলেছিলেন দয়াল ঠাকুর। গতকাল বাবা নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে মাখন নিয়ে

এসে পৌঁছেছেন। এত দূরে ঘি আনা অসুবিধা হ'তে পারে বিবেচনা ক'রে তিনি মাখন ক'রে এনেছেন। এই কাজে দুধ দোওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে জ্বাল দেওয়া এবং অন্যান্য সবকিছুই মাটির পাত্রে করা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর গতকালই ঐ মাখন জ্বাল দিয়ে ঘি তৈরী ক'রে দিতে আদেশ করেছিলেন। এখন সন্ধ্যার আগে বাবা মাটির পাত্রে করে ঘি এনে রাখলেন পরম দয়ালের সামনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎফুল্ল স্বরে ব'লে উঠলেন—"বাঃ, কী গন্ধ!" তারপর উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা গন্ধ পাচ্ছিস্?

হাউজারম্যানদা একটু দূরে বসেছিলেন। সেখান থেকেই বললেন—আমরা এখান থেকেই গন্ধ পাচ্ছি।

নিখিলদা (ঘোষ)—ওঁর গা দিয়েই গন্ধ বেরোচ্ছে।

পরম স্নেহভরে স্মিতহাস্যে বললেন পরম দয়াল—কেমন যেন গোয়াল গোয়াল গন্ধ।

তারপর ঐ ঘি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বললেন। বাবা ঘিয়ের হাঁড়ি নিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মার কাছে। তারপর দয়াল বললেন—এই জায়গায় একেবারে ঘিয়ের গন্ধ হ'য়ে গেছে।

এরপর তাঁর কাছে যে প্রণাম করতে আসছে, সকলকেই শ্রীশ্রীবড়মার কাছ থেকে ঐ ঘি দেখে আসতে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। অনেকক্ষণ ধরে এই ঘি দেখানো ও তৎসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চলতে থাকল। ক্রমশঃ সৎসঙ্গীদের ভীড় বাড়ছে। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের ভিতরে এসে বসলেন।

রাত হয়েছে। প্রফুল্লদা (দাস) এসে প্রণাম করলেন। তিনি কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন। যাজন প্রসঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন এবং কোন্ কোন্ বিশিষ্ট লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে সেই সব গল্প করছেন দয়াল ঠাকুরের কাছে। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—**Solemn** (ভক্তিমান) ব্যক্তিত্ব যদি থাকে, তার **position** (পদমর্য্যাদা) দরকার হয় না। সে **position create** (মর্য্যাদা সৃষ্টি) ক'রে নেয়। ঐরকম মানুষকে সকলেই চেনে।

২রা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৮।৭।১৯৫৯)

আজ ঋত্বিক্ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবস। শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে বহিরাগত দাদাদের ও মায়েদের বেশ ভীড়। তাঁদের মধ্য থেকে একটি মা কাগজের উপরে ধ'রে একটা কাঁচি নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে। বললেন—বাবা, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আপনি আমার কাছে একটা কাঁচি চাইছেন। তাই, এই কাঁচিটা নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে বললেন—কাঁচিখানা ভালই হয়েছে। তারপর স্মিতমধুর বচনে

বললেন—স্বপ্নেও আমি ভিক্ষা চাই। রাজা ভিখারীর মতন—ভিক্ষুকরাজ।

আমি বললাম—কত লোকে যে আপনার চাওয়ার কত কী স্বপন দেখে তার ইয়ত্তা নেই।

অর্থপূর্ণ হাসি হেসে উত্তর করলেন পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তোমাদের যা'-কিছু আছে সব আমাকে দাও। দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল।

কিছু পরে বললেন—আসল কথা হ'ল, তাঁকে **imbibe** (আত্মীভূত) না করলে কিছুই হয় না। ধর, যে হয়তো পুরাপুরি ইষ্টের হ'য়ে ওঠেনি, জীবনে সওয়া নেই, বওয়া নেই, চরিত্র-বিনায়নের কোন চেষ্টাই নেই, তার একসময় বৈকুণ্ঠে যাওয়ার ইচ্ছা হ'ল। তারপর গেলও। কিন্তু সেখানে যেয়ে একজনের সঙ্গে মতের মিল হ'ল না। তখন তাকে দিল এক লাথি মেরে। **Imbibe** (আত্মীভূত) করা না থাকলে ঐরকমই হয়। **Imbibe**-এর **root-meaning** (ধাতুগত অর্থ) কী রে ?

দেখা হ'ল **to drink in** (পান করা)। আজও কেউ কেউ এসে পৌঁছাচ্ছেন। বিকালের দিকে দেবেন রায়চৌধুরীদা এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন—ওঃ হো, তুই কখন এসেছিস্ ?

দেবেনদা—সকাল সাতটায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা! আর সারাদিন দেখলাম না ? তুমি প্রেম করা শেখো নাই, শেখো নাই।

তাঁর বলার ভঙ্গী দেখে সবাই উৎফুল্ল ও পুলকিত। দেবেনদা তো আনন্দে একেবারে ডগমগ হ'য়ে উঠলেন।......একটু পরে গৌর সামন্তদা মেদিনীপুর থেকে ঘি নিয়ে এসে পৌঁছাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এসে হাঁড়ির ঢাকনা খুলতেই ঘিয়ের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হ'য়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে হাসতে-হাসতে সুর ক'রে গেয়ে উঠলেন—"গন্ধে মলয় হাওয়ার মত উড়ছে তোমার উত্তরীয়।" তারপর ঐ ঘি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বললেন। শ্রীশ্রীবড়মা পাশেই একখানা চেয়ারে সমাসীনা। গৌরদা ঘিয়ের হাঁড়ি তাঁর সামনে মেঝেতে রাখল। শ্রীশ্রীঠাকুর মনোরম ভঙ্গিমায় ঘাড় ফিরিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার দিকে তাকিয়ে বললেন—কী কও, কী কও, কও না কেন ?

শ্রীশ্রীবড়মা—কী ক'ব, ভালই হয়েছে।

ব'লে দুজনেই হাসলেন। এ মধুর দৃশ্য উপস্থিত সকলেরই অন্তরে এক দিব্য আনন্দানুভূতির শিহরণ জাগিয়ে তুল্‌ল।

৪ঠা শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ২০।৭।১৯৫৯)

বড়দালানের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর সমাসীন। আশপাশে ভক্তবৃন্দ উপবিষ্ট। সারা-

দিন ধ'রেই মাঝে মাঝে বর্ষা চলছে। আকাশের বুক চিরে চিরে জেগে উঠছে সোনালী বিদ্যুতের ঝলক। শাল, সেগুন, কুরচি প্রভৃতি গাছগুলি সাদা ফুলে চমৎকার সেজেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার স্রোত ব'য়েই চলেছে।

এখন, বর্ত্তমান সরকার ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কথা চলছে। ঐ প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বলছিলেন—The attitude of doing good to others resisting the evil (অসৎকে নিরোধ ক'রে সবার কল্যাণ সাধন করার মনোভাব), এইটাই হ'ল সুশাসনের লক্ষণ। ভগবান Christ (খ্রীষ্ট) তাই বলেছেন, Hate the sin, not the sinner (পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়)।

হাউজারম্যানদা—একটা কথা আছে, greatest good to the greatest number (অধিকাংশ মানুষের জন্য সর্ব্বোত্তম কল্যাণ), এটা করা ভাল তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু আমি কই, greatest good for all according to their aptitude (প্রত্যেকের উপযোগিতা-অনুপাতিক সর্ব্বোত্তম কল্যাণ)। বুদ্ধি দিয়ে দেখে প্রত্যেকের aptitude (উপযোগিতা বা প্রবণতা) আগে বোঝা লাগে। ওটা না জানলে তুমি কারো ভালই করতে পারবে না।

সুশীলদা (বসু)—তাহলে তো personal contact (ব্যক্তিগত সংযোগ) লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো বটেই।

সুশীলদা—সে তো মুশকিলের কথা। প্রত্যেকের সাথেই contact (সংযোগ) রাখা তো অসম্ভব ব্যাপার। ঐ পথ ছাড়া কি আর কোন পথ নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে)—ঐ যে কী আছে "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্," সেই দিব্য জন্ম-কর্ম্মের অধিকারী যদি কেউ হয়, সে পারতে পারে। তার চলা, বলা, কর্ম্মপদ্ধতি সবই হয় মঙ্গলের জন্য। তার সত্তাই হয় প্রকৃত education-এ (শিক্ষায়) সমৃদ্ধ।

৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ২১। ৭। ১৯৫৯)

প্রাতে—বড় দালানের হলঘরে কলকাতা থেকে এসেছেন সত্য দে। তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছেন না সেই প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। বললেন—উপযুক্ত tradition (ঐতিহ্য)-ওয়ালা বংশ দেখতেই পাওয়া যায় না।

শুনতে শুনতে দয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা চাই, প্রতিপ্রত্যেকের existence (অস্তিত্ব) যেন কল্যাণপ্রসূ হয়, তা' যেন time-কে (কালকে) অতিক্রম ক'রে

চলতে পারে। এই হ'ল tradition (ঐতিহ্য)। কোন মানুষ যদি মরে যায় বা জীবনে rise করতে (ঠেলে উঠতে) না পারে, তাতে তা'র tradition (ঐতিহ্য) নষ্ট হ'য়ে যায় না। এই যে তোমরা সেই আদিম কাল থেকে 'অমৃত অমৃত' ব'লে চীৎকার ক'রে এসেছ, কেন? কারণ, তোমরা নিজেদের মঙ্গল চাও। বাঁচতে চাও। নিকেশ হ'য়ে যেতে চাও না। আর, এই হ'ল tradition-এর (ঐতিহ্যের) মূল কথা। তা' achieve (অধিগত) করার জন্য থাকা চাই energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি)।

সত্যদা—এখন তো কেউ tradition (ঐতিহ্য) মানতেই চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানতে চায় না, মানাও। যেখানে একটুখানি soil (ভূমি) পাবে তার উপর দাঁড়াও। তাদের বোঝাও, সৎ কী, অসৎ কী, সৎপথে চলবে কেন, জীবন সমৃদ্ধ হয় কিভাবে। আরো বোঝাও, আমরা মরতে চাই না, diminished হ'য়ে যেতে (মিইয়ে যেতে) চাই না। চিরদিন ক্রীতদাসের মত অন্যের পদলেহন করতে চাই না। এর জন্য চাই ইষ্টকে মানা, কৃষ্টিকে মানা, পূর্ব্বপুরুষকে মানা। মানা ছাড়া জানা হয় না। ঐ পূর্ব্বপুরুষ না হ'লে তোমারও জন্ম হ'ত না, আমারও জন্ম হ'ত না। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি যে এমনটা হয়েছি তা' যে কত আবর্ত্তনের মধ্য-দিয়ে তার ঠিক নেই।

এই সময় অজয়দা (গাঙ্গুলী) হাতে ক'রে একটি রেডিও নিয়ে এসে বললেন—এটা তৈরী করেছি। একটু বাজিয়ে শোনাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলে অজয়দা রেডিওটা একটি চেয়ারের উপর রেখে চালিয়ে দিলেন। এখন গান হচ্ছে। কিছুক্ষণ শোনার পরে পরম দয়াল বললেন—ভালই হয়েছে। যা, নিয়ে যা।

অজয়দা প্রণাম ক'রে রেডিও নিয়ে চলে গেলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিখানিতে বসেছেন। তামাকু সেবন করছেন। ইতিমধ্যে রমণের মা গুটি-গুটি এসে উপস্থিত। তাকে দেখে রঙ্গভরে ব'লে উঠলেন প্রভু—রমণের মা! তুমি এখন আর নাচবের পার না?

রমণের মা বেশ বয়স্কা। টেনে টেনে উত্তর করল—এখন আর—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, গোলমাল যাক্। ঘৃতকাঞ্চন শিম খেয়েছ?

রমণের মা—আমাদের দেশে তো খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ঝোল খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত হাউজারম্যানদা রোজ বিকালে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে এক গ্লাস ক'রে ঘোল খান। এখন খেয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খেয়েছিস্ ?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ। আজ মা'র চিঠি আস্‌ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী লেখ্‌ছে ?

হাউজারম্যানদা মায়ের চিঠির বিষয়বস্তু বললেন। কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত একটি ভাই প্রশ্ন করল—যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতির ঠিক ঠিক মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যজন হ'ল to work out the order of the master, the Love-Lord (প্রভু যিনি, প্রিয়পরম যিনি, তাঁর আদেশ বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তোলা)। আর যাজন হ'ল to convince others for carrying out that order (অপরকে ঐ আদেশ পালনে প্রত্যয়ী ক'রে তোলা)। মানে, ঐরকম আদেশ কেন হ'ল, তা' পালন না করলে কী হয়, ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে convince (বিশ্বাস-উৎপাদন) করা। আর ইষ্টভৃতি হ'ল daily offering (নিত্য উৎসর্গ অবদান), যা' সংগ্রহ ক'রে ইষ্টকে নিবেদন করতে হয়। এটা হ'ল prime urge of life (জীবনের প্রাথমিক সম্বেগ)। এইগুলি করার ভিতর-দিয়ে মহাভীতি যা'তে যা'তে হয় সেগুলি এড়িয়ে চলা যায়। মহাভীতি মানে যদি মৃত্যুভয় হয়, তাহলে নিষ্ঠাভরে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি করতে-করতে আমি discern (নির্দ্ধারণ) করতে পারি clue to death কী (মরণের সূত্র কী, অর্থাৎ কী কী কারণে মৃত্যু বা বিনাশ আসে)।

আমি—আপনি একদিন বলেছিলেন, মহাভীতি থেকে বহুত ভীতি কথাটা more correct (অনেক ঠিক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বহুত ভীতি হ'লে ভালই হয়। আর মহাভীতি মানেও ছোট থেকে বড় বড় সবরকমেরই ভয়।

জনৈক ভক্ত—গীতায় আছে "মামেবৈষ্যসি সত্যং তে।" এখানে "এষ্যসি" মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কথাটার মানে হ'ল, তুমি আমাতে বসবাস করবে।

আমি বললাম—কিন্তু 'এষ্যসি' তো ই-ধাতু থেকে সেইজন্য 'এষ্যসি' মানে হয় প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ই-ধাতুর মানে যাওয়াও আছে। তাহলে 'এষ্যসি' মানে দাঁড়ায়, আমার কাছে যেতে পারবে। (হেসে) ঐ দেখ্, মানেগুলো একেবারে ঠিক chemical balance-এ (রাসায়নিক তুলাদণ্ডে) মাপা।

ক্ষণেক নীরবতার পর দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—psalm মানে কী ?

অভিধান দেখে বলা হ'ল—স্তোত্র, ধর্ম্মসঙ্গীত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতাটা হ'ল psalm.

পূজনীয় কাজলদা—গুরু আমাকে যে-কাজের ভার দিলেন তা' আমি ঠিকমত করতে পারি না মানে তো আমি তাঁর কথা ঠিকমত শুনিনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনও হ'তে পারে যে যা' যা' করা দরকার তা' তুমি ঠিকমত করনি। যে-কোন কাজই করতে যাও না কেন, সেখানেই হওয়া লাগবে খুব alert (সতর্ক), খুব sharp (তীক্ষ্ণ)। তা' না হ'লে সাফল্য লাভ করবে কী করে! ধর তুমি ডাক্তার। একজন রোগী আস্‌ল তোমার কাছে। তাকে দেখেই যেন টক ক'রে তুমি তার সব অবস্থাটা ধরতে পার। এর জন্য অনুশীলন লাগে, অভ্যাস লাগে। অভ্যাস করতে-করতে অমনি হ'য়ে ওঠে।

সুশীলদা (বসু)—ওর দুঃখ, বাবা যা' বলছেন তা' আমি করতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারবে না কেন, খুব পারবে।

সুশীলদা—কাজল বলে যে বাবা আমাকে এখন ডাক্তারী পড়তে বলেছেন তাই পড়ছি। পরে যদি রিক্সা টানতে বলেন তাই টানব with my whole heart (সর্ব্বান্তঃকরণে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষগুলি সবই তো রিক্সা। তাদের সুস্থ, সবল ও সংহত ক'রে তোলা দরকার। কেউ যেন অবশ না থাকে, অবুঝ না থাকে, প্রীতি-সংহতিতে যেন উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে সবাই। যে-লোক চুরি করে, খারাপ কাজ করে, তার ভেতরের deficiency (খাঁকতি) সে বুঝতে পারে না। বিহিত দরদী চর্য্যায় তাকে ঐ deficiency (খাঁকতি) মুক্ত ক'রে তোলা চাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন।

২০শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ৫।৮।১৯৫৯)

বিকালে হাতমুখ ধুয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিখানিতে এসে বসেছেন। সামনের প্রশস্ত সিঁড়িতে দু'একজন ক'রে এসে বসছেন। দয়ালের চৌকির পাশে মেঝের উপরে এসে বসলেন সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার) ও পূজনীয় কাজলদা।

জনৈক সৎসঙ্গীর একটি চিঠির কথা উল্লেখ ক'রে সুশীলদা বললেন—দাদাটি লিখেছে যে সে যে-কোন ভাল কাজ করতে যাচ্ছে তাতেই স্থানীয় লোক বাধা দিচ্ছে। এরকম হ'চ্ছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দূরদৃষ্ট যারা তারাই ভাল কাজ করতে বাধা দেয়। জীবনকে তারা কল্যাণপ্রসূ ক'রে তুলতে চায় না কর্ম্মপরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে।

গত ঋত্বিক্-অধিবেশনের পর প্রফুল্লদা (দাস) আবার কলকাতায় গেছেন। শরৎদা বললেন—প্রফুল্ল চিঠি লিখেছে, কলকাতায় যেয়ে ওর শরীর ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হ'ল। কিন্তু এদিকে আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখার কাজে বাধা প'ড়ে যাচ্ছে। ওগুলির মধ্যে আমার সবকিছু কওয়া আছে। একেবারে **prima facie**-র (প্রথম দৃষ্ট বিষয়ের) মতন। ছাখেন, ও জিনিসগুলি আপনিও লিখতে পারতেন। কিন্তু প্রফুল্লর লেখার কতকগুলি সুন্দর ধারা আছে। (তারপর গম্ভীর হ'য়ে বললেন) এইসব দরকারী কাজ না-করার জন্য আমরা যে কতখানি **loser** (বঞ্চিত) হ'য়ে পড়ছি তা' আমরা জানি না। এর ফলে আমি তো গেলামই, আমার তো দিন ফুরায়েই গেল, আপনাদের বিভবও **dull** (ভোঁতা) হ'য়ে যাচ্ছে। আমি যা' যা' বলেছি তার কেউ হয়তো এক পয়সা করেছেন, কেউ আধ পয়সা করেছেন। তাতে হবে কী? যা' হ'তে পারতেন তা' থেকে অনেক দূরে প'ড়ে থাকছেন। ঐ এক-আধ পয়সার কাম ক'রে গুরুগিরি ক'রে খেতে পারেন, কিন্তু **saviour of the mankind** (মানুষের ত্রাণকর্ত্তা) হওয়া মুশকিল আছে। মনে রাখবেন, আমি চাই, আপনারা হ'য়ে ওঠেন **future saviours of mankind** (মানুষের ভবিষ্যৎ ত্রাণকর্ত্তা)।

শরৎদা ব্যথাভরা চোখে তাকিয়ে আছেন প্রভুর দিকে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ পর সান্ধ্য প্রণাম হ'য়ে গেল। তারপর পূজনীয় কাজলদা জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বাবা, ইষ্টার্থদীপনী ভাব যদি আমার ভিতরে না থাকে তাহলে চেষ্টা করলে কি আসতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থদীপনী ভাব মানে **exalting and active love for your Love-Lord** (তোমার প্রিয়পরমের জন্য সক্রিয় উদ্দীপী ভালবাসা)। ওটা থাকলে পরেই তার থেকে আস্তে আস্তে গজিয়ে ওঠে।

কাজলদা—ইষ্টার্থদীপনী ভাব থাকলে তো আমার পরীক্ষার ফলও ভাল হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা থাকলে তুমি তোমার ঠাকুরের জন্য সর্ব্বতোভাবে **active** (সক্রিয়) হ'য়ে উঠবে। এরকম যা'র থাকে, সে যদি পরীক্ষায় **fail**-ও করে (অসফল হয়), তবুও অন্যান্য দিক দিয়ে জীবনে **successful** (কৃতকার্য্য) হ'য়ে ওঠে। আর, ওটা না থাকলে এমন হয় যে, পরীক্ষায় হয়তো খুব ভাল করল, কিন্তু **practical field**-এর **application**-এ (বাস্তব ক্ষেত্রের প্রয়োগে) যেয়ে খারাপ ক'রে ব'সল।

শশাঙ্কদা (গুহ)—কিন্তু ঐ জিনিসটা achieve (আয়ত্ত) করার পথে তো অনেক বাধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাধাকে আমি বাধা মনে করি তখনই যখন তার কাছে আমি yield করি (নত হই)।

এরপর দয়াল ঠাকুর একটি বড় ইংরাজী বাণী দিলেন। রাত ৭-৪৫ মিঃ হ'ল। কলকাতা থেকে ফোনে খবর এল, বি. এ., বি. এস-সি.-র ফল আজ বেরিয়েছে। সৎসঙ্গী যেসব ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছিল, প্রায় সকলেই পাশ করেছে। আশ্রম থেকে বি-এ পরীক্ষা দেন সেবাদি (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও রেবতী (বিশ্বাস)। রেবতী পাশ করেছে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু দুঃখের সাথে বললেন—সবাই পাশ করল সেবা ছাড়া।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—রেবতী বি. এ. পাশ করল?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর এম. এ. পড়ার সুবিধা হ'য়ে গেল। পড়তে পারলে এম. এ. বি. এস-সি. হবিনি।

২২শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ৭।৮।১৯৫৯)

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কয়েকটি ইংরাজী বাণী দিয়েছেন। হাউজারম্যান-দাই লিখে নিয়েছেন সবগুলি। লেখার পরে দয়ালকে পড়িয়ে শোনাচ্ছেন। এই সময় শরৎদা (হালদার) এসে বসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দয়াল বললেন—আজ অনেক-গুলি ইংরাজী হ'ল। মোট ইংরাজী তো কম হ'ল না।

শরৎদা—হ্যাঁ, বহুকাল থেকেই তো ইংরাজী দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক, যা' আমি দিয়েছি সেগুলি যদি ঠিক হ'য়ে থাকে, তাহলে আপনাদের প্রভাব imbibe (আত্মীকৃত) ক'রে যা' বলার বলেছি। এমনিতে তো আমি ইংরাজী জানিই না। Conjugation (ধাতুরূপ) জিজ্ঞাসা করলেই তো আমি গেছি।

তারপর হাউজারম্যানদাকে বলছেন—ভগবানের দয়াকে যারা ignore (অবহেলা) করে, people (মানুষ) তাদের absorb (হজম) ক'রে ফেলতে পারে। আর, যারা Beloved the Lord-কে (প্রিয়পরমকে) ভালবাসে,—এই পর্য্যন্ত বলতেই হঠাৎ খগেনদা (তপাদার) কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এসে বললেন—লালবাবু (সৎসঙ্গের উকিল) জিজ্ঞাসা করছিলেন, এখন যেয়ে ঠাকুরকে পাব তো? হয়তো আসতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো আছিই এখানে।

এই শুনে খগেনদা আবার বেরিয়ে গেলেন। খগেনদা আসাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাটি ঐ পর্য্যন্তই চাপা পড়ে গেল। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমার কাছে জল খেতে চাইলেন। সরোজিনীমা জল এনে দিলেন। ঘটিটি হাতে ধ'রে দয়াল ঠাকুর সরোজিনীমা'র পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে বলছেন—তোর মা'র খোঁপা বেঁধে দিলে পারিস্।

সরোজিনীমা—খোঁপা আমার বাঁধাই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই ?

সরোজিনীমা পেছন ফিরে মাথা দেখিয়ে বললেন—এই যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো ঝুঁটি বাঁধা।

এরপর জল খেয়ে পরমদয়াল ঘটিটি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর দক্ষিণ করপল্লবটি সামনের দিকে চিত্ করে এগিয়ে ধরলেন। সেই শ্রীহস্তে পান এনে দিলেন সরোজিনীমা। তারপর তাড়াতাড়ি তামাক সেজে এনে গড়গড়ার নলটি দয়ালের হাতে ধরিয়ে দিলেন। নলে মৃদুমন্দ টান দিতে-দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর আকাশের দিকে তাকিয়ে সান্ধ্য প্রণামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন—আর কত সময় বাকী ?

বঙ্কিমদা (রায়)—এখনও অনেক বাকী।

সান্ধ্য প্রণামের পরে লালবাবু শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে এলেন। সঙ্গে খগেনদা (তপাদার) ও কেষ্ট সাউদা। সামনে একটি চেয়ার দেওয়া হয়েছে। সেখানে ব'সে লালবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে নিরালায় কথা বলতে লাগলেন। খগেনদা ও কেষ্টদা একটু তফাতে অপেক্ষা করছেন।

২৪শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ৯। ৮। ১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হলঘরেই আছেন। প্রফুল্লদা (দাস) আজ ভোরে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। এখন এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর শরীর কেমন আছে ?

প্রফুল্লদা—এখন ভাল আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্যাখ্, ঐ আলোচনা-প্রসঙ্গের কাজ যা' আছে তাড়াতাড়ি ক'রে শেষ কর্। এ-কথা আমি কই কেন ? কারণ, কাল যে আমার কী অবস্থা হবে তা' তো আমি জানিনে।

প্রফুল্লদা—শরীরের জন্য একটু অসুবিধা হয়। শরীর ভাল থাকলে আমি ঠিক পেরে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, পার না যে তার একটা কারণ হল স্বাস্থ্য। সেইজন্য, পাবনা

আমল থেকেই যখন ওগুলি নিতে, তখন-তখনই যদি সব গুছিয়ে সাজিয়ে ঠিক ক'রে রাখতে তাহলে ভাল হ'ত। তোমার পরিবেশনের ক্ষমতাও আছে। ধর, আগে সন্দেশ দিলে, তারপর একটু বোঁদে দিলে। কি আগেই বোঁদে দিলে। এ-রকম ক'রে দেবার ক্ষমতা তোমার আছে। আর এইভাবে দিতে পারলে এগুলি মানুষের মাথার মধ্যে সহজভাবে ঢোকে। এ দিয়ে যা' হচ্ছে তা' ঐ নানা-প্রসঙ্গে বা কথাপ্রসঙ্গে দিয়ে হবে নানে। ওগুলো আর-এক ধরণের জিনিস। এই পরিবেশনের ক্ষমতা সকলের থাকে না। 'ডিস্' সাজানো ক্ষমতার দরকার। হয়তো একটা পুরো কাঁঠাল খেলে, তারপর একটা বীচি খেলে। সব হজম হ'য়ে গেল। আম খাওয়ার পরেও ঐ-রকম কী একটা খেলে সব হজম হ'য়ে যায়।

সকাল আটটা। মেদিনীপুর থেকে গৌরদা (সামন্ত) ও সুরেশদা (ভট্টাচার্য্য) দুটি মুখবাঁধা হাঁড়ি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে নামিয়ে প্রণাম করলেন। স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন পরম দয়াল—ও কী রে?

গৌরদা—ঘি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, বড় বৌ-র কাছে দিয়ে আয় গে।

সুশীলদা (বসু)—আপনি দেখবেন একটু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখি।

গৌরদা একটা হাঁড়ির মুখ খুলে দেখাতেই দয়াল উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠলেন—বাঃ বাঃ, সুন্দর গন্ধ। দিয়ে আয়।

জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) টি-বি হয়েছিল। তার লাং অপারেশনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ভেলোরে পাঠিয়েছিলেন। অপারেশনের পর সুস্থ হ'য়ে জনার্দ্দনদা ঠাকুরবাড়ী এসেছেন। এখন এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে তার কুশলবার্ত্তা নিলেন। পরে বললেন—এখানে এসেছিস্, খুব ভাল হয়েছে। শরীরটা ঠিক ক'রে নিয়ে আবার একটু-একটু ক'রে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস কর্। সেই সাথে, রে (হাউজারম্যান) ঐ যেগুলি লিখেছে, ওগুলি দেখে ঠিক ক'রে রাখ্।

জনার্দ্দনদা—ও লিখছে। পর-পর সাজাচ্ছেও খুব ভাল ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেও তুই দেখ্। দেখে সবগুলি ঠিক ক'রে তোল্ যাতে বড়-বড় লোকদেরও দেখানো যায়। তারপর আমেরিকায় পাঠিয়ে সেখান থেকে ছাপিয়ে আনলে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর vegetable ও flesh শব্দ দু'টির root-meaning (ধাতুগত অর্থ) দেখতে বললেন। দেখা গেল, vegetable মানে to enliven, to arouse

(জীবন্ত ক'রে তোলা, জাগিয়ে তোলা)। কিন্তু flesh-শব্দের সে-রকম কোন অর্থ নেই।

ঐ প্রসঙ্গ ধ'রে আলোচনা চলছিল রাতেও।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আমরা যে হাতী খাই, ঘোড়া খাই, গরু খাই, সব কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে compatible (সুসঙ্গত) নয়। আর compatible (সুসঙ্গত) না হলেই তা' আর আমাদের nurture (পোষণ) দেয় না। ঐ-রকম জিনিস খেলে আমাদের ক্ষতি হ'য়ে যায়, ক্ষয় হয়।

জনার্দ্দনদা—ভেলোরে থাকার সময় আমার complete vegetable diet (সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার) শুনে ওরা তো অবাক হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহু-বহু বড় লোক বলেছেন, যারা emperor of physicians (চিকিৎসকদের সম্রাট) তারাও ব'লে গেছে vegetable diet (নিরামিষ আহার) নেওয়ার কথা। এটা এখনকার কথা না। Dictionary (অভিধান) দেখ গে যাও। কত আগের থেকে এ-সব কথা চ'লে আসছে। Vegetable diet-এ energy (নিরামিষ আহারে শক্তি) আসে। ওতে যে energy (শক্তি) উৎপন্ন হয় তা' আমাদের পক্ষে compatible (সুসমঞ্জস)। তাই, ওটাই আমাদের খাদ্য। যার পক্ষে যেটা compatible (সুসমঞ্জস) সেটা গ্রহণ করলে তার শরীরের পুষ্টি হয়। এই যেমন দেখ, হাতী, গণ্ডার, ভেড়া এরা সবাই ঘাস খায়। ওতেই তাদের পুষ্টি। কিন্তু বাঘের ধাঁচ অন্য। তার সামনে দু'খানা রুটি ফেলে দাও, সে খুশি হবে নানে।

জনার্দ্দনদা—ডাক্তাররা তো মানুষের ভালই চায়। তবুও তারা flesh diet-এর (আমিষ-আহারের) opinion (মত) দেয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Opinion (মতামত) আসে understanding (বুঝ) থেকে। যার যেমন বুঝ, তার তেমন opinion (মত) হ'য়ে থাকে। তা' ছাড়া দেখ, তুমি হয়তো ডাক্তার আছ। লোভ ছাড়তে পার না। সেইজন্য ঠিক ক'রে নেছ, মুরগী খাওয়া ভাল। ভাল হওয়ার চাওয়াটা আছে। তাহলে যে-পথে ভাল হয় সেটা ধরা লাগবে তো। কিসে ভাল হয় তা' যতদিন মানুষ না বুঝবে ততদিন এ-সব থাকবেই। সেইজন্য আমি অত ক'রে যাজনের কথা কই। Existence-কে (অস্তিত্বকে) যা' energetic push (উদ্যমী প্রেরণা) দেয় তেমনতর চিন্তা-চলন-বলন সবার মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হয়।

জনার্দ্দনদা—অনেক ডাক্তার vegetables (নিরামিষ) ভাল বলেন, কিন্তু meat (মাংস) খাওয়া খারাপ বলেন না। আমাদের তো প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কেন meat diet (আমিষ আহার) খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রমাণ দেব কেমন ক'রে? আমি যা' দেব, তার against-এও (বিরুদ্ধেও) কত কথা আছে। আবার তুমি যদি নিরামিষ আহারের support-এ (সমর্থনে) বই লেখো, দেখো নে, তোমার support-এ (সমর্থনে) আবার কত volume (খণ্ড) বই বেরিয়ে যাবেনে। Vegetable diet (নিরামিষ আহার) আমাদের system-এর (শরীর-বিধানের) পক্ষে compatible (সঙ্গতিশীল)। Meat diet (আমিষ আহার) কিন্তু তা' নয়।

জনার্দ্দনদা—আমি যখন ভেলোর হাসপাতালে ছিলাম, ওখানে প্রায়ই পেঁয়াজ দিয়ে ডাল রান্না হ'ত। অনেকদিন একটু মুখে দিয়েই আমাকে বাটি সরিয়ে রাখতে হয়েছে। এতে আমাকে না খেয়েও থাকতে হয়েছে। আমার মত রোগীর পক্ষে এটা তো ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেঁয়াজটা অনেকে vegetable-এর (নিরামিষের) মধ্যে ধরে। কিন্তু meat (আমিষ) তো তা' না। তুমি যে মাঝে-মাঝে খাওনি, তাতে তোমার খারাপ হয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। আবার, যারা খেয়েছে, তাদের যে তোমার থেকে ভাল হয়েছে তাও তো মনে হয় না।

পূজনীয় কাজলদা—পেঁয়াজ খেলে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Undue heat (অবৈধ উত্তাপ) সৃষ্টি হয়। আমি একদিন পেঁয়াজ খেয়েছিলাম। খাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার জ্বর এসে গেল। কী যন্ত্রণা! পায়খানা ক'ষে গেল। পরে, ভাল হওয়ার পর আমার মনে হ'ল, সবারই এই রকম হয়, মানে undue heat (অবৈধ উত্তাপ) বাড়ায়। খেতে-খেতে শেষকালে সহ্য হ'য়ে যায়। মাংস আমি খেয়েছি কিনা আমার মনে নেই।

কাজলদা—মাংসকে বলে first class (প্রথম শ্রেণীর) প্রোটিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যঙ্গের স্বরে)—First class না last class (প্রথম শ্রেণীর না নিকৃষ্ট শ্রেণীর)?

কাজলদা—Stomach-এ (পাকস্থলীতে) অন্য প্রোটিন যখন নিতে পারে না, তখনই ডাক্তাররা মাংস দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—System-এ (শরীর-বিধানে) চায় না অথচ তুমি জোর ক'রে দিয়ে যাচ্ছ। এইভাবে দিতে-দিতে পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে stomach-এর (পাকস্থলীর) কাম একেবারে সারা হ'য়ে যাবে। যা' হবার তা' ওর মধ্যেই হ'য়ে যায়। সত্যি কথা যা' তা' এই। যার ইচ্ছা হয় মানবে, যার ইচ্ছা না হয় মানবে না। যেমন প্রতি-লোমের কথা আছে। অনেকে এটা মানে, আবার অনেক পণ্ডিত লোকও মানে না। কিন্তু না মানলেও ফল যা' হবার তা' হবেই। ওর ফলে, issue-ও (সন্তানও) খারাপ

হয়, প্রস্থতিও খারাপ হ'য়ে যায়। সেইজন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা, বামুনের ঘরে যদি কায়েতের মেয়ে আসত, তার হাতে খেত। কিন্তু যে বামুনের মেয়ের সাথে কায়েতের বিয়ে হত, তার হাতে কোনদিন খেত না। আবার দেখ, আজকাল ডাইভোর্স করে লোকে, কিন্তু Christ (খ্রীষ্ট) এটা vehemently oppose (কঠোরভাবে নিষেধ) ক'রে গেছেন। হজরত মহম্মদও support (সমর্থন) করেননি কোথাও। তিনি আরো বলেছেন, গোমাংস সর্ব্বরোগের আকর, গোদুগ্ধ অশেষ উপকারী। মহাপুরুষদের কথা সকলেরই এক। পরবর্ত্তীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীরা impregnated (সংস্থিত) থাকেন।

জনার্দ্দনদা—অনেকে ভাবে, ছেলেকে উঁচু ঘরে বিয়ে দিলে কুলরক্ষা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব dangerous (বিপজ্জনক) কথা। এ-সব যারা কয় তারা genetics (জনন-নীতি) জানেই না।

জনার্দ্দনদা—আচ্ছা, কোন মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে তিষ্ঠাতে না পেরে যদি ডাই-ভোর্স করে এবং তারপর আর বিয়ে না করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শাস্ত্রে ডাইভোর্সের কথা নেই, separation ক'রে (আলাদা হ'য়ে) থাকার কথা আছে, তাই থাকবে। আর, ঐ-রকম থাকার পরে সে যদি আর বিয়ে না করে তাহলে তো infect (সংক্রামিত) করল না। আমি কয়েকটা মুসলমান মেয়েকে দেখেছি, তারা' বিধবা হওয়ার পর আর বিয়ে করেনি।

কথা চলছে। ঘরের ভেতরে-বাইরে বহু লোক উপস্থিত। দরজার বাইরে যোগেন সিংদাকে ঘুরতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক দিলেন—এই যোগেন, শোন্।

যোগেনদা ভেতরে এসে দাঁড়াতে বললেন—কাছে আয়।

এবার যোগেনদা একেবারে দয়ালের চৌকির কাছে আসতে দয়াল বললেন—গপ্প শুনি, এখানে আমাদের আওতার মধ্যে কোন্ কোন্ বাড়ী ব'লে চোর আসে। দেখিস্, চুরি যেন করতে না পারে। ভাল ক'রে দেখেশুনে পাহারা দিস্।

এরপর পরমপূজ্যপাদ বড়দা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাথে কথা বলবেন। সকলে প্রণাম ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

২৫শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ১০।৮।১৯৫৯)

সকালে বড়াল-বাংলোর হল্‌ঘরে ব'সে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—পরদারগমন বা ঐ জাতীয় পাপ যারা করে তাদের অপারেশন ক'রে দেওয়া ভাল।

কেষ্টদা—তাতে তো পরদারগমন বন্ধ হয় না, impregnate (গর্ভসঞ্চার) করার ক্ষমতা থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। ঐ ক্ষমতাটা নষ্ট হ'লে তার social effect (সামাজিক ক্ষতি)-টা বন্ধ হ'ল। তারপর ওদের আস্তে আস্তে reformation (সংস্কার) করা লাগে।

এর পর বিবাহ, গোষ্ঠীবন্ধন ইত্যাদি নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল।...আশ্রমে সাম্প্রতিক গোলযোগের ফলে যে মামলা স্থরু হয়েছে, আজ তার দিন পড়েছে দেওঘর কোর্টে। খগেনদা (তপাদার) কয়েকজনকে নিয়ে কোর্টে যাবেন, প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি পান মুখে ফেলে ওঁদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—এখন খগেনরা কি ক'রে আসে দেখা যাক। ভাল খবর আনে তবে তো হয়!

কেষ্টদা মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন তেজ ও ক্ষমা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও কই আপনাদের, প্রীতি, ভালবাসা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা যেন সবার উপরই থাকে। ওটা বজায় রেখে ক্ষমা করবে, আবার তেজও থাকবে। কোথাও প্রীতি দিয়ে একেবারে গলিয়ে দিতে হবে, কোথাও থাকবে উর্জ্জী প্রীতি।...মানুষকে আমি তখনই শাসন করতে পারব যখন আমি তার beloved father (প্রিয় পিতা) হ'য়ে উঠেছি—তা' আচারে, ব্যবহারে, সব দিক দিয়ে। নতুবা দেখেন না, ছাওয়ালকে শাসন করলে ছাওয়াল বাড়ী থেকে পলায়ে গেল। পরে দেখা গেল হয়তো কোন্ বনে যেয়ে ব'সে আছে। আবার, শাসন না করাও খারাপ। কিন্তু শাসন মানে মারধর করা না, আপনার experience (অভিজ্ঞতা) দিয়ে তাকে guide (পরিচালনা) করা—তা' যখন গাল পাড়া দরকার তখন গাল পেড়ে, কখনও বা শুধু কথা ব'লে।

কোন্নগরের জিতেন মিত্রদা এসে প্রণাম করলেন। সাম্প্রতিক মামলার জন্য যে বিপুল খরচপত্র হ'চ্ছে তার জন্য কিছু জোগানের ব্যবস্থা রাখতে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে বলেছিলেন। এখন সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—মাল-টাল সব ঠিক আছে তো?

জিতেনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কথায়-কথায় দশটা বেজে গেল। কেষ্টদা, খগেনদা ও অন্যান্যরা প্রণাম ক'রে কোর্টের উদ্দেশে রওনা হলেন। সামনে উপবিষ্ট জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ তোমার এই নতুন জন্মের মতন (ভেলোরে অপারেশন ক'রে আসার পর)। এখন থেকে আবার ধ'রে ধ'রে আরম্ভ কর। তোমাদের tradition (ঐতিহ্য), custom (প্রথা)-গুলিকে বাঁচায়ে রাখ, পূর্ব্বপুরুষের ধারাটাকে

বাঁচায়ে রাখ। মানুষের জীবনে সাধারণতঃ প্রধান যেগুলি, সেগুলি ঠিক রাখলে আর সবগুলি আপনা থেকেই হয়। ঐ সম্বন্ধে সবই বোধ হয় আমার কওয়া আছে।

আরো কিছুক্ষণ কথা চলার পর বঙ্কিমদা (রায়) ও হরিপদদা (সাহা) এসে বললেন—সময় হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন উঠে স্নানে গেলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরেই উপবিষ্ট।

প্রফুল্লদার (দাস) কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম—হাঁপানির টান বেড়েছে, সেইজন্য আসেন নি।

ক্ষণেক গম্ভীর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

যা' আছে কাজ সবগুলিকে
ত্বরিত কর নিষ্পাদন,
নইলে তুমি কোন্ ফাঁকেতে
হারিয়ে ফেলবে শুভক্ষণ। ৭-৩৩ পি. এম.

একটু পরে হাতে এক পোঁটলা ও কাঁখে এক ঝাঁকা পটল নিয়ে শৈলমা সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কী রে?

শৈলমা—পটল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাস্যোচ্ছল হ'য়ে) এ-এই তো, আইছ। দেখি—।

শৈলমা পটলের ঝাঁকা সামনে এনে দেখালেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওটা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বলায় শৈলমা প্রণাম ক'রে ঝুড়ি কাঁখে বেরিয়ে গেলেন।

২৬শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১১। ৮। ১৯৫৯)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিখানিতে সমাসীন। শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) কয়েকজন ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের পরিচয় দিলেন। তিনি বিহারের সাহাবাদ জেলার সার্কেল অফিসার। নাম বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ সিংহ। প্রণাম ক'রে বসার পরে ঐ ভদ্রলোককে দেখিয়ে শৈলেশদা বললেন—এই দাদা কিছু কথা জিজ্ঞাসা করতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে বললেন—বলুন।

বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ—Final stage-এর (শেষ ধাপের) নামটি কি একেবারে স্বরু থেকেই অভ্যাস করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, গোড়া থেকেই অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ঐদিকে tendency (প্রবণতা) আসে, energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) বাড়ে। তখন ঐ নাম automatic (স্বতঃ) হ'য়ে যায়। ও তো হয়ই। তা' ছাড়া দুনিয়াদারীর সবকিছু বোধের মধ্যে এসে যায়। Intelligence-ও (বোধিও) বেড়ে যায়।

প্রশ্ন—নাম অভ্যাস করতে-করতে কি সব লোকলোকান্তর ধরা পড়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম যদি ঠিকমত করি তাহলে যত লোকলোকান্তর সব এর মধ্যে এসে যায়। চাই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা না থাকলে steady go of life (জীবনের স্থৈর্য্যশীল চলন) হয় না। চলনটা oscillating (দোদুল্যমান) হ'য়ে যায়।

প্রশ্ন—সব রকম অনুভূতি কি এই নামে হ'তে পারে? অন্যান্য পীর-পয়গম্বরদের সিদ্ধিও কি এই নামে হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ওসব না জানলে ভাল হয়। জানলে পরে যেমন একটা will (ইচ্ছাশক্তি) হয়, তেমনি একটা ante-willও (ইচ্ছাবিরোধী শক্তিও) গজায়। তাতে অগ্রগতির বাধা হ'তে পারে। আমিও আগে ওসব জানতাম না। হ'তে হয় ধ্রুবের মত। ধ্রুবের মত যদি শুধু নাম ক'রে যাই, তাহলে তার ভিতর দিয়েই আপনা থেকে সব হ'য়ে ওঠে।

প্রশ্ন—আপনার ধর্ম্মে নিষ্ঠা কি পঞ্চনাম নিয়ে আরম্ভ করতে হয়, না আদিনাম নিয়ে আরম্ভ করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদিনাম নিয়ে করলেই হয়। আমি ও-রকম পাঁচ রকমের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে যাই কেন? ও-রকম করলে mixture (মিশ্রণ) হ'য়ে যাবে। আসল লক্ষ্য হারিয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্ত্তা বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ এই সময় সুশীলদার (বসু) সাথে নিম্নস্বরে কিছু আলোচনা করছিলেন। উনি হিন্দীতেই প্রশ্ন করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিচ্ছিলেন বাংলায়। সুশীলদা দোভাষীর কাজ করছিলেন। যাহোক, এরপরে আবার কথা সুরু হ'ল।

প্রশ্ন—সুরতের কি একটা space (স্থান) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুরতের current (স্রোত) আছে, যা'কে বলে সুরতের নদী বা সুরতের স্রোত। ঐ স্রোত বেয়ে আমি যতখানি উঠতে পারি, ততখানি আমি অন্য সবার থেকে আলাদা হই, আমার conscious region (চৈতন্যস্তর) আলাদা হয়। আর, সুরত কথার মানেই হ'ল affinity (যোগাবেগ), adherence

(নিষ্ঠা)। ইষ্টের উপর untottering adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা) যদি না থাকে, আর ঐ সব practice (অনুশীলন) করতে যাই, তখন সবটা হ'য়ে যাবে পাগলের মত। শুধু কতকগুলি কথা যদি শিখি এবং ঐ চলনে না চলি, না করি, তবে হবে না। আমার গুরু আছেন। তাঁর দেওয়া নাম আছে। ঐ সেই কবীরের মত গুরুতে নিষ্ঠা রেখে তাঁর দেওয়া নাম ক'রে চলতে হয়। এর ভিতর থেকেই যা' হওয়ার আপনা থেকেই হয়। এ সম্বন্ধে আমার নিজের মত ক'রে আমার কত description (বর্ণনা) দেওয়া আছে। ওগুলির সাথে সব মিলেও যায় দেখি। কিন্তু আমার মনে হয়, আগে ওগুলি না শেখা ভাল। শিখলে একটা fiction-এর (কল্পনার) সৃষ্টি হয়। কেউ হয়তো দশমধাম দেখল। কেউ বা দেখল পরমধাম। অথচ character (চরিত্র) তদনুপাতিক হয়ে উঠল না। তাতে conflict-এর (সংঘাতের) সৃষ্টি হয়। আর, ইষ্টে অটুট নিষ্ঠা থাকলে পরে আমার আগ্রহ, আমার অনুরাগ, আমার আকুলতা আমাকে এমন ক'রে তুলে ধরবে যে ওগুলি আমার জীবনকে ও চরিত্রকে ইষ্টভাবানুরঞ্জিত ক'রে আমূল পরিবর্ত্তিত ক'রে দেবে।

প্রশ্ন—সন্তমতের first founder (প্রথম প্রবর্ত্তক) স্বামীজী মহারাজকে তো আপনি মানেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সবাইকে মানি। আমার মা হুজুর মহারাজের শিষ্যা ছিলেন। আমি অবশ্য এঁদের কাউকেই দেখিনি।

প্রশ্ন—স্বামীজী মহারাজই তো এই নাম প্রকট করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রকট করেছেন যা' ছিল তাই, শব্দের ভিতর দিয়ে। যা' ছিল না তাকে নয়।

প্রশ্ন—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কোথাও কি এই নামের কথা লেখা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আছে কবীরের গ্রন্থে।

সুশীলদা—কবীর ছাড়া আর কারো গ্রন্থে দেখা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিনি। কিন্তু কবীর জানলেই তাঁর গুরু রামানন্দ জানতেন।

প্রশ্ন—কিন্তু তিনি কিছু প্রকাশ করেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকাশ করা হয় যখন age (যুগ) আসে।

প্রশ্ন—অভ্যাস করতে হয় তো গুরুস্বরূপের মাধ্যমে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু যেমন বলেন, সেইভাবে চলতে হয়।

প্রশ্ন—প্রাচীন ঋষিরা যাঁরা যে নাম প্রকট ক'রে গিয়েছেন, তাঁরা কি সেই-সেই নামে সিদ্ধ ছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি যা' প্রকাশ করেছেন তাই আমরা জানি। আবার, সেই নামের সঙ্গে hint-ও (সংকেতও) দেওয়া থাকে যে এইভাবে-এইভাবে চল, আগাড়ি। আবার যেমন দয়ালদেশের কথা বলা হয়েছে। দয়ালদেশ যে আগে ছিল না তা' কিন্তু না। তা' না থাকলে মানুষ বাঁচত কী ক'রে ? দয়ালদেশকে আগে প্রকাশ করা হয়নি।

প্রশ্ন—সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৃষ্টি যদি না হ'ত তাহলে আমি আর আপনি এই যেমন ব'সে কথা বলছি, পরস্পরকে উপভোগ করছি, তা' আর করতে পারতাম না। সেইজন্য এর নাম হ'ল লীলা। লীলা মানে আলিঙ্গন ও গ্রহণ। ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে ঐ লীলায়িত চলনে চলতে-চলতে আমরা active (কর্ম্মপ্রাণ) হই, energetic (উৎসাহপ্রবণ) হ'য়ে উঠি, expand (বিস্তারলাভ) করি। আবার, আমাদের এইভাবে চলতে দেখে পরিবেশের অন্য সকলেও এইরকমের educated (শিক্ষিত) হ'য়ে ওঠে।

প্রশ্ন—একটা বইতে পড়েছি, নির্ম্মল চৈতন্য আছেন, তাঁর পাশে আছেন জড়। তা' থেকেই সব-কিছুর সৃষ্টি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৈতন্যপুরুষ সর্ব্বত্র আছেন, সব সময়। আর, সেই পুরুষের মধ্যে আছে attraction, repulsion and stagnation (আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও বিরমণ)। কখনও extremely contracted (চরম সংকুচিত) হ'য়ে পড়ে, কখনও হ'য়ে পড়ে, extremely expanded (চরম প্রসারিত)। আবার কখনও stagnant (বিরমণ-প্রাপ্ত)। এমনি করতে-করতেই সৃষ্টি হ'য়ে চলে। রা হ'ল vibration (স্পন্দন), ধা cessation (বিরতি)। এর মধ্যেই attraction and repulsion-এর (আকর্ষণ ও বিরমণের) ক্রিয়া হ'য়ে চলেছে। আর, স্বা হ'ল outgoing force (বহির্গামিনী শক্তি) এবং মী ingoing force (অন্তর্গামিনী শক্তি)। এইটা আছে ব'লেই creation (সৃষ্টি) সম্ভব হয়েছে। এখন যদি ইলেক্‌ট্রন, প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌, seience-এর (বিজ্ঞানের) এইসব বড়-বড় শব্দ কই, সবই কিন্তু সেই পরমপুরুষেরই কথা। যত আমি তাঁর দিকে নিষ্ঠা ও প্রীতি নিয়ে এগিয়ে যাব, তত ওগুলি আমার মধ্যে gradually (ক্রমশঃ) exposed (প্রকাশিত) হ'য়ে উঠবে। আবার, এই চলনের মধ্যে feeling-ও (ভাল লাগাও) আছে, ante-feeling-ও (ভাল না-লাগাও) আছে। কখনও মন বসে, কখনও বসতে চায় না। এইসব নানারকম হয় আর কি !

প্রশ্ন—আজকের বিজ্ঞান atomic energy (আণবিক শক্তি) পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব energy (শক্তি) আপনার মধ্যেই আছে। Go and observe (এগিয়ে চল এবং পর্য্যবেক্ষণ কর)।

প্রশ্ন—এখন যেসব experimented energy-র (পরীক্ষিত শক্তির) কথা আমরা শুনি, তারও উৎপত্তি কি সেই আদি energy (শক্তি) থেকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হ'লে আর পাব কোথা থেকে ? That is the main source (ঐ হ'ল আদিম উৎস)। একটা example (উদাহরণ) ধরলে হয়। যেমন একটা magnetic bar (চৌম্বক লৌহখণ্ড)। সেই source (উৎস) থেকে shoot (বিকিরণ) করছে। একদিকে পজিটিভ্, একদিকে নেগেটিভ্। ঐ shooting particle (বিকিরিত কণা) গুলি একদিকে মিশছে, একদিকে ভাঙ্গছে। এইরকম করতে-করতে একটা super-atom form করল (বড়রকম অণু সংগঠিত হ'ল)। তারপর তা' আবার ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে হ'য়ে উঠল matter (মাতৃক জগৎ)। তারও আবার নানারকম stage (ধাপ) হ'চ্ছে। কোনটা হ'ল মানুষ। কোনটা হ'ল গাছপালা। কিন্তু এই হ'লটা কে ? Who (কে) ?—ঐ energy (শক্তি)। এক energy-ই (শক্তিই) নানারকমে পরিমাপিত হ'য়ে মানুষ হয়েছে, গাছ হয়েছে, পাহাড় হয়েছে। এই পরিমাপন-ক্রিয়ার জন্য তাকে কয় মহামায়া। এই যে পরিমাপিত সৃষ্টি, এর থেকে আবার নতুন সৃষ্টি হ'য়ে চলেছে। যেমন, মানুষ সৃষ্টি হ'ল। সে আবার ট্রেন তৈরী করল, মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করল, ইত্যাদি। ঐ যে store of energy (শক্তির ভাণ্ডার), তার থেকেই তো এই সব যা'-কিছু হচ্ছে। সেই energy-র (শক্তির) কাছে যে যত এগোচ্ছে, তার কাছে তা' তত unfurled (প্রকাশিত) হ'চ্ছে। প্রত্যেকটা এ্যাটমের মধ্যেই পজিটিভ্ আছে, নেগেটিভ্ আছে, আর আছে নিউট্রাল জোন্। সেই একটা এ্যাটম্ ভাঙ্গতে যেয়ে এমন জিনিস সৃষ্টি হ'ল যার দুটি মাত্র দিয়ে জাপানকে শেষ ক'রে দিল।

প্রশ্ন—এটা তো হ'ল জড়শক্তির কথা। চৈতন্যশক্তির উৎস কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জড়শক্তি-চৈতন্যশক্তির ভেদ নেই। ভেদ করলে বেকুব হ'য়ে যাব, পাগল হ'য়ে যাব। জড়েরই চৈতন্য, আবার চৈতন্যেরই জড়। জড়ই চৈতন্য হয়, আবার চৈতন্যই জড় হয়। Matter-এর মধ্যে মাতৃ আছে, মানে mother. তাই একটা matter থেকে আবার নতুন সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন—মৌলানা রুম কি এই নামের খবর জানতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, মৌলানা রুমও কোন অংশে কম ছিলেন না। অবশ্য আমি তো কিছু জানি না, মূর্খ মানুষ।

প্রশ্ন—হজরত মহম্মদ কি এই নামের খবর জানতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কথার মধ্যে কৃষ্ণ ঠাকুরের কথা আছে। 'কহিন্' ব'লে বলা আছে। হজরত রসুল বা সব prophet-ই (অবতারপুরুষই) বলেন যে, প্রত্যেক prophet-ই (অবতারপুরুষই) এক। কেউ যদি কোন prophet-এর (অবতার-পুরুষের) নিন্দা করে তাহলে সে মুসলমান না, খ্রীষ্টান না, হিন্দু না। তাঁদের একজনের মধ্যেই সকল prophet in essence alive (অবতারপুরুষ মৌলিকভাবে জীবন্ত) থাকেন।

প্রশ্ন—এই নাম কি অন্য ভাষায় নকল হ'তে পারে ?

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবলভাবে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তারপর হেসে বললেন—রাধা যা' সুরতও তাই। যদিও external manifestation (বাহ্যিক প্রকাশ) অনেক রকমই হ'তে পারে। কিন্তু রাধা ও সুরত এক। আর, স্বামী মানে পরমপুরুষ।

কথায়-কথায় সান্ধ্য প্রণামের সময় হ'য়ে গেল। প্রণামের পরে উক্ত ভদ্রলোকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ করজোড়ে বললেন—আবার সুবিধা হ'লে আসা যাবে। থাকতে না পারলে গল্প ক'রে সুবিধা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (যুক্তকরে)—আমারও খুব ভাল লাগে।

সাথের অন্য ভদ্রলোকদের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—ওঁরা কি আপনার সাথে এসেছেন ?

বিন্ধ্যেশ্বরী—না, ওঁরা দ্বারভাঙ্গা থেকে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁরা কি আজ যাবেন ?

উক্ত ভদ্রলোকগণ—না, আমরা থাকব।

এরপর সকলে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

২৮শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৩।৮।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানে অবস্থান করছেন। বেলা সাড়ে আটটা। কাছে আছেন মেজকাকা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), অজিতদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ। বাংলায় কোন্-কোন্ জায়গা বসবাসের পক্ষে ভাল তা' নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—কলকাতার কাছে আমার একটা জায়গা হ'লে ভাল হ'ত। নদীর ধারে হ'লে ভাল হয়।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। বললেন—সম্বিতার

বড় মেয়ের নাম আপনি দিয়েছেন শাশ্বতী। পরের মেয়েটার নামকরণ হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট মেয়েটার নাম সাত্বতী রাখলে হয়। তাহলে ঐ 'তী'র সাথে মিলও থাকে।

এরপর বহিরাগত এক দাদা জানতে চাইলেন—কিভাবে ব্যবসাতে সার্থকতা লাভ করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসা করতে হ'লেই মূলধন ঠিক রাখতে হয়। মূলধন হ'ল লক্ষ্মীর আসন। লক্ষ্মীর আসনে কোন সময়ে হাত দিতে নেই। বরং বাড়াতে হয়।

জনৈক নবীন কর্ম্মীর দিকে তাকিয়ে মধুমাখা হাসি হেসে বললেন পরম দয়াল—ভগবানের চাকরী করার মত সুখ কি আর আছে? মানুষের ভাইয়ের মত, মানুষের বাবার মত হ'য়ে তাদের সেবা করবে। মানুষ যেন তোমার নাম উচ্চারণ করতে আনন্দে একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়ে। বামুন মানুষ তুমি। প্রথমে ভাববে, আমার প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি হ'ল মানুষ। তারপর আর সব। তোমার কাজ হবে মানুষ নিয়ে ওঠা-বসা, মানুষের মঙ্গল করা, মানুষ নিয়ে চলা, প্রত্যেকে যাতে ভগবানের নাম করে তাই করা। নেশা-ভাঙ্ থাকলে ছেড়ে দেওয়া ভাল। থাকবে শুধু এক নেশা, ভগবানের উপর নেশা। বামুনের যা' কাজ।

অন্য একটি দাদা বললেন—আমার মেয়েটার দু'হাতে বারোটা আঙ্গুল। কেটে দেব? ওর এখন দু'বছর বয়স হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারী একবার কা'র আঙ্গুল যেন কেটে দিয়েছিল। খুব ছোটবেলায় কাটতে হয়। টুক্ ক'রে কেটে দিয়ে রক্ত বন্ধ ক'রে দিতে পারলে ঠিক হ'য়ে যায়। তাও তুই প্যারীর কাছে শুনে যা।

দাদাটি উঠে গেলেন।

২৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ১৪।৮।১৯৫৯)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ইংরাজী বাণী দিয়েছেন। বাণীর মধ্যে **'you'** শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পরে পড়ার সময়ে **'you'** এর জায়গায় **'thou'** ক'রে দিতে বললেন। সেই রকম করা হ'লে পর বলছেন—**you** কথার চাইতে **thou** কথাটা আমার ভাল লাগে। **thou**-এর মধ্যে বোধ হয় সংস্কৃত 'দা' আছে। যেমন বলা হয় 'দাতারঃ'। এইরকম ছেলেমানুষের মত মনে হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরে ব'সে হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখের সঙ্গে কথা বলছেন। কথায়-কথায় জনার্দ্দনদা বললেন—ঠাকুর! আপনি

এ্যালাউন্স ছাড়ার কথা বলেন। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব হ'তে পারে বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা ভাল বুঝবে সেটা এক ঝাঁকিতে করতে হয়। মনে রেখো, কোন business (ব্যবসা) করবে না। বই লিখবে। বক্তৃতা দেবে। খামাকা rich man (ধনী) হ'তে চেষ্টা ক'রো না। বামনাই রকমে তোমার যা' আসে তাই ভাল। well-to-do man (সম্পন্ন মানুষ) হ'য়ে ওঠ। বামুনের বাচ্চা তুমি। অন্যরকম হ'য়ে তোমার লাভ কী? মানুষ তোমার সম্পদ হ'য়ে উঠুক। আর এ-রকম হ'তে গেলেই leading type-এর character (নেতৃত্বের উপযোগী চরিত্র) চাই, conduct (আচরণ) চাই। ঠিকমত করা আরম্ভ কর। দেখো, এগুলি সৃষ্টি করতে তোমার কিছুই লাগবে না। আর, কোনরকম interpolation (অন্তঃপ্রক্ষেপ) না থাকলে পরে—এই পর্য্যন্ত ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কী কুলীন না শ্রোত্রিয়?

জনার্দ্দনদা—কুলীন।

পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে বাক্য সমাপ্ত ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—ঠিক ঠেলে ওঠ্বা। কুলীনরা শ্রোত্রিয়ের ঘরে মেয়ে দিলে তাদের কুল ভাঙ্গে। ওটা হ'ল তাদের punishment (শাস্তি)। তোমরা যখন কুলীন, তোমাদের habit, behaviour, character (অভ্যাস, ব্যবহার, চরিত্র), মোট কথা traditional trait-গুলিকে (ঐতিহ্যের বিশেষ লক্ষণগুলিকে) দেখবে with every respectful eye (সশ্রদ্ধ চক্ষু নিয়ে)। অনেকে হয়তো বলে, গরু খাব না কেন? ওসব tradition-এর (ঐতিহ্যের) গোলমাল।

এরপর রাত আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটি বাণী দিলেন। বাণীটির প্রথম অংশ হ'ল—

Providence conveyed Himself
into variety
with specific groups and sub-groups.

(বিধাতা নিজেকে বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশেষ গুচ্ছ ও উপগুচ্ছ অংশে সঞ্চারিত করিলেন)।

বাণীটি শেষ হবার পর দয়াল বললেন—ওখানে create-ও (সৃষ্টি করাও) বলা যেত। কিন্তু তা' বলতে ইচ্ছা করছে না। Convey-ই (নিজেকে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া) ভাল। যেমন, Amoeba conveyed itself into protoplasm.

Created protoplasm নয়।

হাউজাম্যানদা কথাগুলি তাঁর খাতায় টুকে নিলেন। ননীমা পান নিয়ে এলেন। পরম দয়াল পান নেবার জন্য ডান হাতখানি পেতে ননীমার মুখের দিকে তাকিয়ে আদরভরা স্বরে ব'লে উঠলেন—

ওরে আমার চন্দনা,
ওরে আমার চন্দনা,
তুমি তো কিছু পড় না।

তারপর পানটা নিয়ে মুখে ফেলে দিলেন। জনার্দ্দনদা ও হাউজারম্যানদা ইংরাজী বাণীটি আলোচনা ক'রে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। ওদের কথা শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Unity-টা (ঐক্যটা) কোন সময় নষ্ট হয় না। সমস্ত variety-র (বৈচিত্র্যের) মধ্যেই unity (ঐক্য) আছে। একটা one-এর (একের) মতন আর একটা one (এক) নেই। একটা রে'র মতন আর একটা রে' নেই। একটা আমগাছের মতন আর একটা আমগাছ হয় না। Though there are many আমগাছ (যদিও আমগাছ অনেক আছে)। One-এর (একের) কথা সবাই কয়। কিন্তু কেউ বোঝে কিনা জানি না। সবকিছুর মধ্যেই one (একত্ব) আছে। তার how and why-টাকে (কেন ও কিভাবে-টাকে) বোঝাই realisation, intelligence (অনুভূতি, বোধি)। আবার, realisation কথার মানে হ'ল to make real (বাস্তবে সুসঙ্গত ক'রে তোলা)। এই oneness (একত্ব) কিন্তু গোত্রের বেলাতেও আছে। প্রতিটি গোত্রই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে বিশেষ। এক-একটি গোত্র তার culture, creed, character, conduct (সংস্কৃতি, ধর্ম্মবিশ্বাস, চরিত্র, আচরণ) বহুযুগ ধ'রে নানাভাবে achieve (অধিগত) করেছে। এই গোত্রধারা কখনও নষ্ট করতে নেই। গোত্র ভাঙ্গলে সর্ব্বনাশ। সেইজন্য ভিন্ন গোত্র দেখে বিয়ে দিতে হয়। বিভিন্ন গোত্রের male and female-এর (স্ত্রী ও পুরুষের) যখন proper combination (উপযুক্ত মিলন) হয় তখন গোত্র ও বংশের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তান-সন্ততির মধ্যে dominant (প্রধান) হ'য়ে ওঠে। আর, combination (মিলন) ঠিকমত না হ'লেই ওগুলি recessive (অপসারণী) হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য সদৃশ বংশে বিয়ে হওয়া ভাল। সেটা হ'ল first class marriage (প্রথম শ্রেণীর বিবাহ)। আর, অনুলোম হ'ল second class marriage (দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবাহ)। অনুলোম বিবাহের ক্ষেত্রেও ঐ ভিন্ন গোত্র-প্রবর এসব ঠিক রেখে করবে। কিন্তু প্রতিলোম যেন কখনও না হয়। (জনার্দ্দনদাকে) তোমার একটা মেয়েকে যদি কায়স্থ বা বৈশ্যের

সাথে বিয়ে দাও তাহলে কিন্তু একেবারে সব murder (নিকেশ)। কারণ, ওর ফলে সব গুণগুলি recessive (অপসারণী) হ'য়ে যায়।

জনার্দ্দনদা—এর কি কোন প্রমাণ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বহু।

জনার্দ্দনদা—কিন্তু অনেক বামুনের মেয়ের মুসলমানের ঘরে বিয়ে হ'য়ে ভালও হ'য়েছে দেখা গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে মুসলমান যদি ঐ বামুনের same clan-এর (সদৃশ বংশের) হয়, আর তার tradition (ঐতিহ্য), কুলাচারগুলি ঠিক থাকে, তাহলে ভাল হ'তে পারে। ধর্ম্ম তো আলাদা নয়, ধর্ম্ম এক। দেশকালপাত্রভেদে তার treatment (প্রয়োগ) আলাদা হয়।

জনার্দ্দনদা—বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে মনে হয়, বিয়ের গোলমাল এত হয়েছে যে tradition (ঐতিহ্য) বোধ হয় আর কোথাও অবশিষ্ট নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অত গোলমাল হ'য়ে-ট'য়েও পাঁচটা family-ও (পরিবারও) যদি থাকে, তার ঠেলাতেই অস্থির। নষ্ট হ'য়েও অনেক ঠিক আছে। বামুন কি নষ্ট হয়নি ? ঢের বামুন নষ্ট হয়েছে। কায়েত কি নষ্ট হয়নি ? ঢের কায়েত নষ্ট হয়েছে। ঢের বৈশ্যও নষ্ট হয়েছে। তার মধ্য-দিয়েও দেখ গে কিছু family (পরিবার) তাদের culture and tradition (কৃষ্টি ও ঐতিহ্য) ঠিক বজায় রেখে চলেছে।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। ঘরের ভেতর শুধু পাখাগুলি চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে থাকেন—আমি ছোটবেলায় যা' দেখেছি, তা' এখন আর দেখি না। তখন মেয়েদের পোষাক-আশাক চালচলন সবদিক দিয়ে কত সুন্দর ছিল। তখন গ্রামে কর্ত্তামার মত লোক ছিল। তাদের training-ই (শিক্ষাই) ছিল activity-র (কর্ম্মের) মধ্য-দিয়ে। কর্ত্তামা যেমন গাল পাড়ত, ভালও বাসত তেমনি। আমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল দেখিনি। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের যতটা দেখিছি ও শুনেছি, তাতে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বই ছিল সব চাইতে ভাল।

৩০শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৫।৮।১৯৫৯)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় অবস্থান করছেন। কিছু আগে ননীমা জিজ্ঞাসা করছিলেন—আমার সাথে যার চটাচটি আছে, সে যদি আবার ফাঁক খুঁজে আমার সাথে ভাব করতে আসে তখন কী করা উচিত ?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার সাথে যখনই ব্যবহার কর না কেন, তা' হওয়া চাই মিষ্টি অথচ সুন্দর, এক-কথায় হৃদ্য। এইরকম ব্যবহার যে করে, সে মানুষকে আপন ক'রে পায়। প্রথম জিনিসই হ'ল, মধুঢালা কথা। মধুঢালা কথা মানে যা'তে প্রীতি উপ্‌চে পড়ে। এরকম করতে-করতে যার সাথে চটাচটি আছে তার সঙ্গেও ভাব হ'য়ে আসে। কিন্তু ঐ ভাব হওয়ার মুখে যদি আবার লাগাম ছেড়ে কসন দেও, তা' কিন্তু চলতে থাকবে অনেকদিন ধ'রে।

সন্ধ্যার আগে আগে জনৈক সাধু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। পরিচয় দিলেন যে তিনি বৃন্দাবন থেকে আসছেন। প্রণাম-নিবেদনের পরে সাধু প্রশ্ন করলেন—সিদ্ধের অবস্থা কেমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি-অনুপাতিক, ইষ্টনিষ্ঠ চলন-অনুপাতিক হ'য়ে থাকে।

সাধু—শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত রূপ কি কেউ পায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত রূপ পেলে তো সে একেবারে তাই হ'য়ে যায়।

সাধু—শ্রীকৃষ্ণের সব শৃঙ্গার কি শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম পেয়েছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বার বার বহুরূপে এসে লীলা করেছেন। তাঁর প্রতি আমার অন্তঃস্থ সম্বেগ সক্রিয় হয় যেমনতর, আমার প্রকৃতিও তেমনতর হ'য়ে ওঠে।

সাধু—ভক্তের কাছে কখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণ, কখনও বা শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তিনি কন, আমি বহুরূপে তোমার সম্মুখে আছি। তুমি কখনও চেন, কখনও চেন না। তুমি আমার চোখ দিয়ে দেখ দেখি, আমি যা' বলি তা' সত্য না মিথ্যা! তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন আমরা তাঁকে যতখানি achieve (অধিগত) করি, আমরা হ'য়েও উঠি তেমনতর। সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তোমার ভেতরে কি তিনি নেই ? আমার ভেতরে কি তিনি নেই ? আমরা তাঁকে যেমনতর ফুটিয়ে তুলতে পারি, তিনি আমাদের মধ্যে তেমনতর জেগে ওঠেন।

সাধু—ঐরকম প্রাপ্তি হ'য়ে গেলে মানুষ যে অপরাধ ক'রে তার কি ক্ষমা হ'য়ে যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপরাধই সে করে না, তার আবার ক্ষমা হবে কী ?

সাধু—ঐরকম হ'লে তাঁর গন্ধ সবসময় পাওয়া যায়, তাঁর বাঁশী শোনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাস্তায় যেতে যেতে তাঁর গন্ধ পাওয়া যায়, তখন হয়তো তাঁকে দেখছি না। কিন্তু এসব হয় কখন ? আসল কথা হ'ল, আমার গুরুতে আমি যখন আমার সব-কিছু নিয়ে সন্নিবদ্ধ হ'য়ে উঠি, তখনই এইসব গন্ধ, শব্দ আপনা থেকে পাওয়া যায়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

রাস্তায় যাচ্ছ, মানুষ দেখছ না, অথচ ঘুঙুর বাজছে। মনে হয় যেন পাছে পাছে কেউ আসছে।

সাধু—ভক্ত তখন নানারকম আদেশও পায়। হয়তো দেওয়াল থেকেই দৈববাণী পেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্ত হ'লে পরেই সে ভজনপ্রবণ হয়, সেবাপ্রবণ হয়, জ্ঞানী হয়। তার কাছে science-এর (বিজ্ঞানের) কথা কও, সে ঠিক উত্তর দেবে। আবার psychology-র (মনোবিজ্ঞানের) কথা কও, সে সম্বন্ধেও ঠিক বলবে।

সাধু—কিন্তু ওসব বিষয় কি বাইরের আবরণ নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরের আবরণ তুমি কও কেমন ক'রে ? বাঁচতে গেলে মানুষের যা' যা' লাগে তাই নিয়েই তো ধর্ম্ম, না কি ? আর, বাঁচার জন্য এ সব কিছুরই দরকার।

সাধু—সিদ্ধিলাভের পরে মানুষ শিব, কালী, রাধা ইত্যাদি মূর্ত্তির দর্শন পায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে একান্বিত হ'য়ে উঠলে ওসব আপনা থেকেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির পরে 'আচ্ছা, এখন আসি' ব'লে সাধুটি হঠাৎ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার পরে দয়াল ঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) লোক-সংশোধনী ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে সংশোধন করতে হ'লে administration-এর (শাসনব্যবস্থার) মধ্যে reformation-এর (সংশোধনের) ব্যবস্থা রাখতে হবে। আগে যেমন আমাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল, ঐ ধরণের। এ যদি না থাকে তাহ'লে শুধু punishment-এর (শাস্তির) দ্বারা মানুষকে cure (আরোগ্য) করা যায় না।

এই সময় সুনীল করণ ও সুধেন্দু সামন্ত এসে জিজ্ঞাসা করল কে কী করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সুনীলকে) তুই law (আইন) পড়তে পারিস্ নে! Law (আইন) পড়তে পারলে খুব ভাল হয়।

সুনীল—পড়তে যেয়ে আপনার কাজ কিভাবে করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানেই থাক আর যাই কর, তোমার একটা environment (পরিবেশ) সেখানে আছেই। তার মধ্যে কাজ করবে।

সুনীল—Law (আইন) পড়তে গেলে civics (নগরবিজ্ঞান) জানতে হয়। আমি তো তা' পড়িনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Civics-এও জ্ঞান আছে। কিন্তু তোমাদের হ'ল practical (বাস্তব) civics-এর জ্ঞান। তোমার বাবার সাথে থেকে যে civics শিখবে তা' হ'ল creating theory (সৃজনধর্ম্মী জ্ঞান)। শেখার রাস্তা তো কতই আছে। ইংরাজী, বাংলা, civics যাইই পড়, আগে আমাদের stand (দাঁড়া) ঠিক করা লাগবে। যা' আমার existence-এর (অস্তিত্বের) সহায়ক তাই করব। Passion (প্রবৃত্তি) তো আর বাঁচার সহায়ক নয়। ম'রে গেলে তো সব ফুরায়েই গেল। সেইজন্য passion-কে (প্রবৃত্তিকে) যথোপযুক্তভাবে control (নিয়ন্ত্রিত) করা লাগবে। এই সব জানার জন্য উকিল হ'লে সুবিধা হয়।

সুধেন্দু—আর আমি কী পড়ব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ছেলেটির দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে পারলে ভাল হয়।

এরপর ওরা প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে প্রাইভেট কথা বলবেন। সবাই প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৬।৮।১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। আশ্রমের সাম্প্রতিক গোলযোগের জন্য দেওঘর কোর্টে যে মামলা চলছে, আজ সেই বিষয়ে সৎসঙ্গের পক্ষের উকিল লালবাবুর সওয়াল (argument) আছে। সবাই কোর্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন। কেউ কেউ দয়াল ঠাকুরের কাছে এসে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি নিয়ে যাচ্ছেন। অম্বিকাবাবু (দাস) এসে প্রণাম করলেন। দক্ষিণহস্ত-খানি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে বিস্তৃত ক'রে পরম দয়াল বললেন—পরমপিতার দয়ায় আজ আপনাদের সব কল্যাণ-প্লাবিত হ'য়ে যাক্।

অম্বিকাবাবু—আপনার আশীর্ব্বাদ।

তারপর আবার প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। বেলা ন'টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। কাছে আছেন বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), সেবাদি ও ননীমা। বোনামা এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর মা কী করছে রে ?

বোনামা—খোকার কাছে ব'সে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রান্না করছে কে ?

বোনামা—দেখিনি।

বড় মিষ্টি হেসে প্রভু বললেন—তুই একেবারে ইয়ে। যা দেখে আয় গে'।

বোনামা চ'লে গেলেন। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে হেসে বলছেন—আমার যে কত তাল ক'রে, কত কায়দা ক'রে, কত miscellaneous (বহুবিধ) রকমে চলা লাগে, তার ঠিক নেই। সেই যেন বাজীকরের মেয়ের মত। ঐ যে কী একটা গান আছে—

(স্বরে গাইলেন) "যাদুকরের মেয়ের মত
শ্যামা, কত রঙ্গ জানিস্।"

সেবাদি—এই পরিবেশে সে একমাত্র ঐ শ্যামাই পারে আর আপনিই পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এঁ্যা।

সেবাদি আবার ঐ কথাগুলি বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও। আমি ভাবছিলাম, বুঝি গানটার পরের লাইন বলছিস্। বাজীকরের মেয়ের মত না হ'তে পারলে কিন্তু হ'ল না। শুধু বাজীকরের কৈফিয়ত দিয়ে কাজ হয় না। ঐরকম হওয়া লাগবি—একেবারে সাপ-খেলানো বেদের মেয়ের মত।

কিছুক্ষণ পরে সরোজিনীমা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে রাঁধছে রে?

সরোজিনীমা—বৌমা রাঁধছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, মানুষের বৌ এত মিষ্টি লাগে কেন?

সরোজিনীমা—ছাওয়াল যে মিষ্টি, সেই জন্য বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাওয়াল ছ্যাখ্ কিরকম। তুই যে এত বকিস্, গাল পাড়িস্, তবু আবার তোর পেছন পেছনেই ঘোরে। আর আমার অবস্থা?—

ব'লে স্বরে গেয়ে উঠলেন—

"মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন
মাকে কোথা পাবি পাই,
মা থাকলে এসে দিত দেখা
সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।"

প্যারীদা (নন্দী) তামাক সেজে এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তামাক খাওয়া হ'লে প্যারীদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা যেসব কর্ম্মফল ভোগ করি, বিহিত কর্ম্মের দ্বারা তা' তো কেটে যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান তো করা ছাড়া কিছু না। কর্ম্মের মধ্য দিয়েই তাঁকে পেতে হয়। তখন অকর্ম্মের বা বিকর্ম্মের ক্ষয় হয়। তাই তাঁর নাম ভগবান অর্থাৎ ভজনবান।

প্যারীদা—আপনার জন্য বা মানুষের জন্য যে যত করে তার দুঃখভোগও দেখি তত বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রবে যত, স'বে যত, বাড়বে তত।

মহাদেবদা (পোদ্দার)—ঠাকুর! আপনি যা' বলেন তা' ক'রে না ওঠা পর্য্যন্ত কষ্ট লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। তা'তে আরো বাড়ায়ে নেয়। ঐটা যা'র না থাকে, তা'র পক্ষে বেড়ে ওঠা মুশকিল।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

সৎ কিছু যা' ক'রবে ব'লে
রেখেছ অন্তরে,
ক'রোই ত্বরিত নিষ্পাদন
নইলে বিপদ ধরে।

৩২শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ১৭।৮।১৯৫৯)

আজ দ্বিপ্রহরে পরম দয়াল বড় দালানের হল্‌ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করছিলেন। বিশ্রাম-অন্তে বিকালের দিকে বারান্দার মাঝের চৌকিতে এসে বসেছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ প্রশান্তির জ্যোতি দেদীপ্যমান। একখানা ধুতি পরে খালি গায়ে আছেন। সেই সোনার বরণ দেহকান্তি থেকে দিব্য আভা যেন ঠিকরে পড়ছে।

মায়েরা অনেকে আশেপাশে আছেন। ইতিমধ্যে ডান বগলে কিছু পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে রমণের মা উপস্থিত। তাকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে বললেন—রমণের মা! পাঁপড়ের পাটভাজা খেয়েছ?

রমণের মা—সে কেমন?

মায়া মাসীমা—আহা-হা, সে কেমন! কত ক'রে দেওয়া হয়েছে।

ননীমা—কিছুই বাদ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাসতে হাসতে) কথা প্রায় ঠিক। ভারতবর্ষে যা'-কিছু পাওয়া যায় তার কিছু কিছু খেয়েছ। বাকী বিশেষ নেই। (খুব হাসছেন)

এরপর বহিরাগত এক দাদা বললেন—Concentration (মনঃসংযোগ) ঠিকমত হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration-এর (মনঃসংযোগের) বুদ্ধি করা ভাল না। ইষ্টের উপরে ভালবাসা বাড়ানো লাগে। কিভাবে তাঁর সেবা করব, কিভাবে তাঁকে প্রীত করব, এই চিন্তা নিয়ে চলা লাগে। ঐ হ'ল ধ্যান। আর সাথে-সাথে নাম করা লাগে। আমার যত প্রবৃত্তি আছে সেগুলি কিভাবে তাঁর কাজে লাগাতে পারি, তারও চেষ্টা করতে হয়। এর ভিতর দিয়ে concentration (মনঃসংযোগ) আপনা-আপনি হয়। আর, concentration (মনঃসংযোগ) করব, যোগসাধন করব, এর 'পরে attention (মনোযোগ) দিলে আর তা' হ'তে চায় না। যেমন পড়তে বসে attention-এর (মনোযোগের) উপর attention (মনোযোগ) দিলে পড়া আর হয় না। চাই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা যত গভীর হয়, তত compassionate (দরদী) চলন আসে। তখন আর আমি চুরি হ'য়ে যাই না, লোপাট হ'য়ে যাই না। একজন এসে হয়তো একটা কাজ ক'রে দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করল, আর আমি তাতে moved (বিচলিত) হ'য়ে গেলাম। নিষ্ঠা থাকলে আর তা' হয় না। তখন, ভাল বুঝি তো করলাম, নতুবা স'রে গেলাম, এইরকম হয়।

এইসময় দেখা গেল, একটি ভাই বাইরে সিঁড়ির উপর নতজানু হ'য়ে যুক্তকরে ব'সে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রতেই সে বলল—আমার ঘর কটক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

উক্ত ভাই—আপনাকে দেখার জন্য উৎকণ্ঠা হ'ল। তাই চ'লে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল, আগ্রহ হওয়াই তো ভাল।

উক্ত ভাই—আপনার শরীর কেমন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একরকম আছে।

ভাইটি আরো কিছুক্ষণ ঐভাবে দর্শন করার পর প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

সন্ধ্যার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও জ্ঞানদা (গোস্বামী) অনেকক্ষণ যাবৎ প্রাইভেট কথা বললেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে। রাত সাড়ে ন'টার সময় সাধন (মিত্র) এসে বলল—আমি হাতখরচ কিছু বেশী চেয়েছিলাম ব'লে আমাকে প্রেস্ থেকে ছাঁটাই ক'রে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই কি আনন্দবাজারে খাস্ ?

সাধন—হ্যাঁ। আগে আট-দশ মাস করেছি বিনা পয়সায়। তার পর থেকে প্রেস্ আমাকে হাতখরচা দিতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিল তো। এখন আর দিতে পারছে না। তোর কাজ তুই ক'রে যাবি। প্রেস্‌কে বাড়িয়ে তুলবি তো! তখন তোর পাওয়া আপনিই হবে।

কেষ্টদা—তুমি তো এখানে টাকার জন্য আসনি। আগেও তো টাকার দাবী করতে কখনও দেখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দ্যাখেন। কিরকম সব বুদ্ধি ঢুকে গেছে। পাবনা থেকেই এইসব বুদ্ধি আমি discard (পরিত্যাগ) করতে বলতাম। কয়েকটা টাকার জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ, এ ভাবতেই আমার ভাল লাগে না। তাতে আমার মনে হয়, আমাকে যেন 'পর' মনে করলে। আমি হ'লে প্রেসের কর্ত্তাকে বলতাম, 'আপনি এখন আমাকে টাকা না দিতে পারেন, দেবেন না। আমি আগে যেমন কাজ করতাম, তেমনিই কাজ ক'রে যাব। তারপর আপনি আবার যখন পারবেন, দেবেন।'

সাধন—আমি তো এখন পড়াশুনা করছি। সামনের বারে পরীক্ষা দেব ভাবছি। পয়সা-কড়ি কিছু-কিছু লাগে। মাষ্টার মশাইদেরও কিছু দিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়াশুনা করছ ভালই। পাশ করতে পারলে ভাল হয়। পরীক্ষার জন্য টাকা লাগে, কেষ্টদার কাছে ব'লো, সুশীলদার কাছে ব'লো, আমার কাছে বলতে পার।

সামনে কালো জোয়ারদারদা দাঁড়িয়ে। তার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—ঐ যে কালো আছে। ওকে যদি এখনই কই তাহলে 'হ্যাঁ' ব'লে তোর পরীক্ষার সবকিছু জোগাড় ক'রে দেবে নে। ওর বয়স আর তোর বয়স প্রায় সমান। কিন্তু ছ্যাখ্ ও তোর ভার নিচ্ছে। তোর যা' দরকার হবে, fees (বেতন) বা অন্যকিছু, সব ওকে বলবি। (এই দীন সেবকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে) ঐ যে ওরা কিছুই নেয় না, কিন্তু দিনরাত খাটছে।

সাধন 'আচ্ছা' ব'লে ঘাড় নেড়ে চ'লে গেল। কেষ্টদাও উঠে গেলেন। বিশেষ কেউ এখন নেই।

সামনের দরজা দিয়ে কালীষষ্ঠীমা ঢুকছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে রসিকনাগর পরম দয়াল মিষ্টি হেসে সুর ক'রে গেয়ে উঠলেন—ঐ যে আসে ঐ রূপসী।

কালীষষ্ঠীমা আনন্দে একেবারে গদগদ হ'য়ে সামনে মেঝেতে এসে বসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার সুর ক'রে গাইলেন দয়াল ঠাকুর—

'আজকে হোলি খেল্‌ব শ্যাম তোমার সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।'

কালীষষ্ঠীমাও হাসছেন। তারপর তাঁর সংসারের কথা, ছেলেদের কথা বলতে

লাগলেন। ইতিমধ্যে সুধাপাণিমা এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। মাথা তুলিয়ে তুলিয়ে সুধাপাণিমাকে কাছে ডাকলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আস,-আস, কাছে আস।

সুধাপাণিমা কাছে এলে দয়াল তাঁর রাঙা চরণ দু'খানি বাড়িয়ে দিলেন। সুধা-পাণিমা চরণসেবা করতে লাগলেন। এইসময় সুশীলদা সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রাণীমার খুব অসুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাণীর শরীর কেমন?

সুশীলদা—প্রায় একই রকম।

ধীরে-ধীরে রাত দশটা বেজে যায়। হাউজারম্যানদা এসে বললেন—আমাকে এখনই পাটনায় যেতে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলেন, তারপর ইংরাজীতে বাণী দিলেন—

Follow, observe
which is propitious to your existence
and have bliss.

(যা' তোমার সত্তার পক্ষে শুভ তা' অনুসরণ ও পরিপালন কর এবং আনন্দ উপভোগ কর)।

১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১৮।৮।১৯৫৯)

গত কাল সকালে বলদেব সহায় পাটনায় থ্রম্বসিস্ হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আবার গত রাতে এখানে মারা গেছেন ডাঃ বনবিহারীদার (ঘোষ) স্ত্রী। দুটি খবরই শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে শুনেছেন। বিষণ্ণভাবে ব'সে আছেন বড় দালানের বারান্দায়। চোখ দু'টি বেশ লাল। বলছেন—আজ ঘুম থেকে উঠেই বড় একটা 'শক্' খেলাম।

তারপর বুকের ডানদিকে হাত দিয়ে বললেন—এই জায়গাটায় কেমন একটা ব্যথা লাগছে।

প্যারীদার (নন্দী) দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—দ্যাখ্ তো!

প্যারীদা নাড়ী দেখে বললে—৭৬, ঠিক আছে।

তারপর হঠাৎ বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কন্‌ফারেন্স আসলে ব'লে যেতাম, বাঁচি কি না-বাঁচি কওয়া যায় না, যে, এই কাহাররা, গোয়ালারা এরা যেন কষ্ট না পায়। (অজিত গাঙ্গুলীদাকে) তোদের তো কওয়াই থাকল।

কাহারপাড়ার কয়েকটি ভাই সামনে চুপচাপ ব'সে ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করল—Brain exercise (মাথার পরিশ্রম) বেশী করলে কি আয়ু ক'মে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' কমবে কেন? কত ঋষিরা brain work (মাথার কাজ) করতেন। Scientist-রা (বৈজ্ঞানিকরা) কত research (গবেষণা) করেন। আসল কথা, যা' করলে তোমাদের আয়ু ঠিক থাকে তাই করবে। বিয়ে-থাওয়া ঠিকমত দেখে করবে। যে বংশের আয়ু বেশী, সেই বংশ থেকে মেয়ে নেবে।

প্রশ্ন—বিয়ের সময় তাহলে both side (উভয় পক্ষ) দেখতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। তা' না হ'লে কি হয়?

প্রশ্ন—আমার ঠাকুরদা ১১০ বছর বেঁচে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ঠাকুরদার কথা ভাবতে হয়। যে বুড়ো ১১০ বছর বেঁচেছিল, সে সোজা মানুষ না। ঐ-রকম হ'তে হয়। আর, কাহারদের তাড়ি-টাড়ি খাওয়া বন্ধ ক'রে দিতে হয়। ওগুলি তো ভাল না। ক্ষতি করে। Medicine (ওষুধ) হিসাবে খাওয়া যায়। খুব খারাপ অবস্থায় হয়তো এক ডোজ ভাইনাম গ্যালেসিয়া অনেক উপকার দেয়। কিন্তু সেটা যদি তুমি আগেই খেয়ে রাখ তাহলে অসুখের সময় কী করবে? তখন কী করবে?

উক্ত ভাইটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সমর্থন ক'রে বলল—হ্যাঁ, তখন আর কোন উপকার হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক সেবন করছিলেন। পরে নলটি নামিয়ে রেখে বললেন—আজ চৌধুরী অনেকগুলি রামঝিঙা নিয়ে এসেছে।

শুনে চৌধুরী হাত জোড় ক'রে বলল—আরো চেষ্টা করব বাবা!

সন্ধ্যা ৭-৮ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ঘরের ভিতর এলেন। বড় চৌকিটার চারপাশে একবার হাঁটলেন। তারপর পরনের কাপড়টি ছেড়ে ফেলতে বললেন সরোজিনীমা। কাপড় ছেড়ে আর একখানা কাচা কাপড় পরলেন দয়াল। তারপর শয্যায় এসে বসলেন। খুবই ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। সামনে জ্ঞানদা ও জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) দাঁড়িয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—রে' কি বলদেববাবুর কথা শুনেই গিছিল?

জনার্দ্দনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ও ফিরে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আজ শুনলাম। (একটু পরে) বলদেববাবু চ'লে গেল। সব যেন ফাঁকা হ'য়ে গেল। বিহারের একটা pillar (স্তম্ভ) ছিল। ইদানীং তো শরীরের দিক থেকে একটু improve (উন্নতি) করছিল।

জ্ঞানদা—হ্যাঁ, আমরাও তো তাই শুনেছিলাম। তবে এবার যখন এলেন তখন যেন বুঝতে পারছিলেন, death is near (মৃত্যু সন্নিকট)।

দেবেন রায়চৌধুরীদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেবেনকেও কই, দেখো এই কাহাররা যেন কষ্ট না পায়। কন্‌ফারেন্স যেন আর কবে আছে?

দেবেনদা—দুইমাস পরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা!

এই সময় সুনীল (করণ) কয়েকটি ছোট আকারের ঝিঙা এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাল। দেখে পরম দয়াল বললেন—বড়বৌকে ক'য়ে আসলে হয়, ঐ ছোট ঝিঙে যেন আজ কয়েকটা ভেজে দেয়।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীবড়মাকে যেয়ে বলে এলেন।

জনার্দ্দনদা—আমি ডাইভোর্স সম্বন্ধে যে বইখানি লিখেছি, সেখানা কি সুযোগ পেলে publish (প্রকাশ) ক'রে দেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, করাই তো ভাল।

জনার্দ্দনদা—ওগুলি সবই তো নভেলের আকারে লেখা। কী নাম দেওয়া ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন দেওয়া যেতে পারে Mirage of Divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদের মায়া)। (একটু পরে বললেন) Title is not the sign of big experience (উপাধি বিপুল অভিজ্ঞতার লক্ষণ নয়)। আমাদের কেমন একটা fascination (মোহ) আছে, title (উপাধি) দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি।

এইসময় হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই কি জেনেই গিয়েছিলি?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যেয়ে আর পাস্‌নি?

হাউজারম্যানদা—নাঃ। কাল সকালে মারা গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনতর মানুষ আর হবে না।

হাউজারম্যানদা—ওরা খুব ভেঙ্গে পড়েছে। উদয়বাবু আর বিনয়বাবুকে (বলদেব-বাবুর দুই পুত্র) বললাম, বলদেববাবু থাকুন বা না-থাকুন, প্রয়োজন হ'লেই আমাদের জানাবেন। আমরা আপনাদের জন্য যথাসাধ্য করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(বুকে হাত দিয়ে) শোনবার সাথে-সাথে আমারও বুকে ব্যথা হ'য়ে গেছে।

প্যারীদা একবার স্টেথোস্‌কোপ্‌ দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বুক পরীক্ষা করলেন। তারপর

বললেন—ভদ্রলোক কিছুতেই কথা শুনলেন না। আমার ঐ ওষুধটা খেলেনই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাউজারম্যানদাকে) এদিকে আয়, এদিকে আয়।

হাউজারম্যানদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে ব'সে বলদেববাবুর বাড়ীর আরো গল্প করতে লাগলেন। হঠাৎ ননীমা জিজ্ঞাসা করলেন—থ্রম্বসিস্ হ'লে কেমন হয়?

ননীমার হাই প্রেসার আছে। মাঝে একদিন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন। ঐকথা শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর যেন হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন—দূর, তোর থ্রম্বসিস্ না। ঐ দেখ, ও কেমন ভাবে। (তারপর স্নেহভরা কণ্ঠে) আলাই-বালাই। থ্রম্বসিস্ কী? তোর ওসব কিছু না।

তারপর একটু গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—বিয়ে ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ compatible marriage (সদৃশ বিবাহ) না হওয়া পর্য্যন্ত এসব যাবে না।

জনার্দ্দনদা—তাহলে heart-attackও (হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণও) কি বিয়ের গোল-মালে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Life is imparted in the womb (জীবন সঞ্চারিত হয় গর্ভের মধ্যেই)। তার পরে তাকে সুস্থ সুশৃঙ্খল করার জন্য যত চেষ্টাই করি, তা' হয় mechanical (যান্ত্রিক)। অবশ্য বিয়ে ঠিক বিধিমত দেওয়াটা যদিও mechani-cal (যান্ত্রিক), তবুও তা' normally adjusted (স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত)।

সুশীলদা (বসু) সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাণী কেমন আছে সুশীলদা?

সুশীলদার মুখে উত্তর নেই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বুকে হাত বুলাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ধমকের স্বরে বললেন—দেখতে যাননি? কোন্‌দিকে গিয়েছিলেন?

সুশীলদা—একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি একেবারে কিম্ভূতকিমাকার। যান, দেখে আসেন।

নানারকম কথাবার্ত্তায় ধীরে ধীরে রাত হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় হ'য়ে আসে। ভোগে বসার আগে আমাকে ডেকে বললেন—বিভব ও বিভূতি এই শব্দ দুটির মানে দেখে ঠিক করে রাখ্। আমি খেয়ে নিই।

আমি অভিধান খুলে দেখতে লাগলাম। দেখলাম, দুটি শব্দের অর্থই প্রায় এক। ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় এসে বসার পরে যা' দেখেছি বললাম। শুনে তিনি বললেন—আমার মনে হয়, বিভূতি আগে, বিভব পরে। বিভব হল ঐশ্বর্য্য। বিভব

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পেতে গেলে যা করা লাগে তাই হ'ল বিভূতি। যেমন লোকে বলে, তাঁর বিভূতি কিছুই বুঝতে পারি না। এইরকমই হওয়া উচিত।

এরপর আর কথাবার্ত্তা হয় না। প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম।

২রা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ১৯। ৮। ১৯৫৯)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—বলদেববাবুর মৃত্যুসংবাদটা কেমন একটা চাপ ধ'রে আছে মাথায়। কত কায়দা করছি, কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

হাউজারম্যানদা—সৎসঙ্গের কাজ সে নিজের কাজ ব'লে ভাবত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আসল কাজে ঠিক ছিল।

ধীরে-ধীরে ভক্তবৃন্দ অনেকে এসে প্রণাম ক'রে বসছেন। কিছুক্ষণ বসার পরে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই, ষট্ গোস্বামী যদি না থাকতেন তাহলে গৌরাঙ্গদেবের প্রচার হ'ত না। এ কথাটা কি-রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গৌরাঙ্গদেব যখন আসলেন তখন ঐ কয়েকজন গোস্বামী, তারা তাঁকে ভালবাসত। ভালবেসে নিজেরা একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করল। তারপর তাঁরই সেবা ও প্রতিষ্ঠায় ওরা বুক দিয়ে দাঁড়াল। তাঁকে ভাল না বাসলে তো অমনটা হ'তে পারত না। কিন্তু গৌরাঙ্গদেব নিজেই **self-sufficient** (নিজেই যথেষ্ট) ছিলেন। তিনি ছিলেন **effulgent ray** (জ্যোতির্ম্ময় আলোকশিখা)। ব্যাপারটা কি-রকম? আলো যখন জলে তখন তার সামনের পোকাগুলিকে বড় দেখায়। কিন্তু আলোর বাইরে আর তা' দেখা যায় না। সেইজন্য, **ray of love**-এর (প্রেমরশ্মির) মধ্যে যারা থাকে তাদের বড়ই দেখায়। সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আর তেমন দেখায় না। কিন্তু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের দেওয়া লাঠি ভেঙ্গে ফেলল। সেটা গৌরাঙ্গদেবের পক্ষে খুব **heart-rending** (হৃদয়বিদারক) হ'ল। তখন তিনি তাকে বললেন, 'বাংলায় ফিরে যাও। সেখানে যেয়ে প্রচার কর গে'।' তাঁর সাথে থাকারও আর অধিকার দিলেন না। ঐ লাঠিভাঙ্গা দেখে নিত্যানন্দের প্রতি তাঁর যে **affection** (স্নেহ), সেটা **shocked** (আহত) হ'ল। কারণ, গুরুদত্ত লাঠির যত্ন করাই উচিত ছিল। তাই, তিনি ঐ-রকম ব্যবস্থা দিলেন। অবশ্য দূরে এসেও নিত্যানন্দের মন গৌরাঙ্গময়ই ছিল।

শৈলেনদা—তাহলে তিনি যখন আসেন তখন কি তাঁর **selected man**-গুলি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

(নির্দ্দিষ্ট মানুষগুলি) ঠিক ক'রেই আনেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Selected man (নির্ব্বাচিত পুরুষ) যখন আসেন তখন তাঁর man selected (মানুষ নির্দ্দিষ্ট) থাকেই।

এই কথা হ'তেই আমি বললাম—আপনার একটা বাণীর মধ্যে আছে যে, পুরুষোত্তম যখন আসেন তখন তাঁর পরিকর নিয়েই আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ওর নাম পরিকর। তাঁর সেবা করে তারা সর্ব্বতোভাবে। আমার মনে হয়, অনুচর-সহচরের চাইতে পরিকর কথাটা ভাল—মানে সেবানেশা-সম্পন্ন, তাঁকে সম্যকভাবে করে। Christ-এর (খ্রীষ্টের) পরিকর খুব ভাল ছিল না। সেই তুলনায় মহম্মদের পরিকর খুব strong (শক্তিশালী) ছিল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত ছড়াটি দিলেন—

"সব স'য়ে সব ব'য়ে যা'রা
ইষ্টে ভালবাসে না,
আত্মস্বার্থ ছাড়া তা'দের
নাইকো অন্য বাসনা।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। দয়ালের শ্রীমুখোচ্চারিত বচনামৃত উপস্থিত সকলকেই ভাবতন্ময় ক'রে তুলেছে। নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দয়াল ঠাকুর আবার বললেন—এই যে জোঁক দেখা যায়। একটা জোঁক শুকিয়ে যদি হামানদিস্তায় কুটে জলে দেওয়া যায়, তাহলে ওর প্রত্যেকটি গুঁড়া থেকে একটা ক'রে জোঁক হয়। এ আমি দেখিনি। বড়খোকার কাছে শুনেছি এ-রকম হয়। হয়, তার কারণ হ'ল, প্রত্যেকটি cell-ই (কোষই) combination of sperm and ova (শুক্রাণু ও ডিম্বকোষের সংহতি)। সেইজন্য প্রতিটি cell-এর (কোষের) মধ্যেই life (জীবন) কোন-না-কোন রকমে থাকে।

৩রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ২০। ৮। ১৯৫৯)

বিকালে—বড় দালানের বারান্দায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। এক সময়ে আমি বললাম—কাল বিকালে শৈলেনদার জিজ্ঞাসার উত্তরে আপনি বললেন, 'Selected Man (নির্ব্বাচিত পুরুষ) যখন আসেন তখন তাঁর man selected (মানুষ নির্দ্দিষ্ট) থাকেই। এই কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন, তুমি এখানে আছ। আমাকে ভালবাস। আমাকে ভাল না বেসে আর কাউকে ভালবেসে সেখানে গেলে পারতে। তা' যাওনি। তার মানে,

তোমার ভিতরে ঐ সম্বেগ আছে। তা' না থাকলে আর পারতে না। কিন্তু ঊর্জ্জী সম্বেগ যদি তোমার মধ্যে না থাকে তাহ'লে এখানে থেকেও আর priority (প্রাধান্য) পাবে না।

আমি—কিন্তু অনেক ভালবাসার পরেও তো কেউ-কেউ আবার দূরে স'রে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে passion (প্রবৃত্তি) যদি বড় হ'য়ে ওঠে, তাহলে ঐ-রকম হয়। আসল কথা হওয়া চাই, আমার সব-কিছু নিয়ে, মানে with all my faults, I love thee (আমার সব দোষত্রুটি নিয়েই আমি তোমাকে ভালবাসি)। কী একটা কথা আছে না—"স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে"। ঐ স্থিতধী থাকা লাগবে। ধী হ'ল ধ্যৈ-ধাতু, মানে মনন। স্থিতধী হ'লে তার মনন আপনার থেকে হয়। তুমি যদি স্থিতধী না হ'তে তাহলে কি এখানে থাকতে পারতে? Oscillating (দোদুল্যমান) হ'য়ে যেতে। তুমি তো এখানে এ্যালাউন্সের লোভে নেই বা অন্য কিছু পাওয়ার লোভেও নেই।

আমি—আমার মনে হয়, আমার অনেক দোষ আছে, আর আমি তা' বুঝি।

প্রতিবাদের ভঙ্গিমায় মস্তক আন্দোলিত ক'রে সস্নেহ হাসিতে পরম দয়াল বললেন —না, তা' বুঝিস্ নে।

আমি—কিন্তু অনেক দোষ হয়তো একেবারে জৈবী সংস্থিতির মধ্যে ঢুকে আছে। তার উপরে তো আর ওঠা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জৈবী-সংস্থিতি সে-রকম হ'লে কি আর এখানে আসতে পারতে? তোমার তা' না। এখানে এলে, থেকেও গেলে। (পরমেশ্বর পালদাকে দেখিয়ে) ঐ যে পরমেশ্বর এসেছে। ও কী ক'রে এলো? এখানে আসার পর বিয়ে-থাওয়া করেছে। এখন যদি স্থিতধী থাকে, আর পঁচিশটা বিয়েও করে, তাতে ওর কী আসবে যাবে?

শরৎদা (হালদার)—জীবনে তো অনেক ভুল আছে। কিভাবে সেই ভুলগুলি ধরা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কথা আছে 'যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি কুত্র দোষঃ', এর মানে বলা হয়, চেষ্টা ক'রেও যদি সফল হ'তে না পার তাহলে আর দোষ কোথায়! আমি তা' কই না। আমি কই, কোথায় দোষ সেটা বের কর। কখন কী করা লাগবে, কা'কে কী বলা লাগবে, সেটা আমার ঠিক রাখা লাগবে। না হ'লে বুঝতে হবে, dealings-এর (ব্যবহারের) দোষ আছে। নিজের দোষ নিজে ধরতে পারাই ভাল।

প্রফুল্লদা (দাস)—দেখেছি, নামধ্যান করতে বসলেই এই ভুলত্রুটির কথা বেশী ক'রে মনে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু মনে আসলেই হবি না। মনে আসলে তার প্রতিকারও ঠিকমত করা চাই।

পরমেশ্বরদা—ছুটি কথা আছে, ঈশ্বরপ্রাপ্তি এবং ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি। কোন্‌টা ঠিক হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্ত কখনও ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি চায় না, চায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি। সে ঈশ্বরের সেবা করতে চায়, তাঁর দাস হ'য়ে থাকতে চায়। ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি যেন অনেকটা শঙ্করের ফিলজফির মতন—আমিই সেই। ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তিতে তোমার cessation (বিরতি) যেই হ'ল, তুমি ভাবলে—হাম তো ভগবান বন্ গিয়া। তখন আর জীবনবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে না। তোমার উদ্দেশ্য হবে ধারণপালনী ব্যক্তিত্ব লাভ, তা' তাঁরই সেবার জন্য। ভাবতে হয়—আমি তাঁর সেবক। এমনভাবে তাঁর সেবা করব যাতে তাঁর তৃপ্তি হয়, তিনি সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠেন।

হাউজারম্যানদা সামনে ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, আজ যুক্তি করেছিস্?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ, হয়েছে একটু।

ইংরাজী বাণীগুলি ভালভাবে দেখা ও বোঝার চেষ্টা করাকে শ্রীশ্রীঠাকুর 'যুক্তি করা' বলছেন। আজ কয়েকদিন ধ'রেই হাউজারম্যানদাকে এই কথা বলতে শুনছি। আজ জানতে চাইলাম, তিনি ঐ কাজকে যুক্তি করা বলেন কেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে উত্তর করলেন—আমি না, ও (হাউজারম্যানদা) কয়। যুক্তি মানে যোগ। কিছু যোগের কাজ হয়েছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করলাম। ও সব-কাজটাকেই যুক্তি বলে।

কথায়-কথায় রাত হ'য়ে আসে। কিছুক্ষণ পর জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও কেষ্ট সাউদা গৌরী ঠাকুরকে সাথে নিয়ে এলেন। প্রাইভেট্ কথা হবে। আমরা সবাই দূরে স'রে এলাম।

৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ২১।৮।১৯৫৯)

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড় দালানের হল্‌ঘরে সমাসীন। শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ সামনে উপবিষ্ট। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা

চলছে। একসময় গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ নিয়ে আলোচনা উঠল। ননীদা পুরা মন্ত্রটি আবৃত্তি করলেন।

তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গায়ত্রী মন্ত্রের আগে আছে ওঁ। ওঁকে প্রণব কয়। কয় কেন? কারণ প্রণব হ'ল প্র-নু ধাতু থেকে, মানে প্রকৃষ্টভাবে স্তব করা। তারপর হ'ল 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'। ভূ মানে যা' হয়েছে, ভুবঃ মানে যা' হ'চ্ছে। আর স্বঃ হ'ল **that which shineth** (যা' দীপ্যমান)। তাঁর অর্থাৎ সেই জীবন-উৎসের **adjusted knowledge of the universe which radiates in everything with effulgent radiation** (বিশ্বের বিনায়নী প্রজ্ঞা যা' দুনিয়ার সবকিছুতে দীপ্ত বিকিরণায় বিকীর্ণ হ'য়ে আছে) **let that effulging life-current or upholding intelligence send to us** (সেই প্রাণপ্রবাহ বা ধারণাবতী ধী আমাদিগের নিকট প্রেরিত হউক)। **We meditate Him** (আমরা তাঁকে ধ্যান করি)।

এরপর পরমেশ্বরদা (পাল) বললেন—বাবা একটা **husking machine** (ধান-ঝাড়াই কল) করতে চান। কিন্তু আপাততঃ হাতে টাকা না থাকায় ধার ক'রে করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেশিন ক'রে কাজ করে, এ আমার খুবই ভাল লাগে। কিন্তু আগেই ধার করলাম? অল্প অল্প ক'রে এগোতে হয়। কালীষষ্ঠী যেমন করল। আগে করল ময়দার কল, তারপর চালের কল।

পরমেশ্বরদা—তাহ'লে এখন কোন জমি ছেড়ে দিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনতর **unprofitable land** (অপ্রয়োজনীয় জমি) ছাড়া যায়, যা' হয়তো দূরে আছে, যার খরচ বহন করতে পারা যায় না, দূরে থাকার জন্য ঠিকমত **manage** (ব্যবস্থা) করা যায় না। কিন্তু যা' **manage** (ব্যবস্থা) করতে পার তা' ছাড়া ভাল না।

ইতিমধ্যে ডেকলাল (ভার্মা) এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—তোদের এখানে চাল বা তেল বা ময়দার কল এসব চলে না?

ডেকলাল—হ্যাঁ আছে, চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনের যা' আছে তা' না করাই ভাল।

পরমেশ্বরদা—আমি যদি তেলের কল খুলি তাহলে তো তেলিদের বৃত্তি হরণ করা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন তেলি তো আর **whole** (সমস্ত) মেদিনীপুরের তেল **supply** (সরবরাহ) করতে পারে না। তা' করতে হয়তো কুড়িজন লাগে।

পরমেশ্বরদা—জমিতে কিরকম সার দেওয়া ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, green (সবুজ) সার সব চাইতে ভাল। পাতা, গাছপালা, ইত্যাদি পচানো সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—Inflation of money (মুদ্রাস্ফীতি) ভাল না। একবার ভারতে হয়েছিল। Inflation-এর (মুদ্রাস্ফীতির) পরেই একটা danger (বিপদ) আসে। তাই, ওরকম হ'তে দেখলেই সাবধান হওয়া লাগে। আবার অধিক influx-ও (সমাগমও) ভাল না।

ওতে অন্য দিক দিয়ে নষ্ট হয়। ধর, তোমার তিন মণ ক'রে চাল লাগে মাসে। সেখানে উৎপাদন হয়তো চার মণ ক'রে হচ্ছে। তাতে তোমার activity (কর্ম্ম-ক্ষমতা) ক'মে যাবে। অবশ্য আর একটা সুবিধাও আছে। যেমন এই বন্যার সময়। তখন প্রয়োজনের থেকে বেশী থাকলে মানুষকে সাহায্য করতে পার।

ডেকলাল—তাহলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই অন্ততঃ তিন বছরের কথা। অন্ততঃ তিন বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা ভাল। তাতে কেউ কেউ বলে, inflation (স্ফীতি) হয়ে গেল। ওরা বড়-বড় পণ্ডিত। আমি কই, তোমার যেটুকু প্রয়োজন, তুমি তার থেকে একটু উঁচুতে রাখ। তাতে সব বছরে চাষ করা লাগে না এবং জমি দু'এক বছর ফেলে রাখলে উৎপাদন ভাল হয়। আর ঐ যে প্রয়োজনের বেশী রাখলে, অন্যে যখন অভাবে পড়বে, তখন তুমি তার কাছে open (উন্মুক্ত) হবে। তখন কিন্তু আর miser (কৃপণ) থাকবে না।

ডেকলাল—এখানে এক ঘাটোয়াল আছে। তার মাল প'চে যাবে, তবু মানুষকে দেবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে আর তা'র লাভ কী ? ওদের অমন বুদ্ধি! এইটুকু বোঝে না যে মানুষের যদি না থাকে আর তখন যদি আমি তাদের দিয়ে দিই, তাহ'লে মানুষ আর আমাকে ধ'রে টানাটানি করবে না। দেখ, এখানে যখন একটা দোকান ছিল তখন বিক্রী হ'ত না। এখন দেখ, দোকানও বেড়েছে, বিক্রীর ঠেলায় অস্থির। এখন লোকে নিজেরা জায়গা দিয়ে দোকান বসাচ্ছে।

বহিরাগত একটি দাদা জানালেন যে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে চান। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাগ্‌না গোলামী ভাল। পয়সার গোলামী ভাল না। মাগ্‌না গোলামীতে capacity (দক্ষতা) বেড়ে যায়, আর পয়সার গোলামীতে capacity (দক্ষতা) ক'মে যায়।

এই সময় আমার বাবা (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) এসে জানালেন তাঁর low blood pressure (রক্তের নিম্নচাপ) দেখা যাচ্ছে। দয়াল প্রভু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—যড়্‌গুণমকরধ্বজ সকালে চালধোয়া জল দিয়ে এবং বিকালে মাখন দিয়ে মেখে খেলে low blood pressure (রক্তের নিম্নচাপ) সেরে যায়।

ননীমা—যারা ভালভাবে নামধ্যান করে তাদের অসুখ হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা আছে জন্মগত। যেমন, পূর্ব্বপুরুষে একটা অসুখ আছে, সেটা ছেলেতে বর্ত্তালো। আর-একটা আগন্তুক। সেগুলি হয় অনাচারের ফলে। এই যেমন আমার অসুখ হ'ল কেন? ঐ জামতলার ঘরে, ভাল মানুষ, শুয়ে আছি। ব্লাড প্রেসার নেই, কিছু না। হঠাৎ অসুখ হ'য়ে গেল। তার মানে, তখন কেবল প্যারালিসিস্-এর রোগী আনতে লাগল আমার সামনে। তার মধ্যে একজন আবার ক'য়েই ফেল্‌ল, 'বাবা! আমার রোগটা আপনি নেন। আপনি ভোগ করতে পারবেন। আমি আর পারছি নে।' তার থেকেই এই অসুখ।

৬ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৩।৮।১৯৫৯)

সুশীলদার (বসু) স্ত্রী রাণীমার শরীর বেশ অসুস্থ। তাঁকে দেখার জন্য কলকাতা থেকে এসেছেন ডাঃ জে, সি, গুপ্ত। সন্ধ্যার পরে ডাঃ গুপ্ত রাণীমাকে দেখলেন। তারপর হল্‌ঘরের দক্ষিণ দরজা দিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। প্রণাম ক'রে সামনে একখানা চেয়ারে বসলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁর হার্ট, পাল্‌স্, প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। কার্ডিওগ্রাফও নিলেন। সব সারা হ'লে প্যারীদাকে (নন্দী) নিয়ে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা লিখে দিয়ে ডাঃ গুপ্ত চ'লে গেলেন।

রাত প্রায় আটটা। ইন্‌কাম ট্যাক্‌সের একজন অফিসার, একজন ইন্‌স্‌পেক্টর এবং ওঁদের কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে হাউজারম্যানদা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সবার পরিচয় দিলেন। আগন্তুকগণ দয়ালকে অভিবাদন জানিয়ে মেঝেতে পাতা সতরঞ্চির উপর বসলেন।

হাউজারম্যানদা—Arranged (সাজানো) বাণীগুলি ওঁদের দেখালাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে ওঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হয়েছে? বোঝা যায়?

সকলেই স্বীকার করলেন যে বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। একটু পরে ওঁরা বিদায়গ্রহণ করলেন। যুক্তকরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার সুবিধা হ'লে চ'লে আসবেন।

ঐ ভদ্রলোকদের কিছুটা এগিয়ে দিয়ে হাউজারম্যানদা আবার ফিরে এলেন।

নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে। একসময় হাউজারম্যানদা বললেন—মঙ্গোলীয়ানরা খুব cruel (নিষ্ঠুর) হয়, কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আমার মনে হয়, ওরা fear, danger (ভয়, বিপদ), এই সবের মধ্যে জন্মেছে। তাই ঐরকম হ'য়ে উঠেছে।

৭ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ২৪। ৮। ১৯৫৯)

আজ সন্ধ্যার পরে স্থানীয় কাহারপাড়ার কিছু লোক এসে বসেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। হল্‌ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো দয়ালের দৈবী তনুর উপরে প'ড়ে যেন ঠিকরে পড়ছে। এক মনোমুগ্ধকর উদ্দীপ্ত ভঙ্গিমায় তিনি ঐ লোকগুলির কাছে আর্য্য-মহিমার কথা কীর্ত্তন করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—দুই রকমের জ্ঞান আছে, থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্‌টিক্যাল। প্র্যাক্‌টিক্যাল এক ধামা থিওরেটিক্যাল পঁচিশ ধামার সমান। প্র্যাক্‌টিক্যাল এমনই জিনিস। তোমাদের ঋষিদের সব কথা প্র্যাক্‌টিক্যাল। কত ঋষির কত লেখা আছে। কতরকমের এরোপ্লেন আছে তা' ব'লে গেলেন ভরদ্বাজ ঋষি। তারপর কতরকমের fuel (জ্বালানি) আছে তাও বললেন। তোমাদের দেশ থেকে সেই সব সম্পদ নিয়ে যায় জার্মাণরা। অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত ওদেশে ছিল। হিটলার হেরে যাওয়ার পরে সেই সব পণ্ডিত scientist-দের (বৈজ্ঞানিকদের) ধ'রে নিয়ে যায় কিছু রাশিয়া, কিছু আমেরিকা। ওদের দিয়ে গবেষণা করিয়ে এখন স্পুটনিক পাঠায়, চাঁদে যায়। আরো কত কী করে। সবই কিন্তু ঐ ঋষির জিনিস। নেবে না ? তোমার জিনিস তুমি চেন না। তোমার মাকে চেন না। তোমার বাবাকে চেন না। তোমার পূর্ব্বপুরুষদের চেন না। তোমার ভাইকে চেন না। সেইজন্যে তোমাদের মুখ ভ'রে মুতে দিয়ে সব নিয়ে গেল। তোমাদের নিজস্ব ism (মত) বাদ দিয়ে তোমরা হয়েছ পরের পা-চাটা। এই যে তোমরা কাহার, মানে কংসারি, ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর। তোমরা আর্য্য। তোমরা যখন নিজেদের ভুললে, তোমাদের পতন হ'ল। আর তখনই তোমার জিনিস নিয়ে গেল অন্যে। এখন তারা তোমাকে বাজী দেখায়।

প্রশ্ন—তাহলে সংস্কৃতের মধ্যেই আমাদের ঐতিহ্যের কথা ধরা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' নয় তো কি ? (তারপর আমাকে দেখিয়ে) আমি ওকে কই, সংস্কৃত ছাড়িস্‌ নে ! সংস্কৃত পড়্‌। ধাতু দেখ্‌। ইংরাজীর বহু শব্দের root (ধাতু) সংস্কৃত থেকে হয়েছে। আবার ঐ সংস্কৃত থেকেই হয়েছে হিন্দী, বাংলা, আসামী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা। Mother language (জননী ভাষা) হ'ল সংস্কৃত। ধাতুর

ভিতর-দিয়ে গেলে বহু ভাষার মধ্যে ঐক্য দেখা যাবে। আমার বুদ্ধি আমার ভাষা increase (বর্দ্ধিত) করব, আর অন্যের ভাষা achieve (আয়ত্ত) করব।

এরপর প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যীশু প্রথমেই বলল, **Come to me. I shall make you fishers of man.** (আমার কাছে এস। আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।) সে অবতার মানুষ। সেইজন্য সে, ঐ দেখ, অত দূরে ব'সেও তোমাদের কথাই ক'ল। কিন্তু তোমরা আর তা' কও না। তোমরা শেক্‌স্‌পীয়ার কও। আরো কত কী কও।

এরপর আর কথাবার্ত্তা অগ্রসর হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু কাত হ'য়ে শুলেন। সবাই প্রণাম ক'রে বাইরে গেল।

৯ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ২৬।৮।১৯৫৯)

আজ তিনদিন যাবৎ পরমপূজ্যপাদ বড়দার শরীর খারাপ। জ্বর হয়েছে। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতে পারছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিচ্ছেন। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) মাঝে-মাঝে যাচ্ছেন খবর আনতে। ডাঃ সূর্য্যদা (বসু) সর্ব্বক্ষণের জন্যই পূজ্যপাদ বড়দার কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় জামাতা শ্রীসুধাংশুসুন্দর মৈত্র জানিয়েছেন যে তাঁর পিতৃদেব লোকান্তরিত হয়েছেন। চিঠিখানা এসেছে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে। শ্রীশ্রীবড়মা চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়িয়ে শোনাতে আদেশ করলেন। আমি সবটা প'ড়ে শোনালাম দয়াল ঠাকুরকে। তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর নিম্নলিখিত উত্তর দিলেন—

আমার এই অবস্থার মধ্যে ঐ সংবাদ শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর সাথে আমার যতদিনের পরিচয় তার মধ্যেই তাঁকে যা' জেনেছি—অমনতর একটা মানুষ আমার আর চোখেই পড়েনি। তাঁর অসুখের সংবাদও আমি জানতাম না। তুমি যে কলকাতায় এসেছ তাও জানতাম না।

তোমরা সুখে থাক, সুস্থ থাক। এই দারুণ আঘাত কাটিয়েও তোমরা দাঁড়িয়ে ওঠ,—পরমপিতার চরণে এই আমার প্রার্থনা।

কথা কয়টি লিখে আজকের ডাকেই জামাইবাবুকে চিঠি দিয়ে দেওয়া হ'ল।

বিকালে পরম দয়াল বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার বেদানন্দ ঝা তাঁর জনৈক বন্ধুকে সাথে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। এই বন্ধুটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কুশল-বিনিময়াদির পর আলোচনা সুরু হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি কেউ সত্যি সত্যি servant of the people (জনগণের সেবক) হয়, তাহলে সে সত্যি সত্যি servant of God (ঈশ্বরের সেবক) হয়। আর, servant of God (ঈশ্বরের সেবক) মানেই servant of existence (অস্তিত্বের সেবক)। এর উল্টোটা হ'লেই হ'য়ে ওঠে servant of satan (শয়তানের সেবক)। প্রকৃত servant of the people (জনগণের সেবক) যিনি, তিনি মনে করেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আমার ইষ্ট আছেন।' তিনি জানেন, মানুষের মত চীজ্ আর নেই। মানুষই মানুষের আসল সম্পত্তি। তাই তিনি মানুষের ভজনা করেন। এইরকম ইষ্টার্থী লোকসেবাপরায়ণ যিনি তিনিই ভজমান বা ভগবান। সেইজন্য বইতে আছে, ভগবান বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবান বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবান ব্যাস কহিলেন, ইত্যাদি। ভগবান ব্যাস মানে ভজমান ব্যাস। ভজ্-ধাতু মানে সেবা করা। আর, অস্তিত্বের সেবা মানেই পরমপুরুষের সেবা।

বেদানন্দ ঝা—বোধ যখন জাগ্রত হয় তখন আর ভাবনা কিছু থাকে না।

মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—কিংবা ভাবনার সমুদ্রের মধ্যে প'ড়ে যাই।

তারপর সাথের ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন—যেমন উনি আছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উনি লোকসেবা করেন। আমি যদি ওঁর কাছে যেয়ে refreshed (তাজা) না হলাম, peace gain না করলাম (শান্তি না পেলাম), উল্লসিত হ'য়ে না উঠলাম, তাহলে লাভ তো কিছু হ'ল না। উনি যদি এ-রকম চলনে চলতে পারেন তখন একজন চোর যেয়ে ওঁর কাছে বলবে, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব! আমি বড় অন্যায় করেছি। চুরি করেছি!' তখন উনি কবেন, 'ও ক'রো না। ও তো ভাল না। তোমার জিনিস যদি কেউ চুরি করে তাহলে কি তোমার ভাল লাগে? তা' যদি না লাগে তবে তুমিও অপরের জিনিস চুরি ক'রো না। তোমার যেমন, তেমনি সবারই তো অন্তঃকরণ আছে, জীবন আছে।'

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোকটি একমনে শুনছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দরদভরা কথাগুলি। এবার বললেন—কিন্তু আইন তো আমাদের প্রয়োগ করতেই হবে। আর যারা চুরি করে তাদের তো শাস্তি পাওয়াই উচিত।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি সামনের দিকে আন্দোলিত ক'রে বললেন দয়াল ঠাকুর—শাস্তি দেওয়া duty (কর্ত্তব্য) নয়কো। Duty (কর্ত্তব্য) হ'ল শান্তি দেওয়া। আর, শান্তি দিতে হলে চোরের ঐ চৌর্য্যবৃত্তিকে নষ্ট করা লাগবে। বাইবেলে আছে, Hate the sin, not the sinner (পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়)।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—কিন্তু এখনকার গবর্ণমেণ্টের যে law (আইন), আমাদের

তো সেই law (আইন) মোতাবেক চলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যিনি law-giver (আইন-প্রণয়নকর্ত্তা) তিনি all-round seer (সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টিসম্পন্ন) ন'ন কো। Law (আইন) এমন হওয়া উচিত যে চোরের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা'তে তার ভিতরের শয়তান একেবারে snatched out (ছিনিয়ে নেওয়া) হ'য়ে যাবে। এই যে আপনি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। লোক যেন আপনাকে approach করতে (নিকটে আসতে) পারে। Approach করতে (নিকটে আসসে) না পারেল সে তো তার কথা confess (স্বীকার) করতে পারে না। এইরকম করতে-করতে দেখবেন, জেলে লোকই কমে গেছে। অবশ্য যারা jail-bird (দাগী আসামী), তাদের ফিরতে দেরী হয়। কারণ, তাদের ভিতরে অপরাধ-প্রবৃত্তি ingrained (দৃঢ়বদ্ধ) হ'য়ে গেছে। সেইজন্য আমি কই, শাস্তিটা হওয়া চাই curative (আরোগ্যক্ষম)। শুধু শাস্তির জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয় তা' depression (অবসাদ) নিয়ে আসে। আবার, যারা honest (সৎ) বা নির্দ্দোষ তাদের শাস্তি দেওয়া আরও খারাপ।

এরপর ঐ ভদ্রলোক সৎসঙ্গ থেকে প্রকাশিত একখানা হিন্দী পুস্তক চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশক্রমে একখানা হিন্দী সত্যানুসরণ এনে দেওয়া হ'ল। তারপর ওঁরা বিদায় গ্রহণ করলেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হলঘরে প্রশস্ত শয্যায় আছেন। কাহারপাড়ার কয়েকটি ভাই এসে বসেছে। একজন জিজ্ঞাসা করল—শান্তি বড় না মুক্তি বড় ?

অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় হাত দু'খানি উপরের দিকে তুলে দয়াল স্নেহক্ষরা কণ্ঠে বললেন—দূর, মুক্তি দিয়ে আমার হবে কি ? তিনি অনন্তকাল আছেন। আর, আমিও অনন্তকাল আছি তাঁর দাস। তাঁর সেবা ক'রে চলব। তা' না হ'লে existence (অস্তিত্ব) লোপ-টোপ ক'রে দিয়ে মুক্তিলাভ, সে আবার কেমন কথা ? আমি বিপদ থেকে মুক্তি চাই। কিন্তু আমার এই দেহের থেকে মুক্তি চাই না।

তারপর হাত দুখানি জোড় ক'রে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বলতে লাগলেন—হে ঠাকুর! তুমি তা' ক'রো না যাতে আমার আমিত্ব লোপ হ'য়ে যায়। আমি যেন তোমার কাছে থাকতে পাই জন্মজন্মান্তর ধ'রে। —ভক্ত এই কয়।

এরপর আর একজন বলল—সামনে তো মায়ের পূজা (দুর্গাপূজা)। ঐ সময়ে আমাদের বলিদান হ'য়ে থাকে। এটা কি ভাল ?

গম্ভীর হ'য়ে উত্তর করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মা সিংহবাহিনী, জগজ্জননী। মানে,

তিনি সবারই মা। তাঁর সামনে বলি? ঐ সময়ে তারা ভ্যা-ভ্যা ক'রে ডাকে, মানে ঐ মাকেই ডাকে। তাকে বলি দিয়ে মায়ের দয়া পাবে মনে কর? এ কেমন পূজা আমি জানি না। ধর, তোমার একটা ভাই আছে। তাকে তোমার মা'র সামনে কেটে দিয়ে তোমার মাকে খুশি করতে পারবে মনে কর?

প্রশ্ন—অনেকে বলে, এগুলি যদি না-ই খাওয়া হবে তো ভগবান এগুলি সৃষ্টি করেছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তোমার ক্ষেতে পাখী এসে বসে। তুমি পাখীগুলি মেরে ফেললে। পরে কী হ'ল? পাখী এসে তোমার ক্ষেতের পোকাগুলি খেয়ে ফেলত। এখন আর আসে না। ফলে তোমার ক্ষেত পোকায় ভ'রে গেল। তখন ঐ ক্ষেতের যে ফসল তুমি খেতে লাগলে তাতে তোমার পেট খারাপ হ'তে লাগল, পেটে ব্যথা হ'তে লাগল। কেন তা' হ'ল? কারণ, ঐ যে পাখী মেরে ফেলে দিলে। ফলে, নানারকম বাজে পোকামাকড়ে ক্ষেত ছেয়ে গেল। তেমনি এই যে ছাগল, ভেড়া, এদেরও ভগবান মানুষের উপকারের জন্যই পাঠিয়েছেন। ব'লে দিয়েছেন, 'তোরা খেয়েদেয়ে পুষ্ট হ'য়ে মানুষের উপকার কর্!'

প্রশ্ন—কিন্তু মাছ-মাংস তো ভগবান আমাদের খাবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর্ শালার পাগল, ভগবান খাবার জন্যই কী সৃষ্টি করেছেন? তা' হ'ল ঐ ডাঁটা, ধান, ডাল, ইত্যাদি। তুমি যদি ওদের না কাট, আপনা থেকেই ম'রে যাবে। মুগের ডাল, বুটের ডাল ক্ষেতে রেখে দাও। কিছুদিন পরই ম'রে যাবে। ভুট্টাও তাই।

তারপর নয়নযুগলে এক বিচিত্র মোহন ঠমক সৃষ্টি ক'রে সহাস্যে বললেন—তিনি এত খাবার জিনিস দিয়ে রেখেছেন। আর তুমি তা' চোখে দেখ না? Fish and flesh make one wild (মাছমাংস-ভক্ষণ মানুষকে বন্য ক'রে তোলে)।

১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৭। ৮। ১৯৫৯)

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। মাঝে-মাঝে ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়াও বইছে। ৬টা বেজে ৮ মিনিট হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের ভিতরে এসে বসেছেন বারান্দা থেকে। ঠাণ্ডাভাবের জন্য মাথার উপরের পাখাটিও আজ বন্ধ। ঘরের ভিতরে এসে অনেকগুলি লেখা দিলেন।

বেলা নয়টার পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), জ্ঞানদা (গোস্বামী) প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কা'র কাছে অঙ্ক শিখেছিলেন?

কেষ্টদা তাঁদের শিক্ষকদের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি এখন আবার যুবা হ'য়ে আসি, তাহলে আমার পক্ষে ঐ অঙ্ক শেখা নিয়ে মুশকিল আছে।

জ্ঞানদা—আচ্ছা, সুভাষবাবুর (বসু) বাবা জানকীবাবু কি কখনও আশ্রমে গেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। সুভাষবাবুর মা-ও গেছেন। তিনি আশ্রমে ইঁটও কেটেছেন। বহু ইঁট কেটেছেন।

কেষ্টদা—বোসমা আশ্রমে থাকতেন একেবারে ঠিক আদর্শ গুরুগৃহবাসিনীর মত। সুভাষ বোস, সি. আর. দাস এঁরা সবাই আশ্রমে গেছেন। সি. আর. দাসের ছেলের বৌ সুজাতা একবার এখানেও এসেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সতীশ বোসের বৌ কমলা এখানে এসে গেছে।

জ্ঞানদা (কেষ্টদাকে)—সত্যেন বোস আপনার ক'বছরের senior (বড়)?

কেষ্টদা—দু'বছরের। আমরা আই. এস-সি. পড়েছি ১৯১৩ তে, উনি ১৯১১ তে। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যায় একটা sitting (অধিবেশন) বসত। আমি আর সত্যেনবাবু সেখানে যেতাম। প্রমথ চৌধুরী এবং আরো অনেকেই সেখানে যেতেন। সত্যেনবাবু আশ্রমে আসেননি। তবে সরলা দেবী, কামিনী রায়, এরা অনেকেই আশ্রমে এসেছেন। আশ্রমে আসতে বাকী নেই বিশেষ কারো। অনুরূপা দেবীও এসেছেন। 'মহানিশা' বই যাঁর। মায়ের মত লোক।

এরপর সন্দেহ নিয়ে কথা উঠল। ঐ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

সন্দেহটা নিশ্চয় নয়
কল্পনারই উৎসটি,
দিগ্ধ মনের অলীক কথা
প্রায়ই কিন্তু হয় মেকী।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—সন্দেহ মানে কী?

অভিধান দেখে বলা হ'ল, সন্দেহ দিহ্-ধাতু থেকে হয়েছে। অর্থ—লেপন, মিশ্রণ। এই পর্য্যন্ত শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হ্যাঁ, ঐ লেপন। মানে, একজন এসে আমার কাছে বলল, চুনী মুতে জল নেয় না। শুনে আমি ভেবে বসলাম, হয়তো নেয় না। তার মানে, মনকে ঐভাবে লেপন করবার ঝোঁক আছে—ও যেন মুতে জল না নেয়।

কেষ্টদা—একজন হয়তো অনেক কথা কয়, কিন্তু বাস্তবে করে না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন সন্দেহ করা আসে।

কেষ্টদা—সন্দেহ দুইরকমের হ'তে পারে, বাস্তব ও অবাস্তব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। সন্দেহ মানেই অবাস্তব।

কেষ্টদা—একজন যদি treachery (বিশ্বাসঘাতকতা) করে, তখন তার'পরে সন্দেহ থাকাই ভাল। নতুবা বিপদ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেরকম সন্দেহ হ'লেই মিলিয়ে দেখা লাগে।

কেষ্টদা—কিন্তু বাস্তবে যে দশবার চুরি করেছে তার কাছ থেকে সাবধান হ'তে হবে তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বাস্তবটা আপনার জানা আছে ব'লেই ওরকম সাবধান হন। তখন সেটা fact (বাস্তব ঘটনা)। তার মধ্যে আর কল্পনা বা 'যদি' নেই। কিন্তু শুধু সন্দেহ যেটা, সেটা বাস্তবের সাথে মিলতেও পারে, নাও মিলতে পারে।

জলপাইগুড়ি থেকে সৎসঙ্গীরা লিখেছেন, তাঁরা একটি ধর্ম্মগোলা করতে চান। কিন্তু ধর্ম্মগোলায় তো প্রকারান্তরে সুদ নেবার ব্যবস্থা আছে। তাতে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। সেই প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম—সুদ তো কোন অবস্থাতেই নেওয়া উচিত নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তাই মনে হয়। মনুসংহিতাতেও একথা আছে।

আমি—কিন্তু ধর্ম্মগোলার একটি নিয়ম আছে, মানুষকে ধার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে কিছু বেশী নেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা করা হয় তাদেরই উপকার করার জন্য। ওতে দোষ নেই।

রাত আটটা। শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের মধ্যে। কাহারপাড়ার কয়েকটি ছেলে এসে বসেছে। তাদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—ভালবাসা is to dwell in one's good (কারো ভালতে বাস করা)। যার ভালতে তুমি বাসা বেঁধেছ, তাকেই তুমি ভালবাস। আর ভালবাসলে সেখানে চাওয়ার বুদ্ধিই শেষ হ'য়ে যায়। কেমন ক'রে দেব, কী করব, শুধু এই বুদ্ধি থাকে। ভালবাসা is always active (সর্ব্বদা সক্রিয়)। Love-এর (ভালবাসার) মধ্যে service (সেবাপ্রবণতা) আছে। I love, but I do not serve him (আমি তাকে ভালবাসি, কিন্তু তার জন্য কিছু করি না), এ হয় না। এক সময় তুমি ছোট ছিলে, মায়ের কোলে হেগে-মুতে দিয়েছ, তার দুধ খেয়েছ। তারপর আস্তে-আস্তে এত বড় হ'য়ে তুমি হয়েছ ডেকলা, আমি অনুকূল। ঐ যে মা, সে করেছে তোমার জন্য। কিন্তু কিছু প্রত্যাশা করেনি। এখন যদি তুমি তাকে একখানা কাপড় কিনে দেও, দেখো, সে কত খুশি হবে নে। বলবে

নে, আমার ডেকলা আমাকে দেছে। কিন্তু কোন ambition-এর (উচ্চাকাঙ্ক্ষার) জন্য যদি তুমি তাকে ভালবাস, তখন ambition fulfilled (উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত) হ'য়ে গেলে আর তাকে ভাল লাগবে না। আর, সত্যিকারের ভালবাসা দেখে, কিসে ঐ মায়ের interest fulfilled (স্বার্থ পরিপূরিত) হবে। সেই ভালবাসা তোমাকে পরিবেশে দৃঢ় ও সংহত ক'রে তোলে। এই যে তোমাদের এখানে মায়ের মন্দির আছে। সেখানে কি তোমরা পেচ্ছাপ কর, গাঁজা খাও? তা' কর না। তার মানে, তাঁকে তোমরা পূজা কর, ভালবাস। তাঁকে ভাল দেখাবে ব'লে decoration (রূপসজ্জা) কর। তাঁর কাছে প্রার্থনা করার সময় 'মা! অমুকের যেন চাকরী হয়, অমুকে যেন বিপদে না পড়ে' এরকম কওয়া ভাল না। কইতে হয়, 'মা! তুমি সুস্থ থাক, ভাল থাক। আমরা যেন তোমার সেবা করতে পারি।' জীবনের উদ্দেশ্যই হ'ল সব-কিছু স'য়ে ব'য়ে ইষ্টকে ভালবাসা। ইষ্ট মানেই হ'ল মঙ্গল। যাঁকে ভালবাসলে আমার সমস্ত চরিত্রে, সমস্ত আচরণে, সমস্ত কথায়, সমস্ত ব্যবহারে ঐ মঙ্গল ফুটে ওঠে, তিনিই তো আমার ইষ্ট। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়—ঠাকুর! আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না। তুমিই আমার সমস্ত সম্পত্তি। তোমাকে নিয়েই যেন আমি সারা-জীবন থাকতে পারি। আমার তো আর কিছু নেই ঠাকুর!

কথা বলার সাথে-সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখের অপরূপ পরিববর্ত্তন ঘটছিল। একটু থেমে দয়াল আবার বলতে আরম্ভ করলেন—মীরাবাঈ 'গিরিধারীলাল' ব'লে যে বেরোলো, তাতে সে India-র (ভারতের) অনেক portion (অংশ) রক্ষা করে দিল। তার মধ্যে আর বিধর্ম্মী ঢুকতে পারল না।

তারপর দিব্য ভাবগম্ভীর স্বরে বলছেন—তোমার অন্তরে একটু প্রীতির আগুন, ভালবাসার একটু স্ফুলিঙ্গ যদি থাকে, তাই দিয়ে তাঁকে একটু দেখ। দেখতে-দেখতে দেখবে, সেই স্ফুলিঙ্গ (হাত দুখানি প্রসারিত করে দেখাচ্ছেন) কী বিরাট আগুন হয়ে ছড়িয়ে গেছে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে ভাল চাওয়া আছে। মদ খাই, গাঁজা খাই, বেশ্যাবাড়ী যাই, যা'ই করি না কেন, চাই কিন্তু আমার যেন ভাল হয়। চুরি করতে গেলেও প্রণাম ক'রে যাই। বলি 'ঠাকুর! যেন ধরা না পড়ি।' তাহলে ঐ ঠাকুর, তাঁর একটু প্রেমের আগুন যদি লেগে যায় একবার, তাই দিয়ে আরম্ভ ক'রে দাও। দেখতে পাবে, আগুন কী বিরাট!

প্রশ্ন—কিন্তু সবার তো ইষ্টপ্রাণতা আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও soil (ভূমি) তোমার মধ্যে আছেই। যখন তুমি জন্মেছ তখন তা' আছেই। ঐ যে সিগারেট জ্বালাবার জন্য দেশলাইয়ের বদলে 'লাইটার' পাওয়া

যায়। দেখেছ তো ; স্যুইচ্ টিপলেই (আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন) কেমন আগুন জ্ব'লে যায়। ঐরকম আগুন তোমার ভেতরে আছেই। জ্বালিয়ে নিলেই হয়। তবে যারা passion-prominent (প্রবৃত্তি-প্রধান), প্রবৃত্তির 'পরে লোভ যাদের, তারা ঐ প্রেমের আগুন আর জ্বালাতে পারে না। দেখ, আমি হয়তো চুরি করি, ডাকাতি করি। আমার লোভ আছে, স্বার্থবুদ্ধি আছে। যাই থাকুক, যত খারাপ বুদ্ধিই আমার থাকুক, আমি আমার ঠাকুরের যাতে ভাল হয় তাই করব। ঐ determination (সংকল্প) হ'লেই চকমকি জ্ব'লে যায়। তখন তুমি দুনিয়ার মহাপাপী হও আর একটা ভূমিকম্প হও, তোমার ভেতরে চকমকি জ্ব'লে গেছে। ভাল থাকার নেশাটা তোমার soul-এর (আত্মার) ভেতর prominent (প্রধান) হ'য়েই আছে। সেটাকে ignore (অবহেলা) করলে কিন্তু আর ও আগুন জ্বালানো যায় না। ইষ্টের কাছে বলতে হয়, 'With all my faults I love thee' (আমার সমস্ত দোষ সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি)। মানে, with all my faults I shall do your good (আমার সমস্ত দোষ সত্ত্বেও আমি তোমার ভাল করব)। আর ওরকম হ'লে তোমার কথার ধরণই পালটে যাবে।

আলোচনা চলার সময় জ্ঞানদা (গোস্বামী), হাউজারম্যানদা ও আরো অনেকে এসে বসেছেন। এই সময় জ্ঞানদা ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা তুললেন। বললেন—'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে—' এই শ্লোকটার মধ্যে আছে নষ্ট ও ক্লীবের সাথে বিয়ে হ'লে মেয়েরা আবার অন্য পতি গ্রহণ করতে পারে। সেটা কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও অবস্থায় ceremony (অনুষ্ঠান) হয়েছে। কিন্তু দানই অসিদ্ধ। একজন মেয়েলোকের সাথে আর একজন মেয়েলোকের বিয়ে কি সিদ্ধ হয় ?

জ্ঞানদা—কিন্তু ঐসব মেয়ের যদি অন্য কোথাও যৌন-সংস্রব হ'য়ে যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে তো কাম সারা।

জ্ঞানদা—তার কি অন্য পতি হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। একটা মেয়ে যদি ঘরের থেকে বেরিয়েই যায়, তার আর তুমি করবে কী ?

জ্ঞানদা—কিন্তু কোন মেয়েকে যদি তার মা-বাপ ঐরকম একটা ছেলের সঙ্গে জোর ক'রে বিয়ে দেয়, আর তারপর তার ঐরকম অবস্থা হয়, সেখানে মেয়ের দোষ কী ? তাকে তো নেওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—তোমার ঘরে যদি একজন Typhoid-

carrier (টাইফয়েড রোগের বীজাণু-বাহক) এসে ভাত খায় তুমি কি মনে কর যে তোমার infection (রোগ-সংক্রমণ) হবে না ?

জ্ঞানদা—আগেকার দিনে তো বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। মেয়েরা দেবরকেও বিয়ে করত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা যেমন ঐ বালির বৌকে সুগ্রীব বিয়ে করল। বালি তো Aryan (আর্য্য) না। ওটা তোমাদের নীতি না। দেবরকে বিয়ে করার নীতি কারো কারো মধ্যে প্রচলিত ছিল।

এর পর অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা উঠল। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হজরত রসুল work (কাজ) করেছিলেন tribal area-র (আদিবাসী অঞ্চলের) মধ্যে। তারা নাকি কাঁচা মাংস খেত, মাকেও বিয়ে করত। কিন্তু Christ (খ্রীষ্ট) work (কাজ) করেছিলেন civil people-এর (সভ্য সমাজের) মধ্যে।

কাহারদের একটি ভাই বলল—মুসলমানরা বলে, বকরিদে পশু বলি না দিলে আল্লা তুষ্ট হন না।

দৃপ্ত তেজে বললেন দয়াল ঠাকুর—মিথ্যা কথা। তাহলে আর রসুল ওকথা লেখেন কী ক'রে—জীবের রক্তমাংস আল্লার দরবারে পৌঁছায় না ? তোমার ছেলেমেয়েকে বলি দিলে কি তোমার মা খুশি হয় ? আর, নিজের ছাওয়ালকে যে খায়, সে মা রাক্ষসী মা। ঐ যে শ্মশানকালী দেখিস্‌নি ? এইরকম—

ব'লে চোখমুখ ভয়ঙ্কর ক'রে, বড় ক'রে জিভ্ বের করে এক দারুণ চেহারা দেখালেন। তারপর আবার স্বাভাবিক হ'য়ে শান্ত স্বরে বলছেন—মা সবারই। একটা গরুরও মা, একটা ছাগলেরও মা, একটা হাতীরও মা, ঐ পোকাটারও মা।

ইতিমধ্যে তামাক সেজে এনে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নলটি হাতে নিলেন। ঘড়িতে দেখা গেল রাত প্রায় দশটা বাজে। এবার সকলে প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

১১ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ২৮।৮।১৯৫৯)

কিছুদিন ধরে স্থানীয় কাহার ও গোয়ালাপাড়ার ভাইয়েরা নিয়মিত সকালে-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসছে। আশ্রমে অশান্তির সৃষ্টি করেছিল যারা, তারাও এই সাথে আসছে, বসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সাথে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন। আশ্রমের ঐ গোলমাল-সংক্রান্ত মামলা দেওঘর কোর্ট থেকে বর্ত্তমানে দুমকা কোর্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। মামলার রায়ও শীঘ্রই বেরোবে ব'লে শোনা যাচ্ছে।

আজও ঐ সব ভাইয়েরা যথারীতি এসে বসেছে। কথাবার্ত্তা চলছে। একজন জিজ্ঞাসা করল—এ জগতে কি ভূত আছে ?

মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করলেন—আমিও ভূত, তুমিও ভূত। ভূত মানেই past (অতীত)। আর, মানুষ বাইরে যে ভূত দেখে, তা' হ'ল তার মনের ভূত।

প্রশ্ন—রামায়ণে আছে, শিবের বিয়েতে ভূতেরা বরযাত্রী ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি মহামঙ্গল, তাঁর বরযাত্রী ভূত হবে না তো হবে কেটা ? যা' হয়েছে সবই ভূত। তাঁর বরযাত্রী কে না ? সাপ, ব্যাং, পোকামাকড়, সবই তাঁর বরযাত্রী। সেইজন্য শিবের স্ত্রী হলেন মহামায়া, দশভুজা। তিনি আবার জগদ্ধাত্রী—জগৎকে ধরে আছেন। তাঁকে আশ্রয় করেই সৃষ্টি সম্ভব হ'য়ে ওঠে। একলা তো আর সৃষ্টি হয় না। তুমি আর তোমার বৌ মিলে হয়েছে তোমার ছেলে। এও সেইরকম।

প্রশ্ন—মহামায়া মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানে পরিমাপন। গাছটাকে গাছের মত ক'রে, পোকাটাকে পোকার মত ক'রে, বিচ্ছুটাকে বিচ্ছুর মত ক'রে, মানুষটাকে মানুষের মত ক'রে তিনি তৈরী করেছেন। দুনিয়ার সব-কিছুকেই পরিমাপিত করেছেন, তাই তিনি মহামায়া। দেখ, চোখ খুলে সব দেখা লাগবে।

প্রশ্ন—আমরা দেখতে গেলে তো আজকালকার বামুনরা বলবে, 'তোদের সর্ব্বনাশ হবে' এইরকম সব কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, তাহলে তিনি ঐরকম কথা বলতে পারেন। আর, বৈষ্ণব মানে যিনি—সব-কিছুর মধ্য-দিয়ে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাকেন। তাঁর পূজার নৈবেদ্য তাই থাকে যাতে লোকের ভাল হয়। ব্রাহ্মণকে মানবে তো বটেই। কিন্তু সে যদি খুন করতে কয়, চুরি করতে কয় তাহলে মানবে কেন ? সে তো ব্রহ্মদত্যি।

প্রশ্ন—ঐসব বামুন যা' বলে তা তো পতিতের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তোমরা পতিত হয়েছ ব'লে তারাও পতিত হ'য়ে গেছে। ব্রাহ্মণ যাদের উপর দাঁড়ায়ে আছে তারা যদি পড়ে, ব্রাহ্মণও প'ড়ে যাবে। সেইজন্য কই, তোমরা উপনিষদ্ পড়, শাস্ত্র, Science (বিজ্ঞান) পড়, মনুসংহিতা পড়। প'ড়ে জেনে, যদি কাজে কোথাও ভুল থাকে, সেটা বল। দেখো, তখন ঐ বামুনই তোমাকে কবে, 'বাবা, তুই বেঁচে থাক্। আমার ঐ জায়গায় ভুল হইছিল।'

অন্য একটি ভাই বলল—আপনি বেঁচে থাকলেই সবার বাঁচা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যদি কেউ বেঁচে না থাক, আর আমি বেঁচে থাকি, তাহলে সে-বাঁচা আমার বাঁচা হবে না।

প্রশ্ন—তাহলে এখন নিজ নিজ দায়িত্বে এই সব research (গবেষণা) করা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তুমি ওর দায়িত্ব নেবে, ও ওর দায়িত্ব নেবে। এইভাবে এগোবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কথা তো আমরা খতিয়ে দেখিনি। শিখেছি Bat, Cat, Hat, আর সাহেবের কাছে দু'টো ইংরাজী কথা ব'লে ধন্য হ'য়ে গেছি। এখন আগে নিজের সাহেবটাকে ঠিক কর।

১২ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৯।৮।১৯৫৯)

প্রাতে—হল্‌ঘরে। বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), হাউজারম্যানদা, শরৎদা (হালদার), অজয়দা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। প্রশ্ন করা হ'ল—বংশের কেউ মারা গেলে সে দেহ অন্য কাউকে ছুঁতে না দেবার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবে না এইজন্য, তোমার রক্তমাংস ব'য়েই সে বেঁচে ছিল। তার মধ্যে তোমার পূর্ব্বপুরুষও ছিল। তা'কে অন্য কাউকে touch (স্পর্শ) করতে দেব না। এটা out of respect (শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে)। আর, এতে তোমারও ঐ পূর্ব্বতন স্মৃতি জাগ্রত হ'য়ে উঠবে।

হাউজারম্যানদা সম্প্রতি পাটনায় অনুষ্ঠিত বলদেব সহায়ের শ্রাদ্ধবাসরে গিয়েছিলেন। সেখানকার কথা উল্লেখ করে বললেন—ওখানে দেখলাম সব চৌদ্দ সংখ্যা। চৌদ্দ প্রদীপ, চৌদ্দ ডালা, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা maximum (সব থেকে বেশী) ধ'রে নিয়েছে। বামুনের মধ্যে যেমন আছে, চৌদ্দ পুরুষের নাম তো স্মরণ করেই। তা' ছাড়া আর যারা যেখানে আছে সবাইকেই স্মরণ করে।

হাউজারম্যানদা—Christian-রা (খ্রীষ্টানরা) মরণের পরে Day of Judgement-এর কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Day of Judgement সবারই আছে। মুসলমানদেরও আছে রোজ কায়ামত। হিন্দুদের আছে গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া। তার মানে তুমি পুনরায় দেহ ধারণ কর। Judgement (বিচার) পেতে গেলে দেহ ধারণ করা ছাড়া তো তা' সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। তাই Day of Judgement (বিচারের দিন) মানে Day

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

of Resurrection (পুনরুত্থানের দিন)।

তারপর, মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্মলাভ সম্পর্কে দয়াল বললেন—যিনি চলে যান তাঁর স্মৃতি আমাদের মাথার মধ্যে থাকে। সেই স্মৃতি যার মধ্যে যেমন active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে, tuning (একসূত্রসঙ্গতি) পায় according to his characteristics (তার চরিত্রলক্ষণ অনুযায়ী), তখন লোকে বিশ্বাস করে 'his advent will occur there' (তার পুনরাগমন সেখানে সংঘটিত হবে)। একটা hope (আশা) এনে দেয়।

কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে এক অপার্থিব দ্যুতির ঝলক। ঐ ভাবে ক্ষণেক অবস্থান করে তিনি আবার ব'লে চললেন—যেই হোক, মৃতদেহ দেখলে পরেই respect (শ্রদ্ধা) করা, এটা Aryan (আর্য্য) রীতি। এখন আর সেরকম solemn (পবিত্র) ভাব দেখা যায় না। এখন we are turning into ghosts (আমরা সব ভূতুড়ে হ'য়ে যাচ্ছি)।

এরপর প্রেরিতপুরুষদের আগমন নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে বললেন পরম-দয়াল—শেষে যিনি আসেন তিনি ঐ পূর্ব্বতনদেরও গুরু। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'—কালের দ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন নন। আচ্ছা, আমার কি ইসলামের সাথে কোথাও clash (বিরোধ) আছে ?

বলা হ'ল, না, কোথাও বিরোধ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দ্যাখ্, আমি তাঁদের অবজ্ঞা করতে পারিই না। (দু'হাত জোড় ক'রে) তা' যদি আমি করি তাহলে আমি আমার পূর্ব্বতন নমস্যদের অবজ্ঞা করলাম। বরং পূর্ব্বতনদের আশীর্ব্বাদ যা'তে আমার মাথার 'পরে অঝোরে পড়ে, সেইতো ভাল।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর পিকদানী ধরতে বললেন। বিশুদা তাড়াতাড়ি পিকদানীটা তাঁর মুখের কাছে ধরলেন। মুখের পান ফেলতে ফেলতে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মুখে উপবিষ্ট কাহারপাড়ার প্যারী ভাইকে বললেন—প্যারী ! তুই গান গাইতে জানিস্ ?

প্যারী—হ্যাঁ বাবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আয় বাবা, এদিকে আয়। একটা গান কর্। মনে স্ফূর্ত্তি আছে। এই সময় একটা গান কর্। বলা হয় 'গানাৎ পরতরং নাস্তি'। তার মানে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ঐ 'The word was God' (শব্দই ছিল ব্রহ্ম)। হিন্দী আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারি না। বাংলা একখানা গা'।

কিন্তু বাংলা গান প্যারীরামের জানা ছিল না। তাই, সে একখানা হিন্দী বন্দনা গেয়ে শোনালো। গান শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিনটা ভাষা তোমাদের শেখা দরকার, ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা।

একজন বলল—সংস্কৃতটা বাদ প'ড়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কৃত তো আদি। ও বাদ দিলে কিছুই হবে না।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন—অন্ততঃ তিনটি জিনিস আমাদের সকলেরই অভ্যাস করা দরকার—আমরা সদ্ব্যবহার করব, চট্‌ব না, মিষ্টি কথা কব। এ আমাদের সকলেরই দরকার। বুদ্ধি দিয়ে কৌশল দিয়ে আমরা এগুলি করব। চট্‌ব না মানে যে আমি নিজেকে defend (রক্ষা) করার চেষ্টা করব না তা' নয়কো। কেউ যদি আমার উপর ক্ষুব্ধও হয় তাহলেও আমি সদ্ব্যবহার করব, চট্‌ব না, মিষ্টি কথা কব,—এমন কি শত্রুর সাথেও, কিন্তু with all alertness (সতর্ক হ'য়ে)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটি বাণী দিলেন। পরে সেই প্রসঙ্গে হাউজারম্যানদাকে বললেন—You should discern the will of good and go accordingly. This is the way to combat all the dangers. (তুমি মঙ্গলের বিধান নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করবে এবং সেই বিধানমত চলবে। সমস্ত বিপদকে প্রতিরোধ করার উপায় হ'ল এই।)

হাউজারম্যানদা—কিন্তু করতে গেলেই মেলা গোলমাল। অনেক ঠ'কতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন করলে করাটা হয় তাই করা লাগে। ঠ'কতে পারি বিশবার। কিন্তু একবারও যদি জিতি তাহলে এক ধাপ এগিয়ে গেলাম।

হাউজারম্যানদা চুপ ক'রে ভাবছিলেন।

পরে বললেন—সবই যেন মায়া। যা' হবার তাই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' হবার তাই হবে ব'লে তুমি চুপ ক'রে থেকো না। আবার, মায়া মানেও যা' measure (পরিমাপ) করে। যা' হবার তাই হবে, তা' না। আমি যা' চাই তাই হোক, এটাই আমার maxim of life (জীবনের নীতি)।

ভগবান যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে হাউজারম্যানদা বললেন—মানুষে বলে, This was meant to be (এটা হ'তই)।

বিস্মিত হ'য়ে ব্যথিতস্বরে বললেন দয়াল প্রভু—Meant to be (হ'তই)! আমি

মরবই ব'লে চুপ ক'রে ব'সে তো থাকিনে। ডাক্তার আনি, দেখাই, কত কী করি। Christ-এর (খ্রীষ্টের) জন্মের সাথে-সাথেই, জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গেই তিনি চেষ্টা করেছেন, কিসে মানুষের ভাল হবে। তার জন্য তিনি তিব্বতে গেলেন, কোথায় কোথায় গেলেন, কত কী ঘঁটিলেন।

ফাঁকে ফাঁকে অনেক ইংরাজী বাণী দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিতে সমাসীন। পশ্চিমের দিকে বিরাট সতরঞ্চি পাতা। সেখানে ব'সে আছেন সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য), অম্বিকাদা (দাস), অনিলদা (গাঙ্গুলী), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ। কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণের উপাধি দাস হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাস, তার মানে তারা সেবা দান করত।

অম্বিকাদা—সেবা করত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অম্বিকাদা আবার একটু difference (পার্থক্য) করল। সেবা দান করত মানে কিছু না নিয়ে। আর সেবা করত মানে বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিত।

শরৎদা—উড়িষ্যাতে অনেক ব্রাহ্মণের উপাধি 'দাস' দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি শর্ম্মাদাসও দেখেছি বোধ হয়।

১৩ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ৩০।৮।১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হল্‌ঘরে সমাসীন। সুশীলদা (বসু) চীনদেশের ধর্ম্মগুরু কনফুসিয়াসের গল্প করছিলেন। কথা শুনতে-শুনতে পরম দয়াল কনফুসিয়াস্-এর ছবি দেখতে চাইলেন। শরৎদার (হালদার) কাছে 'Religious leaders' নামক বইতে ঐ ছবি ছিল। আমি তাড়াতাড়ি যেয়ে বইখানি নিয়ে এলাম এবং ছবিটি বের ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালাম। দেখে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে দেখার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মণি চ্যাটার্জীদাকে ডাকতে বললেন।

মণিদা এলে তাকে বললেন,—এই ছবিখানা enlarge (বর্দ্ধিত) ক'রে বড় ক'রে আমাকে বাঁধিয়ে দে। আমার এখানে থাকবে।

মণিদা ঘাড় নেড়ে জানালেন যে তিনি শীঘ্রই ওটা ক'রে দেবেন। বেলা বাড়তেই ভক্তবৃন্দ একে একে এসে বসলেন। কাহারপাড়ার ভাইরাও এসেছে। তাদের লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—নিজেরা example (উদাহরণ) হওয়া লাগে। Example is betier than precept (উপদেশ দেবার চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল)।

প্রত্যেকটা বাড়ী propitious (শুভবাহী) ক'রে তুলতে হয়। সবাই যেন সব দিক দিয়ে well-equipped (সুসজ্জিত) হ'য়ে ওঠে। একমুঠো ভাতের অভাব যেন কেউ বোধ করতে না পারে। আর, তোমার এই আশ্রম-পরিবেশটা এমন ক'রে তোলা চাই, এর মধ্যে যখন তুমি ঢুকবে, মনে হয় যেন স্বর্গে ঢুকলে। Gate (ফটক) পার হ'য়ে ভিতরে আসামাত্রই যেন তুমি হ'য়ে পড়লে আলাদা মানুষ।

আজ কয়দিন চাল্‌তে সম্বন্ধে খুব আলোচনা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর দ্রব্যগুণের বই খুলে দেখতে বলেছেন। দেখা হয়েছে চাল্‌তের বহু গুণ। কাহারপাড়ার ভাইদের ঐ গুণগুলি ভাল ক'রে জেনে রাখতে বলছেন পরম দয়াল। তারপর ঐ প্রসঙ্গে বললেন—জীবনটাকে সুস্থ রাখতে সাধারণতঃ যেসব ফল প্রয়োজন হয় সেই সব ফলের গাছ অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা করে বাড়ীতে রাখা খুবই ভাল। ধর, তোমার বাড়ীতে একটা চাল্‌তে গাছ রাখলে। ঐরকম চাল্‌তে গাছ যদি প্রত্যেকটি বাড়ীতে লাগাতে পার তখন ঐ গাছের ফল দিয়ে তোমার পরিবেশে কত সাহায্য করতে পারবে। আবার ঐ সাথে তোমার ঠাকুরেরও পরিবেশন হবে। মানুষ ক'বে, ঠাকুর ওকে কইছিল। ও ঠাকুরের কথামত এইসব করেছে।

একটি ভাই বলল—আমাদের একটা night class-এর (নৈশ বিদ্যালয়ের) মতন করা দরকার, যেখানে এই সবকিছু শেখানো হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Night class (নৈশ বিদ্যালয়) ভালই। কিন্তু তার সাথে এই আড্ডা ভাল। যেমন আমার এখানে হয়। আমার এখানে class (বিদ্যালয়) নেই, কিন্তু সবসময়েই class (বিদ্যালয়) হচ্ছে। এই class-এ (বিদ্যালয়ে) প'ড়েই কতজন বি. এ., এম. এ. পাশ করে যাচ্ছে। আমার dictation (নির্দ্দেশ) নেয়, আর সেগুলি অনুশীলন করে। এই করতে করতেই মানুষ কত শিখে যাচ্ছে। প্রথমে interest (অন্তরাস) জন্মায়। Interest (অন্তরাস) মানুষকে active (ক্রিয়াশীল) ক'রে তোলে। আর হাতে-কলমে করার ভিতর দিয়েই মানুষের growth (সম্বৃদ্ধি) হয়। ঐ যে রবি ঠাকুরের কথা আছে—

"চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।
কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
'পেয়েছি আমার শেষ,

তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ' ।"

এই ভাব নেওয়া লাগে। এই ভাবের 'পরে interest (অন্তরাস) আসলে তা' মানুষকে active (সক্রিয়) ক'রে তোলে। আর, হাতেকলমে করার ভিতর দিয়ে যত মানুষের growth (বর্দ্ধনা) হবে, তত সে আস্তে-আস্তে হ'য়ে ওঠে ঐ কনফুসিয়াসের মত। আমি কই, তুমি সত্যের উপর দাঁড়াও। আর তোমার সেই সত্য সকল মিথ্যাকে অবলুপ্ত ক'রে চলুক। সেটাই হ'ল war of life (জীবন-সংগ্রাম)।

"নাই তার কাছে জীবন-মরণ
নাই নাই আর কিছু ॥"

দোবে, চৌধুরী, তোমাদের সবাইকে আমি কই, এগুলি তাড়াতাড়ি শিখে নাও। আস্তে-আস্তে শেখার সময় নেই।

একজন বলল—চৌধুরীর টান বেড়ে যাচ্ছে আপনার উপর। রোজ রাতে আপনাকে স্বপ্ন দেখে।

বড় মিষ্টি হেসে, হাত দু'খানি সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমারও যে কী হ'য়ে গেছে তা' কইতে পারি নে। আমারও কাম সারা। আমার এই কাম সারা হ'য়ে সবার জীবন লাভ করব। তোমাদেরও ঐ টানের ভিতর দিয়ে তোমরা সবার জীবন লাভ কর।

প্রভুর কণ্ঠস্বর সারা ঘরে যেন গম্‌গম্ করতে লাগল। চোখমুখ তাঁর অবর্ণনীয় দিব্য ছটায় উদ্ভাসিত। সেই ভাবাবেশ তথা রূপমাধুরী সবার অন্তরকে আলোড়িত ক'রে তুলছে।

তারপর একটু স্বাভাবিক হ'য়ে আবার বলছেন—ভালবাসার আঘাত বড় সাংঘাতিক। ওতে বড় কষ্ট। আমি তা' বুঝি। ধর, তুমি কাউকে প্রকৃতই ভালবাস। সে হয়তো তোমাকে তেমন ভালবাসে না। সে যদি কোনদিন betray (বিশ্বাস-ঘাতকতা) করে, তখন তোমার খুব লাগবে। তাই বলি, সত্যিকারের ভালবাসার মধ্যে কোন শঠতা বা প্রবঞ্চনা নেই।

আস্তে আস্তে স্নানের বেলা হ'য়ে এল। দয়াল এবার স্নানে উঠবেন। চৌকি থেকে নামতে-নামতে মণি চ্যাটার্জীদার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—কনফুসিয়াসের ছবিটা ভাল ক'রে বড় ক'রে দেওয়া চাই।

মণিদা—আজ্ঞে আমি ঠিক ক'রে দেব।

বাথরুমে যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীঠাকুর পূবদিকের দেওয়ালে হাত রেখে আঙ্গুলগুলি কয়েকবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করলেন। আঙ্গুলের জড়তা দূর করার জন্য ডাক্তারের নির্দ্দেশে আজকাল রোজই এমনটা করছেন।

১৪ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ৩১।৮।১৯৫৯)

দীর্ঘকালের উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি আজ চরম সীমায় উপস্থিত হ'তে চলেছে। বহুকাল চলতে-থাকা সৎসঙ্গের মামলার রায় আজ দুমকায় বেরোবে।

সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন। সকাল সাড়ে আটটার সময় আশ্রমের অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহ জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও অম্বিকাদা (দাস) এসে প্রণাম করলেন। তাঁরা এখন দুমকায় রওনা হবেন। সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে তিনি বললেন—পরমপিতার দয়ায় সবাই যদি released (মুক্ত) হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসেছিলেন। ন'টার পরে তিনিও দুমকায় যাবেন ব'লে প্রণাম ক'রে উঠলেন। তাঁর সাথে চুনীদা (রায়চৌধুরী), ভাটুদা (পণ্ডা), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেশ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। এখন তাঁর কাছে সেবা করার জন্য দু'একজন ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি কথাবার্ত্তাও বলছেন না। মাঝে মাঝে তামাক-পান চাইছেন। দেওয়া হচ্ছে।

সারা আশ্রমে একটা থমথমে ভাব। কোথাও কোন শব্দ বা চেঁচামেচি নেই। প্রাণপুরুষের উদ্বেগাকুল অবস্থা যেন স্পর্শ করেছে প্রতিটি গাছপালা, লতাপাতাকে। কুকুর-বিড়ালগুলিও বুঝি আজ ডাকাডাকি করতে ভুলে গেছে। প্রায় নিঃশব্দে সাংসারিক সমস্ত কাজ সেরে শ্রীশ্রীবড়মা এসে বসলেন দয়ালের চৌকির পাশে তাঁর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে।

এই সময় কালিদাস মজুমদারদা একটি দাদাকে নিয়ে এসে বললেন—ইনি আগরতলার এস. ডি. ও. দিল্লীতে গিয়েছিলেন একটা ইণ্টারভিউ দেবার জন্য। এখন আবার ফিরে যাচ্ছেন।

ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে বসলেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন—Absolute (শাশ্বত) বলতে কী বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব standard-এর (নির্দ্ধারিত বিধির) consummation (সামগ্রিক পূর্ণতা) যা' সেইটা হ'ল Absolute (শাশ্বত বা অখণ্ড)। আর standard (নির্দ্ধারিত বিধি) তাই that which is propitious to our existence (যা' আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে শুভবাহী)।

এরপর ঐ ভদ্রলোক চাকুরীক্ষেত্রে নানারকম অসুবিধার কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে আমাদের সময়ে যখন ইংরাজরা ছিল, তখন কাজে লোক নেবার সময় ওরা কয়েকটা criterion (মানদণ্ড) ঠিক ক'রে রেখেছিল। তারা family (পরিবার) দেখত। Efficient family (দক্ষ পরিবার) থেকে আসলে সে efficiently (দক্ষতার সঙ্গে) কাজ করতে পারবে। অন্যভাবেও দেখ। একটা race-horse-এর (রেসের ঘোড়ার) বাচ্চা যদি race-horse (রেসের ঘোড়া) দিয়ে হয়, তাহলে তার দাম হয় অনেক বেশী। মানুষের ব্যাপারেও তেমনি একই school-এর (সম্প্রদায়ের) মধ্যে compatible marriage (সদৃশ যোগ্য বিবাহ) যদি হয়, তাহলে সেখানে issue-গুলিও (সন্তান-সন্ততিও) ভাল হয়।

একটু পরে ওঁরা বিদায় নিলেন। এদিকে ধীরে-ধীরে বেলা বেড়ে ওঠে। আজ আর বেশী দেরী না ক'রে সাড়ে দশটার পরই উঠে পড়লেন শ্রীশ্রীঠাকুর। স্নানাহার সেরে হল্‌ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ বসলেন। তামাক সেবন করলেন। চুপচাপ সময় এগিয়ে চলেছে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলেন।

বেশীক্ষণ নয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উঠে পড়লেন। একবার পায়খানা সেরে এসে বসলেন বাইরের বারান্দায়। মুখমণ্ডলে তাঁর উদ্বেগের ছাপ। ডুমকার খবর পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা। একবার তামাক সেবন করে পান মুখে দিলেন। সময় যেন আর কাটতে চায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর এসেছেন টের পেয়ে শ্রীশ্রীবড়মা আস্তে-আস্তে এসে পাশে বসলেন। কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু হচ্ছে না।

বেলা দু'টার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার জানতে চাইছেন ডুমকা থেকে কোন খবর এল কিনা! দশ-বারো মিনিট পর পরই জিজ্ঞাসা করছেন। একবার বললেন—এখনও কোন খবর আসে না কেন? তাহলে কি খারাপ কিছু ঘট্‌ল নাকি!

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), ফোটাদা (পণ্ডা) কাছে ছিলেন। বললেন—খারাপ কিছু হ'লে এতক্ষণ জানা যেত। ওখানকার সবকিছু মিটিয়ে তারপর তো জানাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ফোটাদাকে)—তাহলেও তুই ফোন কর্। কী হ'ল!

এই সময় শ্রীশ্রীবড়মা দয়াল ঠাকুরের কাছে এগিয়ে এসে বললেন—যা' হবার হবে। তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? এরা তো কোন অন্যায় করেনি। অত ভয় কিসের?

তাঁর এই ভরসাভরা কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর আপাততঃ শান্ত হ'লেন। কিন্তু একটু পরই আবার জিজ্ঞাসা করছেন—কি রে, কোন ফোন্ এলো?

এইভাবে চলছে। তারপর বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটার সময় সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান হ'ল। ফোন বেজে উঠল। ফোটাদা দৌড়ে যেয়ে রিসিভার কানে তুলল। ডুমকা থেকে ফোন করছেন তারাদা (গুপ্ত)। বললেন—আমাদের সবাই বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে।

ফোটাদা ঐ কথাগুলি তাড়াতাড়ি এসে বলল শ্রীশ্রীঠাকুরকে। সংবাদের জন্য ফোনের কাছে বহুলোক অপেক্ষা করছিল। তারা সকলেই এসেছে ফোটাদার পিছন-পিছন। ফোনের বার্তা জেনে সবাই একসাথে 'জয়গুরু' ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করল। প্রত্যেকের মুখে হাসি।

ফুল্লচিত্তে, স্নেহঝরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'নাকি!' তারপর পশ্চাতে দণ্ডায়মান চৌধুরী, টেটুয়া, শিবুয়া, প্যারীরাম প্রভৃতি কাহারপাড়ার ভাইদের দেখিয়ে বললেন—ওরা খুব খেটেছে।

দেখতে-দেখতে মানুষের ভীড় উপচে পড়ল শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে। ভীড়ের মধ্যে শরৎদাকে (হালদার) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন—শরৎদা, আপনি ঐ দোবেকে পনেরটা টাকা এনে দেন।

বদ্রী দোবে সামনেই দাঁড়িয়েছিল। শরৎদা তাড়াতাড়ি পনের টাকা এনে দোবে-জীর হাতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে প্রণাম করেন। ও বামুন মানুষ।

শরৎদা ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দোবেজীকে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করলেন। শরৎদার ঐভাবে টাকা দেওয়া ও প্রণাম করা দেখে দোবেজী হকচকিয়ে গেছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে টাকা হাতে নিয়ে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—এই দোবে শোন্। ঐ টাকা দিয়ে তুই পাঁচজন বামুনকে খাওয়াবি। বুঝলি তো! সেইজন্য শরৎদা তোকে ঐ টাকা দিল।

দোবেজী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল 'আচ্ছা।' দোবেজীর এক মুখ ভরা দাড়িগোঁফ। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মামলার রায় না বেরোনো পর্য্যন্ত দাড়িগোঁফ কামাবে না। তাই এখন বলল—বাবা, বামুন খাওয়াবার আগে আমি দাড়িগোঁফ কামিয়ে চুল কেটে স্নান ক'রে আসব।

তার এই শুভ সংকল্প দেখে দয়াল ঠাকুর প্রীতিভরে স্মিতহাস্যে সম্মতি দিলেন। এরপর কাত হয়ে বালিশে মাথা দিতে-দিতে বললেন 'একটু শুই'। কিছুক্ষণ শুয়েই

'পায়খানায় যাব' ব'লে উঠে পড়লেন। সকলেই প্রণাম ক'রে বাইরের দিকে এলো।

বিকাল চারটা বাজতেই পূজ্যপাদ বড়দার গাড়ীখানি এসে ঢুকল ঠাকুর-বাংলার মধ্যে। পিছনে-পিছনে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) গাড়ী। বড়দার গাড়ীটির উপর অজস্র ফুল ও ফুলের মালা ছড়ানো। এই গাড়ীখানা যখনই রোহিণী রোডস্থ রেললাইন (বর্ত্তমানে যেখানে সৎসঙ্গ নগরের তোরণ অবস্থিত) অতিক্রম করেছে সেখান থেকেই স্থানীয় কাহাররা বাজনা বাজাতে-বাজাতে ও গাড়ীর আগে নাচতে-নাচতে আসছে। কেউ-কেউ মনের আনন্দে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মাঝে-মাঝে। যাই হোক, বড়দার গাড়ী ঠাকুর-বাংলোর তোরণ অতিক্রম ক'রে ভেতরে আসতেই আশ্রমবাসী ও আশ-পাশের স্থানীয় অসংখ্য নরনারীর বিরাট সমাবেশে ভ'রে গেল সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ। খুশির জোয়ার ব'য়ে চলেছে সবার মনে। অনেকের চোখে আনন্দাশ্রু।

পরমপূজ্যপাদ বড়দা ও কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীবড়মার চেয়ারের পাশে আগে থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা হাতলবিহীন ছোট চেয়ার আনিয়ে রেখেছিলেন। এখন ঐ চেয়ারখানায় বসতে আদেশ করলেন পূজ্যপাদ বড়দাকে। পূজ্যপাদ বড়দা সেখানেই বসলেন। চোখমুখ তাঁর ক্লান্ত।

সামনের মেঝেতে পাতা সতরঞ্চির উপরে বসেছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও অন্যান্য সকলে। কেষ্টদা ও চুনীদা কোর্টের সব ঘটনা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

ইতিমধ্যে বাইরে ঝিরঝির ক'রে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। বাইরের উঠানে যারা দাঁড়িয়েছিল, এখন তারা সব মাথা বাঁচাতে বারান্দায় এসে উঠছে। ফলে, বড় দালানের বারান্দায়, খড়ের ঘরে, শ্রীশ্রীবড়মার আবাসগৃহের বারান্দায়, কোথাও আর তিলধারণের জায়গা রইল না। উল্লাস-কলরবে সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত। সুদীর্ঘ উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার পর আজ প্রিয়পরমের প্রসাদসুন্দর শ্রীমুখ-সন্দর্শনে সবারই অন্তর যুগপৎ হর্ষ ও সোয়াস্তির রসে উদ্বেলিত।

এদিকে চুনীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন—বেশ একটা সাস্‌পেন্‌স্‌-এর মধ্যে-দিয়ে জজ্‌সাহেব ঘোষণা করলেন সবাই খালাস পেয়ে গেল। সে এমন একটা অবস্থা! বড়দা-সহ আমাদের নয়জন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। জাজ্‌মেণ্টের কাগজ হাতে নিয়ে জজ্‌সাহেব নিজের চেয়ারে ব'সে। দড়ি, হাতকড়া নিয়ে ওদিকে পুলিশরা দাঁড়িয়ে আছে। রায় বেরোলেই সবাইকে হাজতে নিয়ে যাবে। গোটা আদালতঘরই একে-বারে নিস্তব্ধ। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে জজ্‌সাহেব হঠাৎ ব'লে উঠলেন 'সবকোই কো রেহাই'। সব নিয়ে একটা দেখার মত দৃশ্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনছিলেন সব কথা। কথা শেষ হ'লে বড়দার দিকে তাকিয়ে বললেন—তা' যা, তোরা চান ক'রে কিছু খেয়ে-টেয়ে আয়।

বড়দা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। কেষ্টদাও গেলেন। ভীড় আস্তে-আস্তে ক'মে এল। একটু পরে সুশীলদার (বসু) গাড়ী এল। তাতে ছিলেন নগেনদা (দে), খগেনদা (তপাদার) ও আরো দু'একজন। ওঁরাও এসে প্রণাম ক'রে স্নানাহার সারতে গেলেন।

সন্ধ্যার পরে ঝম্‌ঝম্ ক'রে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে আবার এলেন পূজ্যপাদ বড়দা। তাঁর সাথে এসেছেন জ্ঞানদা (গোস্বামী), অম্বিকাদা (দাস) ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)। অন্য সকলকে সরিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর এঁদের সাথে প্রাইভেট্ কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

১৫ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১।৯।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হলঘরে উপবিষ্ট। ভক্তগণ এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। সবারই আজ খুশি-খুশি ভাব। দীর্ঘদিনের মামলার অবসান সমগ্র আশ্রমেই স্বস্তি এনে দিয়েছে।

পণ্ডিত মশাই (গিরিশদা) প্রণাম করতে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কি দিন ভাল আছে?

পঞ্জিকা দেখে পণ্ডিত মশাই বললেন—আজ তো অশ্লেষা। দিন শনিবারের আগে ভাল হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দান করা যায় তো?

পণ্ডিত মশাই—তা' চলে, দান করা চলে।

এই সময় চৌধুরী, শম্ভু ও শিবুয়া এসে প্রণাম করে বসল। চৌধুরীকে সস্নেহে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—চৌধুরী কি আমার মালী? তা' আমার মালীই তো হ'য়ে গিছিস্। (একটু পরে, দুজনকেই উদ্দেশ্য ক'রে) শোন, তোমাদের এই সংস্থা যেন আর ভাঙ্গে না। একবার যখন এক হ'য়ে গেল তখন কিছুতেই যেন আর না ভাঙ্গে। কেউ মারামারি করলেও যেন না ভাঙ্গে। তোমরা যদি একটু লক্ষ্য রাখ, তুমি, প্যারী-রাম আর দোবেজী সবার 'পরে দৃষ্টি রাখ তাহলেই হয়। ঘরে-ঘরে যেন রামায়ণ-মহাভারত পাঠ হয়, ভাল কথা কওয়া হয়, মদ-তাড়ি যেন আর কেউ না খায়।

শিবুয়া—(হাত জোড় ক'রে) বাবা, আমরা বড় অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি। বড় অন্যায় করেছি।

চৌধুরী—বাবা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের এই দল যেন আর না ভাঙ্গে। আমরা যেন আর অন্যায় না করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(শান্তকোমল স্বরে) পরমপিতার দয়ায়। তোরা খুব খেটেছিস্। কত দৌড়াদৌড়ি করলি। আমি আর কী করলাম, শুধু জায়গায় ব'সে আছি।

সকাল ৭-২২ মিনিট। ডেকলাল এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভূপেশদাকে (দত্ত) দুইখানা নতুন India Cycle (ইণ্ডিয়া সাইকেল) নিয়ে আগেই প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। ভূপেশদা দাঁড়িয়েছিলেন। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ-অনুযায়ী সাইকেল দুখানা ডেকলালের হাতে দিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে লম্বোদর ও সূর্য্যকে ডাকা হ'ল। ওরা এলে দয়াল ডেকলালের হাত দিয়ে ওদের এই সাইকেল দু'খানা এবং দুটি ক্যাভাল্রি রিস্ট্ ওয়াচ্ দেওয়ালেন। সব নিয়ে ওরা প্রণাম করল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর লম্বোদর ও সূর্য্যকে বললেন—যা, তোরা সাইকেলে ক'রে ঘুরে আয় একটু।

ঠাকুর-প্রাঙ্গণেই সাইকেলে উঠে ওরা ঘুরতে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে খগেনদা (তপাদার), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) এবং আরো অনেকে এসে পৌঁছেছেন। সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন দয়াল ঠাকুর—এবার কন্‌ফারেন্স যাতে খুব বড় ক'রে হয় তার ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হয়।

বদ্রী দোবে—বাবা! আমি আজ যেয়ে চাকরীতে resign (পদত্যাগ) ক'রে আসব। এসে আপনার কাজ করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। কিন্তু এই ক'টা দিন যাক। আজ অশ্লেষা, কাল মঘা, তার পরদিন অমাবস্যা, তার পরদিন ত্র্যহস্পর্শ। ভাল কাজে আসবি তো! ভাল দিনেই আসা ভাল। কাজ ছাড়লে তোর মনে কষ্ট হবে না তো?

দোবেজী—ও কাজ আমি আর করব না বাবা। ও ছাড়াতে আমার কোন দুঃখ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও কই। বামুন, বামুনের মত চলাই ভাল।

ডেকলাল—বাবা, উনি গঙ্গায় চান করতে যাবেন। একখানা জীপগাড়ী হ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো খগেন আছেই। খগেনকে বললেই হয়। গঙ্গাস্নানের পক্ষে অশ্লেষা, মঘা, এইসব ভাল দিন। কিন্তু তোর যে আজ বামুন খাওয়াবার কথা ছিল। বামুন খাওয়াবিনে?

দোবেজী—হাঁ বাবা, সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

এই সময় পরমেশ্বরদা (পাল) একটি মাকে নিয়ে এসে বললেন—এই মা বলছিলেন যে এখন বুড়ো হয়েছেন। আগের মত আর যাজন করতে পারেন না।

পরম দয়াল স্নেহভরা চোখে মধুর হাসি হাসছেন। তাঁর একখানা হাত আর একখানা হাতের উপরে রাখা আছে। বললেন—যাজন করতে-করতেই শক্তি আসবে।

পরমেশ্বরদা—উনি চোখেও এখন ভাল দেখতে পান না। সেইজন্য চক্রফটোতে ধ্যানও করতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনিতে যে-কোন ফটোতেই করলে হবে।

পরমেশ্বরদা—বয়স বাড়ার সাথে সাথে ওঁর নানারকম কুচিন্তা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আসুক। তোমার কাজ তুমি ক'রে যেও।

১৬ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ২।৯।১৯৫৯)

আজ সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে লোকজন বিশেষ নেই। সুশীলদা (বসু), হাউজারম্যানদা ও প্যারীদা (নন্দী) আছেন। তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—এতদিন যদি আমি পাঁচটা লোকও পেতাম তাহলে তাদের দিয়ে এমন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারতাম যে India-য় (ভারতে) আর কোন হানাদারের ঢোকার সাধ্য থাকত না। এই যে ইষ্টভৃতি যোগার্য্য, এ যে কত বড় জিনিস তা' ব'লে শেষ করা যায় না। ভারতের সর্ব্বত্র যদি এই ব্যবস্থা চালু হয় এবং সকলে ঠিকমত করে তাহলে দেশের আর কোন অসুবিধা থাকে না। এই হ'ল সাধারণ সময়ে। আর বিশেষ-বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তখনকার জন্য আলাদা রকমের প্রস্তুতি রাখা লাগে। তবে একথা ঠিক যে যাই কর আর তাই কর, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় arms and amunition (অস্ত্রশস্ত্র) দিয়ে নিজেদের defence-এর (আত্মরক্ষার) ব্যবস্থা বেশ জোরদার ক'রে রাখতেই হয়। আর তা' সব সময়ের জন্য।

এর পর হাউজারম্যানদা ও সুশীলদা উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাকু সেবন করলেন। তারপর আমি বললাম—মনুসংহিতায় আছে, বড় গাছকে ডান দিকে রেখে চলবে। আপনি যখন বাইরে যান তখন উঠানের ঐ সজ্‌নে গাছটি ডাইনে রেখেই যান। আবার ওখান দিয়ে ফেরার সময় ডাইনে রেখেই আসেন। এই ডাইনে রাখাটার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তাই নাকি? আমি জানি না। তবে কতকগুলি বিষয় একেবারে আমার ভিতরেই আছে। আর ওরকম ক'রে যাওয়ার মানে আমার মনে হয়, ডানদিকটা strong (শক্তিশালী) তো! আকস্মিক কোন বিপদ হ'লে

ডানদিক দিয়ে ঠেকানো যাবে।

আমি—আবার কোন কোন অপরাধের এমন-কি চুরিরও শাস্তি অঙ্গচ্ছেদন পর্য্যন্ত আছে। লঘু পাপে ঐরকম গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা কেন ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনকার যে অবস্থা! আর্য্যগণ প্রথম এদেশে এসেছে। তখন এদিকে আগের থেকে যারা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই চুরি করত। সে-অবস্থায় ওরকম দণ্ডের বিধান না করলে তো ওগুলিকে control-এ (সংযত ক'রে) রাখাই যেত না।

আমি—মনুসংহিতায় এরকম অনেক বিচিত্র ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায়, যেগুলির তাৎপর্য্য ঠিক বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একটা জিনিস ঠিক ক'রে নিয়েছি। মনুসংহিতার যত বিধান সবটারই লক্ষ্য একটাই—progeny (সন্তান ও বংশধারা) যাতে নষ্ট না হয়।

১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ৩।৯।১৯৫৯)

আজ বিকাল থেকে শ্রীশ্রীবড়মার ইচ্ছা-অনুযায়ী তাঁর ঘরের সম্মুখে নিয়মিত হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সুরু হ'ল। কীর্ত্তনদলটি এখান থেকে বেরিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে প্রথমে গেল পূজ্যপাদ বড়দার আবাসগৃহে। তারপর সেখান থেকে ওয়েস্ট-এণ্ড-হাউস্ ঘুরে আবার শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের সম্মুখে এসে তুমুল সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত চলল এই কীর্ত্তনানন্দ। তারপর পুরুষোত্তম-জয়ধ্বনি-সহকারে কীর্ত্তনের পরিসমাপ্তি করা হয়। ইতিমধ্যে কীর্ত্তন শ্রবণের উদ্দেশ্যে দাদারা ও মায়েরা অনেকেই সমবেত হয়েছেন প্রাঙ্গণে। ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড়ও নেহাৎ কম নয়। ভোগের জন্য বাতাসা আগেই আনা ছিল। এখন তা' লুটের মত ক'রে ছড়ানো হ'তে লাগল সবার মাঝে। ঐ বাতাসা কুড়াবার জন্য এখন প'ড়ে গেল মহাহুড়োহুড়ি। শ্রীশ্রীঠাকুর সতৃপ্ত নয়নে উপভোগ করছেন এই আনন্দমধুর দৃশ্য। কয়েকবার লুট ছড়াবার পরে শ্রীশ্রীবড়মা স্বয়ং স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করলেন সবাইকে। ভক্তিভরে প্রসাদ নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম ক'রে সকলে বাড়ী গেল। এখন রাত সাতটা।

১৮ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ৪।৯।১৯৫৯)

সন্ধ্যার পরে বেশ খানিকটা বর্ষা হ'য়ে গেল। প্রাঙ্গণের এদিকে-ওদিকে জল জমেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরেই আছেন। মশার উৎপাত বেড়েছে খুব। ঘরে ফ্যান্

জোরে চালানো সম্ভব না। কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর জোরে হাওয়া সহ্য করতে পারছেন না। সেইজন্য সন্ধ্যার পর থেকে অনবরত রুমাল বা তোয়ালে নেড়ে মশা তাড়াতেই হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের দু'পাশে দু'জন ও শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দু'জনকে আজকাল নিয়ত এই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

আজকাল নিয়মিত সন্ধ্যায় দেওঘরের বিশিষ্ট ব্যক্তি গৌরী ঠাকুর (পাণ্ডা) এসে বসছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। আজও এলেন। সামনে রাখা চেয়ারগুলির একটাতে বসলেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন এখানে যদি বড় ক'রে কন্‌ফারেন্স করি, কোন অসুবিধা হবে না তো?

গৌরীবাবু—না, আপনি করতে পারেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা লাঠি আনতে বললেন। লাঠি আনা হ'লে দুহাতে ধ'রে মাথায় ঠেকিয়ে গৌরীবাবুর হাতে দিলেন। গৌরীবাবুও মাথা নত ক'রে ভক্তিসহকারে দুহাত দিয়ে গ্রহণ করলেন তা'। রাত ৮-২০ মিনিট। আরো কিছু কথাবার্ত্তার পর গৌরীবাবু উঠে গেলেন।

১৯শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ৫। ৯। ১৯৫৯)

ভাদ্রমাসের শেষ দিক। দিন ক্রমশঃই ছোট হয়ে আসছে। সান্ধ্য-প্রণামের সময় এগিয়ে এসেছে। আজ প্রণাম হয়েছে সন্ধ্যা ৫-৫৫ মিনিটে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিখানাতে সমাসীন ছিলেন। ৬-৮ মিনিট হ'তে হল্-ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন।

ভক্তবৃন্দ আসছে, প্রণাম ক'রে যাচ্ছে। কেউ বা কাছে ব'সে দয়ালের সাথে কথা বলছে। সব নিয়ে একটা আনন্দময় পরিবেশ। হাউজারম্যানদা এসে ইংরাজী বাণীগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার যতগুলি dictation (বাণী) দেওয়া আছে, সবই কিন্তু আমার চোখে জেগে ওঠা, আমার দেখা। আর, theory-কে support (তত্ত্বকে সমর্থন) করে, এমন খুবই কম আছে।

রাত ৮-২০ মিনিট। অনিল গাঙ্গুলীদাকে কাছে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর হাতে একখানা লাঠি তুলে দিলেন এবং সযত্নে ও সাবধানে রাখতে আদেশ করলেন।

২১শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ৭। ৯। ১৯৫৯)

রাতে—হল্‌ঘরে। আজ সারাদিনই প্রায় থেকে থেকে বর্ষা পড়ছে। সান্ধ্য-

প্রণামের সময় থেকে অঝোরে বর্ষা নামল। প্রণামের পরে আর কেউ বেরিয়ে যেতে পারেনি।

যথারীতি ৬-৮ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠেছে। তাই আজ আর ঘরের ভিতরে পাখা চালানো হয়নি। বড় তোয়ালে নেড়ে নেড়ে মশা তাড়ানো চলছে। ঘরের ভিতরে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুধীরদা (চৌধুরী), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), নিখিলদা (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত। ননীমা তামাক সেজে এনে দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কী রাঁধ-বিনি রে?

ননীমা—একটা তরকারী করব। তবে আলুনি খাওয়া তো! ভাল লাগে না। (হাই প্রেসারের জন্য ননীমার আজকাল নুন খাওয়া বারণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলুনি খেতে-খেতে তোর মুখ ঠিক হ'য়ে যায়নি?

ননীমা—নাঃ। আজ রাতে ভাবছি রুটিই করব।

বলদেব সহায় (বিহারের এ্যাডভোকেট জেনারেল) কিছুদিন আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। হাউজারম্যানদা তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পাটনায় গিয়েছিলেন। গতকাল বলছিলেন—আমি রাতে স্বপ্ন দেখলাম, বলদেববাবুর বাড়ীর সবাই এখানে এসেছে।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন—**Memory weeps** (স্মৃতি কাঁদে)।

একটি মায়ের এ্যালাউন্সের টাকা বেড়েছে। তিনি এসে বলতে ঠাকুর বললেন—**Help** (সাহায্য) একটা **dangerous element to make man lame** (মানুষকে খোঁড়া করার বিপজ্জনক অস্ত্র)। তখন সে নিজে যা' পারত, তাও আর পারে না।

কিছু পরে কাহারপাড়ার ভাইদের সাথে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলছেন—তোমার ভাল না হ'লে আমার ভাল হয় না। আবার আমার ভাল না হলেও তোমার ভাল হয় না। এই হ'ল **practical philosophy** (বাস্তব দর্শন)।

হাউজারম্যানদা—**Christ** (খ্রীষ্ট) মানুষের ভাল করতে গিয়েই তো **crucified** (ক্রুশবিদ্ধ) হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—**Christ**-এর (খ্রীষ্টের) ভাল করা আর **common man**-এর (সাধারণ মানুষের) ভাল করা, এ দুইয়ের মধ্যে **gulf of difference** (দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান)। **Christ** (খ্রীষ্ট) ভাল করেন ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রতিপ্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিকভাবে। আর, ওরা ঐ ব্যক্তি বাদ দিয়ে **socialism** (সামাজিক উন্নয়ন) না কী কয়, তাই করে।

হাউজারম্যানদা—Christ-এর follower-দের (খ্রীষ্টের অনুসরণকারীদের) মধ্যে বেশী গোলমাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Follow (অনুসরণ) না ক'রে কি follower (অনুসরণকারী) হওয়া যায়? (একটু পরে বললেন) Prophet-দের (প্রেরিতদের) একটা রকম এই যে তাঁরা কখনও বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে দেন না।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, এই animal sacrifice-টা (পশুবলিটা) কখন থেকে আস্‌ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা—আমার মনে হয়—Dravidian-দের (দ্রাবিড়দের) থেকে এসেছে। সেখান থেকে ড্রুইড্‌স্‌দের কাছে গেল। ঐ ড্রুইড্‌স্‌ আর দ্রাবিড় কিন্তু একই।

ইতিমধ্যে সরোজিনীমাকে সামনের বারান্দায় দরজার কাছে দেখা গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন—এই, আজ তুই আঙ্গুল টেনে দিলিনে?

সরোজিনীমা 'এই দিচ্ছি' ব'লে এগিয়ে এসে দয়াল ঠাকুরের হাতের আঙ্গুলগুলি টেনে টেনে ফুটিয়ে দিতে লাগলেন। সমস্ত আঙ্গুল টানা হ'য়ে গেলে একপাশে স'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডান হাতখানি মাথার নীচে দিয়ে কাত হলেন। তারপর বললেন—বড় খোকা চলে গেছে?

বিশুদা—আজ্ঞে হ্যাঁ, গেছেন।

২২শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ৮।৯।১৯৫৯)

ইদানীং শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ইংরাজী বাণী দিচ্ছেন। হাউজারম্যানদা সেগুলি আলাদাভাবে সাজিয়ে লিখে রাখছেন। পরে বই আকারে প্রকাশ করা হবে। সেই প্রসঙ্গে রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—তোদের ঐ বইখানা যদি বেরোয়, ওর মধ্যে সব দেওয়া আছে। Society (সমাজ), law (আইন), state (রাষ্ট্র), administration (শাসন-ব্যবস্থা), সব religiously adjusted (ধর্ম্মানুগভাবে বিনায়িত) করা আছে।

আজ সারাদিনভরই দুর্য্যোগ। খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে। সাথে জোর হাওয়া চলেছে। এখন সন্ধ্যা সাতটা। হাওয়াটা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। তাই, হলঘরের দক্ষিণের দরজাগুলি সব বন্ধ করা আছে। ঘরের ভিতরটায় ঠাণ্ডা বোধ হ'চ্ছে না। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বললেন—জামা খুলব নাকি?

তারপর বলছেন—আবার ভয় করে, খুললে টক্‌ ক'রে ঠাণ্ডা লেগে যায় নাকি?

পাবনায় অনেকবার দেখেছি, হঠাৎ জামা খুললেই টক্ ক'রে ধ'রে ফেলত। দেখে দেখে এখন আর খুলতে সাহস হয় না।

পণ্ডিত মিশ্রজী ব'লে এক ভদ্রলোক কিছুদিন যাবৎ এখানে আছেন জগদীশনারায়ণ শ্রীবাস্তবদার কাছে। তিনি এখন বললেন—আজ দুপুরে আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমার বাবা আমাকে এখানে দীক্ষা নিতে বলছেন। বলছেন, যজন-যাজন নিয়ে আমি যেন দেশে বেরিয়ে পড়ি।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—খুব ভাল। কপাল খুব ভাল। পিতার আশীর্ব্বাদ! খুব ভাল। আশীর্ব্বাদ মানেই অনুশাসনবাদ। ঐ কাম করা লাগে আর মানুষ জোটানো লাগে। বড় বড় লোক, ছোট ছোট লোক, এমন সব মানুষ, যারা, আমরা যেসব disaster (বিপর্য্যয়) দেশে এনেছি সেগুলি একেবারে wipe out ক'রে ফেলতে (মুছে ফেলতে) পারে। আর সাথে-সাথে বাংলাটা শিখে নিলে হয়। আমি শালা মুখ্যু। আমার আর কিছু হয় না। কত লোকে এমনিই কত কী শিখে গেল!

ভোলানাথদা (সরকার)—মিশ্রজী বাংলা শিখতে চেষ্টা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম করা লাগে। একজন হিন্দীতে কিছু বল্ল, আর মিশ্রজী তার উত্তর দেবেন বাংলায়। এরকম করতে করতেই ঠিক হ'য়ে যাবে। হিন্দী আর বাংলা বুঝতে অসুবিধা হয় না। শুধু কানটা আর জিভটা trained (অভ্যস্ত) করা লাগে। ও কিছু না। Tongue (উচ্চারণ)-টাই কেবল আলাদা। কথা কইতে হয়। বাংলা শিখে নিলে আমার বইগুলো পড়া যাবে। এগুলি আমার নিজের কথা তো! আর তা' হলে পরে এই বইগুলি হিন্দীতে translation-ও (অনুবাদও) করা যাবে।

কথা শুনে মিশ্রজী খুব খুশি হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। ভোলানাথদাও উঠলেন।

আগামী শুক্রবার তালনবমী, পরম দয়ালের জন্মতিথি। ঐ উপলক্ষে কাজলদার আসার কথা আছে কলকাতা থেকে। কিন্তু রাণীমা (সুশীলদার স্ত্রী) কাজলদার ঘরের মেঝেতে আছেন আজ ক'দিন। তাঁর শরীর অসুস্থ। তাই, রাণীমাকে এখন কোথায় রাখা হবে, জানতে চাইলেন কালিদাসীমা। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দালানের পূবদিকে যে ছোট ঘর করা হয়েছে, ওখানে রাখলে হয়।

এরপর সুধীরদা (চৌধুরী) মিশ্রজীর স্বপ্ন দেখার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—ওঁর বাবা তো অনেকদিন মারা গেছেন। তাঁর স্বপ্ন উনি ঐভাবে দেখলেন কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ওর মাথার ঐ জায়গাটা excited (উদ্দীপিত) হ'য়ে উঠেছে। বাবার চিন্তা তার মাথায় আছে তো! Off (দূর) হ'য়ে তো যায়নি।

হাউজারম্যানদা—আপনি ওকে বললেন, তোর কপাল খুব ভাল। ভাল কিজন্য হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে তার higher centre-গুলি excited (উচ্চ চিন্তাকেন্দ্রগুলি উদ্দীপিত) হ'য়ে উঠল। কারো যদি ঐ জায়গা ঠিকমত excited (উদ্দীপিত) থাকে, তাহলে সে whole India-কেও (গোটা ভারতবর্ষকেও) কাবেজ ক'রে ফেলতে পারে।

এই সময়ে পরমপূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

বড়দা—ঐ মুকুলের ঘরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় বৌ ব'লে কাল আবার প'ড়ে গিয়েছিল। (চিন্তান্বিত স্বরে) বড় মুশকিল হ'ল। কখন কোথায় প'ড়ে যায়! আরো একবার প'ড়ে গিয়েছিল। তোর মাকে কী ওষুধ দেবে?

'দেখি'—ব'লে বড়দা উঠে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের দিকে। তারপর আবার স্বপ্ন দেখা সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

চিন্তা-চলন উন্মুখতায়
গুপ্ত বিরোধ যা'র মনে,
দৈন্যভরা উল্‌টো স্বপন
প্রায়ই ওঠে সেইখানে।

তারপর বললেন—এটা কেমন? যেমন, কেউ হয়তো ডাকছে, (হাত জোড় ক'রে ঊর্দ্ধদিকে তাকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে) বাবা বৈদ্যনাথ! তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই। আবার মনে মনে ভাবছে, (চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে দেখাচ্ছেন.) কালী আবার না চটে। আমার বংশে সব শাক্ত। আমি করছি শিবের আরাধনা! মনের এইরকম দোদুল্যমান অবস্থায় একদিন হয়তো স্বপন দেখল, কালী এসে তার বিরাট অস্ত্র নিয়ে বলছে (ত্রিশূল দিয়ে বধ করার ভঙ্গিমায়), 'আমি তোকে বধ করব'। তার মানে, সে ঐ কালী না। কালরূপী স্বপ্ন তার কাছে এসেছে। আবার, তোমাকে হয়তো কেউ ক'য়ে গেছে, অমুকের সাথে মিশো না, ও খারাপ লোক। অথবা, তার সাথে তোমার আগে হয়তো কোন সময় বিরোধ ছিল। তারপর তুমি স্বপন দেখলে, একটা ছেলে বা একটা মেয়ে এসে তোমাকে ব'লে যাচ্ছে, ওর সাথে

মিশো না, খারাপ হবে। তার মানে, তোমার মনের ভিতরে সেই লোকটার সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ ধারণা ছিল তাইই ফুটে উঠল 'সাইকোগ্রাফির' মত।

এরপর প্যারীরামকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—প্যারী! চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি পড়ছিস্?

প্যারীরাম—হাঁ বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিবু! বাংলা লিখতে পারিস্নে?

শিবুয়া—একটু একটু পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে শিখে নিবি। বাংলা পড়া, লেখা এমনভাবে শিখবি যেন বক্তৃতা দিতে পারিস্। আমাদের সকলেরই fit (যোগ্য) হওয়া লাগবে। সমস্ত কাগজে যেন ভাল ভাল article (রচনা) লিখতে পারিস্ এমন হ'য়ে উঠবি।

কথায় কথায় রাত হয়। প্রায় আটটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—বৃন্দ মানে কী? আমি অভিধান দেখে এসে বললাম—বৃণ্ ধাতু থেকে বৃন্দ শব্দটি হয়েছে, মানে 'প্রীণন'।

এক গাল হেসে পরম দয়াল বললেন—ঐ। সেইজন্য বৃন্দাবন মানে প্রীতির বন।

তারপর সুমধুর স্বরে হাত দু'খানি নেড়ে প্রাণমাতানো ভঙ্গীতে বলছেন—তাই বলা আছে 'বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'। আর একটা কী—তত্র তিষ্ঠামি নারদ?

আমি—নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে—

এই পর্য্যন্ত বলতেই দয়াল প্রভু মধুর হাসিতে যেন দশদিক আলোকিত ক'রে গেয়ে উঠলেন—হ্যাঁ,—

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥'

নারদকে বলছেন শ্রীভগবান।

তারপর আবার সুর ক'রে এই শ্লোকটি ঐভাবে আবৃত্তি করলেন। ননীমা তাঁর হাতে এখন একটি পান দিলেন। পানটি মুখে ফেলে সুশীলদাকে (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন—কই, ওরা এখনও আসে না কেন?

সম্প্রতি মিটে যাওয়া মামলার রায়ের নকল আজ দুমকায় পাওয়ার কথা। কেষ্টদা (সাউ) সেই judgement-এর copy (রায়ের নকল) আনতে দুমকায় গেছেন। সুশীলদা উঠে বাইরের দিকে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন—গাড়ী এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও এসেছে?

বিশুদা—হ্যাঁ, হাতে একটা কী আছে।

তাই শুনে লীলাময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীরাম, শিবুয়া, চৌধুরী, এদের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সহাস্যে সুর ক'রে ব'লে উঠলেন—আমি তার বাঁশী শুনেছি, এখনও গাড়ী দেখিনি।

তাঁর বলার রকমে সারা ঘরে হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। রাত আটটা বাজতে কেষ্টদা judgement-এর (রায়ের) নকল হাতে ক'রে ঘরে ঢুকলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আনন্দ প্রকাশ ক'রে তারপর বললেন—তাহলে কাল বাইরে যেতে পারি ?

'হ্যাঁ' বলা হ'ল। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, judgement-টা (রায়টা) না-আসা পর্য্যন্ত ঘরের বাইরে যাবেন না। সেই প্রসঙ্গেই বাইরে যাওয়ার কথা বললেন। দুমকা থেকে judgement (রায়) আনার সব কাহিনী কেষ্টদা গল্প ক'রে শোনাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে পৌঁছালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে judgement-এর (রায়ের) কিছু কিছু অংশ জ্ঞানদা তাঁকে পড়িয়ে শোনাচ্ছেন।

জ্ঞানদা পড়ছিলেন—Judgement-টা (রায়টা) হয়েছে দুমকার সেকেণ্ড এডিশন্যাল সেসন্স্ জজ্ শ্রী জে, নারায়ণের কোর্টে। এটা হ'ল ১৯৫৯ সালের ৪৯ নং সেসন্স্ কেস্। এর ১৯ নং অনুচ্ছেদে জজ্ সাহেব লিখছেন—There is no eye witness to say that such a medicine was administered which made Jugeshwar unconscious, that cloths were piled upon him and after sprinkling kerosene oil upon it his body was burnt.........They could have easily injected or administered such a medicine that Jugeshwar would have died and there would have been no necessity to encounter these situations. (যজ্ঞেশ্বরকে যে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান ক'রে, তার শরীরের উপর কাপড়-চোপড় দিয়ে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, এর কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই।......তারা ইচ্ছা করলে অনায়াসেই একটা ওষুধ দিয়ে যজ্ঞেশ্বরকে মেরে ফেলতে পারত এবং এই ধরণের একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কোন দরকারই ছিল না)। তারপর যারা যজ্ঞেশ্বরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ব'লে সংবাদ দিয়েছিল পুলিশকে, তাদের সম্বন্ধে জজসাহেব ৩৮ প্যারায় লিখছেন,—They have not been actuated by any feelings of social reform but by a motive to blackmail and swindle a religious institution (তারা একাজ করেছে সমাজ-সংস্কার করার শুভ-বুদ্ধিতে নয়, বরং একটি ধর্ম্মসংঘকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় ও প্রতারণা করার জন্য)।

আবার ৪২ নং প্যারায় আছে—……The informant of this case……is known as a court bird (এই ঘটনার সেই সংবাদদাতা একজন কোর্ট-দাগী ব'লে পরিচিত)। তারপর ৪৩ নং প্যারায় সাক্ষীদের সম্বন্ধে জজসাহেব লিখছেন—In his reply, the witness (Panchu Napit) has said that none of these persons (Bodi, Peary, Tentu, Sheo Prasad) knew as to the cause of Jugeshwar's death. He further said that Peary, Body, Tentu, Sheo Prasad and Shambhu were conferring amongst themselves to hatch out a plan to implicate Khagen, Nagen and Amarendra in Jugeshwar's murder to extract money from them. This was being done under the peepal tree near the S. D. O.'s court. (পচু নাপিত সাক্ষ্য দেবার সময় বলেছে যে বোদি, প্যারী, টেঁটু এবং শিউপ্রসাদ যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যুর কারণ জানতই না। সে আরো বলে যে যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে খগেন, নগেন ও অমরেন্দ্রকে এক ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য প্যারী, বোদি, টেঁটু, শিউপ্রসাদ ও শম্ভু নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে। আর এটা হয় এস. ডি. ও-র কোর্টের কাছে অশথ-গাছতলাটার নীচে)।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর গায়ের জামাটি খুলে ফেলেছেন। জোরালো বৈদ্যুতিক আলো প'ড়ে তাঁর স্বর্ণতনু ঝক্‌ঝক্ করছে। বাম হাতখানি মনোরমভাবে রেখেছেন বুকের ওপর। সাগ্রহে শুনছেন জ্ঞানদার পড়া।

আবার কয়েক পাতা উল্‌টে জ্ঞানদা পড়ছেন—There are suspicious circumstances throwing considerable doubt that Jugeshwar met a natural death (যজ্ঞেশ্বরের যে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়েছিল তা' মনে করার যথেষ্ট কারন আছে)।……The witnesses, however, are such, not one or two but a host of them, that neither the prosecution feels safe in their hands nor the defence.

……It was out of sordid motive that they conspired to launch and pursue this case. The kind of evidence that has been led on its very face cannot be accepted. (সাক্ষীরা একজন বা দু'জন নয়; তারা একটি দল। তাদের হাতে বাদী বা প্রতিবাদী কোন দিকেরই নিরাপত্তা পাওয়া যায় না। ……হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা ষড়যন্ত্র ক'রে এই মামলা স্থরু করে এবং চালাতে থাকে। এ ব্যাপারে যে ধরণের সব সাক্ষীসাবুদ হাজির করা হয়েছে তা'

গ্রহণযোগ্য নয়)। তারপর সবশেষে ৪৯ নং প্যারা হ'ল—I would therefore acquit the accused persons and set them at liberty. They are, accordingly, discharged from their respective bail bonds. (সুতরাং আমি অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বেকসুর খালাস ক'রে দিচ্ছি। তারা তাদের নিজ নিজ জামিনসংক্রান্ত সবরকম অভিযোগ হ'তে মুক্ত হ'ল)।

পড়া শেষ হবার পর আরো দু'চার কথার পর জ্ঞানদা ও কেষ্টদা বিদায় নিলেন। গৌরী ঠাকুর একটু আগে এসেছিলেন। তিনিও উঠলেন এখন। শ্রীশ্রীঠাকুর গৌরী-বাবুকে বলছিলেন—আমাকে কলকাতার দিকে একখানা বাড়ী দেখে দেন। কয়েক-দিনের জন্য একটু ঘুরে আসি।

গৌরীবাবু চেষ্টা করবেন ব'লে বিদায় গ্রহণ করলেন। ওঁরা চ'লে যাওয়ার পর দয়াল ঠাকুর উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বড় মিষ্টি হাসছেন। দক্ষিণ জানু উঁচু ক'রে এবং বাম জানু বিছানার উপর পেতে অপরূপ ভঙ্গীতে বসেছেন। বাম চরণের উপর দক্ষিণ করপল্লবখানি রেখে আবার সুন্দর ক'রে গেয়ে উঠলেন—'আমি তার বাঁশী শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।'

তারপর প্যারীরামের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্যারী গান জানে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প'ড়ে ফেল লক্ষি! তারপর ঐসব গান আরম্ভ কর। আমার গলা নেই। তবুও আমার এ গান গাইতে ইচ্ছা করে।

রাত সাড়ে আটটার পরে কাহারপাড়ার ভাইরা প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। ওদের মধ্যে কয়েকজন দীক্ষা নিতে চাইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদার (চক্রবর্ত্তী) কাছে ওদের দীক্ষা নিতে বললেন।

রাত প্রায় নয়টা বাজে। ঘরের মধ্যে সুধাপাণিমা, সরোজিনীমা, বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), সেবাদি প্রমুখ কয়েকজন আছেন। এই সময় সামনের দরজা দিয়ে হেলতে-দুলতে ঢুকলেন কালীষষ্ঠীমা। তাঁকে দেখে লীলাময় প্রভু প্রথমে চমকে ওঠার ভাণ করলেন। তারপর সারা আননে তথা নয়নকোণে তীব্র আকুলতা বিস্তার করে, শ্রীহস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে প্রসারিত করে, রঙ্গভরে ব'লে উঠলেন—এসো, এসো, হে নন্দনকাননবাসিনী উন্নতযৌবনা সুন্দরী রূপসী উর্ব্বশী! না কি! (ব'লে আমার দিকে চাইলেন)।

কালীষষ্ঠীমা আনন্দে গদ্‌গদ হ'য়ে দয়ালের সামনে এসে বসলেন। দয়াল এবার উর্ব্বশী-শব্দের মানে দেখতে বললেন। অভিধান দেখে বললাম—উরু মানে মহৎ, আর বশ্‌-ধাতু মানে বশ করা। উর্ব্বশী মানে মহৎকে যিনি বশ করেন।

শুনে দয়াল বললেন—Intellectual pride (বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার) যদি থাকে তাহলে সে-মানুষ উর্ব্বশীর কাছে বশ হয়। অর্জ্জুনের তা' ছিল না। তাই উর্ব্বশী তাকে বশ করতে পারেনি। যারা উর্ব্বশীর কাছে বশ না হয়, তারা খুব high calibre-এর (উঁচুদরের) লোক।

এই সময় নিখিলদা (ঘোষ) আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়িয়ে শোনাতে থাকলেন। বাইরে সমানে চলেছে পাগলা হাওয়া ও অঝোরে বৃষ্টির মাতামাতি। আরো কিছু পরে ভোগের সময় হওয়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পড়লেন।

২৩শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ৯।৯।১৯৫৯)

আজ সকালে বেশ ঠাণ্ডা ভাব। আকাশ একটু পরিষ্কার হ'তেই আবার মেঘ ঘনিয়ে আসছে। এইভাবে চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), অজয়দা (গাঙ্গুলী), সুধীরদা (চৌধুরী), হাউজারম্যানদা, প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েরা কখনও 'নেই' কয় না। ঘরে চা'ল না থাকলেও গিন্নী-বান্নীরা কয়, চা'ল বাড়ন্ত। এই যে পণ্ডিত ছোটবেলায় ফ্যান খেয়ে মানুষ হয়েছে। কিন্তু ওর মা'দের মুখে কখনও 'নেই নেই' কথা শুনিনি। সুধার মুখেও শুনিনি। আর পণ্ডিতের মা'র তো কথাই নেই। এখনও ওরা রাজা হলেও ভিক্ষুক।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে বললেন—এখানে নানারকম মেশিন তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হয়। যেমন, ছোট ছোট মোটর, প্রেস, টাইপ-রাইটার ইত্যাদি জিনিস বানাবার চেষ্টা করা লাগে।

অজয়দা—সবই করা যায়। কিন্তু যন্ত্রপাতি এখানে ভাল না পাওয়ার জন্য দরকার হ'লেই কলকাতায় ছুটতে হয়।

আজ বিকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর শরীরটা খারাপ বোধ করছেন। মাথা ভার, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। সন্ধ্যার পর বালিশে হাতের উপর মাথা রেখে আধশোওয়া অবস্থায় কাত হ'লেন। ভক্তবৃন্দ অনেকেই উপস্থিত। পরম দয়াল তাঁর করুণাঘন নেত্রসুধাপাতে সকলকে ধন্য ক'রছেন। মাঝে-মাঝে কেমন যেন আনমনা হ'য়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ জ্ঞানদার (গোস্বামী) দিকে তাকিয়ে স্বরু ক'রে গেয়ে উঠলেন—

'ছাড়ি যদি দাগাবাজী
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি।'

দাগাবাজী আর আমাদের গেল না।

তারপর একটু নীরব থেকে বড় করুণ ও শ্রান্ত স্বরে ব'লে উঠলেন—আমি আর আমাকে নিয়ে পারি নে।

ঘরের মধ্যে অনেক লোক থাকা সত্ত্বেও এক শান্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিছুক্ষণ পরে অঙ্ক কষা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের সময়ে ঐ যে যাদব চক্রবর্ত্তীর পাটিগণিত বই ছিল, ওতে অনেকখানি clue (তুক) পাই-ছিলাম। কিন্তু সব ভাল ক'রে বুঝতাম না। আবার task (অঙ্কের কাজ) ক'রে না নিয়ে গেলে মার খেতে হ'ত। বড় খোকাও আমাকে decimal-এর (দশমিকের) কথা কতবার ব'লে দেছে। কিন্তু ঐ যে ছোটবেলায় স্কুলে মার খেয়ে আমার কাম সারা হ'য়ে গেছে। আর হ'ল না।

এই সময় পরমপূজ্যপাদ বড়দা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সর্, বড় খোকার সাথে প্রাইভেট কথা কই।

সবাই প্রণাম ক'রে বাইরে চ'লে এলেন।

২৪শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১০। ৯। ১৯৫৯)

আজ সকালে পরম দয়াল হল্‌ঘরের ভিতরেই আছেন। জ্ঞানদা (গোস্বামী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদা (গোস্বামী) ও আরো অনেকে উপস্থিত। আগ্রহাকুল নয়নে সকলে নিরীক্ষণ করছেন পরমপিতার অপার্থিব রূপরাশি। দেখে দেখে চোখের তৃষ্ণা যেন মেটে না। তিনি যে প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব রূপে সুন্দর।

সাময়িক নীরবতার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমার সব সময় যেন মনে হয় আমি কিচ্ছু জানি না। আমার মুখের চেহারাও বোধ হয় ঐরকম বেকুব বেকুব, helpless (অসহায়) না ?

জ্ঞানদাকেই এ প্রশ্ন। জ্ঞানদা এর মুখের দিকে তার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ব'লে উঠলেন—এর কী উত্তর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমার আগেও মনে হ'ত, এখনও মনে হয়, আমি পরমপিতার youngest son (সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান)।

সকালেই কলকাতার বাড়ীতে ফোন ক'রে সকলের স্বাস্থ্যের খবর ও অন্যান্য সংবাদ

নিয়েছেন পূজ্যপাদ বড়দা। এখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে এসে সব সংবাদ নিবেদন করলেন। নিবেদন ক'রে বসলেন। কিন্তু তক্ষুণি আবার ফোন আসায় উঠে গেলেন।

এই সময়ে হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাণীগুলির মধ্যে prophet-এর (প্রেরিতপুরুষের) personality (ব্যক্তিত্ব) আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাণীগুলি হচ্ছে verbal drawing of His personality (তাঁর ব্যক্তিসত্তার আক্ষরিক চিত্রাঙ্কন)।

একটু পরে আবার বললেন—No personality is His personality (তাঁর সত্তা কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ নয়)।

আজকের ডাকে একখানা চিঠি এসে পৌঁছেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে। বিকালে চিঠিখানি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়িয়ে শোনানো হ'ল। চিঠিটি নিম্নরূপ—

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল শ্রীচরণে—

হিংসা, দ্বেষ, দুঃখ, কষ্ট, অভাব অনটন-লাঞ্ছিত মানুষকে আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত, অনুভূতিশীল ক'রে তুলবার যে সুমহান ব্রতে ব্রতী হইয়া দম্ভদীপ্ত জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের মাঝে, যা'র বিষাক্ত নিঃশ্বাসে চারিদিক কলুষিত তার মাঝে, হিমাচলের মত অচল অটল দৃঢ়তা নিয়ে মোহগ্রস্ত মানুষের—অপরিমেয় ক্ষমায় তার মুক্তির সন্ধানের অগ্রদূতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই অমৃতের সন্ধান ভারতবাসী আজও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

সহস্র আঘাতের বিনিময়ে ক্ষমা, ত্যাগ, দৃঢ়তা একমাত্র অবতারেই সম্ভব। মোহ-গ্রস্ত মানবের উদ্ধারকল্পে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ, অবতার এই ভারতের মাটিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিফলতার মাঝে সফলতার উজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে একক যুদ্ধ একমাত্র মহামানবেই সম্ভব।

হে মহামানব! গ্রহণ করুন আমার শ্রদ্ধাবনত শত সহস্র প্রণাম।

আপনার যুগান্তকারী ধর্ম্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং কৃতকার্য্যেরও খবর রাখি। আপনার (বহু) অত্যল্পস্পর্শ-ধন্য সতু সান্যালের কাছে আপনার অসীম ব্যক্তিত্ব ও দয়ার কথা বহুবার শুনিয়া দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

আর্ত্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মসচিব হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনেও আপনার অমূল্য নির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদ—মরণোন্মুখ বাংলায় দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গালী-সমাজকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে চাই।

একান্ত প্রার্থনা—বাংলার এই মহাদুর্দ্দিনে হে দরদী মহামানব! ফিরে এসো

বাংলায়। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর বাঙ্গালীকে তার গৌরবময় আসনে। 'বাঙ্গালী না বাঁচিলে ভারতবর্ষ বাঁচিতে পারে না', সেই মহাবাণীতে উদ্বুদ্ধ কর সকলকে।

হে তাপস! বাংলা মায়ের উপর অভিমান ক'রে বাংলার বাহিরে থাকার সময় আর নেই। যদিও জানি, আত্মঘাতী বাঙ্গালীর চিন্তায় আপনি সদাই নিমগ্ন, তবুও আপনার উপস্থিতিতে যে রাজনৈতিক দাবাখেলা, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণার যে উৎকট অভিযান চলেছে—বাঙ্গালী আবার সুস্থ সবল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত। হে চালক! পরিচালনা কর তাদের।

আদেশ বা নির্দ্দেশের প্রতীক্ষায় আছি। একটা কিছু এলে দর্শনার্থ যাত্রা করব।

ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীশৈলেশচন্দ্র বসু

(ডাঃ এস, এন, বসু)

চিঠিটা পড়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল ক'রে এর উত্তর দিয়ে দিতে বললেন এবং চিঠি সযত্নে রেখে দিতে বললেন।

বাইরে দারুণ বর্ষা হ'চ্ছে। সাথে চলেছে ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি। আগামী কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জন্মতিথি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য ক'রে বহু সৎসঙ্গী এসে পৌঁছাচ্ছেন। বর্ষার মধ্যেও কেউ কেউ এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন দরজার কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতা থেকে তিনখানা মনুসংহিতা পাঠাতে বলেছিলেন। আজ বিকালে এক দাদা সেগুলি নিয়ে এসেছেন। সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর অমূল্য ঘোষদাকে দু'খানা বই ভাল ক'রে বাঁধিয়ে দিতে বললেন, আর একখানা দিলেন ডেকলালকে।

ঘরের ভিতরে অনেকে এসে বসেছেন। কথায়-কথায় হাউজারম্যানদা বললেন—বাইবেলে আছে, Don't tempt the Lord, thy God (তোমার প্রভু, যিনি তোমার ঈশ্বর, তাঁকে প্রলুব্ধ ক'রো না)। কিন্তু God (ঈশ্বর) তো মানুষকে tempt (প্রলোভিত) করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—God (ঈশ্বর) মানুষকে tempt (প্রলুব্ধ) করেন, এই তোর বুদ্ধি?

আমি বললাম—God (ঈশ্বর) বোধ হয় মানুষকে test (পরখ) করেন, tempt (প্রলোভিত) নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান test (পরখ) করেন মানে, তোমার হয়তো কোন বিষয়ে propentions will (বিশেষ ইচ্ছার ঝোঁক) আছে। এখন Satan (শয়তান)

সেই will-এ (ইচ্ছায়) বাধা দেয়। তুমি কতখানি তাকে ignore ক'রে (অবহেলা ক'রে) ভগবানের পথে চলতে পার—তাই হ'ল আসল কথা। আর, এর ভিতর দিয়ে তোমার intelligence-ও (বোধও) বাড়ে।

রাত আটটার সময় গৌরীবাবু (পাণ্ডা) এসে বসলেন। তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে এক-একটা তীর্থক্ষেত্র ছিল এক-একটা university-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) মতন। সেখানে বহু দিক থেকে লোক আসত। এসে তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সঙ্গতি হ'ত। এর ভিতর-দিয়ে হ'ত একটা auto-development (স্বতঃ-উন্নয়ন)। সেখানে থাকতেন পাণ্ডা, মানে পুরোহিত। পণ্ডা হ'ল জ্ঞান। পণ্ডা যাঁর আছে তিনিই পাণ্ডা অর্থাৎ জ্ঞানবান। ঐরকমটা এখন আর কোথায়ও দেখতে পাই না। এখন চারিদিকের যা' অবস্থা হয়েছে, এই degeneration-টা (অধঃপতনটা) যদি রুখতে পারেন কোনরকমে, বাচ্চা-টাচ্চা যেগুলি আসছে সকলকে দিয়ে, প্রত্যেকটা পাণ্ডাই যদি ঐরকম এক-একটা university (বিশ্ব-বিদ্যালয়) হ'য়ে ওঠে, তাহলে গে' হয়। এজন্য কিন্তু খুব খাটার দরকার। না খাটলে পারা যাবে না।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর গৌরীবাবু বিদায় গ্রহণ করলেন।

২৫শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ১১।৯।১৯৫৯)

আজ পুণ্য তালনবমী। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ আবির্ভাব-তিথি। মহা-কালের স্মৃতিমালিকায় এক অনন্য সংযোজন।

অতি প্রত্যুষে বেদস্তুতির সুমধুর মাঙ্গলিক ধ্বনি মাইক-সহযোগে ছড়িয়ে পড়ল দিক হ'তে দিগন্তে। বেদস্তুতির পর সমবেত কণ্ঠে গীত হ'তে থাকল শ্রীজয়দেব-বিরচিত দশাবতার স্তোত্র—"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্……।" যতিবৃন্দ আশ্রমিকগণের দ্বারে-দ্বারে গেয়ে ফিরলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত অমর জাগরণী বাণী—"ওঠো, জাগো, বরণীয় যিনি তাঁতে প্রবুদ্ধ হও……।"

এই সুরবিতান সুরু হ'তে-হ'তেই জেগে উঠেছে সমগ্র আশ্রম-পরিবেশ। সবাই স্ব স্ব কর্ম্ম-সম্পাদনে রত। কাল প্রায় সারারাত ধ'রেই বৃষ্টি হয়েছে। শেষ রাতে একটু ধরেছিল। কিন্তু পূর্ব্বগগনে ঊষার আ'লো ফুটতে না ফুটতেই সাময়িক থেমে-যাওয়া বৃষ্টি আবার নতুন উদ্যমে সুরু হ'ল।

প্রকৃতি যতই বিরূপ হোক, সারারাত ধ'রে দেশ-দেশান্তর থেকে মানুষের আসার বিরাম নেই। আসছে সকালেও। সবারই কামনা, এই পবিত্র দিনটিতে ইষ্ট-সাক্ষাৎ-

কার ক'রে তাঁর শ্রীচরণে আভূমি প্রণাম নিবেদন করা।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় যথারীতি সমবেতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম হ'য়ে গেল। বৃষ্টির জন্য যাঁরা আগে আসতে পারেননি, তাঁরা এখন পর পর এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। মাইকে ধ্বনিত হ'চ্ছে মধুর নহবত-বাদ্য। সকাল ৬টা ৮ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। বাইরের বারান্দায় ও উঠানে খুব ভীড়। হল্‌ঘরের ভিতরেও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন কিছু মানুষ। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে।

এক সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর 'পুত্র' শব্দের মানে দেখতে বললেন। জ্ঞানদাস, শব্দকোষ, শব্দসার, প্রভৃতি অভিধান দেখে পুত্র শব্দের অর্থ বলা হ'চ্ছে। কোনটিই যেন তাঁর ঠিক মনঃপূত হ'চ্ছে না। তারপর তিনি নিজেই বললেন—মনিয়র্ কী কয়?

তাঁর নির্দ্দেশমত মনিয়র্ উইলিয়ম্‌স্-এর সংস্কৃত-ইংরাজী ডিক্‌শনারি খুলে দেখা গেল, পুষ্-ধাতু থেকেও 'পুত্র' শব্দ হ'তে পারে। অর্থ—যিনি পিতৃধারা, পিতৃকুল-ঐতিহ্যকে পোষণ দান করেন। এই অর্থ শোনামাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুরের বদনকমল আনন্দস্ফুরিত হ'য়ে উঠল। সমর্থন জানিয়ে বললেন—ওটা ঠিক রাখিস্।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে মহা-আবির্ভাব-লগ্ন ৭টা ৫ মিনিট। ঘড়ির কাঁটা নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে আসতেই ঠাকুর-বাংলার প্রাঙ্গণ থেকে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল সমবেতকণ্ঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি। আজ তাঁর ৭২তম জন্মতিথি। তাই, পর পর ৭২ বার উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি চলতে লাগল। এই মাঙ্গলিক ধ্বনি চলাকালীনই কীর্ত্তনদল কীর্ত্তন করতে-করতে এগিয়ে এসেছেন বড় দালানের সামনের প্রাঙ্গণে। ভাবাবেগে মাতোয়ারা হ'য়ে তাঁরা গাইছেন—

'এমনি কোন্ এমনি ক্ষণে জনমিলা কে?
ব্যথায় নিঝ্ঝুম ধরার বুকে নিখিলের ডাকে···।'

এক দিব্য আনন্দের স্রোতে সবার অন্তর পরিপ্লুত। এ আনন্দের যেন আদি নেই, অন্ত নেই, কোন উপমা নেই। হল্‌ঘরের ভিতরে শুভ্রশয্যায় শুভ্রবসনে নিখিলক্ষেমবিধাতা পরমদয়াল সমাসীন।

শ্বেতপদ্মমালার শুভ্র হাসি বেষ্টন ক'রে আছে তাঁর চারিপাশ। গৃহদ্বার তথা আঙ্গিনাও পত্রপুষ্পদামে সুসজ্জিত।

সকাল ৭-২৫ মিনিটে কীর্ত্তনদলটি ওয়েস্ট-এণ্ডের দিকে চ'লে গেল কীর্ত্তন করতে-করতে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বিনতি কখন হবে?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) বললেন—এখন। শ্রীশ্রীঠাকুর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন—করনেওয়ালারা কোথায়?

কিছু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন—বিনতি হবে না?

কেষ্টদা—বড় খোকা তো এখনও আসেনি।

তারপর একজনকে ডেকে বললেন—তুমি গিয়ে বড়দাকে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি এলে বিনতি হবে। আর যদি তিনি না আসতে পারেন তাও জেনে আসবে। তারপর প্রার্থনা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে একটু পান তামাক-টামাক খাই আর কি।

ননীমা দয়ালের শ্রীহস্তের উপরে পান দিয়ে তামাক আনতে গেলেন। ইতিমধ্যে ঘরের ভিতরে ও বাইরে আরো ভীড় বেড়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির সামনে ধূপ-দীপ জ্বলছে। দরজার কাছে রাখা বিরাট তাম্রপাত্রে অর্ঘ্যাদি সহ প্রণাম নিবেদন করছেন ভক্তবৃন্দ।

সকাল ৭-৪৫ মিনিট। খবর এলো যে পূজ্যপাদ বড়দা এখন আসতে পারছেন না। তাঁর শরীর অসুস্থ। ঘাড়ে একটা ব্যথা হয়েছে। এখন ইন্‌জেক্‌সন্ নিয়ে শুয়ে আছেন। প্যারীদা (নন্দী) ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়ে এসেছেন। পূজ্যপাদ বড়দার ঘাড়ে ব্যথার কথা পূর্বাহ্ণেই অনেকের জানা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খারাপ হবে ব'লে ঐ ব্যথার কথা তাঁকে জানানো হয়নি।

এরপর প্রার্থনা আরম্ভ হ'ল। শেষ হ'ল ৮-৫ মিনিটে। ইতিমধ্যে বর্ষা বেশ চেপে নেমেছে। অনেকেই বারান্দায় এসে উঠেছেন। এখন বারান্দায় আর তিল-ধারণের জায়গা নেই। তারই ফাঁকে ফাঁকে একজন-দু'জন ক'রে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। সমগ্র স্থানটি ভক্তজনের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত।

বেলা সাড়ে আটটা। ডেকলাল ও চৌধুরী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আশুদাকে (জোয়ারদার) ডেকে বললেন—আশু! তুমি চৌধুরীকে একশটা টাকা দেবে?

আশুদা সঙ্গে-সঙ্গে এনে দিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর চৌধুরীকে বললেন—ভাল ক'রে গুণে নাও।

চৌধুরী টাকাগুলি গুণে দেখে বলল—ঠিক আছে বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হারায় না যেন। আশু! তুমি ওকে আশীর্বাদ ক'রে দাও, ওর যেন কোথাও হাত পাতা না লাগে। (তারপর চৌধুরীকে) এই টাকা ও তোমাকে দিল ব্যবসা করার জন্য। এ নিয়ে ব্যবসা করবে। মূলধনে হাত দিও না। ব্যবসা ক'রে যা' লাভ হবে তার দু'টাকা চার আনা ঐ একশ' টাকার সাথে রাখবেই। আবার

পরদিন বিক্রী ক'রে যা' লাভ হবে তার সওয়া দু'টাকা রাখবে। এমনি করতে-করতেই বেড়ে যাবে। আর, আমাকে ভুলো না। আমি যা' বলেছি মনে রেখো।

চৌধুরী—আপনি ভুললেও আমি ভুল্‌ব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(দৃপ্ত তেজে) ভোলা আমার কোষ্ঠীতে নেই। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলো না। (তারপর আবার শান্ত স্বরে) মনে রেখো, ভগবানের চাকরীর থেকে বড় জিনিস আর নেই। ভগবানের টাকশাল কিন্তু মানুষের কাছে। মানুষের চর্য্যা কর, এ আপনিই বেড়ে যাবে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুদামার প্রীতি ও বন্ধুত্বের গল্প বললেন ওদের কাছে। ব'লে বললেন—তোরা বাড়ী যা। ওগুলি রেখে আয়। হারায় না যেন। তারপর এদিকে দেখা লাগ্‌বিনি তো। কা'রো কোন অসুবিধা না হয়। কোন গণ্ডগোল না হয়। যার সাথে যেমন ব্যবহার করা দরকার তাই করবে।

ওরা প্রণাম ক'রে চলে যেতে চন্দ্রনাথ বৈদ্য এসে বললেন—এই নভেম্বর থেকে আর আমার চাকরী থাকবে না। তখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতদিন তো মানুষের চাকরী করলে, এখন ভগবানের চাকরী করবে। তা' না করলে তো আমরা ungrateful (অকৃতজ্ঞ) হব। সব কাজ করি, কিন্তু তাঁর ইচ্ছামত কাজ আর করি না। তাই আমি কই, লেগে যাও খুব ক'রে, বুঝেছ? আর, শরীর ঠিক রেখো। বেশ active, energetic (কর্ম্মঠ, উদ্যমপূর্ণ) হ'য়ে যা'তে চলতে পারে তাই ক'রো।

চন্দ্রনাথদার চোখমুখ আশায় ও আনন্দে জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে উঠেছে। তিনি প্রণাম ক'রে উঠে বাইরে গেলেন। এখন আস্তে-আস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ভীড় পাতলা হ'য়ে এলো। ......যতি-আশ্রম প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে যজ্ঞ ও পূজাপাঠের ব্যবস্থা হয়েছে। যজ্ঞ-দর্শনার্থে সেখানে অনেকে সমবেত হয়েছেন। আকাশ এখনও মেঘলা। কিন্তু বৃষ্টি ধ'রে গেছে। সবাই স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করছে।

নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্য-দিয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হ'য়ে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। তাঁর পেছনের দেওয়ালে একটি বিরাট শ্বেত-পদ্মের মালা এমনভাবে সন্নিবিষ্ট আছে যে, দূর থেকে মনে হচ্ছে তাঁর মস্তকের চারিপাশে একটি বড় চক্রাকার জ্যোতির্ম্মণ্ডল। সম্মুখের সিঁড়িতে, প্রাঙ্গণে এবং দুদিকের বারান্দায় ভক্তজনের সমাবেশ। সবাই ব্যাকুল নয়নে দর্শন করছেন পরম-পুরুষের চিদ্‌ঘন ব্যক্ত রূপরাশি।

পাবনা থেকে আশাফদা এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে প্রশ্ন করলেন—তোদের বংশে কি তালাক-দেওয়া মেয়ে বিয়ে করে ?

আশাফদা—না, ওসব আমাদের নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা কেমন কয়। মহম্মদ কিন্তু কখনও এমন ব'লে যাননি।

তারপর সুশীলদাকে (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন—বাণী-মন্দিরে কি খাওয়া-দাওয়া চলছে ?

সুশীলদা—হ্যাঁ, ওখানেও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনন্দবাজারের খাওয়া-দাওয়া সব ভালভাবে মিটে গেছে ?

অজিতদা (গাঙ্গুলী)—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই খুশি আছে তো ?

অজিতদা—আজ্ঞে, সবাই খুশি। যে যা' চায়, তা' যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা কাজকর্ম্ম করেছে তাদের খাওয়া হয়েছে ?

অজিতদা—হ্যাঁ, তারাও এখন বসেছে। আমি একটু আগে যেয়ে দেখি last batch (শেষ দলটি) বসেছে। এই সময় ডেকলাল ও চৌধুরী এসে প্রণাম করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ঠিকমত মিটে গেছে রে ?

ডেকলাল—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Worker-রা (কর্ম্মীরা) খেয়েছে ?

ডেকলাল—দু'জন বাকী ছিল। তারাও এখন বসল।

সন্ধ্যার পর দয়াল ঠাকুর ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন। ঘরে এসেও বার বার খোঁজ নিচ্ছেন সবাই ঠিকমতো খেয়েছে কিনা এবং তৃপ্ত আছে কিনা! একটু পরে ননীদা (চক্রবর্ত্তী), আশুদা (জোয়ারদার) এবং প্রভাতদার (দত্ত) সাথে অনেকক্ষণ ধ'রে 'প্রাইভেট' কথা বললেন।

রাত সাতটায় ডুমকা থেকে এসে পৌঁছালেন অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), অশোকদা (বসু), নির্ম্মলদা (ঘোষ) এবং তারাদা (গুপ্ত)। ওঁরা প্রণাম ক'রে বসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সবার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর অশোকদার দিকে তাকিয়ে বললেন—ও যখন ঘরে ঢুকল, আমি চিনতেই পারিনি। প্রথমে ভাবলাম যেসব orthodox Brahmin (নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ) লেখাপড়া শিখেছে তাদের কেউ হবে। তারপরে তাকিয়ে দেখি, ও-মা!

তাঁর বলার ভঙ্গীতে সবাই হাসছেন। তারপর হাউজারম্যানদাকে দেখিয়ে—ও-ও

অনেকখানি orthodox (নিষ্ঠাবান) হ'য়ে উঠেছে।

সামনে মেঝেতে বদ্রী দোবে ব'সে আছে। তার পরণে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া সাদা কাপড় ও চাদর। তার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—দোবের চেহারাও অনেকটা orthodox-এর (নিষ্ঠাবান লোকের) মত।

এইরকম কথাবার্ত্তায় ধীরে-ধীরে রাত বেড়ে ওঠে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় হ'ল। সকলে প্রণাম ক'রে উঠলেন।

২৭শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৩।৯।১৯৫৯)

প্রাতে—বড় দালানে। বিহারের যে পণ্ডিত মিশ্রজী কয়েকদিন যাবৎ এখানে আছেন, তিনি আজ দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—শুনে-শুনে ভেবে-ভেবে দেখে-দেখে যা' বুঝতে হয় তার নাম শ্রুতি। আর পাঁচরকম শুনতে-শুনতে তোমার যে experience grow করে (অভিজ্ঞতা জন্মায়) তারই নাম knowledge (জ্ঞান)।

এই সময় সুধীর বসুদা এসে প্রণাম করলেন। তিনি পাটনায় গিয়েছিলেন law (আইন) পরীক্ষা দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর কেমন হ'ল রে ?

সুধীরদা—আপনার দয়ায় মোটামুটি মন্দ হয়নি। তবে লিখতে যেয়ে দেখি, আগে-কার মত সে freshness (তাজা রকম) আর নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় আগে পাশ তো কর্। তারপর দেখিস্ brain (মস্তিষ্ক) থেকে কত freshness (তাজা রকম) বেরিয়ে আসছে।

তারপর হাউজারম্যানদাকে বলছেন—দোটানায় থাকতে নেই। একটা existential standpoint (সাত্বত দাঁড়া) ঠিক থাকলেই তার থেকে politics, economics (রাজনীতি, অর্থনীতি) সব ঠিক হ'য়ে আসে। ওটা ঠিক ক'রে নিতে পারলেই সব জিনিসটা হাতের মুঠোয় থাকে। ঐ যে কী একটা গান আছে—

'আমার যা' কিছু আছে
এনেছি তোমার কাছে
তোমারে করিতে সব দান।'

ঐরকম হওয়া লাগে।

বিকালে শরৎদার (হালদার) সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—Prophetরা (প্রেরিত পুরুষরা) সব সময় fulfiller of distinctiveness (বৈশিষ্ট্যের

আপূরক)। কারো distinctiveness-কে (বৈশিষ্ট্যকে) তাঁরা কখনও নষ্ট করেন না।

শরৎদা—স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে আমাদের প্রধান কাজ হয়েছে to attain classless society (শ্রেণীহীন সমাজ গড়া)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জিনিসটা যে এতখানি সোনার পিতলে ঘুঘু যে তা' আর কওয়া যায় না। ভগবান যেখানে class (শ্রেণী) ক'রে দেছে, সেখানে তুমি classless (শ্রেণীহীন) ঘটাতে চাও? তার মানে disaster (বিপর্য্যয়) আনতে চাও। কোন্ জায়গায় class (শ্রেণী) নেই। মাটির মধ্যে কালো মাটি আছে, লাল মাটি আছে। এক-একটা এক-একরকম জিনিসকে nurture (পোষণ) দেয়। পাখী বল, গাছ বল, সব কিছুরই class (শ্রেণী) আছে। Classless society (শ্রেণীহীন সমাজ) মানে কী তা' আমি বুঝি নে।

এই সময় মুক্তিদি (সাহা) এসে প্রণাম ক'রে বলল—আজ কলকাতায় যাচ্ছি।

কিছুদিন আগে মুক্তিদির পতিবিয়োগ হয়েছে। অনুমতি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঈশ্বরের দাসদাসীর মত থাকবি। যেমন চলায় চললে বিশেষভাবে বিধৃত হয় তাই বিধি। সুবিধি আর কুবিধি, দুইরকম আছে। যাতে তোমার ভাল হয় তাই হ'ল সুবিধি।

মুক্তিদি প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমার কাছে জল খেতে চাইলেন। ননীমার ব্লাড্ প্রেসার বেড়েছে। মুখ থম্‌থম্ করছে। আস্তে-আস্তে হেঁটে চলেছেন জল আনতে। সেইদিকে তাকিয়ে দয়াল ঠাকুর রহস্যভরে বললেন—সুখ কত! মানুষকে সুখ দিতে হ'লেও স্বাস্থ্যের দরকার।

তেজোময়দা (সেনগুপ্ত) এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। তাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিরে জগন্নাথ! তুই কখন এলি?

সুধীরদা—ও তেজোময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ হ্যাঁ, তেজোময়। কখন এলি?

তেজোময়দা—আজ দুপুরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল আছিস্?

তেজোময়দা—একটু জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' এসেছিস্ কেন? ঘুরে-ঘুরে বেড়ালে আরো বেশী হয়। বুঝিস্ নে কিছু না। কালী ভাল আছে?

তেজোময়দা—কালীদার সম্বন্ধেই একটা কথা বলতে এসেছিলাম। বল্‌ব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে শুন্‌ব নে।

তেজোময়দা চ'লে গেল।

২৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১৫।৯।১৯৫৯)

কাল ও পরশু বেশ বর্ষা হয়েছে। আজ আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। পূজ্যপাদ বড়দা গতকাল সকালে কলকাতায় গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বাংলা ও বিহারের অনেক সৎসঙ্গী উপস্থিত। সবাইকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন—আমি বাংলায়ই থাকি আর বিহারেই থাকি, তোমাদের যা' বলেছি, হারায়ো না। হারালে কিন্তু আর দাঁড়াতে পারবে না। লক্ষ্য যেন থাকে ঐ প্রাণ, ঐ জীবন।

সন্ধ্যা ৬-৮ মিনিট। হল্‌ঘরের ভিতরে যাবেন শ্রীশ্রীঠাকুর। যাওয়ার প্রাক্‌কালে বলছেন—তুমি হয়তো কাউকে ভালবাস। তার কোন অমঙ্গল তুমি সহ্য করতে পার না। তারপর হয়তো তাকে এক সময় আদর ক'রেই বললে, 'তুই একটা কী! তুই একটা পাগল নাকি!' অমনি সে হয়তো তোমার উপরে বিরূপ হ'য়ে উঠল। তোমার সাথে আর কথাই কয় না। রুষ্ট হ'য়ে গেল তোমার উপরে। তারপর তোমার against-এ (বিরুদ্ধে) চ'লে গেল। তখনই তাকে সন্দেহ করতে পার। বুঝতে হবে, তোমার প্রতি তার love (ভালবাসা) এখনও permanent (স্থায়ী) হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণিদাকে (চট্টোপাধ্যায়) কন্‌ফুসিয়াসের একখানা ছবি দিয়ে enlarge (বড়) ক'রে বাঁধিয়ে দিতে বলেছিলেন। রাতের বেলায় মণিদা ছবিখানা নিয়ে এলেন। অজয়দাও (গাঙ্গুলী) সাথে এসেছেন। দু'জনে মিলে ঐ ছবিখানা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে উত্তর দিকের দেওয়ালে একটু উঁচুতে টাঙ্গিয়ে দিলেন।

দয়াল ঠাকুর ছবিটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—ভালই হয়েছে। তারপর বললেন—কন্‌ফুসিয়াসের সাথে আমার অনেক কথা মেলে। তাই না?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ, খুব মেলে। চীন খুব প্র্যাকটিক্যাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হওয়াই তো উচিত।

৩০শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ১৬।৯।১৯৫৯)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরেই আছেন। সন্ধ্যার পর এসেছেন ইন্‌কাম ট্যাক্স্‌ অফিসার বেদানন্দ ঝা। সাথে আছেন তাঁর শ্যালক এ. কে. ঝা, ঐ শ্যালকের শ্বশুর শোভানন্দ ঝা এবং তাঁর পুত্র। চেয়ার এগিয়ে দেওয়া হ'ল। সবাই বসলেন। বেদানন্দ ঝা তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'বেদান্ত গীত' ১২ কপি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত বইগুলি আমি আমার কাছে রাখলাম।

এ বই বেদানন্দ ঝা-এর অনুরোধে সৎসঙ্গ প্রেসেই ছাপা হয়েছে। এর জন্য তাঁর কাছ থেকে পয়সা-কড়ি কিছু নেওয়া হয়নি। সেই কথা উল্লেখ ক'রে বেদানন্দ বললেন—আশ্রমে আমার অনেক credit (দেনা) রইল। কিছুই না দিয়ে অনেক বই ছাপিয়ে নিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার লাগছে আপনি নিচ্ছেন। আবার এদের যখন লাগবে তখন এরা আপনার কাছ থেকে নেবে।

এইবার বেদানন্দ তাঁর আত্মীয়দের পরিচয় দিলেন এক এক ক'রে। মিশ্রজী এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে তাঁকে এক কপি 'বেদান্ত গীত' দেওয়া হ'ল।

কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুনিয়ার সব-কিছু কিভাবে evolved (বিবর্ত্তিত) হ'য়ে উঠেছে, এবং ঐ সব-কিছুর সাথে আমার কী সম্বন্ধ সেটা জানাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ব্রহ্ম হ'চ্ছেন ever-becoming and ever-conscious (চির-বর্দ্ধনশীল এবং চিরচেতন)। দুনিয়ার সব-কিছুর মধ্যেই আছে বাঁচাবাড়ার সম্বেগ। সে একটা পোকা থেকে আরম্ভ ক'রে সবারই মধ্যে। ব্রহ্মের দ্যোতনা যার মধ্যে আছে, সে হয়তো science (বিজ্ঞান) জানে না, কিন্তু science-এর (বিজ্ঞানের) সাথে তার কথা মেলে। এর জন্য প্রথমেই চাই যোগ। ইষ্ট যিনি, গুরু যিনি, তাঁর উপরে যদি শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা না থাকে, তাহলে জ্ঞানবিজ্ঞান যতই থাকুক, কোন কাজে আসে না। সে মানুষ oscillate করবেই (দোদুল্যমান হবেই)।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আজকাল Ideal (আদর্শ) বলতে মানুষ idea (মতবাদ) বোঝে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal (আদর্শ) তিনি যাঁর মধ্যে idea (ভাবধারা) materialised (মূর্ত্ত) হয়ে উঠেছে। তাঁর character (চরিত্র) আছে, চলন আছে। এসব না থাকলে তুমি Ideal-কে (আদর্শকে) ধারণা করবে কি করে ?

এরপর বিহারের যেসব ভাই উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেককে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল করে বাংলা ও সংস্কৃত শিখে নিতে বললেন। বললেন—পড়, কর, হও, পাও।

ডেকলাল (ভার্মা)—সত্যানুসরণ পড়ে যে জ্ঞান হয়, তা' আর কিছুতে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যানুসরণ ক'রে (চরিত্রগত ক'রে) যে জ্ঞান হয় তা' আর কিছুতে হয় না।

৩১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৭।৯।১৯৫৯)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের ঘরের মধ্যে আছেন। জামতাড়ার রাজাসাহেব

এসেছেন আজ। তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। ইতিমধ্যে পণ্ডিত মিশ্রজী এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মিশ্রজীকে ভাল ক'রে বাংলা শিখে নিতে বললেন।

মিশ্রজী—আমি বাংলার বেশী শব্দ জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলা বলতে হয়। বলতে-বলতে word (শব্দ)-গুলি সব ঠিক হ'য়ে আসে।

তারপর রাজাসাহেব বললেন—জয়প্রকাশ নারায়ণের সাথে আমার মাঝে-মাঝে দেখা হয়। তার দলের দু'জন লোক বলছিল, ঠাকুর এত টাকা পান। তার ছয় ভাগের একভাগ আমাদের দিতে পারেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার টাকা কিছু নেই। আমার টাকা কি বাবা'তে টাকা? আমার টাকা তো আপনারা। আপনারা দেন, তাই যা' হয়।

রাজাসাহেব—আমি বললাম, ঠাকুর তো গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকেও টাকা নেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে একবার নেওয়া হয়েছিল পাবনায়, সে ঐ কারখানায় কী কী করার জন্য যেন দিয়েছিল।

১লা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ১৮।৯।১৯৫৯)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। নাড়ীর গতি বেশ দ্রুত। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করার পর ঘরের ভিতরে শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁর টেম্পারেচার দেখা হল—১০০-এর ২ পয়েণ্ট কম। মাথা ধরা বোধ করছেন। দাঁতের মাড়িতে চাপ দিলে ব্যথা লাগে। সকালে পায়খানাও পরিষ্কার হয়নি। পেটে অস্বস্তি বোধ করছেন। শ্রীশ্রীবড়মা কাছেই আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন দয়াল, কী খাব নে?

শ্রীশ্রীবড়মা—তাইতো ভাবতিছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিঁড়ের মণ্ড না খইয়ের মণ্ড?

'দেখি' বলে শ্রীশ্রীবড়মা উঠে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

দুপুরে সামান্য কিছু আহার গ্রহণ ক'রে আজ বেলা বারোটার মধ্যেই শুয়ে পড়েছেন। আবার বেলা দু'টার সময়েই উঠে পড়লেন। চোখ দু'টি খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শরীরও যেন অবসন্ন। একটু ব'সে একবার জল ও তামাক খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন।

ঘুম থেকে উঠলেন পাঁচটার সময়। চোখমুখে তাঁর কাতর ভাব। ধীরে-ধীরে সান্ধ্য-প্রণামের সময় এগিয়ে আসে। আশ্রমবাসিগণ যাঁরা প্রণাম করতে এসেছেন, তাঁরা প্রভুর এমনতর অসুস্থ ভাব দেখে দূরেই অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে থালায় করে

সন্ধ্যাদীপ ও ধূপ নিয়ে এলেন সুশীলামা। তাই দেখে কাছে উপবিষ্টা শ্রীশ্রীবড়মার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বড়বৌ, আমি কি প্রণাম করব?

শ্রীশ্রীবড়মা—না। অসুখ হয়েছে, প্রণাম করবে কেন?

উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে তোরা বড়বৌকে প্রণাম কর্।

পূজ্যপাদ ছোড়দা উপস্থিত আছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছোড়দাকে বললেন—এই, তুই ঐ সিঁড়ির কাছে যেয়ে দাঁড়া। সকলে তোকে প্রণাম করুক।

ছোড়দা এগিয়ে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন। এইভাবে আজ প্রণাম সারা হল। প্রণামের পরে ভক্তগণ একবার প্রভুর শ্রীমুখখানি দর্শন ক'রে যে যার স্থানে প্রস্থান করলেন। ডাক্তাররা ও নিয়ত সেবকবৃন্দ ছাড়া কাছে আর কেউ নেই। সন্ধ্যা ৬-৫০ মিনিটের সময় টেম্পারেচার দেখা হল—৯৯ ডিগ্রী।

২রা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৯। ৯। ১৯৫৯)

আজ আর শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর নেই। অন্যান্য উপসর্গগুলি সামান্য আছে। দুপুরের পর থেকে অনেক ভাল বোধ করছেন। কয়েকটি ইংরাজী বাণীও দিলেন। আজ যথারীতি সন্ধ্যায় প্রণাম হয়েছে।

তপোবন-বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরিপদদার (দাস) কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ২৫০ টাকা চেয়েছিলেন। হরিপদদা এখন সে টাকা নিয়ে আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর তা' পূজ্যপাদ বড়দাকে দিতে বললেন। ব'লে বললেন—ওকে তোমরা যোগান দিও।

একজন শিখ ভদ্রলোক এসেছেন। সন্ধ্যার পর তিনি এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কিছু কথা বলতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে তাকে বললেন—আমি একটু ভাল হয়ে নিই। তারপর কথা ক'ব।

ভদ্রলোকটি খুশিমনে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় আজও কাছে লোকজন বিশেষ নেই। একথা-সেকথায় রাত বেড়ে ওঠে। হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন পরমদয়াল। কেমন একটু আনমনা। রাত ৯-৫০ মিঃ। হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলেন—

ভর্গ, বিভূতি, সবিতা, সৌরি, সুন্দরশ্রী,
বিশ্বদৃক্, পালনধৃতি, পরমপুরুষ, নমস্তে।

তাড়াতাড়ি লিখে নিলাম কথা কয়টি। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদুহাস্যে বলছেন—

আজ সন্ধ্যায় প্রণামের সময় দেখলাম, সেই আগে যেমন পাবনায় প্রার্থনা হ'ত সেইরকম কেমিক্যালের ধারে সকলে মিলে প্রার্থনা করছে। সেখানে ব্যাস, বশিষ্ঠ, রামকৃষ্ণদেব পর্য্যন্তও আছেন। তাঁরা যা' বললেন তা' ঐরকম ঐ শ্লোকের মত। শেষে নমস্তে—এ—এ—এ। একটা resonance-এর (ঝঙ্কারের) মত এখনও কানে বাজছে।

কথার শেষেও শ্রীশ্রীঠাকুরের বদনকমলে রহস্যঘন নয়নলোভন হাসি। সারা ঘরে এক ভাবগম্ভীর অপূর্ব্ব নীরবতা। মনে-মনে ভাবছি, এ কার সামনে ব'সে আছি ?

৪ঠা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ২১। ৯। ১৯৫৯)

গত কাল বর্ষা হয়েছে। আজও আকাশ মেঘলা। আজও বাইরে যাননি শ্রীশ্রীঠাকুর। সকাল সাড়ে সাতটায় ইংরাজীতে বাণী দিলেন—

Be timid
to create any harm
to anyone,
but be brave
to combat it.

(অপরের কোন ক্ষতি করার ব্যাপারে দুর্ব্বল হও, কিন্তু তা' প্রতিরোধ করতে সাহসী হও)।

হীরেন বরাটদা দিল্লী থেকে এসেছেন। সুশীলদা (বসু) তাঁকে সাথে ক'রে এনে বললেন—হীরেনদা আজ যেতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতি জানালেন। সুশীলদা আবার বললেন—ওঁর মেয়ে বড় হয়েছে। বিয়ের চেষ্টা করছেন এখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। মেয়েদের বিয়ে তাড়াতাড়ি দেওয়া ভাল।

বেলা নয়টা বাজে। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদা (গোস্বামী), বিষ্ণুদা (রায়), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। কথায়-কথায় কেষ্টদা বললেন—গ্রহান্তরে গমনের চেষ্টা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মানুষ আর কিছুদিনের মধ্যেই চাঁদে যেতে পারবে। নানারকম বিমানের বর্ণনা মহাভারতে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইগুলি 'নোট্' করতে হয়। 'নোট্' ক'রে না রাখলে পরে গোলমাল হয়ে যায়। বিমান ছাড়া মহাভারতে বিভিন্ন লোকের বর্ণনাও আছে ; যেমন পিতৃলোক, ধ্রুবলোক, ইত্যাদি। সেখানে আবার কেমন-কেমন সব মানুষও আছে।

এই সময় কাহারপাড়ার শিবুয়া এসে প্রণাম করল। কলকাতায় শিবুয়ার জন্য একটি চাকরী ঠিক করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। শিবুয়ার শীঘ্রই কলকাতায় যাওয়ার কথা। এখন তাকে দেখে দয়ালঠাকুর বললেন—এই শিবুয়া, চারিদিকে একটা রাও উঠে গেছে যে তোকে কলকাতায় নিয়ে যেয়ে মেরে ফেলানো হবে। তা' দেখ, আমি ক'চ্ছি, তোমার ইচ্ছা হয় যাবে, না হয় না যাবে। আমি কিন্তু জোর ক'রে পাঠাচ্ছি না।

শিবুয়া—না বাবা, আমি ওসব কথা বিশ্বাস করি না। আপনি যা' বলেন, আমি তাই করব।

তপোবনের শিক্ষক হরিপদদা (দাস), গৌরদা (সামন্ত) ও ভোলাদা (ভদ্র) এসে জানালেন যে তাঁরা স্কুলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করতে চান, উত্তরে দয়াল বললেন—তোমরা আগে নিজেদের শিক্ষিত করে তোল।

৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ২২। ৯। ১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরে বসে ডেকলালের (ভার্মা) সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তোরা হলি ঠাকুরের ছাওয়াল। ঠাকুরের ছাওয়াল যদি ঠাকুরের মত না হ'ল তাহলে আর হল কী? ষোল আনার জায়গায় অন্ততঃ এক আনাও তো হবে। 'বাপ্‌কা বেটা সহিস্‌কা ঘোড়া, কুছ্‌ নেহি হো তো থোড়া-থোড়া।' আমার ঠাকুরকে আমি আচরণে ও কথাবার্ত্তায় imbibe (গ্রহণ) করব। তবে তো ঠিক-ঠিক ঠাকুরের ছাওয়াল হওয়া যাবে। আর ছাখ্, খেজুরগাছে রস থাকে। কিন্তু সে রস খেতে হ'লে কত কাঁটা সরায়ে তবে খাওয়া লাগে। ঐরকম প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই কাঁটা আছে, আবার ভালও আছে। ঐ কাঁটা সরায়ে তার ভালটুকু বের করা লাগে। ক'রে যা। না করলে কি হয়? থিয়েটারের মত ক'রে অভ্যাস করতে হয়। আমি বুড়ো হ'য়ে গেলাম। একেবারেই বুড়ো হ'য়ে গেলাম। তার উপর আবার invalid-ও (অক্ষমও) হ'য়ে গিছি।

কিছুক্ষণ পর ডেকলাল প্রণাম ক'রে বিদায় নিল। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), সত্যদা (দে) প্রমুখ এসে বসলেন। স্বজন-প্রগতি নিয়ে ইংরাজী ও বাংলায় ইদানীং ছুটি দীর্ঘ বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই প্রসঙ্গে ওঁদের মধ্যে আলোচনা চলল অনেকক্ষণ ধ'রে। একসময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ যে 'স্থাস্নু' আর 'চরিষ্ণু' কথা ছুটি, ও ছুটি মনুসংহিতায় আছে। আমি লেখার মধ্যে কথা ছুটি দিলাম এইজন্য যে, মনুসংহিতায় যা' আছে তার সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। Same trail-এ (এক ধারায়) আছে। শিব-কালীর conception-ও (ধারণাও) ঐ স্থাস্নু ও চরিষ্ণু অথবা

স্থির ও চর থেকে এসেছে। শিব স্থির, কালী চর। শিব শুয়ে আছে, তার বুকের উপর কালী। কিন্তু ঐ শিবরূপী consciousness (চৈতন্য) ছাড়া কালীরূপী চরের কোন দাম নেই।

একটু থেমে বলছেন—আমার এই মুখ্যু হ'য়ে বড় কাম খারাপ হয়েছে। একটু যদি লেখাপড়া জানতাম।

বনবিহারীদা—তাহলে আর এ (এইসব বাণী) হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখাপড়া জানি না ব'লে কেষ্টদা হয়েছে আমার তাবিজের মত। তাবিজ যেমন হাতে না থাকলে চলে না, ঐরকম।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে যেয়ে কেষ্টদা বললেন—এবার সারা ভারতে প্লাবন সুরু হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আপনি বলেছিলেন 'রাজা কালস্য কারণম্।'

কেষ্টদা—হ্যাঁ। কৌটিল্যনীতিতে ঐ কথাটা আছে।

একটু উদাসভাবে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে এমন ব্যতিক্রমী আচার, এমন bad government (খারাপ শাসনতন্ত্র), এর পরিণতি যে আমাদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে that you can not imagine (তা' আপনারা ধারণাও করতে পারেন না)।

সন্ধ্যার পরেও শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরেই অবস্থান করছেন। কালো জোয়ারদারদার সাথে ভাল ভাল লাঠি জোগাড় করা ও তা' ভালভাবে বাঁধানো সম্বন্ধে কথা বলছেন। একখানা লাঠি হাতে ধ'রে লাঠির কোন্ জায়গায় কেমন বাঁধাই হবে এবং কী কী লেখা থাকবে সব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর শ্রীকণ্ঠদা (মাইতি), খগেনদা (তপাদার) ও যজ্ঞেশ্বরদাকে (সামন্ত) নিয়ে কিছুক্ষণ 'প্রাইভেট' কথাবার্ত্তা বললেন।

এর পরে প্রফুল্লদা (দাস) এসে বললেন—আলোচনা-প্রসঙ্গে চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা লিখে এনেছি। পড়ব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিয়ে সুশীলদা (বসু) ও শরৎদাকে (হালদার) ডাকতে বললেন। তাঁরা এলে প্রফুল্লদা লেখাটি প'ড়ে শোনালেন। শোনার পরে সবাই বললেন, ভাল হয়েছে।

সাতটা বাজল। বাইরে আকাশে খুব কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। বর্ষাও সুরু হয়েছে একটু-একটু।

৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ২৩।৯।১৯৫৯)

সকাল ৬-৮ মিনিট। কিছু আগে প্রাতঃকালীন প্রণাম হ'য়ে গেছে। একবার

তামাকু সেবন করার পর পার্শ্বে উপবিষ্টা শ্রীশ্রীবড়মার দিকে তাকিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—একটু বাইরের থেকে ঘুরে আসি।

শ্রীশ্রীবড়মা উঠতে উঠতে বললেন—চল যাই। হল্‌ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে হেঁটে এসে প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচে পাতা চৌকিখানির উপরে বসলেন। সাথে আছেন প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), ধীরেনদা (ভুক্ত), সরোজিনীমা প্রমুখ। চৌকিতে ব'সে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—অনেকটা হেঁটে আসলাম, না?

ধীরেনদা, খগেনদা (তপাদার) ও গৌরদা (মণ্ডল) তাড়াতাড়ি লম্বা ফিতে এনে হল্‌ঘরের চৌকি থেকে তাম্বুর চৌকি পর্য্যন্ত মেপে বললেন—১৫০ ফুট।

একটু পরে তাম্বু থেকে উঠে উত্তর দিক দিয়ে নিভৃত-কেতনের সামনে দিয়ে ঘুরে আমতলা বেষ্টন ক'রে পশ্চিম দিক দিয়ে দালানে চ'লে এলেন। ধীরেনদারা ফিতে নিয়ে পেছন পেছন ছিলেন। এই গোটা পথটা তাঁরা ফিতে ধ'রে ধ'রে মাপা স্বরু ক'রে দিলেন। হল্‌ঘরের চৌকি পর্য্যন্ত মাপা শেষ ক'রে ওঁরা জানিয়ে দিলেন—২৭৫ ফুট।

বিশুদা—তাহলে আজ সকালে হাঁটা হ'ল মোট ৪২৫ ফুট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয় গজ কয় ফুট?

গৌরদা হিসাব ক'রে বললেন ১৪১ গজ ২ ফুট। এইবার স্ফূর্ত্তির স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে একটু তামুক খাওয়াও।

বিশুদা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেতে খেতে দয়াল নানা প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

আজ সারাদিন আকাশে অল্প মেঘ থাকলেও ফাঁকে ফাঁকে বেশ রোদ ছিল। এখন সন্ধ্যা ৬টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দাতেই আছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর পাশে ও সামনে উপবিষ্ট। কথাবার্ত্তা চলছে। অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি-আভায় সমগ্র প্রাঙ্গণ রাঙিয়ে উঠেছে। গাছে-গাছে ঘরে-ফেরা পাখীদের কিচির-মিচির। বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মিগণ কাজের শেষে এসে প্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে যাচ্ছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজী 'life' (লাইফ্) শব্দের ধাতুগত অর্থ জানতে চাইলেন। দেখা হ'ল to remain (থাকা)। আবার এর সাথে সংস্কৃত লিপ্ ধাতুরও (লিপ্ত হওয়া) যোগ আছে দেখা গেল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সংস্কৃত লিপ্ ধাতু অর্থাৎ লিপ্ত হওয়ার সাথে ইংরাজী life (লাইফ্) শব্দের সম্বন্ধটা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, যে energy (শক্তি) সর্ব্বশরীরে লিপ্ত হ'য়ে আছে। সেইজন্য শব্দেরও ঐরকম মিল। (একটু থেমে বললেন) আমি তো ভাষা-টাষা জানি নে। কিন্তু আমার একটা normal conception (স্বাভাবিক বোধ) আছে। হয়তো ভাল ক'রে express (প্রকাশ) করতে পারি নে।

তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তারা উঠিছে রে?

বিশুদা বাইরে যেয়ে দেখে এসে বললেন—উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘরে যাওয়ার সময় হইছে?

বিশুদা—আর সাত মিনিট বাকী আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে পান দে।

বিশুদা দয়ালের প্রসারিত শ্রীকরে একটা পান দিয়ে তাড়াতাড়ি তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেয়ে ৬টা ৮ মিনিটে ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। ভোলা রমানী দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে ঘরের ভিতরে ডাকলেন। ভোলাদা কাছে এলে বললেন—এই ভোলা, আমি অজয়বাবুকে ব'লে দিয়েছি, তোর যে টাকা লাগবে তা' দফায় দফায় দিয়ে দেবে।

তারপর ভোলাদাকে বুঝিয়ে বললেন—ছাখ্, তোরা অত্যন্ত অবুঝ। এরকম যদি আরম্ভ করিস্ তখন আমার সকলের জন্যেই করা লাগবে নে। আর তা' আমি পারব কেমন ক'রে? বুঝে-সুঝে চলতে হয়।

ভোলাদা 'হাঁ বাবা' ব'লে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল। যতীন এতবরদা আজ রাতে কলকাতায় ফিরবেন। এসে অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছাখ্, তুই তো কলকাতায় থাকিস্। ঐদিকে এখানকার কয়টা ছেলের কাজকাম জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্?

যতীনদা—আচ্ছা, আমি চেষ্টা ক'রে আপনাকে জানাব। ব'লে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

তপোবন-বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌরহরি সামন্তকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই, ভরদ্বাজের 'যন্ত্রসর্ব্বস্বম্' বইটা আনাবার ব্যবস্থা কর্। ওতে বহুরকম বিমানের কথা, তার fuel-এর (জ্বালানির) কথা, এইসব আছে।

গৌরদা—আজ্ঞে, কালই চিঠি লিখে দেব।

কথায়-কথায় রাত বেড়ে যায়। এখন ৮-১৫ মিঃ। মায়া মাসীমা এসে বসলেন। তাঁকে বললেন পরমদয়াল—তোমরা যখন প্রথম পাবনায় গেলে তখন খড়ের ঘর ছিল।

মায়া মাসীমা—হ্যাঁ, সেই সব ঘরেই থাকা হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইদিন থেকে আর আজকের দিন কতদিন? (তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত এবং উদাস)।

মায়ামাসীমা—তা' চল্লিশ বছর তো হ'য়েই গেল।

১০ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৭।৯।১৯৫৯)

ক্ষিতীশদা (দাস) শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে একটি ভাল জাতের এ্যালসেশিয়ান কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসেছেন। আজ সকাল থেকেই সেই কুকুর সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছে। কুকুরের ভাল জাত থেকে আলোচনা এসে পড়ল প্রজনন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মা যদি অশুদ্ধ হয় তবে সমস্ত জাতিটাই ব্যতিক্রম-দুষ্ট হ'য়ে যায়। মস্তিষ্কও বিকৃত হ'য়ে যায়। এই যে কুত্তে নিয়ে আস্‌ল একটা বাচ্চা। কিন্তু দেখলে মনে হয় খেয়ে ফেলবে নে। তার কারণ ঐ ভাল pedigree (বংশধারা)। সেইজন্য বাচ্চা হ'লেও তার দাম পাঁচশো টাকা।

একটু পরে আবার বললেন—মেয়েরা বিয়ের আগে কাউকে যদি স্বামী ব'লে ভাবে, সেটা খুব খারাপ।

প্রফুল্লদা (দাস)—তাহলে আমাদের মেয়েরা যে বাইরে ঘোরাফেরা করে, কাজকর্ম্ম করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য তো তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ওগুলো একেবারে কিরে দিয়ে বারণ ক'রে গেছেন। ওসব আগে ছিলই না।

পরে আবার পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে বলছেন—দুই রকমের character (চরিত্র) আছে, beastly character আর developed character (পশুবৎ চরিত্র আর উন্নত চরিত্র)। Beastly character (পশুবৎ চরিত্র) হ'ল খায়, দায়, চলে, ফেরে, sexually engaged-ও (যৌনমিলনও) হয়। এই যেমন শিয়াল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি।

হাউজারম্যানদা—আর developed character (উন্নত চরিত্র) কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা চিন্তা করতে পারে। ঠিক বেঠিক ধরতে পারে। যেমন একটা এ্যালসেশিয়ানকে দেখো। ওরা loll of hunger (ক্ষুধার লালসা), loll of sexual hunger (যৌনকামনার লালসা) resist (প্রতিরোধ) করতে পারে। কিন্তু ঐ ওরা পারেনা।

১৩ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ৩০।৯।১৯৫৯)

গত দু'দিন যাবৎ খুব বর্ষা গেছে। আজও আকাশ থমথমে। ভক্তজনসমাবেষ্টিত

হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরেই অবস্থান করছেন।

সকাল ৮টা। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে মণি প্রধানদা কয়েকদিন যাবৎ আশ্রমে আছেন। তিনি এসে আজ বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। বললেন—আমি কি যাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর যা' ইচ্ছে। যেতে ইচ্ছা করলে যাবি। আর যদি যাস, ঐ কচু নিয়ে আসবি।

মণিদা এবার ঠাকুরবাড়ীতে আসার সময় শোলা কচু নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই আনতে বলছেন। প্রসঙ্গক্রমে মণিদা বললেন—মানুষের চাহিদা যেন আর মিটিয়ে পারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চাহিদা মেটাবি কি করে ? নিষ্ঠা না থাকলে কি চাহিদা মেটানো যায় ?

মণিদা আর কোন কথা না ব'লে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে (রায়চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করলেন—তোর মার গু দেখে তোর ঘেন্না করত ?

চুনীদা—সেরকমভাবে দেখার সুযোগ কোনদিন হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(শরৎ হালদারদাকে) আপনার ?

শরৎদা—আমারও সেরকম খুব হয়নি। তবে মা'র গু দেখেছি এবং তা'তে ঘেন্না করত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এমনিতে গু-তে খুব ঘেন্না। কিন্তু মা'র গু-তে কোন ঘেন্না ছিল না। অমৃতের মত লাগত। বোধহয় খেতেও পারতাম।

ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন। তাঁকে বললেন—তোর মা'র গু দেখে তোর ঘেন্না করে না ?—

বড়দা—নাঃ—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(বড়দাকে দেখিয়ে) ও আসে। ওর মা'র পায়খানা দেখে, পেচ্ছাপ দেখে, গন্ধ নেয়। তারপর যেমন ব্যবস্থা করা দরকার ক'রে যায়।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শব্দ ও তার মৌলিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটি লেখা দিয়েছেন ইংরাজীতে। বেলা ৯টায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসতে ঐ বাণীটি নিয়ে আলোচনা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—Word comes from feeling and sensation (বোধ এবং সংবেদন থেকেই শব্দের সৃষ্টি)। আবার ওর থেকেই হয় ধাতু (root)। আবার ধাতু তাই, যা' শব্দের intent-কে (অভিপ্রায়কে) ধারণ করে।

কেষ্টদা—কতকগুলি শব্দ আছে নিপাতনে সিদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিপাতনে সিদ্ধ মানে প্রয়োগসিদ্ধ।

কেষ্টদা—প্রয়োগের মধ্যেও দেখা যায়, আগে হয়তো একরকম অর্থ চলিত ছিল, এখন পালটে যেয়ে অন্যরকম হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু হাগতে যাচ্ছি মানে খেতে যাচ্ছি হবে নানে। এক যুগে হাগা মানে খাওয়া ছিল, পরবর্ত্তী যুগে হাগা মানে হাগা হয়েছে, তা' কিন্তু নয়। সর্ব্বকালে হাগার intent (উদ্দেশ্য) হাগাই, আর খাওয়ার intent (উদ্দেশ্য) খাওয়াই হবে। Philology (ভাষাতত্ত্ব) দেখলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি word (শব্দ) একটি নদীর মত। আর তার source-টা (উৎসটা) হ'ল ধাতু।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাকু সেবন করতে থাকেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর নবদীক্ষিত মিশ্রজী সম্বন্ধে দয়াল বললেন—ঐ যে মিশ্র আছে। ও কচ্ছিল, 'জীবনের তিরিশ বছর শুধু নষ্ট করেছি। এখন এই কাজই করতে চাই।' শোনার পর থেকেই ভাবছিলাম, আপনার সাথে দেখা হলেই একথা ক'য়ে রাখব।

৯-২০ মিনিট। বাইরে আকাশে খুব কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। ঘরের ভেতরটা হঠাৎ অন্ধকার হ'য়ে উঠল। বিশুদা তাড়াতাড়ি আলো জেলে দিলেন।

পূজ্যপাদ বড়দা—খুব মেঘ করে এলো। কলকাতায় বৃষ্টি হ'চ্ছে।

কেষ্টদা—জাপানে টাইফুনে বহু লোক মারা গেছে।

বৃষ্টির উপক্রম দেখে পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে উঠে চ'লে গেলেন।……দেখতে-দেখতেই প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নেমে এলো। সাথে বাতাসের বেগও খুব। কেষ্টদা ও চুনীদা আগেকার বড় বড় ঝড় ও বৃষ্টির গল্প করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। সরোজিনীমা তাঁর শ্রীচরণ-যুগলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ অবস্থাতে স্মিতহাস্যে বলছেন—আগে কেষ্টদার সাথে কত কথা বলতাম। এখন আর তার সুবিধা হয় না।

কেষ্টদা—এখন বিশেষ ফাঁকাও পাওয়া যায় না। আগে হেঁটে যেতে যেতে হয়তো একটা কথা ব'লে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যখনই কোন কথা কই, আমার চারটা দিকের চিন্তা থাকে—হাঁ, না, হতেও পারে, নাও হতে পারে। আর এর মাঝখান দিয়ে চলি। কিন্তু যখনই কেউ মনে করে, we can live with conscientious consciousness eternally (আমরা সুবিবেচী চেতনাসহ নিরন্তর হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারি), তখনই

তার মনে জাগে 'yes'। সে positive (দৃঢ়নিশ্চয়) হয়।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে বললেন—একবার আমি মনে করলাম, আমি যে বামুন, সেটা সবসময় মনে রাখা কি আমার জাত্যাভিমান না নিষ্ঠা! তারপর, ঐ যে শশধর কর্ম্মকার ছিল, ওর সাথে এক থালায় ব'সে ভাত খেলাম। দেখলাম আমার ঘেন্না আসে কিনা। দেখলাম, ঘেন্না আসল না। তখন বুঝলাম, এটা আমার নিষ্ঠা, জাত্যাভিমান নয়। এইভাবে নিজেকে test (পরখ) করতাম। গু দেখে আমার খুব ঘেন্না করত। কিন্তু স্থকিয়া ষ্ট্রীটে যখন মা'র খুব অসুখ, তখন অনেকদিন মা'র গু নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। ঘেন্না করত না। বড় খোকাও অমনি। ওর মা পায়খানা করার পর সেখানে গেছে, দেখেছে, নাড়াচাড়া করেছে, আবার কী কী করেছে। তারপর আমার কাছে এসে বসল। কোন ইয়েই নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, তোর ঘেন্না করল না? বলে, 'ও আবার ঘেন্না কী!' হাতটাত বোধহয় ধুয়েই আইছিল। তা' আর জিজ্ঞাসা করলাম না।

কথার শেষে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হয়। তারপর কেষ্টদা জাহানারার গল্প বলতে থাকেন।

কেষ্টদা—জাহানারার আত্মকাহিনীতে আছে, সে একজন হিন্দু রাজপুতকে ভালবাসত। কিন্তু আকবর তাঁর বংশের মেয়েদের বিয়ে করতে নিষেধ ক'রে গিয়েছিলেন। তাই আর সে বিয়ে করল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথা শুনে আমার মনে ঢং ক'রে বাজ্‌ল 'I love Akbar much more than my love (আমার ভালবাসার লোক থেকেও আমি আকবরকে বেশী ভালবাসি)। ভালবাসি। কিন্তু উচিত না, তাই বিয়েই করলাম না। ঐ সব বই মেয়েদের পড়তে দেওয়া লাগে।

দুপুরের পর থেকে আর বর্ষা না হ'লেও আকাশভরা মেঘ রইল। বিকালের দিকে মেঘ আরো ঘন এবং কালো হ'য়ে এলো। ফলে, সন্ধ্যার আঁধারটা আজ যেন তাড়াতাড়িই নেমে এসেছে। দয়াল ঠাকুর হল্‌ঘরে আছেন আজ সারাদিন।

সন্ধ্যা সাতটার পর ফুলটুনদি এসে রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কী আহার করবেন জানতে চাইছে। রোজই সন্ধ্যায় এসে ফুলটুনদি বা তার মা (তরুমা) জেনে যান শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কোন আহার্য্য প্রস্তুত করতে হবে কিনা। আজকাল প্রতি রাতে তরুমার বাড়ী থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ আসে। আজ ফুলটুনদির জিজ্ঞাসার উত্তরে পরম দয়াল বললেন—ফুসফুসে ভাজা একটা করবিনানে?

ফুলটুনদি—কচু ভাজব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' হয় একটা।

ফুলটুনদি—কিন্তু এতদূর আনতে আনতে তো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' হয় একটা বুদ্ধি ক'রে করা লাগে।

তারপর ফুলটুনদির দিকে তাকিয়ে আদরভরা কণ্ঠে বলছেন—ওর সাথে আমার কেবল খাওয়ার কথা।

ফুলটুনদি একটু দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে গেল। হাউজারম্যানদা, বিষ্ণুদা (রায়) এসে বসলেন। তাঁদের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ওখানে হেমকবি (মুখোপাধ্যায়) আসত। সে মদ খেত। তাকে আমি লুকায়ে মদ কিনে এনে দিতাম। সে আপত্তি করত। তারপর একদিন ঢেলে দিতে চাইলাম। সে কিছুতেই খেল না। মাথা ঝাড়া দিল। কিছুতেই খাবে না। আমি মদের নিন্দা করতাম। কিন্তু মদখোরের নিন্দা করতাম না। ঐটা মন্ত্র।

বিষ্ণুদা—এবারও আপনার দয়ায় একজনের মদ বন্ধ হ'ল। ঐ দোবে। আমরা ওর হাতে-পায়ে ধ'রে কত চেষ্টা করেছি। আমাদের সামনে না খেলেও গোপনে খেত। এখন একেবারে ছেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মদ ছাড়া ভাল। কিন্তু ওর 'পরে যখন aversion (ঘৃণা) এসে যাবে, তখনই হ'ল ঠিক।

বিষ্ণুদা—এবার কংগ্রেসের অনেকে বলছে, বিষ্ণু কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে, সৎসঙ্গেই থাকে। আমি বলেছি, আমি তো কংগ্রেস ছাড়িনি। এখন কংগ্রেস যদি আমাকে ছেড়ে দেয় তা' আমি জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কংগ্রেস কেন, আমি কাউকেই ছাড়িনি। আগে বুঝতাম, ছাড়া যায়। কিন্তু সৎসঙ্গী হওয়ার পর দেখছি, কাউকেই ছাড়া যায় না। তোমার সমস্ত কথাগুলি যদি একজায়গায় aim (লক্ষ্য) করে তাহলে সেটাই হয় মন্ত্র। আর, ওরকম না হ'লে কথাগুলি সব diffused (ছিটানো) হ'য়ে যাবে। ওদের আরো কওয়া লাগে, আমি তো servant of existence (অস্তিত্বের চাকর)। সেইজন্য আমি servant (চাকর) কংগ্রেসেরও, মিউনিসিপ্যালিটিরও, পাখীরও, গাছেরও, মানুষেরও। এ শুনে ওরা তখন ক'বে, 'এ যে কী কথা কয়, miracle-এর (রহস্যের) মত, বুঝতেও পারিনে। কয় যে অস্তিত্বের চাকর আমি, প্রবৃত্তির নয়।' (হাসছেন)।

বিষ্ণুদা—কেউ কেউ বলে, মানুষ পরিস্থিতির দাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ পরিস্থিতির দাস নয়। তোমার সে কথা কইলে চলবে নানে। হ'তে হবে পরিস্থিতির সত্তার দাস। সত্তা সবারই এক। তা' তোমার আছে, আমার

আছে, পোকাটারও আছে। সেই সত্তাকে আমরা মানি। মেনে তাকে অস্বীকার করব কি করে? মেয়েমানুষের বাড়ীই যাও, মদই খাও আর গাঁজাই খাও, তুমি কী চাও? মরতে চাও না বাঁচতে চাও? তুমি তোমার ভালই চাও। তাই, তুমি ঐ ভাল'র দাস। আর যিনি সত্তাকে, অস্তিত্বকে অনুরঞ্জিত ক'রে তোলেন, তিনিই তো রাম। সীতা হলেন লক্ষ্মী। যেখানে রাম সেখানেই সীতা। রাম ছাড়া সীতা থাকে না ব'লেই তো সীতা ছাড়া রাম থাকে না। তোমার রাম কে? রাম কি আছেন? তিনি তো সরযূ নদীতে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু তিনি তখনও ছিলেন, এখনও আছেন। আমরা শরীরী কিনা! তাই বিশ্বাস করি, তিনি আছেন। তাঁকে খুঁজে বের ক'রে গ্রহণ করতে হবে।—এইরকম, তোমার কথাগুলো হবে একেবারে যাদুর মত। প্রত্যেকটা যেন complex-এর (প্রবৃত্তির) উপরে যেয়ে knock করছে (ধাক্কা মারছে)। তুমি সত্তার service (সেবা) দাও, তার যাতে ভাল হয় তাই কর। মানুষের অভাব-অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর। কেউ হয়তো বিপদে পড়ল। সেই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা কর। মানুষের ভাল করবে। কিন্তু alert (সতর্ক) থাকা লাগে যাতে কেউ আমার খারাপ করতে না পারে। চতুর হবে। আর, চতুর মানেই চার আল দেখে চলা। এইভাবে অভ্যাস করতে করতে নানা দিকের নানা aspect (বিষয়) বেড়ে যায়। আবার, সত্তাকে ভালবাসি ব'লে যে প্রবৃত্তিকে ভালবাসব না, তা' নয়। যে প্রবৃত্তিগুলি সত্তাকে support (সমর্থন) করে, তাদের আমি ভালবাসব। এইরকম করতে করতেই দেখো, মানুষ তোমার হ'য়ে উঠছে। কেউ তোমাকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, তুমি তার তোয়াক্কা রাখবে না, ক'রে যাবে। এইভাবে যদি পাঁচশ' মানুষ নিয়ে deal (ব্যবহার) কর, কি পাঁচজন মানুষ নিয়ে deal (ব্যবহার) কর, আর তারা যদি অমনি হ'য়ে ওঠে automatically (আপনা থেকেই) তখন তোমার proportion (ভাগ) বেড়ে যাবে। দেখবে তখন, তুমি একলাই একটা election (নির্ব্বাচন)।

বিষ্ণুদা—সমস্ত কাজের পেছনেই যদি একটা আশীর্ব্বাদ থাকে তাহলে অনেক সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ মানে কী জান তো? আশীর্ব্বাদ মানে অনুশাসনবাদ। ইংরাজরা কয় commandment (আদেশ)। যাঁর আশীর্ব্বাদ আমি চাই, তাঁর কথা এড়াতে পারব না কিছুতেই এমন হওয়া চাই। তাঁর কথাতে যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারি, তখনই আশীর্ব্বাদ হয়। Love Him sincerely and love will jump upon you (তাঁকে অকপটভাবে ভালবাস; তাহলে ঐ ভালবাসাও তোমার উপর

ঝাঁপ দিয়ে পড়বে)।

এর পরে আর কথাবার্ত্তা হয় না। সবাই একে-একে বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা থেকেই আকাশ ভীষণ কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন ছিল। মাঝ রাত থেকে সুরু হ'ল প্রবল ঝড় ও বর্ষা, আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ছে। চারিদিকে একটা উথালি-পাথালি ভাব। আজ সন্ধ্যায় আকাশবাণী বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের কথা ঘোষণা করেছেন। মনে হয় তারই প্রতিক্রিয়া। ভোর রাত পর্য্যন্ত সমানভাবে এই অবস্থা চলল।

১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১।১০।১৯৫৯)

কাল সারারাত ধ'রে প্রচণ্ড দুর্য্যোগ চলেছে। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। আজ সকালেও খড়ের ঘরের উপরের টিনগুলিতে বাতাসের ঝাপটায় দড়াম-দড়াম শব্দ হ'চ্ছে। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে ও আশেপাশে বেশ কিছু গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়েছে। মাটির উপরে জলের ধারা ব'য়ে চলেছে। নীচু জমিতে বেশ জল জমেছে।

এই বাদলা আবহাওয়ার মধ্যে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এসে প্রণাম করলেন। তাঁর সাথে হজরত রসুলের মেরাজ প্রসঙ্গে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেরাজের বর্ণনায় আছে, হজরত রসুল খোদার সান্নিধ্য লাভ করলেন, তাঁতে merge করলেন না (তাঁর সাথে মিশে গেলেন না)। তিনি ঘোড়ায় চ'ড়ে আসলেন, মানে সুরতকে অবলম্বন ক'রে এগোলেন। সু—perfectly (নিখুঁতভাবে), রত মানে engaged (নিয়োজিত)। তাই, সুরত মানে perfectly engaged in the affairs of Allah (আল্লার কর্ম্মে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত)। এই সুরতে চ'ড়ে যেতে লাগলে (অনুভূতি লাভের পথে) চাঁদ দেখা যায়, আরো কত কী দেখা যায়! এই সুরতই যোগাবেগ—strong tendency of unification (যুক্ত হওয়ার প্রবল আকূতি)।

হল্‌ঘরে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মেঘলা আকাশের দরুন আলো কম। তাই, ঘরের ভিতর আলো জালিয়ে রাখা হয়েছে। বেলা দশটা বাজে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মদর্শন কা'কে কয়?

কেষ্টদা—উপনিষদে আছে, যে দেখেছে ব'লে দাবী করে, সে কিছুই দেখেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, প্রথমেই একটা identity (অভেদ) বোধ থাকে। মনে হয়, আমি সবার মধ্যে আছি। আবার সবকিছুই যেন আমার মধ্যে আছে।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—এ-বিষয়ে আপনার অনেক লেখা দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইরকম অন্য কথার অবতারণা না করলে আমার কথাগুলি ঠিক কি বেঠিক বোঝা মুশকিল।

কেষ্টদা—এক জায়গায় দেখছিলাম, বাবর, তৈমুরলঙ্, এঁরা সারাজীবনে যত কথা বলেছেন সব লেখা আছে। রাজ-লেখক থাকত। তারা লিখে রাখত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) সেগুলি আছে ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ আছে, পার্সিয়ার।

এই সময় একজন এসে তাঁর নবজাত পুত্রের নাম প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিলেন "ধৃতিকুমার"।

১৫ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ২। ১০। ১৯৫৯)

সারারাত চলেছে ঝড়ের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ ও দমকে-দমকে বৃষ্টি। আজ ভোরের দিকে বৃষ্টিটা ধরল বটে। কিন্তু হাওয়া চলছে। ঠাকুরবাড়ীর ভেতরে ও বাইরে বেশ কয়েকটি বড় ডাল ভেঙ্গে পড়েছে। কিছু গাছও উপড়ে গেছে।

আজ মহালয়া। ভোর চারটার সময়ে ঘরে-ঘরে রেডিও খোলা হয়েছে। চণ্ডীপাঠ ও সুমধুর সঙ্গীতের শব্দে চারিদিক মুখরিত। বর্ষা না-থাকায় আশ্রমবাসীরা অনেকেই এসেছেন প্রাতঃপ্রণামে।

পাঁচটা বাজতে দয়াল ঠাকুর বারান্দায় মাঝের চৌকিখানিতে এসে বসলেন। কিছু আগে সৎসঙ্গ মন্দিরে ভোরের বিনতি-প্রার্থনা হ'য়ে গেছে। সাড়ে পাঁচটার সময় পরম দয়ালের সম্মুখে সমবেত প্রণাম হ'ল। প্রণামান্তে ভক্তবৃন্দ একে-একে চলে গেলেন।

ভোরের ট্রেণে মধুসূদন ব্যানার্জীদা কলকাতা থেকে এলেন। বললেন, কলকাতায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হ'চ্ছে। কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন— 'দ্বিষো জহি' মানে কী ? (আজ ভোরের চণ্ডীপাঠে এই অংশটুকু বার বার উচ্চারিত হয়েছিল)।

সুশীলদা—তার মানে শত্রুকে নিধন কর।

৬-৮ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। আবার আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। বর্ষাও সুরু হ'ল বেশ জোরে। সকাল সাতটার সময় হঠাৎ বাইরে খুব চেঁচামেচি শোনা গেল। লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইলেন ব্যাপার কী! একজন এসে খবর দিলেন—ডাঃ হরিপদ সাহাদার মামী ইলেকট্রিক শক্ খে'য়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। হাতে ও পায়ে কয়েকটি জায়গা পুড়ে গেছে, কেটেও গেছে।

শুনেই দয়াল ঠাকুর ব্যস্ত হ'য়ে বার বার ঐ মায়ের খোঁজ নিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন—ও বেঁচে আছে তো?

কিছু পরে ঐ মায়ের অবস্থা ভালর দিকে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্বস্ত হলেন।

বেলা ৯-২০ মিনিট। ঘরের ভিতর ব'সে দয়াল নানাপ্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। সত্যিকারের মৃত্যু কী সেই প্রসঙ্গে বললেন—যারা evil-obsessed (অসৎ-প্রবৃত্তি অভিভূত) তারাই মরা।

একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন। কথায়-কথায় মাছ খাওয়ার প্রসঙ্গ উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাশিয়ানী থেকে একবার ফেরবার সময় মাছ রান্না করছিল।

বড়দা—হ্যাঁ, শৈলদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই রান্নার সময় একটা ইলিশ মাছ দেখেছিলাম। দেখার পরে আমার একেবারে গল্‌গল্‌ ক'রে বমি। তাই, অপকর্ম্ম না-করাটাই বড় কথা নয়। অপকর্ম্মে যদি ঘৃণা না আসে তাহলে মুশকিল। ঐ বমি হওয়ার মত হওয়া চাই।

বড়দা—আমি কলকাতায় বাজার করার সময় যদি ভুলেও কখনও মাছের বাজারের মধ্যে যাই তাহলে যেন একটা 'শক্' লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঐ 'শক্' লাগার মতই হওয়া উচিত। (বিষ্ণু রায়দাকে) বিষ্ণু! মাছ খাও?

বিষ্ণুদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ছাখ্, ও-ও খায় না। মিশ্রজী খায়?

বিষ্ণুদা—জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনে আ'সো।

বিষ্ণুদা শুনে এসে বললেন—মিশ্রজী আগে খেতেন, এখন আর খান না।

বড়দা—কতদিন খান না?

বিষ্ণুদা—চার মাস খান না।

এরপর পূজ্যপাদ বড়দা উঠে গেলেন।

দুপুর হ'তে হ'তেই মুষলধারে বর্ষা নামল। হলুঘরে এবং পশ্চিমপাশের ঘরটিতে ছাদ ফেটে জল ঝরছে। দারোয়া নদীর জল প্রবলভাবে বেড়ে গেছে! সন্ধ্যার দিকে বর্ষাটা একটু ক'মে এল।

সন্ধ্যার দিকে খবর পাওয়া গেল, আজ ট্রেণগুলি খুব ধীরে-ধীরে এবং দেরীতে যাতায়াত করছে। বর্দ্ধমান, হুগলী অঞ্চলে রেললাইনের দু'পাশে শুধু জল আর জল।

বিকালের তুফান এক্সপ্রেসে ডাঃ সূর্য্যদার (বসু) আসার কথা। পরমপূজ্যপাদ বড়দা স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়েছিলেন। ড্রাইভার নিকুঞ্জদা ফিরে এসে জানালেন, তুফান কখন আসবে কোন খবর নেই।

রাতে বিষ্ণুদার সাথে খাওয়াদাওয়া নিয়ে কথা বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল বললেন—ধর, তুমি একজনের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে খাও না। সে হয়তো তার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে তোমাকে এক কাপ চা খাওয়ালো। তারপর সে তোমাকে ভাত খাওয়াবারও চেষ্টা করবে। তারপর দেখ। কোন বামুনের মেয়ের যদি চামারের সাথে বিয়ে হয়, তাদের যে offspring (সন্তান), তার লক্ষ্যই থাকবে কী ক'রে তোমার বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করতে পারে। সে চেষ্টা করবে, তোমার মেয়ের সাথে যাতে তার ছাওয়ালের একটা সম্বন্ধ হয়। কিরকম করবে? (মাতালের মত সুর ও ভঙ্গী করে) বিষ্ণুবাবু! ও বিষ্ণুবাবু! একটু দয়া করুন (পায়ের ধূলো নিয়ে যেমন করে মাথায় দেয়, হাত দিয়ে তেমনতর ভঙ্গী করলেন, নিজের মাথায় হাত ছোঁয়ালেন। তারপর বলছেন) এই মাতালরা যেমন করে আর কি!—কিভাবে তোমাকে টেনে নামাবে।

বিষ্ণুদা—একজন ভাল বংশের লোকের যদি স্বভাব খারাপ দেখি, তাহলে কি বুঝতে হবে তার জন্মের দোষ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে দেখবে ঐরকম betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করছে, superior-এর (শ্রেষ্ঠের) 'পরে regard (শ্রদ্ধা) নেই, বরং তাকে ঐরকম ক'রে দুঃশীলতার পথে entice (প্রলুব্ধ) করতে চেষ্টা করছে, সেখানে সন্দেহ করবে। সে যতই যা' করুক, যতক্ষণ তোমার মেয়েকে নিতে না পারছে ততক্ষণ থামবে না।

রাত নয়টা বাজে। হাউজারম্যানদার সাথে আত্মার স্বরূপ ও পুনরায় দেহধারণ নিয়ে কথা চলছে। সেই প্রসঙ্গে দয়ালপ্রভু বলছিলেন—যেমন ধর একটা locomotive (গতিশীল যন্ত্র) আছে। তার আত্মা হ'ল steam (বাষ্প)। কিন্তু সেখানে ওটা unconscious (অচেতন)। আর মানুষ, গরু, ছাগলের মধ্যে আত্মাটা conscious (চেতন)। আবার ধর, যেমন বাটির মধ্যে জল আছে। জল ঐ বাটির তুলনায় আত্মা। অবশ্য বাটিরও তার মতন করে আত্মা আছে। একটা মানুষ ম'রে গেল মানে সেখানে ওটা আর function (ক্রিয়া) করতে পারল না। যে energy-টা (শক্তিটা) তোমার মধ্যে ছিল, যাকে spirit (জীবনীশক্তি) কই, মানে যা' দিয়ে আমরা breathe (শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ) করি, তা' আর থাকল না। তখন শরীরটাকে পোড়ায়ে ফেলে দিলে। কিন্তু আত্মাটা সেখানে না করলেও অন্য জায়গায় তার

function (ক্রিয়া) ঠিক করছে। যেমন পোড়ায়ে কয়লা হ'ল। কয়লার মধ্যে সে তার function (ক্রিয়া) করছে। কয়লারূপে তখন stay (অবস্থান) করছে। গীতায় আছে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'। তার মানে যেগুলি disfunctioned (অক্রিয়) হ'য়ে গেছে সেগুলি ছেড়ে দিল, এক কাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পরার মত। এখন, ঐ function-টা (ক্রিয়াটা) যদি আবার চালু করতে পার তাহ'লে body (শরীর) আবার ঠিক চলবে। অবশ্য function-টা (ক্রিয়াটা) কেমন ক'রে আসে তা' জানা লাগবে। আবার, body-র (শরীরের) মধ্যে brain (মস্তিষ্ক) আছে, mind (চিত্ত) আছে। তার পুষ্টির জন্য যা' দরকার তা' যদি না দাও তবে সেগুলি পাল্‌টে যাবে।

রাত ৯-৩৫ মিনিট। পূজনীয় ছোড়দার কন্যা পুটুরাণীকে নিয়ে এসে সূর্য্যদা প্রণাম করলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন, "আইছিস্?"

সূর্য্যদা—ব্যাণ্ডেলের পর থেকে রেললাইন মাটিতে ডেবে গেছে। গাড়ী খুব আস্তে আস্তে এসেছে। সেইজন্য দেরী হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের যেয়ে হাত-মুখ ধুতে বললেন। আবার পূর্ব্বসূত্র ধ'রে আলোচনা চলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর একটা 'ম্যাগ্‌নেটিক রড্‌'। তার দুটো pole (প্রান্ত) আছে। একদিকে 'পজিটিভ্‌', আর একদিকে 'নেগেটিভ্‌'। আমি যাকে স্থাস্নু আর চরিষ্ণু কই। এই দুই প্রান্তের মধ্যে আছে attraction, repulsion and stagnation (আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও বিরমণ)। প্রত্যেকটারই কিন্তু to and fro motion (সম্মুখ-পশ্চাতে গতি) আছে, আবার to and fro stay-ও (সম্মুখে ও পশ্চাতে বিরতিও) আছে।

হাউজারম্যানদা—Stagnation-টা (বিরমণটা) কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর full speed-এ (পূর্ণবেগে) একটা মোটর যাচ্ছে। তোমার ক্যামেরা one-millionth part of a second (এক সেকেণ্ডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ) রেকর্ড করতে পারে। তুমি ক্যামেরা দিয়ে সেই সময়টা ধ'রে রাখলে। ঐ হ'ল stagnation (বিরমণ)।

প্যারীদা (নন্দী)—সৃষ্টির মধ্যে সব আলাদা আলাদা বস্তু হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাঁদ, সূর্য্য, এরকম সব-কিছুর মধ্যেই আলাদা-আলাদা গতি আছে।

প্যারীদা—একটার থেকে আর একটা যে আলাদা হয়, এটা কি accident (আকস্মিক ঘটনা)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই কথাই ক'স্ কেমন! সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা রামের পিসি? আমি তো বলি, জগতে accident (আকস্মিক ঘটনা) বলে কিছু নেই। ছাখ্ তো accident-এর root meaning (ধাত্বর্থ) কী?

হাউজারম্যানদা দেখে বললেন—To happen (সংঘটিত হওয়া)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো!

কথা বলতে বলতে রাত ১০-৮ মিনিট হয়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়খানায় যাওয়ার সময় হ'ল। চটি পায়ে দিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। জিতেন মিত্রদা সামনে ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন—তাহলে পায়খানায় যাই?

জিতেনদা যুক্তকরে বললেন—আজ্ঞে। তারপর দয়াল বাথরুমের দিকে রওনা হলেন।

১৭ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ৪।১০।১৯৫৯)

আজও আকাশে খুব মেঘ। মাঝে মাঝে ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পেটের অবস্থা ভাল নেই। থেকে-থেকে কাতরাচ্ছেন। পায়খানাও পরিষ্কার হয়নি।

সকাল সাতটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর mother ও matter এই দুটি শব্দের root-meaning (ধাতুগত অর্থ) দেখতে বললেন। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে দেখলাম, দুটি শব্দের ধাতুই প্রায় এক, matter এসেছে ল্যাটিন materia থেকে এবং mother-এর ধাতু mater। দুটিই ল্যাটিন ধাতু। শোনার সাথে-সাথেই উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠলেন দয়াল—'নোট্', কর্, 'নোট্' কর্। Peculiar (বিচিত্র) যা' দেখিস্ তাইই 'নোট্' করা লাগে। বইয়ের নাম, Page-number (পৃষ্ঠাসংখ্যা) দিয়েই 'নোট্' করতে হয়। নতুবা আবার reference দেবার (পুনরুল্লেখ করার) সময় মনে থাকে না। আবার, মনে থাকলেও যে তোমার কথা বিশ্বাস না করে, তাকে ঐ reference-এর (সূত্রের) কথা যদি ব'লে দাও, সে দেখে নিতে পারবে।

তদনুযায়ী লিখে রাখলাম mother আছে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে (বড়) ১২১৮ পৃষ্ঠায় এবং matter আছে ১২৮৬ পৃষ্ঠায়।

এর পর 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা উঠল। সেই প্রসঙ্গে দয়ালঠাকুর বললেন—এই যে আছে 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ', সেখানে বিন্দু মানে শুক্র না। বিন্দু মানে তোমার জীবনের centre (কেন্দ্র)। সেইটে হ'ল বিন্দু, তোমার Ideal (আদর্শ)। সেখান থেকে তোমার deviation মানে

পতন হ'লেই তুমি মরণের দিকে যাবে। আর সেই বিন্দু অর্থাৎ কেন্দ্রকে যদি ধারণ ক'রে রাখতে পায় তাহলে জীবনে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলবে। বিন্দু কোন্ ধাতু থেকে হয়েছে ?

আমি বললাম—বিদ্‌-ধাতু থেকে, মানে জ্ঞান, অস্তিত্ব, লাভ, মীমাংসা, কথন ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ছাখ্, ভাল ক'রে ছাখ্।

দেখলাম। অন্যান্য ডিক্‌শনারি থেকে বিদ্‌-ধাতুর অর্থগুলি তাঁকে পড়িয়ে শোনালাম। সব শোনার পর হৃষ্টচিত্তে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—বিদ্‌-ধাতুর মানে কোথাও বীর্য্য আছে ?

আমি—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ছাখ্। কত উল্টো মানে ক'রে যে এসব চালায়ে দিচ্ছে তার ঠিক নেই। এরকম আরো কত আছে।

এরপর এক দাদার চিঠির কথা নিবেদন করলাম। তিনি লিখেছেন—ঠাকুর আমাকে শোলাকচু নিয়ে যেতে বলেছেন। তা' আমি নিজে নিয়ে যাব না কোন লোক-মারফত পাঠাব ?

চিঠি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর মাথাই একটু খারাপ আছে। (একটু পরে হেসে বললেন) ওর **suicidal tendency** (আত্মহত্যার প্রবণতা) আছে। সেইজন্য কইছিলাম। নতুবা আমার শোলাকচুর কোন দরকার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা বুঝে ঐ দাদাটিকে শোলাকচু নিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে আসতে লিখে দিলাম। কেষ্ট সাউদা সামনে এসে প্রণাম করতে তাঁকে দয়াল বললেন—এই, গৌরীবাবু আর তার ছেলের কোষ্ঠীর ছক দুটো নিয়ে আসিস্—বার, সাল, জন্মতারিখ, সব শুদ্ধ।

কেষ্টদা 'আজ্ঞে আন্‌ব' ব'লে চ'লে গেলেন। হরি গোঁসাইদা এসে জানালেন—কাঁচরাপাড়া থেকে প্রমথদা (গাঙ্গুলী) লিখেছেন, ওঁর শরীর এবার ভাল না। হয়তো উৎসবে আসতে পারবেন না। আপনি যে কাপড় চেয়েছেন তা' দুলাল নাথদার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। জানতে চেয়েছেন, কাপড় কি সব শাড়ী পাঠাবেন না ধুতি পাঠাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাড়ী যদি পাঠায় তো সব শাড়ীই পাঠাবে। আর ধুতি যদি পাঠায় তো ধুতিই পাঠাবে। আর যদি আসতে পারে তো ভাল হয়।

হরিদা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। বেলা ন'টার পরে প্রবলবেগে বৃষ্টি নামল।

চারদিক যেন আঁধার ক'রে আছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসেছেন। ব্রহ্মানুভূতি নিয়ে কথা উঠল। কেষ্টদা বললেন—ব্রহ্মানুভূতি যার হয় সে তো সবার সাথে নিজেকে একাত্ম বোধ করে। তখন তার পক্ষে অপরকে দণ্ডদান করা তো মুশকিল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দণ্ডদান করি আর যাই করি, লক্ষ্য থাকবে ঐ curative tendency (সুস্থ ক'রে তোলার প্রবণতা)।

কেষ্টদা—সবাইকে যে cure (আরোগ্য) করা যায় না, এটা সর্ব্ববাদিসম্মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ব'লে যে cure (আরোগ্য) করার চেষ্টা করব না, তাও ঠিক না।

কেষ্টদা—একটা কুকুর যদি পাগল হয় তাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর পথ কী আছে জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ব্যবস্থা করতে জানি না ঠিকমত। তাই ভাবি, কুকুরকে মারা ছাড়া আর পথ নেই। ধরেন আমি কুত্তে। আমি পাগল হলাম। আপনি আমাকে মেরে ফেললেন। ফেললেন, ফেললেন। তা'তে আমার কী হ'ল? বরং আমি আপনার কাছে চাইব যে আপনি আমাকে ধ'রে বেঁধে রেখে মানুষ করেন।

কেষ্টদা—সে তো মানুষের বেলায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যে কুকুর ন'ন সেকথা ভাবেন কেন? আলাদা ক'রে ভাবেন কেন?

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে কেষ্টদা জানতে চাইলেন—একটা ধর্ম্মসঙ্ঘে কোন্ জিনিসটা main (প্রধান) থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মসঙ্ঘ হবে ধৃতি-prominent (প্রধান)। সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কেষ্টদা—কিন্তু ধর্ম্মসঙ্ঘে যদি পাগল ঢুকে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে যা' করা লাগে করবেন।

কেষ্টদা—তাহ'লে প্রথমেই তো পাগলা-গারদ খোলা লাগে।

আলগাভাবে উত্তর দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' খোলা লাগে খুলবেন।

তারপর নিজের শারীরিক কষ্টের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—কাল আমার এত কষ্ট হয়েছিল যে বলার না। যেন suffocated (শ্বাসরুদ্ধ) হ'য়ে মারা যাই। (গলায় হাত দিয়ে) নিঃশ্বাস এর নীচে যেন আর নামে না। খাওয়াবার সময় বড়বৌ তো থালা ধরে আমার এখানে (মুখের কাছে হাত দিয়ে দেখাচ্ছেন)। খাবার যেন আর দেখতেই পাচ্ছি না। বড়বৌ ভাবে, বেশী খেলে আমার শরীর ভাল হবে নে। সেই-

জন্য প্রথমে পাঁউরুটির স্লাইস্ ৪ খানা খাওয়ালো। তারপর আবার ভাত খেলাম। ফলে বেশী খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর আজ সকালে কী অসুবিধা! পায়খানা করতে পারি নে। প্রার্থনা করতে বসলাম, তাও যেন পারি নে। এখনও পেট যে উঁচু হ'য়ে আছে, সেটা যেন টের পাচ্ছি। স্ফীত হ'লে যেমন হয় আর কি! ভৃগুকোষ্ঠীতে আমার কী যেন আছে। এই বছর ম'রে যাব। এই বছরেই ইতি। যদি না মরি তাহলে ইচ্ছামৃত্যু। না কী আছে?

কেষ্টদা—না না, ইচ্ছামৃত্যুই আছে। শরীর খারাপ হওয়ার যোগ-টোগ আছে। সেকথা আলাদা।

ইতিমধ্যে ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে দয়াল বলছেন—ওর কথা ভাবলেই আমার কান্না পায়। ওই তো চ্যাংড়া মানুষ। এর মধ্যেই ঐ মা চ'লে গেল। কী কষ্ট! বড়বৌ আমার জন্য এত করে, চলার পথে প'ড়েও যায়। তবুও তার আগ্রহ নিয়ে সে করে। ওরকম আর কেউ করে না।

কেষ্টদা—ওর পুত্রবধূরা আছেন। তাঁরা সেবাযত্ন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাগ্য যদি ভাল হয় তো ভালই।

কিছু পরে আবার পেটের অস্বস্তি বোধ ক'রে বলছেন—ভেবেছিলাম, এখান থেকে স'রে যেয়ে দেখব এই পেট বা wind (বায়ু) কমে কিনা। কিন্তু তা' তো আর হ'ল না। ইশপগুল খুব ভাল। কিন্তু habit (অভ্যাস) করা ভাল না। Habit (অভ্যাস) হ'য়ে গেলে আর ওর effect (ক্রিয়া) পাওয়া যায় না। আমি আগে খেতাম।

কেষ্টদা—এখন আর খান না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাঃ। খেতে খেতে এমন হ'য়ে গেল যে ওতে আর উপকার হয় না। তাই খাই না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অনিল গাঙ্গুলীদাকে ডেকে, চৌধুরীকে একটি অলেস্টার তা'ছাড়া আরো দুটি শীতের জামা দিতে বললেন।

২০শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ৭।১০।১৯৫৯)

সকালে বড় দালানের বারান্দায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার (বসু) সাথে কথা বলছিলেন। আজকাল খবরের কাগজে মেয়েদের পুরুষে ও পুরুষদের মেয়েতে রূপান্তরিত হ'য়ে যাওয়ার সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। সুশীলদা ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে দয়াল বললেন—ছাখেননি, ঐ যেমন পেঁপের মধ্যে পেঁপে হয়, ঐরকম আর কি! অবশ্য ও বিষয়ে আমার doubt (সন্দেহ) আছে খুব। আমার মনে হয়, কেউই change ক'রে (বদ্‌লে) একেবারে পুরা male (পুরুষ) বা পুরা female (স্ত্রীলোক) হ'য়ে যায় না।

সুশীলদা—Mentally (মনোগতভাবে) হয়তো না হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organ-ও (জননযন্ত্রও) যে পুরাপুরি ঠিক হয় তা' আমার মনে হয় না।

সামনের প্রাঙ্গণে কতকগুলি চড়াই ও শালিক পাখী পোকা খুঁটে খাচ্ছে ঘাসের মধ্যে। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন দয়াল ঠাকুর। তারপর বলছেন—ছোট-বেলায় আমি দোলাই গায়ে দিয়ে ব'সে মুড়ি খেতাম। অনেক পাখী তখন আমার কাছে এসে বসত। একেবারে কাছে আসত না। মুড়ি ছড়ায়ে দিলে খেত। আবার একটু নজর দিলে উড়ে চ'লে যেত। এখানেও প্রায় সেইরকম হ'য়ে এসেছে। আপনাদের দেখে ওরা ভয় পায় না। কাছে এসে খুঁটে খুঁটে খায়।

সুশীলদা—হ্যাঁ, হিংসা যেখানে নেই, সেখানে ওরাও নির্ভয়ে থাকে।

শৈলমা সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলার জন্য উস্‌খুশ্‌ করছেন। সুযোগ পাচ্ছেন না। এখন সবাই একটু চুপ করতেই তিনি আরম্ভ করলেন—ঠাকুর! আমি যেখানে থাকি ওখানে গাছের উপরে এক ব্রহ্মদত্যি থাকে। আমার খুব ভয় করে।

রঙ্গভরে জবাব দিলেন পরমদয়াল—ব্রহ্মদৈত্য আর তোকে ছাড়ল না।

সমর্থন পেয়েছেন মনে ক'রে শৈলমা আবার বললেন—হ্যাঁ, সারারাত্রি আমার ওখানে চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আমি জেগে জেগে নাম করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও এখানে জেগে থাকি। ওখানে তুইও জেগে থাকিস্।

শৈলমা এক গাল হেসে চ'লে গেলেন। এইসময় মনোহর মিস্ত্রীদার শ্যালক সিদ্ধেশ্বর এসে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইল। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলেন। একটু পরে সিদ্ধেশ্বর আবার এসে বলল—হাতে টাকা-পয়সা কিছু নেই।

এই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করতে লাগলেন। দশজনের কাছ থেকে পাঁচ টাকা ক'রে নিয়ে মোট পঞ্চাশ টাকা ননীদার (চক্রবর্ত্তী) হাতে দিলেন। সিদ্ধেশ্বরের কাছ থেকে খাতায় লিখিয়ে নিয়ে ঐ টাকাটা তাকে দিতে বললেন। তদনুযায়ী ননীদা সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে যতি-আশ্রমের দিকে গেলেন।

২১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ৮।১০।১৯৫৯)

প্রাতে, বড় দালানের হল্‌ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে উপস্থিত আছেন পরমপূজ্যপাদ বড়দা, জ্ঞানদা (গোস্বামী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমরা এখানে থাকি বটে, কিন্তু সবারই দেখি কেমন একটা servitude mentality (ক্রীতদাসোচিত মনোভাব)। সব একটা indolent (অলস) মত হ'য়ে গেছে। মানুষকে যখনই টাকা-পয়সা দেওয়ার কথা হয়, তখনই আমার মনে হয়, সবাই যদি আনন্দবাজারে খেত আর কাজ করত তাহলে ভাল হ'ত। আনন্দবাজারে খেতে আসতেও তো একটু পরিশ্রম হয়। ওরকম যদি ক'রে তুলতে পারেন তাহলে ওষুধটা যাতে সবাই পেতে পারে তার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। ছাখেন, আমি তো থাকব না। (বড়দাকে দেখিয়ে) ওকেও বলেছি, আপনাকেও ক'চ্ছি, মানুষকে যদি ভালই বাসেন তাহলে ঐরকম করবেন। পাবনায় থাকতে আমি যে কতরকম এৎফাঁক করতাম। একজন আস্‌ল। আসামাত্র তাকে বললাম, এই, জাম খাওয়াতে পারিস্? তখন গাছে জামের জ-ও নাই। কিন্তু সেই কোথার থেকে কোথার থেকে ঘুরে আমার জন্য জাম নিয়ে এল। ঐ যে এনে দিল, এই দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়ে প্রীতি গজায়। আগে আশ্রমে এইরকম fellow-feeling (পারস্পরিকতা-বোধ) খুব ছিল। এখন সেটা slack (ঢিলা) হ'য়ে গেছে।

বেলা দশটা। বিষ্ণুদা (রায়) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কোথা থেকে আস্‌লে?

বিষ্ণুদা—নড়াল থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ী যাও। বাড়ী যেয়ে বাবাকে প্রণাম ক'রে আসো। আজ সপ্তমী। প্রথম পূজা আরম্ভ। আবার শেষের সেই দশমীর দিন করবে। ও করা ভাল। নিষ্ঠা থাকা ভাল।

বিষ্ণুদা—আচ্ছা আমি যাচ্ছি এখনই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এই যে বললাম, এতে তোমার কষ্ট হ'ল না তো?

বিষ্ণুদা—(হেসে) নাঃ। এতে আমি খুব খুশি হলাম।

বিষ্ণুদা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হ'ল। স্নানে উঠলেন। বেলা ১০-৮ মিনিট।

২২শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ৯।১০।১৯৫৯)

আজ মহা-অষ্টমী। সকাল থেকে ছেলেমেয়েরা নতুন জামা-কাপড় প'রে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে যাচ্ছে। মায়েরা অনেকে গরদের কাপড় প'রে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে ভোগের দ্রব্য, আলতা, সিঁদুর দিয়ে আসছেন। কয়েকদিন বাদলা আবহাওয়া চলার পর আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। চমৎকার রোদ উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঝড়বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গে অনেক জায়গায় বন্যার কথা শোনা যাচ্ছে।

আগামী জন্মোৎসবে আশীর্ব্বাণীর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানানো হচ্ছিল আজ দু'দিন। আজ সকালে হল্‌ঘরের মধ্যে ব'সে আছেন দয়াল ঠাকুর। তামাক সেবন করতে-করতে প্লাবন, অশ্বিনী, ব্যোম ইত্যাদি কয়েকটি কথার মানে জিজ্ঞাসা করলেন। দৃষ্টি তাঁর যেন সুদূরে প্রসারিত। তারপর বজ্রগম্ভীর স্বরে বলতে আরম্ভ করলেন—

প্লাবনের দুর্ম্মদ বিপ্লব
আকাশ-বাতাস ছুঁইয়ে
অমোঘ নির্ঝরে
বন্যার বাণ সৃষ্টি ক'রে চলেছে,
সঙ্গে সঙ্গে
দুর্ভিক্ষের হাহাকার
রোগ, শোক, দারিদ্র্যের
কুটিল নিষ্পেষণ
সব যা'-কিছুকে
বিদলিত ক'রে
প্রাণান্তকর উচ্ছল চলনে চলেছে,......"

বিরাট আশীর্ব্বাণীটি শেষ হ'ল ৯-৩৩ মিনিটে।

প্রফুল্লদা (দাস) সবটা পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে লিখে পড়িয়ে শোনালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। তারপর একখানি চিঠির কথা দয়ালের কাছে নিবেদন করলাম। বন্যাপীড়িত জনৈক দাদা জানতে চেয়েছেন বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কী করণীয়। উত্তরে দয়াল ঠাকুর বললেন—

ঐটি আমার বিজ্ঞাপনী
ফুটছে ক্রমে প্লাবনরেখায়,

ঐটি আমার স্বস্তি-নিশান
উড়ছে যে ঐ প্লাবন-হাওয়ায়।

আজ বিকালে বাইরের থেকে অনেকে এসে গেছেন। পরম দয়ালকে দর্শন ক'রে সবারই চিত্ত প্রফুল্ল। ঘরের ভিতরে ও বাইরে বেশ ভীড়। সন্ধ্যার পর দয়াল হল্‌ঘরের ভিতরে আছেন, নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—জ্ঞান বৃদ্ধির উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—I feel, I see, I locate, I know (আমি বোধ করি, দেখি, স্থান নির্দ্দেশ করি, জানি), এইভাবে জানাটা হয়।

প্রশ্ন—Locate কথাটা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Look and take as it is (দেখ এবং যেটা যেমন তেমনিভাবে নাও), এই হ'ল locate.

পিতৃধারা প্রাধান্য পায়, এই প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—Sperm (রেতঃ) dominate (আধিপত্য) করবেই। যেমন, রাবণ একজন মুনির ছাওয়াল। তার efficiency (যোগ্যতা) অসাধারণ, কিন্তু বুদ্ধি খারাপ।

সন্ধ্যার কিছু পরে দেওঘরের স্থানীয় পাণ্ডা গৌরী ঠাকুর এসে বসেছেন। তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বামুন জাত খুব steady (কৃতসঙ্কল্প) হয়। তার জন্য খুব খাটা লাগে। মাহুত যেমন হাতীকে ঠিক করে সেইভাবে নিজেকে ঠিক করতে হয়। বামুনরা ষট্‌কর্ম্মা। তার মধ্যে প্রথম হ'ল যজন, মানে নিজে করা। তারপর যাজন, অর্থাৎ অপরের মধ্যে সেটা impart (সঞ্চারিত) করা। অপরকে বোঝাতে গেলে নিজেরও বোঝা হয়ে যায়। সেইজন্য কয় 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' তারপর অধ্যয়ন—ধারণ-পোষণের পথে চলা। আর অধ্যাপনা হচ্ছে অপরকে ঐরকম চালানো। তারপর দান, আর প্রতিগ্রহ। প্রতিগ্রহ মানে কিন্তু জোর ক'রে কেড়ে নেওয়া নয়; মানুষের শ্রদ্ধা বা ভালবাসার অবদান গ্রহণ করা। এগুলি হিন্দুমাত্রেরই করণীয়। কিন্তু বামুনের অবশ্য করণীয়। তা' না হ'লে অন্তরের জ্ঞান বাড়ে না।

এরপর দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা উঠতে দয়াল বললেন—গবর্ণমেণ্টের বাবার সাধ্য নেই কিছু করার। People-এর (জনসাধারণের) মধ্যে এমন একটা strong body (শক্ত মানুষের গোষ্ঠী) নেই যার উপরে সবাই নির্ভর করতে পারে।

২৫শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ১২। ১০। ১৯৫৯)

গতকাল বিজয়া-দশমী গেছে। আগামী কাল থেকে উৎসব আরম্ভ। আজ বহিরাগত সৎসঙ্গী অনেক এসে গেছেন। জিনিসপত্র কোনরকমে এক জায়গায় রেখে আগে সবাই আসছেন প্রভুর শ্রীমুখখানি দর্শন করতে ও তাঁর শ্রীচরণোপান্তে আভূমি প্রণাম নিবেদন করতে। প্রতিবেলাতেই বিভিন্ন দিক থেকে কাতারে-কাতারে মানুষ এসে পৌঁছাচ্ছেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে সমাসীন। বীণা রায় নামে একটি মেয়ে এসে বলল—ঠাকুর! আমি একখানা গান শোনাতে চাই আপনাকে।

দয়াল অনুমতি দিলে মেয়েটি একপাশে ব'সে গাইল "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ······" নামক উপনিষদের অমর গীতি। গানের শেষে প্রণাম করতে যেয়ে কেঁদে ফেল্‌ল বীণা। দয়াল তাকে সান্ত্বনা দান ক'রে বললেন—খুব ভাল হয়েছে। আরো ভাল ক'রে শিখিস্।

বীণা—আমি দু'বছর আগে বি. এ. পাশ করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর বি. এ. তে কী ছিল ?

বীণা—ইতিহাস আর সংস্কৃত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। আরো ভাল ক'রে culture (অনুশীলন) করিস্।

বীণা—কিন্তু ঠাকুর! আমায় যে চাকরী করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' এখন অগত্যা করছিস্, পরে ঠিক ক'রে নিবি যা'তে না করতে হয়।

এরপর বীণা প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পায়খানা থেকে এসে হল্‌ঘরের ভিতরে বসেছেন। বসতে বসতে ছড়া দিলেন—

নিদেশ ব'য়ে চল্‌লি না তুই
অনুশীলন তো করলি না,
চর্য্যাক্রিয়া মর্জ্জিহারা
সুফল তা'তে ফল্‌ল না।

বাইরে ভিড় ক্রমশঃই বাড়ছে। দরজার সামনে রাখা পাত্রে প্রণামী-অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করছেন সবাই। ঘরের ভিতরেও অনেকে এসে বসেছেন। মিণ্টুদা (বসু) এসে বসতে তাকে বললেন—তোকে আজ সারাদিন দেখিনি।

মিণ্টুদা—সারাদিন আর বেরোইনি, ঘরে ছিলাম। বেরোলে মেলা কোলাকুলি করতে হয়।

'কোলাকুলি' কথাটাকে ধ'রে নিয়ে পরম দয়াল রহস্যভরে ব'লে উঠলেন—গোলাগুলি, সে আবার কী!

তারপর সহজ স্বরে বললেন—ঐ তো ভদ্রলোক হ'য়ে গেছ। আজকের দিনে বুক ভ'রে কোলাকুলি ক'রে নিবি। কাউকে প্রণাম করবি, কাউকে চুমো খাবি। এইতো করা লাগে। তুই একটা কাগজ বের করতে পারিস্—দৈনিক কি সাপ্তাহিক?

মিণ্টুদা—আমি এবারে দু'খানা বাংলা বই বের করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বই বের করা এক জিনিস, আর কাগজ আর একরকম। কাগজ বের ক'রে লিখতে হয় ঐ যুগান্তরের মতন। লেখা যদি লেখার মত হয় তাহলে কেমন হয়? আমি যখন নৈহাটি থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জারি করতাম, তখন দেখতাম, একটা কাগজ পড়তে পড়তে গাড়ীর মধ্যেই ঘুষাঘুষি, ছাতি পেটাপিটি লেগে গেল। কে কোথায় মারে তার ঠিক নেই।

মিণ্টুদা—সিনেমা, রেডিও, এসবের মাধ্যমেও আজকাল ভাল প্রচার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিখতে যদি পারি তাহলে কাগজই সব চাইতে ভাল। লেখাটা যাজন-work-এর (যাজন ক্রিয়ার) বড় অস্ত্র।

মিণ্টুদা—যাজন করতে গেলেই দেখি পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। একজনের বিরুদ্ধে আর একজন এসে নালিশ জানায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই তুমি ধারণপালনী সম্বেগে উচ্ছল হ'য়ে চল। তখন তদনুযায়ী তোমার ভাব বেরোবে, ভাষা বেরোবে। ইষ্টনিষ্ঠায় অস্খলিত হও, যা'তে এক ফুঁয়ে তোমার সমস্ত বাধা উড়ে যায়। (ক্ষণেক বিরতির পর) আমি যদি তোদের মত বিদ্বান হতাম তাহলে আমার ঠেলায় একেবারে কাঠ ফেটে যেত, পাথর ফেটে যেত। আমার আছে শুধু practical experience (বাস্তব অভিজ্ঞতা)। তাই দেখে দেখে এখন কই।

মিণ্টুদা—আমাদের এগুলি তো সব অবিদ্যা।

ধমক দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধেৎতেরি, অবিদ্যা? সব বিদ্যা। অস্তিত্বের হওয়াগুলিকে বোধে adjust (বিনায়িত) ক'রে নিয়ে যে-রকমটা হয়, সেটা হ'ল knowledge (জ্ঞান)।

মিণ্টুদা—পুণ্যপুঁথিতে আপনি বেদান্তের কথা অনেকবার বলেছেন। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বেদান্তের কথা সহ্য করতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদান্তের দু'রকম ব্যাখ্যা আছে। একটা শঙ্করের। সেখানে একেবারে জগৎ মিথ্যা ক'রে ব'সে আছে, আর 'সোঽহং' কয়। ওটা আমি অনেক ক'রে দেখেছি। ওতে বিশ্রী হ'য়ে যায়। আর একটা আছে রামানুজের। সেটা বরং ভাল। জগৎটা তো চলৎশীল। সেটা সত্য এবং বাস্তব। জগতের reality (বাস্তবতা) না থাকলে তা' চলে কিভাবে।

ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কথা উঠতে দয়াল বললেন—একটা বিরাট জ্যোতি দর্শন হ'লেই ব্রহ্মলাভ হয় না। ব্রহ্ম মানে বৃদ্ধি, becoming. একটা বস্তু কেমন ক'রে বৃদ্ধি পেতে-পেতে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেটাকে জানা, যা'কে কয় scientific knowledge (বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান)। সাথে সাথে জানতে হবে সেই বস্তুটা তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকের সাথে কিভাবে tuned (সম্বন্ধান্বিত) হ'য়ে আছে। ব্রহ্মলাভের first step-ই (প্রথম ধাপই) হ'ল প্রতিটি যা-কিছুকে আমার মধ্যে দেখা, আবার আমাকে দেখা সবার এবং সব-কিছুর মধ্যে।

একটা বিড়াল সামনে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। তাকে দেখিয়ে বললেন—এই যেমন, ঐ বিড়ালের মধ্যে আমি কতখানি আছি, আবার আমার মধ্যেই বা বিড়াল কতখানি আছে তা' জানতে হবে। জানতে হবে, আমি কেন বিড়াল হলাম না, ও-ই বা কেন বিড়াল হ'ল? এই difference (পার্থক্য) এবং unity-টা (ঐক্যটা) যখন আমি আণবিক adjustment (বিনায়ন)-সহ বুঝি, তখনই হয় দর্শন। তারপর এই শরৎদা ও তোমার মধ্যে difference (পার্থক্য) কতখানি, কতখানি বা unity (ঐক্য), তার মধ্যে কী বেশী, তোমার মধ্যেই বা কী কম, তা' দেখতে হয়। এইভাবে দেখতে-দেখতে একটা universal ego-র বোধ (বিশ্বাত্মার বোধ) আসে। তখন সে সব দেখতে পায়। তার বোধ হয় শরৎদারূপী আমি, অমুকরূপী আমি, ইত্যাদি। এরকম না হ'য়ে, কতকগুলি বেদান্ত-টেদান্ত প'ড়ে আমি খুব একজন অবতার হ'য়ে পড়লাম, তা' আমি বুঝি না। আমি অবতার বুঝি না, আমি "তা'র"—এইটুকু বুঝি। অবশ্য, 'অব' মানে যদি রক্ষা করা হয় তাহলে অবতার কথার একটা মানে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান দেখে বলা হ'ল, 'অব' মানে রক্ষণ আছে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হাসলেন। তারপর আদিত্যদা (মুখোপাধ্যায়) বললেন—মানুষ miracle (অলৌকিকতা) বেশী ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুখৃষ্টের জীবনী দেখ। সারা জীবনে তিনি অনেক miracle (অলৌকিকতা) দেখিয়েছেন। কিন্তু তার উপর কিছু দাঁড়ায়নি। দাঁড়ালো তাঁর character-এর (চরিত্রের) উপর।

আদিত্যদা—যীশুর সম্বন্ধে miracle (অলৌকিক কাহিনী) ব'লে মানুষকে বোঝানো যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে টিকবি নানে। এই miracle (অলৌকিকতা) কেমন জান? ঐ উঠানে, পরে যেখানে ফিলানথ্রপি অফিস উঠেছে, ওখানে সৎসঙ্গ হবে। আকাশে খুব মেঘ। চারিদিকে বৃষ্টি হ'য়ে গেল কিন্তু ঐ জায়গাটায় হ'ল না। এতে হয়তো তুমি বললে, 'সৎসঙ্গের ঠাকুরের কী মহিমা!' কিন্তু এ যে কত হয় তার ঠিক নেই।

জনৈক দাদা—যাজনে miracle-এর (অলৌকিকতার) কথা বললে অনেক সময়ে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি লাখ miracle (অলৌকিকতা) দেখাও ক্ষতি নেই, যদি তাকে explain (ব্যাখ্যা) করতে পার। তার থেকে আচারে-ব্যবহারে সেবায় মানুষের মন জয় ক'রে নিতে পার, তার প্রয়োজনের সময় তার কাছে দাঁড়াতে পার, তাহলে সব-চাইতে বড় কাজ হয়। A friend in need is a friend in deed (প্রয়োজন-কালে বন্ধুই যথার্থ বন্ধু)।

উক্ত দাদা—Miracle-এর (অলৌকিকতার) কথা বলতে পারলে অনেক সময় দীক্ষা বেশী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ঐভাবে দল বাড়াতে চাই না, মানুষ চাই। মানুষ inner (অন্তরে) সৎসঙ্গী আছেই। বাঁচা-বাড়াই তার innate hankering (সহজাত চাহিদা)। মানুষগুলি যদি বাঁচে, বাড়ে, আয়ুষ্মান হ'য়ে ওঠে, energetic active (উদ্যমী সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে, তাহলে আমারও লাভ যেমন, তোমারও লাভ তেমনি, ঐ রেণুরও লাভ তেমনি। আর তা' যদি না হয়, তাহলে কতকগুলি মানুষ নিয়ে দল বাড়ালাম, কিছু-কিছু ইষ্টভৃতি করলাম, তা'তে আর কী হ'ল।

এরপর মিণ্টুদা কারো জীবনী লেখার নিয়ম কী জানতে চাইলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা মানুষের সঙ্গে যদি তুমি থাক তাকে study কর (গভীর-ভাবে দেখ)। তারপর তাকে যদি মানুষের সামনে ফুটন্ত ক'রে তুলতে পার সব রকমে, সব দিক দিয়ে, সেইটা জীবনী হ'ল।

মিণ্টুদা—যেমন, আমি ঠাকুরের জীবনী লিখতে গিয়ে দেখলাম, ঠাকুর ফড়িং-এর উপরেও খুব sympathetic (সহানুভূতিশীল)। কিন্তু সে গুণ তো অনেকের মধ্যেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফড়িংটাকে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ফড়িং-এর উপর তাঁর কেমন ব্যবহার, ইঁদুরের উপর তাঁর কেমন ব্যবহার, বিড়ালের উপর কেমন ব্যবহার, বাঁদরের

উপর কেমন ব্যবহার, মানুষের উপরে তাঁর কেমন ব্যবহার, এইগুলি সব ঠিক করা লাগবে। আমার যে লেখাগুলি আছে সেগুলি নিয়ে ভাষার একটা picture (চিত্র) দিতে হয়।

মিণ্টুদা—আপনি তো কিছু ভেবে বলেন না। যা' দেখেন তাই ব'লে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' করি, তুমিও তাই কর। এই দেখা, শোনা, ভাবা সবারই আছে। আবার জীবনের বিন্যাস ঐভাবেই হয়। কেষ্টদা আমাকে শেক্‌স্‌পীয়র থেকে কতকগুলি ভাষার সাহায্যে মানুষ তৈরী করার কথা প'ড়ে শোনাচ্ছিল। (আঙ্গুল দিয়ে বিছানার উপর দাগ দিয়ে দেখাচ্ছেন) এইরকম একটা টান দিল। তারপর এইরকম একটু টান দিল—তার characteristics-এর (চরিত্রলক্ষণের) সবটা নিয়ে। সাহিত্যের মধ্যে যদি কলা-কৌশল না থাকে তাহলে সাহিত্য হয় না। Art মানেও তো কলা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। মনে হয়, কী যেন ভাবছেন। তারপর 'মহাপুরুষ' শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করলেন। বলা হ'ল—মহান পূরণকারী। তা' শুনে দয়াল বললেন—মহাপুরুষরা annihilate (ধ্বংস) করতে চান না, rather fulfil (বরং পরিপূরণ) করতে চান, existence-এর range (অস্তিত্বের পাল্লা) বাড়ায়ে তুলতে চান সকলেরই।

কথায়-কথায় রাত যে কখন সাড়ে আটটা পেরিয়ে গেছে তা' কারো খেয়াল নেই। বাইরের বারান্দায় তিল ধারণের স্থান নেই। একপাশে দাদারা ও একপাশে মায়েরা নীরবে ব'সে দর্শন করছেন পরম দয়ালের নয়নভুলানো মূর্ত্তি এবং শ্রবণ করছেন তাঁর অমিয় বচনরাজি।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কাজলদার স্বাস্থ্যের খবর জানতে চাইলেন। কাজলদা এসে জানালেন, তিনি এখন একটু ভাল বোধ করছেন। এখন টেম্পারেচার ৯৮·৬।

কাজলদা বিদায় নেওয়ার পর আবার আলোচনা সুরু হ'ল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—তোমাদের মেয়েরা আগে চাকরী করত না।

মিণ্টুদা—আগে economic condition-ও (অর্থনৈতিক অবস্থাও) এরকম ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Economic condition (অর্থনৈতিক অবস্থা) তোমরাই সৃষ্টি করেছ। কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল কি বর্ত্তমানের চাইতে খারাপ ছিল? ইংরেজ nearest (সবচাইতে কাছে)। তাই সেই উদাহরণ দিলাম। তোমরা মেয়েদের

জন্য cottage industry-র (কুটিরশিল্পের) প্রবর্ত্তন করতে পার। ওতে উপার্জ্জনও হয়, ব্যক্তিত্বও থাকে।

মিণ্টুদা—আজকাল হয়তো অনেক বাড়ীর মেয়েরাই প্রয়োজনে চাকরী করতে বাধ্য হচ্ছে। এখন সেই সব বাড়ীতে যেয়ে যদি ঘন ঘন শ্লোগান দিই 'মেয়ের চাকরী মহাপাপ, বিপর্য্যস্ত শ্বশুর-বাপ,' সেটা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অন্য কথা। কিন্তু যেটা fact (প্রকৃত তথ্য), যা' করা উচিত না, তা' বলব না? আমি টি. বি.-র ডাক্তার ব'লে টি. বি.-কে infectious disease (সংক্রামক রোগ) বলব না, সাবধান হ'য়ে চলব না, তা' তো হয় না। সবকিছুকে হয়তো 'ড্যাম্ কেয়ার' ক'রে চলতে পারি, কিন্তু বিধিকে 'ড্যাম্ কেয়ার' করা যায় না। যদি তুমি সত্যিকারের মঙ্গল চাও তাহলে বিহিত সাবধানতা নিয়ে ঐ টি. বি. রোগীর বাড়ীতে গিয়ে জায়গাগুলি পরিষ্কার কর, ময়লাগুলি মাটির মধ্যে নিয়ে গেড়ে ফেলাও।

মিণ্টুদা—একটা মেয়ে যদি বাবার জন্য চাকরী করতে যায়, তাহলে তাকে—

বাধা দিয়ে গর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র জন্য যাক, বাবার জন্য যাক, আর বন্ধুর জন্য যাক, চাকরী করার যা' effect (পরিণাম) তা' তার হবেই। সেটা ক'য়ে দেব না? তা' যদি না কই তাহলে আমি তো তার পরম শত্রু। ক'ব না—এই যদি কর তাহলে বিপর্য্যস্ত শ্বশুর-বাপ? আবার মেয়েদের চাকরী করার ঐ প্রবণতা society-তে infection (সমাজে সংক্রমণ) ছড়াতে থাকে। মেয়েটা যদি নিজেই infected (সংক্রামিত) হ'য়ে থাকে, তখন এরকম গল্প করে, 'বড়বাবু আমাকে খুব ভালবাসেন। তিনি আমাকে এইরকম করেন। আমিও এমন এমন করি। এবার আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছে।' এইভাবে এগুলি সব ছড়াতে থাকে। কলকাতা থেকে অনেক মেয়ে আসে আমার কাছে, অনুতপ্ত হ'য়ে সব স্বীকার করে। বলে, এই কাজ ক'রে ফেলেছি। কাম একেবারে সারা হ'য়ে গেছে। দেখ, সবকিছুরই ধর্ম্ম আছে। জন্মেরও ধর্ম্ম আছে, মৃত্যুরও ধর্ম্ম আছে। মৃত্যুর ধর্ম্ম মৃত্যুকেই বাড়িয়ে তোলে। সেই মৃত্যুর সাথে কি compromise (আপোষরফা) করা চলে? যাতে আমরা থাকতে পারি, বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, তা' করা লাগবে তো! আমাদের আশ্রম হ'ল গার্হস্থ্য-আশ্রম, পারিবারিক institution (সংস্থা)। এখানে ঐরকম law (বিধি) থাকা দরকার।

আদিত্যদা—মেয়েস্কুলে তো মেয়েদের পড়ানোই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। কিন্তু আমি একেবারে extreme-এই (চরমেই) গেলাম। প্রত্যেকটা family-কেই (পরিবারকেই) যদি একটা institution

(প্রতিষ্ঠান) ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারি, তাহ'লে ভাল হয় আরো। শিক্ষার গোড়া ঐ family (পরিবার) থেকেই সুরু হোক। এইরকম করতে করতে তার পরের ধাপ কলেজটাও যদি আমাদের আওতায় আমাদের রকমে গ'ড়ে তুলতে পারি, তাহ'লে আরো ভাল হয়।

কথা চলাকালীন সমস্তিপুরের তিনজন দাদা এসে বসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত?

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব মিষ্টি ক'রে হাসলেন। তারপর বললেন—সে তো আমার বুদ্ধিমত ক'ব। সেকথা শুনলে হয়তো আমার মুখে থুতু দেবে। আমি কই, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত।

প্রশ্ন—তা' কি এখনই হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন? সংস্কৃত যদি দেশের all over language (সব জায়গার ভাষা) হয়, তার সাথে প্রত্যেক province-এর (প্রদেশের) ভাষা তো থাকলই। সঙ্গে ইংরাজীও তো রাখতে পার। কিন্তু main spine of the language (ভাষার প্রধান দাঁড়া) হবে সংস্কৃত। জার্ম্মাণরা এই সংস্কৃতের প্রসাদ পেয়েছে। American-দের (আমেরিকাবাসীদের) অনেকে Sanskrit fluently (সংস্কৃত অনর্গলভাবে) বলে।

প্রশ্ন—কিন্তু যে-ভাষা সব চাইতে বেশী লোকে বলে সেটাই তো রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের ভাষা বাংলা তারা এখন হিন্দী শিখেছে, আর তারা সংস্কৃত শিখতে পারে না? যারা হিন্দী বলে তারা সংস্কৃত শিখতে পারে না? আমরা করব না কিছু না, আগেই 'হবে না' ভেবে ব'সে থাকি। 'হবে না' ভাবি কেন? আজ বিষ্ণুর বাবা আইছিল জসিডি থেকে। সে একেবারে তোমাদের মত বাংলা কয়। Tonation-এ (উচ্চারণে) একটু পার্থক্য। সংস্কৃত তো বাংলারও origin (উৎস), হিন্দীরও origin (উৎস)। আবার, ইংরাজী যারা কয়, তারা হিন্দীও শিখেছে, হিন্দী কয়। দেখ, দেড়শ' বছরের মধ্যে ভারতের প্রায় সকলেই ইংরাজী শিখল। হিন্দীওয়ালা, বাংলাওয়ালা, তেলেগুওয়ালা সবাই শিখল। এর আগে ছিল উর্দ্দু, ফারসী। সকলেই তাই শিখত। ইংরেজ সেটা ভেঙ্গেছে। ভেঙ্গে ইংরাজী চালিয়েছে।

আদিত্যদা—এখন থেকে চেষ্টা করলে হয়তো একশ' বছর পরে সংস্কৃত চালু হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচাবাড়ার ভাষার প্রবর্ত্তন আমরা যদি একশ' বছর পরে করতে চাই,

তাহ'লে এখন থেকেই লাগতে হয়।

আদিত্যদা—কিন্তু ঐভাবে একশ' বছর ধ'রে সংস্কৃত শিখে আমাদের লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে লাভ এই হবে যে, আমাদের প্রাচীন বিধিব্যবস্থার মধ্যে কী কী আছে সেগুলি জানতে পারব, জেনে scientifically (বিজ্ঞানসম্মতভাবে) আমাদের go of life (জীবনচলনা) ঠিক করতে পারব। আবার সংস্কৃতশিক্ষার ভিতর দিয়ে provincial language-গুলিও enriched (প্রাদেশিক ভাষাগুলিও সমৃদ্ধ) হ'তে পারবে। কোন ভাষাকে তো তুমি উড়িয়ে দেবে না। কিন্তু তোমার origin of all languages (সকল ভাষার উৎস) তাকে তুমি কেন শিখবে না? আজও লিথুয়ানিয়া, জার্ম্মাণীতে সংস্কৃতবহুল কথা অনেক আছে। তোমাদের forefather-দের (পূর্ব্ব-পুরুষদের) মধ্যে অনেকেই সেসব বুঝতে পারতেন। এখন আবার তোমাদের চেষ্টা করা লাগে।

সংস্কৃতভাষাকে simplify (সরলীকৃত) করার কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে ধর, আরম্ভ কর। তারপর দেখো ওর মধ্যে অনেক simplification (সরলীকরণ) আসবে। আরম্ভ করলেই অনেক বুদ্ধি বেরোবে দেখতে পাবে।

অধ্যাপক পারিজাত রায়—Evolution-এর (বিবর্ত্তনের) ভিতর দিয়ে আমরা সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছি। আবার সংস্কৃতে ফিরে যাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ওভাবে কই না। যার থেকে ল্যাটিন, গ্রীক, জার্ম্মাণ, ইংরাজী, বাংলা, যা-কিছু ভাষা, আমার সেই paternal root-টাকে (পৈতৃক মূলটাকে) আগে ধরি না কেন। Sperm of our culture-টাকে (আমাদের কৃষ্টির বীজটাকে) আগে ধরি। সেই গোড়াটাকে বাদ দিয়ে আমরা bastard (জারজ) কেন হ'তে যাব? ওরকম ভাবতেই আমার ঘেন্না হয়। (তারপর খুব নরম স্বরে) অবশ্য আমি কিছু জানি না। আমি মুখ্যু। আমি সবদিকেই মুখ্যু, এটাতেও মুখ্যু।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—ভারতে একটা ভাষাগত ঐক্য হ'লে অন্যান্য দিকেও একতা আসবে, একথা আজ অনেকে চিন্তা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কথা সব সত্যি। কিন্তু সেই ঐক্য ঘটাতে গেলে আগে দেখতে হবে, আমি আমার বাপ-মাকে ভালবাসি কিনা, তাঁদের উপর আমার sentiment (ভাবানুকম্পিতা) আছে কিনা! তা' যদি থাকে তাহলে সেই প্রাচীন-কালে তাঁরা যে-ভাষায় কথা বলতেন, সেই ভাষাটাকে আগে ধরি। তারপর আর সব দেখব।

এর পর হরিনন্দনদা (প্রসাদ) সমস্তিপুর থেকে আগত একটি দাদাকে দেখিয়ে বললেন—ওঁর কিছু কথা আছে।

দয়াল অনুমতি দিলে উক্ত দাদাটি সামনে এগিয়ে এসে বললেন—আমি ওকালতি করি। আবার যাজন কাজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। মাঝে-মাঝে বাড়ীতে যাওয়ার তাগাদা আসে। কিন্তু বাড়ী যেতে হ'লে কাজ আর ঠিকমত করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-মাতাল মদ খায়, সে বাড়ীতে থাকলেও মদ খায়, আবার সে যদি প্রফেসর হয় তবে প্রফেসর অবস্থাতেও মদ খায়। বাড়ী যাব না কেন ? সবই করব। কিন্তু এই কাজকে আমি centre (কেন্দ্র) ক'রে নেব। যাজনে মানুষগুলিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলব। মানুষগুলিকে ধ'রে ধ'রে nurture (পোষণ) দিতে হয়। Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথা আছে suffer, forbear (সহ্য কর, ধৈর্য্য ধর), এই সব। তাঁর হাতে ক্রস্ (cross)। তার মানে হ'ল cross over the danger (বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া)। তাঁর মত আমিও কই, My yoke is easy and my burden is light (আমার জোঙাল সহজ এবং আমার বোঝাটিও হাল্‌কা)। হয়তো কারো বাবার বা ঠাকুরদাদার সম্পত্তি আছে। আছে ভাল, তা'তে কী হবে। সব নিজে acquire (অর্জ্জন) করতে হয়।

প্রশ্ন—আমি আরো পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, লাগ, আরম্ভ কর। ঐ যে কী গান আছে—'কদম কদম বাড়ায়ে যা।'

প্রশ্ন—আমি আমার profession-এ rise (কাজে উন্নতি) করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। Profession rise (কর্ম্মে উন্নতি) করানো লাগবে। Rise (উন্নতি) করাতে হ'লে people (জনগণ) চাই। তাদের nurture (পোষণ) দিয়ে আবার তোমার minded অনুগামী) ক'রে তুলতে হয়। অবশ্য এর জন্য suffer (সহ্য) করা লাগবে, forbear করা (ধৈর্য্য ধরা) লাগবে। ঐ যে এ্যাডভোকেটদের কাঁধে একটা থলে থাকত। Case (মামলা) শেষ ক'রে যখন তারা বেরোত, তখন ঐ থলেতে যদি কেউ কিছু দিত, তবে সেইটা তারা পেত। সে চার আনাও হতে পারে, চারলাখ টাকাও হতে পারে। কিন্তু তারা কিছু চাইতে পারবে না।

প্রশ্ন—না চাইলে তো সবই চ'লে যাবে। কিছুই আর পাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যায় যাক। যানে দেও। যেতে যেতে তুমি যখন ভিক্ষা ক'রে খাবে, তখন দেখবে আবার সব ফিরে আসছে। আমিই তো example (উদাহরণ)। Example is better than precept (উপদেশের চাইতে উদাহরণ ভাল)।

ঐ যে টাকা দিয়ে আমাকে প্রণাম করল, আমি কি কইছি যে টাকা দিয়ে আমাকে প্রণাম কর? আমিও যার বাচ্চা, তোমরাও তার বাচ্চা। Forefather-দের (পূর্ব্বপুরুষদের) revere (শ্রদ্ধা) কর। মনে কর, আমার forefather-এর (পূর্ব্বপুরুষের ` বহু servant (ভৃত্য) ছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন। যদি এই কাম ক'রে যেতে পারি, আমি ধন্য হব।

প্রশ্ন—আমি অনেকদিন দীক্ষা নিয়েছি। কিন্তু কী উন্নতি হ'ল বুঝতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমি অনুশীলন করিনি। অনুশীলন করলে তো হবে। তুমি একবারে 'ক' বলতে পার। কিন্তু তোমার বাচ্চা ক বলতে গিয়ে কেমন করবে ক-কৃ-খ (ছোট শিশুর মত উচ্চারণ ক'রে ও সেইরকম মুখভঙ্গী ক'রে দেখাচ্ছেন)। কথা হচ্ছে, do and suffer (কর এবং সহ্য কর)। Suffer (সহ্য) না ক'রে, ফাঁকি দিয়ে কি কোন কাম হয়?

উক্ত দাদা—করতেই যে পারি না ঠিকমত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'না' ভাব্‌ব কেন? আমি যদি খেতে না পাই তো কী করি? সেইজন্য আগে ধর, কর। তারপর তো হবে। Law is ever loyal to providence (আইন চিরকাল বিধি-অনুগত)। যে-লোক loyal to providence (বিধি-অনুগত) নয়, সে law (আইন) জানে না।

উক্ত দাদা—আমরা তো উকিল। আমাদের কেমন dress (পোষাক) হ'লে people-কে (জনসাধারণকে) বেশী attract (আকর্ষণ) করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব চাইতে বড় জিনিস হ'ল positive conception (নিশ্চয়াত্মক ধারণাশক্তি)। ওটা যদি থাকে, আর তুমি যদি লেংটি প'রে কোর্টে যেয়ে দাঁড়াও, কোর্টের ring (মণ্ডল)-শুদ্ধ একেবারে কেঁপে উঠবে। সব সময় যেন মনে থাকে, I shall follow the commandments of my Love (আমি আমার প্রিয়পরমের নিদেশ অনুসরণ ক'রে চলব)।

রাত প্রায় দশটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় হ'য়ে এল। এবার সকলে প্রণাম ক'রে উঠছেন। একবার তামাক খেয়ে দয়াল ঠাকুর বাথরুমের দিকে গেলেন।

২৯শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ১৬।১০।১৯৫৯)

উৎসব-শেষে এখন সবার ঘরে ফেরার পালা। অনেকে এসে বিদায় চাইছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। যাওয়ার সময় কেউ কেউ দু'একটি কথা ব'লে যাচ্ছেন। জীবন-পথের আশীর্ব্বাদ নিয়ে রওনা হ'চ্ছেন।

জনৈক দাদা বললেন—আশীর্ব্বাদ করবেন, আমাদের ওখানে কাজ যেন ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে সব ক'রো।

উক্ত দাদা—আমার তো বোকা বুদ্ধি নিয়ে করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোকা বুদ্ধি নিয়েই কর। কিন্তু কা'রো ক্ষতির কারণ হ'য়ো না।

ধীরেন কুণ্ডুদা—আমি তো বর্ণে বৈশ্য। আবার সহপ্রতিঋত্বিকের পাঞ্জাও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশ্যবুদ্ধি থাকে থাক্। বৈশ্যের যা' কাজ ক'রো। কিন্তু পাঞ্জা যখন আছে তখন সহপ্রতিঋত্বিকের বুদ্ধিও থাকা দরকার। (ননী চক্রবর্ত্তীদাকে দেখিয়ে) ওর সাথে আলাপ কর, বোঝ।

ধীরেনদা—আমার শ্বশুর তাঁর বাড়ীর কাছে আমাকে একটু জায়গা দিয়েছেন। সেখানে একটা ঘর তুলে আপাততঃ আছি। আর নিজের বাড়ীঘর আলাদা করার চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের বাড়ী আলাদা করাই ভাল। শ্বশুরবাড়ী হ'ল আত্মীয়। এদের কয় কুটুম। কুটুমের সাথে একসাথে থাকলে পরে বিষাক্ততা বেড়ে যায়। না বাড়তেও পারে। কিন্তু বেশীর ভাগই দেখা যায় বাড়ে।

শচীনদা (মহান্তি)—আমার চাকরীতে প্রোমোশনের সময় পার হ'য়ে গেছে, হ'চ্ছে না। এতে আত্মসম্মানে বড় লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Knock (চেষ্টা) কর। যা' হবার তাই হবে। আরে, তোর পরমপিতার কাজে যদি প্রোমোশন না হয় তাহলে আর কী হ'ল! শরীর ঠিক রেখে চল্।

হারানদা (দাস) এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এই, তুই কখন এলি?

হারানদা—আজ সকালে। মনটা ভাল না। অনেক কথা আছে। পরে ক'ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর আর একটি দাদা বললেন—আমি অনেকরকম ব্যবসা ধরলাম। কিন্তু কোনটাতেই দাঁড়াতে পারছি না। বর্ত্তমানে আমার একটা টেলারিং মেশিন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাই আস্তে-আস্তে add (যোগ) ক'রে বাড়িয়ে তুলতে হয়। আসল কথা হ'ল, জীবন চালানো লাগে এমনতরভাবে যাতে আমরা profit (লাভ) করতে পারি।

উক্ত দাদা—এখন কী কাজ করব?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কাজ জানা আছে তাই করা লাগে। একটা আগে ধ'রে সেটাকে profitable (লাভজনক) ক'রে আর একটা ধরা লাগে। তারপর সেটাকে আবার profitable (লাভজনক) ক'রে তুলে আরো একটা ধরা লাগে। পরিশ্রম তো করতে পারিস্। আর, পরিবেশের সাথে এমনতর পরিচর্য্যা ও ব্যবহার করবে যাতে সবাই তোমাকে ভালবাসে।

একে-একে কথা সেরে প্রণাম ক'রে উঠে যাচ্ছেন ভক্তবৃন্দ। অনেকে সামনে ব'সে বা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপলকনেত্রে দর্শন করছেন সেই চিদ্‌ঘন প্রেমময় মূরতি।

একটি দাদা এসে বললেন—আমি একটা ইউনিয়নে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু সেখানে প্রায় সবাই আমার বিরোধী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকগুলি বিপক্ষে থাকবে কেন? তুমি এমনভাবে চল, তাদের সাথে এমন হৃদ্য ব্যবহার কর, যাতে সবাই তোমার পক্ষে এসে যায়। মানুষ যাতে বিশ্বস্তি পায়, ভরসা পায়, এমন চলনে চল।

ছত্রধরদা (মাহাতো)—আমি চাকরী থেকে retire করেছি (অবসর নিয়েছি)। ওরা আবার appointment দিতে (নিয়োগ করতে) চায়। নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন দিক দিয়ে কোন বাধা না থাকলে নিতে পার।

এই সময় একটি ভাই ক্যামেরা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, একটা ফটো তুলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলেন। ভাইটি ফটো তুলে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।······

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। দ্বারে-দ্বারে আল্‌পনা আঁকা। শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে লক্ষ্মীপূজা হ'চ্ছে। সেখানে বিভিন্ন বয়সের মায়েদের ভীড়। প্রায় সবার হাতেই পূজা-উপকরণ।

অনেকে এসে দীক্ষাগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছেন। প্রায় সকলকেই শ্রীশ্রীঠাকুর অনিল গাঙ্গুলীদার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে বলছেন। একটি ভাই বললেন—আমি ব্যবসা করতাম। একটি বাজে কেস্-এ জড়িয়ে পড়ায় হাইকোর্ট থেকে আমার চার বছরের সাজা হ'য়ে গেছে। আপনার আদেশ হ'লে এখন দীক্ষা নিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছে হ'লে নিতে পার। আর, ওরকম কেস্-এ পড়িস্ নে। ওসব ভাল না। বাঁচিছিস্, জন্মেছিস্। বাপ-মার যাতে নাম থাকে, সবাই যাতে ভালবাসে, তাই ক'রে চল্। নতুবা সার্থকতা কী?

প্রশ্ন—আমি দীক্ষা কার কাছ থেকে নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অনিলের কাছ থেকে।

সুধীর সমাজদারদা দু'টি দাদাকে সাথে নিয়ে এসে বললেন—ওরা ওদের ওখানকার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

জোতদার। কাজ যাতে ভালভাবে করতে পারে তার জন্য আপনার আশীর্ব্বাদ চাইছে। আর, এর পেটে একটা ব্যথা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ প্যারীকে দেখালে হয়। আর, ভালভাবে চ'লো, সবার সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার ক'রো।

ওঁরা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। বেবীমা এসে বসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন দয়াল—রেণুর পায়ের ব্যথা কেমন?

বেবীমা—একটু কম। কাবুর দেওর এইমাত্র এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। কাবুর স্বামীর নাম যেন কী?

বেবীমা—ধীরেন। আমরা সবাই একসাথে হয়েছি। এখন শুধু রান্না-খাওয়া চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। (তারপর বিশুদার দিকে তাকিয়ে বললেন) আর একটু তামাক খাব নাকি?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তামাক সেজে এনে দিলেন। গড়গড়ার নলে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছেন পরম দয়াল। তারপর একবার টান থামিয়ে বাণী দিলেন—

Present prophet
is the consummation
of all prophets.

(বর্ত্তমান আগত যিনি, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল প্রেরিতেরই সমষ্টি-স্বরূপ)।

৩০শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৭। ১০। ১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় চৌকির উপরে সমাসীন। ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত। আশ্রমের বিগত মামলায় সৎসঙ্গের পক্ষে কাজ করেছিলেন বিহারের প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট লালবাবু। তিনি এই উৎসব-উপলক্ষে আশ্রমে এসেছিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জানালেন—লালবাবু আজই ফিরে যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উনি যতই থাকেন, ততই ভাল। তবে যদি যান, তার আগে আমাদের আশপাশের জমিগুলি ওঁকে দেখিয়ে দেবেন।

কেষ্টদা—উনি এত বড় উকিল, কিন্তু কিছু বোঝাই যায় না। মানুষটি খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে তো মানুষ। তারপর আমি উকিল হই, ডাক্তার হই, যা' খুশি তাই হই।

তারপর লালবাবুর সাথে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল

ঠাকুর বললেন—বাংলার থেকে বিহারের অবস্থা এখন ভাল। এখানে বংশ-টংশগুলি ঠিক রেখে চলার চেষ্টা করে। যদি এরা ঠিকভাবে চলে তাহলে বিহার একেবারে spine of India (ভারতের মেরুদণ্ড) হ'য়ে যেতে পারে। আজকাল তো বাংলায় ডাই-ভোর্সের সংখ্যা নাকি বেশী শুনতে পাই।

আরো কিছু কথার পরে কেষ্টদা লালবাবুকে নিয়ে উঠে গেলেন। ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা তুললেন মন্মথদা (দে)। বললেন—মানুষের মৃত্যুর পর কী অবস্থা হয় তাই নিয়ে নাকি গোপালদা (মুখোপাধ্যায়) রিসার্চ করতেন। আপনার ল্যাবরেটরিতে কি ও-সবও থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যি-সত্যি যদি ধর্ম্ম মানেন, ধর্ম্মই যদি আমাদের achievable (অধিগন্তব্য) হয় সব দিক দিয়ে তাহলে আমাদের কী যে লাগে আর কী লাগে না তা' ভাবা যায় না। সেগুলি সব ধ'রে-ধ'রে work out (বাস্তবায়িত) করা লাগবে।

মন্মথদা—কিন্তু আমরা রিসার্চ মানেই তো অন্যরকম বুঝি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Education (শিক্ষা) যদি আমাদের traditional traits-কে (ঐতিহ্যগত বিশেষত্বকে) নষ্ট করে তাহলে তা' outrage (চূড়ান্ত অবমাননা) ছাড়া আর কিছু না। আর, education (শিক্ষা) যদি আমাদের traditional traits-কে (ঐতিহ্যগত বিশেষত্বকে) fulfil (পরিপূরণ) করে, আরো-আরো-আরোর দিকে নিয়ে যায়, তাহলে সেটা আমার জীবনের পক্ষে সার্থক হ'য়ে ওঠে। এই যে divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ), প্রতিলোমবিবাহ বা অন্য কোনরকম incompatible (অসঙ্গত) বিবাহ আমার ভাল লাগে না। ওর ফলে, আমাদের tradition (ঐতিহ্য) নষ্ট হ'য়ে যায়। আমাদের রক্ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ধারাই বহন করে। সেই রক্ত যেন কখনও অবমানিত না হয়।

পাবনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কত দিক দিয়ে সুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন এ্যাটম ভাঙ্গার কোন কথাই ওঠেনি, সেই প্রায় ত্রিশ বছর আগে, তখন আমি এদের কাছে গল্প করতাম, এ্যাটম্ ভাঙ্গা যায়। কিন্তু তেমন ধরণের কোন instrument (যন্ত্র) আমাদের ছিল না। তাই, আর করতে পারলাম না। অবশ্য একটুখানি ওরা করেছিল। 5 horse-power-এর (৫ অশ্বশক্তির) একটা tube (নল) ছিল। সেইটা দিয়ে test (পরীক্ষা) করতে করতে সে tube (নল) ফেটে গেল। তারগুলি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল। আমি তখন পায়খানায় বসে-ছিলাম। সে কী শব্দ! সমস্ত আশ্রম কেঁপে উঠল। ভূমিকম্পের মত সব কাঁপতে

লাগল। বঙ্কিম (রায়) একাই সবটা করেছিল।

বিকালেও শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি বারান্দায় এসে বসেছেন। হারানদা (দাস) এসে প্রণাম ক'রে বললেন—আজ যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলকাতায় যেয়ে কাম-টাম ভাল ক'রে ক'রো।

হারানদা—আমার ইচ্ছা, accountancy-টা (হিসাবরক্ষকের কাজটা) যেন ভালভাবে শিখতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর কি ঋত্বিকের পাঞ্জা আছে?

হারানদা—না, অধ্বর্য্যুর পাঞ্জা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধ্বর্য্যুর কাজও করবি। সাথে-সাথে accountancy-টাও (হিসাব-রক্ষকের কাজটাও) ভাল ক'রে ঠিক ক'রে নিস্!

হারানদা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। অনেকে এসে যাওয়ার অনুমতি চাইছেন। কেউ হয়তো সম্প্রতি পাঞ্জা পেয়েছেন। ভালভাবে যাতে কাজকর্ম্ম করতে পারেন তার জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছেন। একটি ছেলে দীক্ষা নিয়েছে। এসে বলল—বাবা, আমি এতদিন ধ'রে যা' যা' চেয়ে এসেছি, আজ তা' পেয়েছি। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ক'রে নাম ক'রো। কারো ক্ষতি ক'রো না। ভাল হ'য়ে চ'লো।

বাইরের প্রাঙ্গণে বহু মানুষ অপেক্ষা করছেন। এক একজন ক'রে এইভাবে সামনে এগিয়ে এসে পরমদয়ালের সস্নেহ আশীর্ব্বাদ ও ভরসা গ্রহণ ক'রে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন।

একটি ভাই এসে জানালো যে, সে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন বৈধী রকমে চললে আমার দেশ সুস্থ সবল হ'য়ে ওঠে তাই কর। শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে evil (অসৎ) যদি কিছু থাকে, তাকে resist (প্রতিহত) করা দরকার। তা' না ক'রে হয়তো দম্ ক'রে গুলি চালিয়ে দিলাম, তাতে কী লাভ হ'ল? তারপর ধর, তুমি হয়তো জেলে গেলে। সেখানে তোমার মত আরো কয়েক-জন আছে। তাদের সাথে ব'সে ব'সে পরামর্শ করলে, 'শালারা খুব অত্যাচার করে। ধ'রে দম ক'রে মেরে দিবি।' কিন্তু আমি কই, গভর্ণমেণ্টকে মেরে সুখ নেই, তার ভাল ক'রে সুখ আছে। ধর তুমি বামুনের বাচ্চা আছ। এমন কাজ কর যাতে গভর্ণমেণ্টের আর দরকারই না থাকে। সারা দেশে blessed rule (আশীর্ব্বাদধন্য শাসন) হবে। এ যদি ক'রে তুলতে পার তবে তো তুমি বামুন, তবে তো তুমি ক্ষত্রিয়। তুমি

দেশের লোকের ভাল কর। দেখো দেখি, খারাপ গভর্ণমেণ্ট কী ক'রে হয়। কী কথা আছে—Bad people creates bad government (খারাপ লোকেরাই খারাপ সরকার সৃষ্টি করে)।

উক্ত ভাই—সেইজন্য এখন মাঝে-মাঝে ধর্ম্মঘট ক'রে গভর্ণমেণ্ট বানচাল ক'রে দেওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিন্তু বেহেড্ মানুষ। আমার মাথার ঠিক নেই। লেখাপড়া জানি নে। কী কইতে কী ক'ব নে। আমার ধর্ম্মঘট হ'ল, প্রত্যেকটা মানুষকে ধর্ম্ম-ঘট ক'রে তোলা। আর, এর ভিতর দিয়েই প্রকৃত ধর্ম্ম যা' তা' বেড়ে যাবে।

এরপর ভাইটি খুশি মনে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। মিণ্টুদা (বসু) বললেন—অনেকে এখানে আসে। আপনাকে accept-ও (স্বীকারও) করে। আবার ফিরে চ'লে যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে accept (স্বীকার) করবে কী! তাকে সে accept (স্বীকার) করল কিনা দেখ। তা' যদি আমি করাতে না পেরে থাকি তার পরিবার-পরিবেশসহ, তাহলে আমি মনে করি, অতখানি খাঁকতি আমার। আমি ভাবি, এখানে যে আসে তার সত্তাকে nurture (পোষণ) দাও। সে সবটা বুঝুক। তারপর যদি ফিরে যায়ও তখন এই সব কথাই ভাববে। ভাবতে-ভাবতে তার মনে হবে, যাই, মিণ্টুদার কাছেই যাই। আবার ফিরে আসবে।

লালবাবুকে সাথে নিয়ে মন্মথদা (দে) ও সুশীলদা (বসু) এসে বসলেন। মন্মথদা বললেন—লালবাবু বলছেন, আমাদের কেস্-টা ওঁর নেবারই ইচ্ছা ছিল না। জোর ক'রে নেওয়ানো হয়েছে। শেষে দেখছেন, ওঁরই লাভ বেশী হ'য়ে গেছে।

স্মিতহাস্যে উত্তর করলেন পরম দয়াল—আমি ভাবি, পরমপিতার অবদান। কেস্‌টার মধ্য-দিয়ে আমি যে লালবাবুকে আপন ক'রে পেয়েছি, এটাই আমার লাভ।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। লোকের ভীড় কিছুমাত্র কম নেই। একদল যাচ্ছে, তাদের স্থান সঙ্গে-সঙ্গে ভরাট হয়ে যাচ্ছে অন্য দলের দ্বারা। দীর্ঘ আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে টুকিটাকি কথাবার্ত্তা অনেক হয়ে চলেছে। এ-স্রোত চলেছে বিরামহীন, বিশ্রামহীন। ঘড়ির কাঁটা যে কতটা ঘুরল, সেদিকে কারো যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাঁকুড়ার গোপালচন্দ্র দণ্ডপাট এসে বললেন—আমি আগে রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও পূজা করতাম। এখন দীক্ষা নেবার পর দেখছি, ইষ্টমূর্ত্তি ঠিক ধ্যানে আসছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব তো তোমার ঐ আগের উপর ছিল। তাকে এর উপরে আনতে গেলে time (সময়) লাগবে তো! ভাবতে-ভাবতে, চলতে-চলতে যখন এখানকার

উপর টান ধ'রে যাবে, তখন ধ্যানও সহজে হবে।

গোপালদা—আমার দীক্ষার ব্যাপারটা একটু সংস্কারে ঠেকে আছে। আমি বামুন। দীক্ষা নিতে হয়েছে একজন অব্রাহ্মণের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা দীক্ষা দেয় না। দীক্ষা দেই আমি। ঋত্বিক্‌রা আমারটাই carry (বহন) করে। আমার কথাই ব'লে দেয় সকলকে। সেইজন্য আমার কথা-মত যদি একটা কুকুরও দীক্ষা দেয়, সে-দীক্ষা আমারই দেওয়া হয়।

গোপালদা—তবুও ঐ সংস্কারের জন্যই দ্বিধা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্বিধা? তুমি বোঝ না তাই দ্বিধা। আমি তো যেতে পারি না সব জায়গায়, দেখতেও পারি না। তাই, আমার পাঞ্জা দেওয়া থাকে ওদের কাছে। পাঞ্জা মানে আমার সনদ। আমার ঐ পাঞ্জাই দীক্ষা দেয়, মানে আমিই দেই।

গোপালদা—কিন্তু তাঁকে তো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি ক্যা?

গোপালদা—তাহলে তাঁর সাথে কি কেবল শ্রদ্ধার যোগাযোগের সম্পর্ক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো।

গোপালদা—বৃত্তি-প্রবৃত্তি আমাদের নানাভাবে টানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তিগুলিকে ঠাকুরের সেবায় লাগায়ো। তোমাদের জন্য ওগুলি ব্যবহার ক'রো না। বৃত্তিগুলি যে নিজের সেবায় লাগায়, সে হ'য়ে ওঠে অসৎ। আর, যে ওগুলি ঈশ্বরের সেবায় লাগায়, সে সৎ হ'য়ে পড়ে। যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী ছিল। সে চৈতন্যদেবেরও আগে। ওরা দু'জনেই কৃষ্ণভক্ত ছিল। কৃষ্ণপ্রেমে এও মাতাল, ও-ও মাতাল। কিন্তু চণ্ডীদাস যদি তার ঐ প্রেম রামীর সেবায় লাগাত তাহলে কিন্তু কাম সারা হ'য়ে যেত।

গোপালদা—এই যান্ত্রিক যুগে কি বর্ণাশ্রম মানা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণাশ্রম হ'ল তোমাদের পিতৃপুরুষের tradition (ঐতিহ্য)। এখন তোমরা তার কিছুটা মান, কিছু মান না। এখন আবার ঠিকমত করতে আরম্ভ কর। দেখো, তোমাকে দেখেই কত লোক বর্ণাশ্রম adopt (স্বীকার) ক'রে নিচ্ছে। বলা আছে, 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ'। তুমি বামুন। তুমি যদি কায়েতকে ভাল না বাস তাহলে হবে না। সকল বর্ণের প্রতিই তোমার দরদ থাকা লাগবে। ধর, তুমি মোক্তার আছ। একটা কায়স্থ যদি তোমার কাছে কেস্ নিয়ে আসে, তুমি নেবে না? একটা বৈশ্য যদি কেস্ নিয়ে আসে, তুমি নেবে না? আবার সেইরকম বামুন হ'য়ে ওঠ তো

লক্ষ্মি! আবার তেমনি ক'রে উঠে দাঁড়াও। (ক্ষণেক নীরবতার পর) ফ,র্ত্তি ক'রে লাগ তো লক্ষ্মি! ফ,র্ত্তি ক'রে লাগ। প্রাণ ভ'রে লাগ। সকলের ভাল কর।

গোপালদা—বাধা আছে নানারকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাত রাঁধতে গেলে উনুন দরকার, আগুন দরকার, চাল দরকার। এইসব বাধা যদি পার করতে পার, তবে তো ভাত রাঁধা হয়।

গোপালদা—নিজে না ক'রে তো অপরকে বলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে তুমি ক'বে কী ক'রে? কর, তারপর কও। মোক্তারী পাশ করলেই কিন্তু মোক্তার হয় না। তার কোর্টে যেতে হয়, দু'একটা কেস্ করতে হয়। এইভাবে করতে-করতে তবে মোক্তার হয়।

গোপালদা—ঈশ্বর এক ছিলেন। বহু হ'লেন কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বাপ একাই ছিল। তখনও তার বিয়ে হয়নি। তারপর তোমার বাবার বিয়ে হ'ল। তার ফলে তুমি হ'লে। আমার বাবা ছিল। আমার মা'র সাথে তার বিয়ে হ'ল। তার ফলে আমি হ'লাম। এইভাবে একটা গাছ থেকে অনেক গাছ হয়। 'একোঽহম্ বহুস্যাম্'। আর, তখন তাঁকে বুঝতে পারি। যাই কর, যত তত্ত্বেরই আলোচনা কর, রাখবে খালি ইষ্টনিষ্ঠা অটুট ক'রে। আর হাতেকলমে তা' অভ্যাস করবে। এই করতে-করতেই জ্ঞান বাড়ে।

গোপালদা—ইষ্ট কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট হচ্ছেন তিনি যাঁর কাছে আমি দীক্ষা নিয়েছি। আমার আচার্য্য, guide (চালক), আমি যাঁর ধ্যান করি। তিনি মঙ্গল-অনুধ্যানপরায়ণ। মানুষের যাতে সর্ব্বতোভাবে ভাল হয় তাই তিনি করেন।

এরপর গোপালদা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। বেনারস্ হিন্দু ইউনিভারসিটির কয়েকটি ছেলে এসেছে। এরা নতুন দীক্ষিত। তার মধ্যে একটি ছেলের নাম কাশী বিশ্বনাথম্। বেশ ধারালো বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। এদের সঙ্গে জনৈক অধ্যাপক আছেন, পারিজাত রায়। সবাই কাছে ব'সে আছে। কথাবার্ত্তা শুনছে। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কাশী বিশ্বনাথম্-এর খোঁজ করলেন—বিশ্বনাথ কোথায়?

মিণ্টুদা বিশ্বনাথকে দেখিয়ে বললেন—এই যে বিশ্বনাথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বনাথ সামনে। আর আমি কোথায় বিশ্বনাথ করছি।

তাঁর বলার ভঙ্গিমায় সবাই হেসে উঠলেন। তারপর বিশ্বনাথ communism (কম্যুনিজ্‌ম্) নিয়ে কথা তুলল।

উত্তরে দয়াল বললেন—Com মানে together (সহ, একত্রে), আর une মানে

one (এক)। তাহ'লে communism মানে দাঁড়ায় together with one (এককে নিয়ে, এক-এর সাথে)। সেই one (এক) হ'ল existence (সত্তা)। Existence-কে (সত্তাকে) যদি পূরণ না করি, তাহ'লে communism কিন্তু হবে না।

বিশ্বনাথ—কী গুণ থাকলে মানুষকে ঠিকমত ধরা যায় ? অনেক ভাল কথা ব'লেও দেখলাম, চা-রসগোল্লা খাইয়েও দেখলাম। কিছুতেই তো ধরা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fishers of men (মানুষধরা জেলে) হ'তে গেলে বঁড়শী লাগে। আবার বঁড়শী হলেও তার টোপ লাগে। সেই টোপ হ'ল যাতে মানুষের existence nurture (সত্তা পরিপোষণ) পায়। টোপ দিলে তখন তার existence-ই (সত্তাই) ঐ টোপ খায়। তার জন্য তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ বামুনের জন্য যে ষট্‌কর্ম্মের বিধান করেছিলেন—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, সেগুলি সব ঠিকমত করতে হয়। যজন ঠিক করতে পারলে যাজন automatically (স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে) হয়। যজন মানেই নিজে work out করা অর্থাৎ অনুশীলন করা। ধর, মিণ্টু খুব রাগী মানুষ আছে। তুমি ভাবছ, কেমন ক'রে ডাক দেওয়া যায় মিণ্টুকে। ওর অন্তরে যাই থাকুক, আমি কেমন ক'রে ডাক দিলে ও শুনবে। ভাবতে-ভাবতে কাছে গেলে, ডাকলে 'মিণ্টুদা'। ও কয়, 'কিরে ! মিণ্টুদা করছিস্ কেন ?' তখন তুমি ক'লে 'আপনি খুব ভাল'। তারপর ওর একটু গুণের কথা-টথাও ক'লে। দেখো, আস্তে-আস্তে ও নরম হ'য়ে আসছে। তখন ক'বে, 'কিজন্য এসেছিস্ ? কী চাস্ ?' তখন তুমি হয়তো বললে, 'অনেকদিন দাদা ব'লে ডাকিনি। তাই একটু ডাকতে এলাম।' তারপর কথা-টথা কয়ে যখন চ'লে যাচ্ছ তখন ও কয় 'কোথায় যাচ্ছিস্ ?' তুমি বললে 'আমার কাজ আছে মিণ্টুদা, এখন যাই।' ও আর তোমাকে ছাড়তে চায় না। বলে, 'যাবি পরে। এখন ব'স্।' এইভাবে বদমাইশের সাথে মেশা লাগে, জোচ্চোরের সাথে মেশা লাগে। আর, নিজে unaffected (অপরামৃষ্ট) থাকা লাগে। যদি আমরা ইষ্টে অটুটভাবে attached (যুক্ত) থাকতে পারি তবেই ঐ-রকম থাকা সম্ভব হ'য়ে ওঠে। পাকা সাপুড়ে হ'লে পরে তবেই সাপ খেলানো সম্ভব হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য আগে চাই নিজে করা। শাস্ত্রেও আছে 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করে—আমরা সন্ধ্যায় যখন প্রার্থনা করি, আপনি হাত জোড় ক'রে কী করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা যাতে ভাল থাকিস্ তাই করি।

বিশ্বনাথ—আপনি কার কাছে প্রার্থনা করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা যার কাছে করিস্, আমিও তার কাছে করি।

এ প্রসঙ্গ আর অগ্রসর হ'তে না দিয়ে অধ্যাপক পারিজাতদার দিকে তাকিয়ে দয়াল বললেন—যা' করতে চাও তা' সুরু ক'রে দাও। Theoretically (মুখে মুখে) নয়। তার সাথে fact-এর (বাস্তবের) যোগ থাকা চাই।

পারিজাতদা—চলতে-চলতে মানুষ অনেক সময় শিথিল হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেরই একটা fatigue layer (ক্লান্তি-স্তর) আছে। সেখানে পৌঁছে মানুষ অমন হয়। তখন তোমরা পাঁচজন আছ। তোমরা আবার তাকে active (কর্ম্মঠ) ক'রে তুলবে। লক্ষ্য রাখতে হবে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। আর, ধর্ম্মাচরণ মানে অলস পরিচর্য্যা নয়। ধর্ম্মাচরণ মানে ধৃতির আচরণ, ধৃতির পোষণ। আমার মনে হয়, ধর্ম্মাচরণের চাইতে ধর্ম্মানুসরণ বললে সব চাইতে ভাল বলা হয়। কারণ, এতে দেখা যায়, আমার existence-কেই (সত্তাকেই) অনুসরণ করার কথা আসছে। যদি তা' না করি, তাহলে বৃত্তিকে অনুসরণ করব।

পারিজাতদা—কাউকে দেখে হয়তো খুব repelling (অপছন্দ) মনে হয়। তখন কী করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তাকে যদি একখানা বাতাসা দিয়ে এক গ্লাস জল খেতে দিই, তাহলে ওটা কেটে যায়। এই হ'ল ধর্ম্মানুশীলন। হাতেকলমে এগুলি করতে হয়। করতে-করতেই প্রবৃত্তির ফাঁস কাটতে থাকে।

কথায়-কথায় রাত অনেক হয়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের সময় সমাগত। এবার সকলে প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৮।১০।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি বড়দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেউ-কেউ এসে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় প্রার্থনা করছেন। এরই মাঝে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আমি ব্যবসা করব, না জমি চাষ করব? আমার একশ' বিঘার মত জমি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমিজমা দেখার মত ভাল কাজ আর নেই। দেখাশুনা কর্ আর জমি বাড়া। চাকরী করলে শালা গোলাম হ'য়ে থাকা লাগে। মাটির চাকরীর মত কি আর চাকরী আছে?

একটু পরে বাইরে তাম্বুতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে বললেন—ওখানে যাব নাকি রে?

সকাল ৫-৪৫ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে এসে বসলেন। ভক্তবৃন্দও সাথে-সাথে এলেন।

দয়াল ঠাকুর এখন একবার তামাকু সেবন করলেন। তারপর আদিত্য মুখোপাধ্যায়-দা বললেন—আমরা পূজার সময় যে-সব মন্ত্র বলি, অনুবাদ করলে সেগুলো খোসামোদ করা ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঁকে আমাদের ভাল লাগে, তাঁর attribute (গুণ) আমরা স্মরণ করি, think (চিন্তা) করি, অনুসরণ করতে চেষ্টা করি। এই করতে-করতে সেই গুণগুলি আমাদের মধ্যে ঢুকে যায়, আমরা সেগুলি imbibe (আত্মীকৃত) করি। এই হ'ল ব্যাপার। দেখ, ছোটবেলা থেকে তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে অনেক-কিছু শিখেছ। সে কিন্তু তাকে ভালবেসে, কোন মন্ত্রপাঠ ক'রে নয়। ধর, তুমি বাইরে যাচ্ছ। তখন তোমাকে ব'লে দিল, 'এই আদিত্য, তুই যে ছ'টার সময় বেরিয়ে যাবি আর বেলা দু'টার সময় আসবি তা' হবে না।' তুমিও মা'র কথা শুনে সকাল-সকাল ফিরে আস্‌লে। এটুক যদি না কর, তাহলে মায়ের হাজার স্তোত্রপাঠেও কিছু হবে না। ঐ যে মন্ত্র আওড়াই। তখন সেগুলি এমনভাবে imbibe (আত্মীকৃত) করার চেষ্টা করতে হয় যাতে তা' আমার হ'য়ে ওঠে।

আদিত্যদা—তাহলে ঐ গুণগুলি মনে-মনে আওড়াতে-আওড়াতে আমিও অমন হ'য়ে উঠব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ছাড়া আর কী? মন্ত্র মানে clue. Clue মানে কী রে? তুক্? ভাল ক'রে দেখে আয় গে'।

আদিত্যদা অভিধান দেখতে উঠে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মন্ত্র 'মননাৎ ত্রায়তে'। না?

সুশীলদা—হ্যাঁ।

আমি—মনন করার ভিতর-দিয়ে যেটা আমাকে ত্রাণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে ত্রাণ করে! না। আমার obsession-কে (অভিভূতিকে) ত্রাণ করে, না-জানাকে ত্রাণ করে।

আদিত্যদা অভিধান দেখে এসে বললেন—তুক্ শব্দটা এসেছে তুজ্ ধাতুর পর কিপ্ প্রত্যয় করে। তুজ্-ধাতুর মানে লেখা আছে পালন করা।

উত্তর শুনে খুশি হ'লেন পরমদয়াল। তারপর প্রসন্নচিত্তে বললেন—আগে-আগে আমি যা' বলতাম, কিছুর সাথে মিল্‌ত না। তারপর অনেকদিন পরে সুশীলদা রাণীর জন্য একটা জ্ঞান দাসের dictionary (অভিধান) আন্‌লা। তাতে দেখলাম আমার

কথা অনেক মিলে যায়। ঐ বইতে শব্দের root-গুলি (ধাতুগুলি) সব দেওয়া আছে। তখনই জানলাম, কুল্লুক ভট্ট আমার বংশের। সুশীলদা আমাকে সাহায্য করল ঐ বই এনে দিয়ে। আমি একেবারে অজলে অস্থলে প'ড়ে গিছিলাম। ঐ বইটা আমার কাছে একটা boon-এর (আশীর্ব্বাদের) মত হয়েছিল। তখন থেকে বুঝলাম, intent of the word (শব্দের মূল অভিপ্রায়) যদি না জানি তাহ'লে এক একটা শব্দের অর্থ যে পাঁচশ' বছর পরে যেয়ে কী দাঁড়াবে তা' কওয়া যায় না। যেমন, 'চুরি' খারাপ অর্থেই ব্যবহার হয়। কিন্তু 'মনচোর' কথার মধ্যেও চুরি করা আছে। বহু বছর ধ'রে হয়তো ঐ অর্থ টাকেই এমন প্রাধান্য দেওয়া হ'ল যে চুরি করার অর্থ আর খারাপই থাকল না। সেইজন্য intent of the word (শব্দের মূল অভিপ্রায়) যদি না জান তবে লাখ পড়াশুনা কর না কেন, লাভ নেই। আর, শব্দার্থটা যদি ঐ ধারায় ফেলাতে পার যাতে তা' ধাতুকে follow (অনুসরণ) করে তাহলে ঐ অর্থ লাখ বছরেও নষ্ট হবে না। কেষ্টদা আবার মাঝে-মাঝে কয়, শব্দের ব্যবহারিক অর্থই নিতে হবে। কিন্তু তা' নিলে মুশকিল হ'য়ে যাবে। কেষ্টদা অবশ্য বোঝে সব, কিন্তু ঐ ঢেকুর আছে। চৈতন্যদেবের আমলে যে ব্যবহার ছিল, এখন কি তাই আছে? বুদ্ধদেবের আমলে যে-শব্দ যে-অর্থে ব্যবহার করা হ'ত, এখন কি তাই আছে? শব্দের ব্যবহারিক অর্থগুলি পাল্‌টে পাল্‌টে যায়। কিন্তু ধাতুগত অর্থ বরাবরই এক থাকে। সেইজন্য আমি Skeat-ও (স্কীট সাহেবের লেখা ইংরাজী ডিক্‌শনারি) ছাড়িনি, এও (জ্ঞান দাসের অভিধান দেখিয়ে) ছাড়িনি। বঙ্কিম আমার সাথেই থাকে। একদিন মনুসংহিতা থেকে স্থাস্নু ও চরিষ্ণু শব্দ দুটি বের ক'রে ফেলল। দেখলাম, ইংরাজীতে positive ও negative যা', এও তাই। তখন আমি ধাতুগত অর্থের উপর দাঁড়িয়ে ঐ স্থাস্নু-চরিষ্ণু অর্থেই বললাম ঋজী ও রিচী। আবার যেমন আছে, আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ মানে আমি কই অনুশাসনবাদ (শাস্‌-ধাতু=শাসন করা)। আমি কোন-কিছুর জন্য তোমার কাছে আশীর্ব্বাদ চাই মানে, আমাকে তুমি এমন direction (নির্দ্দেশ) দাও যা' follow (অনুসরণ) ক'রে আমি successful (সফল) হ'তে পারি। এখন সে অর্থ blunt (ভোঁতা) হ'য়ে গেছে। এখন মানুষে বোঝে, মাথায় হাত দিয়ে বলতে হয় 'তুমি এমন হও' বা 'তোমার এই এই হোক'।

এই সময় দেবসঙ্ঘের পুরোহিত শ্রীজিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাগ্নে ও ভাইপোকে সাথে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। সামনে চেয়ার দেওয়া হ'ল। ওঁরা বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত দুখানি আল্‌তোভাবে জোড় করা আছে। মুখমণ্ডলে সৌজন্যের স্নিগ্ধ হাসি। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কোথায় আছেন?

জিতেনবাবু—এই ক্যাস্টর্‌স্ টাউনে। জীবনভোরই তো আপনার যশ শুনে আসছি। আজ দর্শন করতে পারলাম, আমার মহাভাগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও মহাভাগ্য আজ সকালবেলায়।

জিতেনবাবু—একটু উপদেশ যদি দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপদেশের কথা বললে আর আমি কিছু বলতে পারি না।

সুশীলদা—ঠাকুর আলাপচ্ছলে কথাবার্ত্তা বলেন।

জিতেনবাবু—তাহলে আমি বরং অন্য সময়ে একটু সময় ক'রে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শরীর খারাপ হ'য়েই মুশকিল হয়েছে। তবুও আপনার যখন সুবিধা হয়, আসবেন—সকালে বা বিকালে।

ওঁরা সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন। এখন 'মূর্ত্ত' শব্দটির অর্থ দেখতে বললেন দয়াল প্রভু। দেখা হ'ল, মূর্চ্ছ্+ক্ত ক'রে মূর্ত্ত হয়েছে। মূর্চ্ছ্-ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি।

আদিত্যদা—কিন্তু মানুষ যখন মূর্চ্ছা যায় তখন বৃদ্ধির সাথে তার কী সম্পর্ক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে অজ্ঞানতার বৃদ্ধি।

গতকাল একজন রাজনৈতিক কর্ম্মী এসেছেন কলকাতা থেকে। কালই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথাবার্ত্তা বলেছেন। এখন বিদায় নিতে এসে বললেন—খুব খুশি হয়েছি আপনার সাথে কথা ব'লে। আপনাকে বিরক্ত করেছি কত! এখন যাব। আশীর্ব্বাদ করবেন।

স্নেহভরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওমা, সে কী কথা! আপনারা আশীর্ব্বাদ করবেন, আমি যেন কখনও বিরক্ত না হই। আবার যখন সুবিধা হয়, চ'লে আসবেন ছাতা বগলে ক'রে।

দাদাটি খুশি মনে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। ঠাকুর-বাংলার একটি কলে রমণের মা স্নান করছে। সেখান থেকে চীৎকার ভেসে আসছে। রমণের মা কাউকে গালাগালি করছে, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে।

সরোজিনীমা—কী যে আরম্ভ করিছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা না কেন! মিষ্টি ক'রে কো'স্। চড়ার উপরে চড়া কথা বললে আরো চ'ড়ে যায়!

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায়। সন্তোষদাকে (মুখোপাধ্যায়) ডেকে বললেন—এই সন্তোষ! তুই আজই কলকাতায় যেয়ে আড়াই সের মনোহরা নিয়ে আসতে পারিস্?

সন্তোষদা 'আজ্ঞে পারি' বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) ডেকে ঐ বাবদ

টাকা দিয়ে দিতে বললেন সন্তোষদাকে।

এরপর একটি ভাই বলল—দীক্ষা নেবার পর থেকে ভালই কাজ করছিলাম। এখন কেমন আলস্য এসে যায়। কাজ করতে ইচ্ছে করে না।

একটা ঝাঁকি দিয়ে ভরসা-উদ্দীপী কথায় দয়াল বললেন—কাম কর্। যা' আসে তা' আসুক। হাতে-কলমে করা লাগবে তো! করতে করতেই ওসব আলস্য-জড়তা কেটে যাবে।

মন্মথদা (দে) এসে বসলেন। তাঁর কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর লালবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করলেন—লালবাবু কী ক'ল, ও মন্মথদা! আপনার সাথে খুব দহরম-মহরম হ'য়ে গেছে।

মন্মথদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারপর লালবাবু সাথে কী কী কথা হয়েছে, মন্মথদা সেগুলি বলতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনছেন আগ্রহভরে। সামনে সিঁড়িতে ও দু'পাশের বারান্দায় অনেকে ব'সে আছেন। কেউ কেউ বিদায় নিয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী একটা গান আছে না?—

'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান।'

আদিত্যদা—কিন্তু স্বদেশ অত আপন হ'তে যাবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেখানে থাক, সেটাও তোমার দেশ। কিন্তু যেখানে তোমার পিতৃপুরুষ বাস ক'রে গেছেন, যেখানে তুমি মানুষ হয়েছ; সেখানকার সাথে তুমি যোগাযোগ রাখবে না?

আদিত্যদা—ঐ যে কথা আছে 'স্বদেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'। কিন্তু বিদেশের ঠাকুরের মধ্যেও তো কিছু থাকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ জায়গায় আমি কই, বিদেশের ঠাকুর তো আমার ঠাকুরই। কিন্তু দেশের ঠাকুর হ'ল আমার stay of life and growth (জীবন ও বর্দ্ধনের অবলম্বন)। যেমন বাপ-মা যদি মুখ্যুও হয়, আমার কাছে তারা শ্রেষ্ঠ। ঐ যে আশুতোষ মুখার্জীর কথা আছে। ভাইস্‌রয়ের আদেশের চাইতে মায়ের আদেশ তাঁর কাছে ঢের বড়। তার stay of life (জীবনের স্তম্ভ) যদি অতখানি শক্ত না হ'ত তাহলে কি ওকথা বলতে পারত? রাসবিহারী ঘোষের রকমও এই। আবার গুরুদাসবাবুরও ঐ জাতীয় কথা আছে। সেই যে famous (বিখ্যাত) গল্প। গঙ্গা থেকে চান ক'রে আসছিলেন। তারপর দু'আনা পয়সা দক্ষিণা নিয়েই পূজা ক'রে

আস্‌লেন। ও জাতীয় মানুষই আর নেই। এইরকম আরো ছিলেন তিলক, গোখ্‌লে। আবার এদিকে ছিল বিপিন পাল। এককথায় আমাদের educated (শিক্ষিত) হ'তে হবে, কিন্তু traditional traits (ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য) ভেঙ্গে নয়। তা' যদি ভাঙ্গি, তাহলে সেখানেই আমার পূর্ব্বপুরুষের death (খতম) হ'য়ে যাবে।

ধীরে-ধীরে সান্ধ্য প্রণামের সময় হ'য়ে এল। প্রণামের পর চারিদিকের আলোগুলি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সুধীরদা (চৌধুরী) একটি ছেলেকে সাথে নিয়ে এসে বললেন—এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। কিন্তু বলছে, অনেক বাধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছেলেটিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—পড়্‌ ভাল ক'রে। বাধা অতিক্রম করতে না পারলে হয় ?

অজিতদা (মল্লিক)—আমার সংসারে নানা গোলমাল, ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝগড়াঝাটি যখন হয় নিজে ফাঁকে দাঁড়াতে পারিস্‌ নে ?

অজিতদা—যদি সবাই আমাকে পৃথক ক'রে দেয় ; আর বিশেষ কিছু না দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' দেয় দেবে। ফাঁকে দাঁড়ায়ে থাকবি।

অজিতদা—আচ্ছা। আমি কবে যাব ঠাকুর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন ইচ্ছা।

এরপর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে। জনৈক ভক্তের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠাকুর সম্পর্কে যদি তুমি কও, সে বৈকুণ্ঠের থেকে এসেছে, চার হাত ছিল, এখন দু'হাত খ'সে গেছে। আমাকে অমনভাবে ভগবান বললে আমিও লাটসাহেব হ'য়ে যাব না, তুমিও লাটসাহেব হ'য়ে যাবে না। আমি চাই তুমি আমাকে কেমন feel (অনুভব) কর, Realise (উপলব্ধি) করেছ কিনা। এই যে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন মানে তাঁর গুণকীর্ত্তন। আর তার ভিতর দিয়ে তাঁকে imbibe (আত্মীকৃত) করতে পারা। মানুষ অনেক কিছু শোনে। কিন্তু cogitate (গভীর-ভাবে ধ্যান) করে না। Cogitate (গভীরভাবে ধ্যান) করলে thinking-ও (চিন্তাও) সেইরকম হয়। আকাশ-কুসুম think (চিন্তা) করলে তো হবে না। যাকে ধরেছ তাকে think (চিন্তা) করতে হবে, cogitate (নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান) করতে হবে। আর, তার যা-কিছু নিদেশ, হাতেকলমে করতে হবে।

এই সময় আশু দত্তদা শান্তিদা নামে এক দাদাকে সাথে নিয়ে এসে বললেন—শান্তিদা একটু আশীর্ব্বাদ পেলে কাজে আরো জোর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ আমার আছেই। হাতে-কলমে করবে তবে তো হবে!

আশুদা—শান্তিদা ভাল কাজ করছে। ওকে একখানা অধ্বর্যু্যর পাঞ্জা দিলে হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদার কাছে জিজ্ঞাসা কর। দেয় ভাল, না দেয় না-দেবে। কিন্তু কাজকাম ঠিকমত করা চাই।

৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ২২।১০।১৯৫৯)

গত তিনদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ইনফ্লুয়েঞ্জায় বেশ কাতর ছিল। আজ অনেক ভাল আছেন। সন্ধ্যার পরে হল্‌ঘরের মধ্যেই আছেন। ভক্তরা অনেকে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন। মাঝে-মাঝে ছড়া দিচ্ছেন পরম দয়াল। দূরে হাউজারম্যানদাকে দেখে 'এই' ব'লে ডাক দিলেন। হাউজারম্যানদা কাছে আসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর শরীরটা একটু খারাপ দেখাচ্ছে। (কাছে এলে) তোর শরীর খারাপ হয়েছে কেন রে ?

হাউজারম্যানদা—মন খারাপ। দুপুরে একটু বেশী ঘুমিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Active sweet glare (মিষ্টি অথচ তরতরে দীপ্তি) যেন একটু dull (নিষ্প্রভ) হয়েছে।

৬-৫০ মিনিট। আঁধার হ'য়ে এসেছে। দেওঘর মন্দিরের রামানন্দ পাণ্ডাজী শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথের চরণামৃত নিয়ে এলেন। দরজার কাছ থেকেই ব'লে উঠলেন—ব্যোম বৈদ্যনাথ ধর্ম্মাবতার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জয়গুরু (ব'লে অভিবাদন জানালেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুখ এগিয়ে দিলেন। পিকদানী ধরা হ'ল। মুখের পান ফেললেন, মুখ ধুলেন। তারপর সরোজিনীমা পাণ্ডাজীর হাত থেকে চরণামৃতের কমণ্ডলুটা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাঁ-করা মুখে একটু ঢেলে দিলেন। ভক্তিভরে পান করলেন দয়াল। কমণ্ডলুটা আবার পাণ্ডাজীর হাতে ফিরিয়ে দেবার পর হাত দুখানি জোড় ক'রে পাণ্ডাজী বললেন—যদি হুকুম হয় তো আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুরও প্রত্যুত্তরে যুক্তকরে ব'লে উঠলেন—জয়গুরু।

পাণ্ডাজী আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন। সন্তোষদাকে (মুখোপাধ্যায়) সামনে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর সেদিন-আনা মনোহরা ভালই হয়েছিল। আজ আবার যা। এবার সের তিনেক নিয়ে আসবি।

সন্তোষদা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। নন্দদা (ঘোষ) প্রায় ষাট বছর বয়সে 'ল' (আইন) পরীক্ষা দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে। উনি কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি

চাইলেন। অনুমতি দিয়ে পরম দয়াল আর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই বুড়ো বয়সে এই চেষ্টা। এর গল্প হয়তো তোমরা মানুষের কাছে করবেও না। যে করে, তার নিজের পক্ষে গল্প করা মুশকিল। কিন্তু এসব গল্প মানুষের কাছে বললে মানুষ energy (উৎসাহ) পায়

আর এক দাদা এসে জানালেন, তিনি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছেন। আশীর্ব্বাদ চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, কর, চেষ্টা কর। দেশকালের দিকে তাকিয়ে দেখ না। যা' পার তাড়াতাড়ি ক'রে সেরে ফেলাও। তবে অজাত-কুজাতের হাতে মেয়ে দিও না। সদৃশ ঘরে দেবার চেষ্টা ক'রো। কিভাবে প্রতিলোম হ'চ্ছে আজকাল। এ দেখলে আমার এমন লাগে! ভাবি এরা নিজেরা শুধু নষ্ট হ'চ্ছে না, আর দশজনকে নষ্টও করছে।

তারপর ছড়া দিলেন—

অসৎ-নিরোধ বৃত্তি রাখিস্
প্রস্তুত তরতরে,
সৎচলনে থাকবি সাবুদ
বিমল ঝরঝরে।

৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ২৩।১০।১৯৫৯)

বিকালে—বড়দালানের বারান্দায়। লাটিমদা (গোস্বামী) সুন্দর শর্ম্মা নামে এক ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এসেছেন। বলছেন—এঁর সাংসারিক অবস্থা ভাল না। খুব কষ্টে দিনাতিপাত হয়।

ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বামুন মানুষ। সে কষ্ট থাকবি ক্যা?

তারপর স্মিতমধুর বচনে বলতে লাগলেন—নিষ্ঠানন্দিত আচরণ ও তপশ্চর্য্যা, কুশলকৌশলী অনুশীলন, উর্জ্জী-মধুর সুন্দর বাক্ ও ব্যবহার, আপ্যায়নাপূর্ণ অনুচলন ও লোকচর্য্যা, স্বার্থ-প্রত্যাশাহীন সহজ অনুকম্পী সেবা-সন্দীপনা, এই কয়টিই মানুষের মহান সম্পদ। এইটুকু যদি একটা মানুষের চরিত্রে থাকে তাহলে সে কামান দেগে দিতে পারে।

সন্ধ্যা হতেই আজকাল একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বোধ হয়। তাই প্রণামের পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। আজ তাঁর শরীরে টেম্পারেচার নেই তবে

চোখে-মুখে ক্লান্তির আভাস। মাথার চুলগুলি উস্কো-খুস্কো হয়ে আছে, খুবই সাদা দেখাচ্ছে। তবুও এর মধ্যে মানুষের আসা-যাওয়া বা কথাবার্ত্তার স্রোতের বিরাম নেই। নিজের স্বস্তির দিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই। আছে শুধু বিশ্বের সংবর্দ্ধনায় নিজেকে নিরন্তর বিলিয়ে দিয়ে চলা। তাঁর একটু হাসি, একটু কথা, একটু আঁখির ইঙ্গিত, একটি অঙ্গুলিবিক্ষেপ জনচিত্তে প্রতিনিয়ত যে কী সন্দোলন সৃষ্টি করছে, সেই সাথে নিভন্ত প্রাণগুলি যে কী বিপুল সঞ্জীবনী শক্তিতে ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠছে, তার যথাযথ বিবরণ দেওয়া এই অক্ষম লেখনীতে অসম্ভব। এমন-কি যার জীবনে ঘটছে এই মনোহর সঞ্চারণা, সে-ও অনুভব করতে পারছে, কিন্তু ব্যক্ত করতে যেয়ে ভাষা তার মূক হ'য়ে আসে। যেটা একান্তভাবেই অনুভূতি-রাজ্যের জগৎ, তাকে কি কোন রং দিয়ে রূপায়িত করা সম্ভব ?

একটি দাদা এসে বললেন—আমি যেন ভাল হ'য়ে চলতে পারি।

দয়াময় ঠাকুর স্নেহমাখানো স্বরে বললেন—ভাল হ'য়েই চ'লো।

আস্তে আস্তে ঘরে ও বারান্দায় বেশ ভিড় জ'মে উঠেছে। শ্রীশদাকে (রায়চৌধুরী) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—ফুলটুন (শ্রীশদার কন্যা) মনোহরা করেছিল। খেয়েছেন ?

শ্রীশদা—হ্যাঁ।

তারপর প্রাণমাতানো হাসি হেসে প্রভু বললেন—মেয়ে করেছেন একেবারে। ও আর চুনীর বৌ মিলে ঢাকাই পরটা করে। আরো কী কী যেন করে।

এরপর বহিরাগত এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—পৃথিবীতে যে এত অনাচার-অবিচার, এগুলিকে অতিক্রম ক'রে মানুষ কিভাবে শান্তি পেতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অস্তিত্ব নিয়ে বসবাস করি। আসল কথাই হ'ল ঐ বাঁচাবাড়া। যদি কেউ ম'রে যায়, সে মরে অনিচ্ছাসত্ত্বে। সেইজন্য আমাদের **existence**-এর (অস্তিত্বের) পক্ষে যা' **helpful** (সহায়ক) সেইটা করব। তাই, নিজেদের আগে ঠিক হ'য়ে দাঁড়ানো লাগবে। **Example is better than precept** (উপদেশের চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল)। আর, বাঁচতে গেলে আমরা একা বাঁচতে পারি না। পারস্পরিকতা নিয়ে সবার অস্তিত্বকেই **nurture** (পরিপোষণ) দেওয়া লাগবে।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আনন্দবাজারে কেমন রাঁধে ?

হাউজারম্যানদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে)—তোর তো সবই ভাল। ঐ যে কী কথা আছে—**Hunger**

is the best sauce (ক্ষুধাই সব থেকে বড় রুচিকর উপকরণ)। এই ব'লে পর পর কয়েকটি ছড়া দিলেন—

ক্ষুধা লাগলে ব'সে খেও
নিয়ে যেও না অন্যখানে,
এ অভ্যাসে শোষণ বেড়ে
দাগাই দেবে দাতার প্রাণে।
ক্ষুধা পেলে পেট পুরিস্ তুই
খাদ্য দিয়ে তিনটি ভাগ,
শুদ্ধ জলে এক ভাগ পুরলে
বৃদ্ধি পাবে স্বাস্থ্যরাগ।
টক দই কিন্তু নেহাৎ ভালো
ঝোলা গুড়ে খাস্ যদি,
অনেক বালাই দূর করে এই
প্রাচীন নীতি টক দধি।

কেষ্ট সাউদা সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এইসময় জিজ্ঞাসা করলেন—ঝোলা কী গুড় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আখেরই হোক আর তালেরই হোক আর খেজুরেরই হোক, ঝোলা গুড়। ঝোলা গুড় মানে আবার পচা গুড় ভেবো না। দানা তুলে নিলে তলায় যে ঝোল থাকে, আমি সেই ঝোলা গুড়ের কথা কচ্ছি।

কেষ্টদার সাথে জ্ঞানদাও (গোস্বামী) এসে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের দু'জনকে ১২০ টাকা জোগাড় ক'রে আনতে বলেছিলেন। টাকা ওঁরা নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইসময় শরৎদাকে (হালদার) ডাকতে বললেন। শরৎদা এলে ওঁদের ঐ টাকা শরৎদাকে দিতে বললেন। শরৎদা হাত পেতে টাকা নেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি কোথায় কোথায় যাবেন, সেইজন্য এই টাকা ওরা দিল। আমার ইচ্ছে, আপনি আর কোথাও হাত না বাড়ান। এই গরীবগুরো, যা' পারল সেই ভাল।

শরৎদা টাকা নিয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। আবার ছড়ার স্রোত চলল—

খাবার পাতে শেষ কালেতে
খাস্ যদি নুনে-টকে,
অনেক আপদ কাটবে তা'তে
জানে অনেকে ঠ'কে ঠ'কে।

একটুখানি পুরানো তেঁতুল
খানিকটা তা'য় ঝোলা গুড়
নুনের সাথে খেয়ে দেখিস্
স্বাস্থ্য থাকে কত মধুর।

এইসময় মায়ামাসীমা এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চেঁচিয়ে অনিলদাকে (গাঙ্গুলী) ডেকে বললেন—ও অনিল! মাসীমাকে আমি তিনখানা রিক্‌শা এনে দিয়েছি। ঐ বিশুই (মুখোপাধ্যায়) দেছে। এখন যে মোটর-দেওয়া নতুন ধরণের রিক্‌শা বেরিয়েছে, ওর একখানা মাসীমাকে কিনে দিবি?

মাসীমা বেশ জুত হ'য়ে ব'সে গলা চড়িয়ে বললেন—না, আমার আর লাগবে না। আমি প্রথমেই কিনতে বারণ করেছিলুম। এখন যা' কেনা হয়েছে, সবই পচ্‌ছে। আমার আর দরকার নেই। আমি চড়্‌ব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(কৃত্রিম বিষণ্নতার সুরে) তা' মাসীমা যদি না নেয় তাহলে সেই পাঁচ সাড়ে-পাচ হাজার টাকা দিয়ে, তোর যখন সুবিধা হবে, তখন মাসীমাকে পেন্নাম করিস্।

অনিলদা—আচ্ছা (ব'লে দয়ালকে প্রণাম করলেন)।

বিশুদা—(মাসীমাকে) ঠাকুর যদি দেন তো আপনি নেবেন না কেন?

মাসীমা—না, তোমরা চড় না কেন। আমার লাগবে না।

৭ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৪।১০।১৯৫৯)

আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হল্‌ঘরেই অবস্থান করছেন। সকালে পূজনীয় ছোড়দা এসে প্রণাম ক'রে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাজনকার্য্যে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাঁর সাথে ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রাজেনদা (মজুমদার) প্রমুখ কয়েকজন যাচ্ছেন। অনুমতি প্রদান ক'রে সবার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাবধান হ'য়ে যেও।

ওঁরা চ'লে গেলে দুটি পত্রিকার নামকরণ করলেন দয়াল। একটি বললেন "ধৃতি-তাপস" এবং অপরটি "সাত্বতী"।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর হরিপদ সাহাদাকে ডাকতে বললেন। হরিপদদা এলে কাছে ডেকে আস্তে-আস্তে বললেন—একশ'টা টাকার জোগাড় রাখিস্। কাল লাগবে।

হরিপদদা যেন আগের থেকেই জানতেন কথাটা। সঙ্গে-সঙ্গে হেসে বললেন—আচ্ছা।

সন্ধ্যার পরে কাঁচরাপাড়া স্কুলের হেডমাষ্টার সুখেন্দু বিকাশ চক্রবর্ত্তী এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথা আরম্ভ হ'ল। সুখেন্দুদা বললেন—এখন তো মানুষ নিজের চেষ্টায় সব জানতে পারছে। তাহলে God-এর kingdom (ঈশ্বরের রাজ্য) ধীরে-ধীরে ছোট হ'য়ে আসছে। এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God মানে কী ?

সুখেন্দুদা—যিনি এই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন, তিনি অর্থ করেছিলেন—He is all powerful, Root of everything (তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সব যা'-কিছুর উৎস)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারে। তাঁর কী conception (ধারণা), কেমন ছিল সেটা, তা' discern করার (বেছে বের করার) জিনিস, follow (অনুসরণ) করার জিনিস, work out (হাতেকলমে) করার জিনিস। কিন্তু God-এর Sanskrit root (সংস্কৃত ধাতু) হ'ল হু, মানে to invoke, আহ্বান করা। সেই আহ্বান কেমন ? তাঁকে অন্তরে স্মরণ-মনন ক'রে তাঁর গুণাবলীতে অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠা। যেমন, Christ-কে (খ্রীষ্টকে) আহ্বান করা মানে তাঁর attributes-এ (গুণাবলীতে) আমার ভিতরটা অভিষিক্ত করা, তাঁর ভাববৃত্তি-অনুযায়ী আমি active (ক্রিয়াশীল) হ'য়ে উঠব, আমার conduct-এর (আচরণের) ভিতরে তা' সঞ্চারিত হবে। আমি যতদিন থাকব, আমার অস্তিত্ব যতদিন আছে, ততদিন ঐভাবে আমি চলব। এই হ'ল invoke (আহ্বান)। আপনি মাষ্টার না ? যে কাম করছেন, খুব ভাল। আপনি কিন্তু আপনার ছাত্রকে কখনও একটা জায়গায় ফুলস্টপ্ দিয়ে বলতে পারেন না, এইখানে তোমার জানার শেষ। ঈশ্বর-উপাসনাও তাই, তার শেষ নেই। তিনি অনন্ত, তাই তাঁর জন্য চলাও অনন্ত। ঈশ্বর মানে ?

সুখেন্দুদা—ঈশ্বর মানে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর মানে অধিপতি, আধিপত্য। আধিপত্য হ'ল ধারণপালনী সম্বেগ। ধারণপালন সম্বেদনা-অভিষিক্ত ব্যক্তিত্ব যতই ফুটন্ত হ'য়ে উঠল আপনার ভিতরে, ততই আপনার মধ্যে ঈশিত্ব অধিষ্ঠিত হ'ল। এই ধারণপালনী urge (সম্বেগ) কমবেশী সবার মধ্যেই আছে। আছে কেন ? কারণ আমরা বাঁচতে চাই। আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, যা'-কিছু আছে, সব নিয়েই বাঁচতে চাই। আর চাই freedom (স্বাধীনতা)। Freedom কেমন ? যখন আমরা সকলে মিলে প্রিয়র বাড়ীতে থাকি পরস্পর inter-interested (পারস্পরিক স্বার্থসম্বদ্ধ) হ'য়ে, তখনই হয় প্রীদম (প্রী=প্রীতি, দম (বৈদিক)=গৃহ) বা freedom. এইরকম আছে liberty

(স্বাধীনতা)। Liberty মানেও কিন্তু যেমন খুশি চলা নয়। Liberty-র root-meaning (ধাত্বর্থ) হ'ল to grow (বর্দ্ধনা)। Liberty সেখানেই আছে বলা যায় যেখানে আমার growing-এর (বৃদ্ধিমুখর চলার) স্বাধীনতা আছে, প্রীতিপূর্ণ অনুচলনের ভিতর-দিয়ে আমি যেখানে বাড়তে পারি, ঐ সাধনার দিকে অবাধভাবে চলতে পারি। সেইজন্য চাই কুশলকৌশলী তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে actively (তৎ-পরতার সাথে) অনুশীলন করা। আচ্ছা, আপনি তো ব্রাহ্মণ ?

সুখেন্দুদা প্রথমে সংস্কৃতে বললেন—জাত্যা ব্রাহ্মণঃ (জাতিতে ব্রাহ্মণ)। পরে বাংলায় বললেন—কর্ম্মে নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী ছিল না ?

সুখেন্দুদা—ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর যারা ছিল তাদের বাড়ীতে গেলে বলত না, দেবতা এসেছেন ! আর ঐ দেবতা মানে জ্ঞানের দ্যোতনা যেখানে আছে, যে দ্যোতনার দ্বারা আমরা বাঁচি-বাড়ি। মানুষ যা-কিছু করে তা' করে সু-এর জন্যে। ভাবে 'সু' হবে নে। কিন্তু খারাপ কাজ করলে আর সু হয় না। আবার দেখ, কেউ চায় না যে তার নিজের খারাপ হোক বা তাকে কেউ খারাপ বলুক। যে-বেটা চুরি করে তাকেও চোর বললে চ'টে যায়। তা' চটিস্ ক্যান্ ? যাক্ গে সে কথা। এই যে আমরা দেবপূজা করি। পূর্ব্বতন থেকে সে-ধারা আমাদের মধ্যে আছে। কালীমূর্ত্তি, শিবমূর্ত্তি বা কোন মহাপুরুষের statue (মূর্ত্তি) আমরা রাখি। কার্ত্তিকপূজা এখনও আমাদের দেশে হয়। তাঁদের পূজা করি মানে তাঁদের গুণগুলি আমাদের মধ্যে নিই। অনুধ্যায়ি-তার দ্বারা তাঁদের attribute-গুলি (গুণাবলী) আমার অন্তরে গ্রহণ ক'রে অস্তিত্বকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলি। পূজা মানে সংবর্দ্ধনা। পূজা করার সময় দেখেন না পূজক একটা ফুল নিজের মাথার উপর দেয়। তার মানে, তুমি তোমাকেই পূজা করলে। তোমার ভিতরে যে বাসুদেব আছেন, জীবনীশক্তি আছেন, যিনি না থাকলে আমরা নষ্ট হ'য়ে যাই, তাঁকে পূজা করলে। তুমি বামুন। আজও মানুষ তোমার পায়ের ধূলা নেয়। আমাদের তো এমন কোন গুণ নেই যাতে ঐ সম্মান পেতে পারি। তবুও পাচ্ছি কেন ? এ সেই পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ। তাঁরা ছিলেন লোকসেবায় তৎপর, শিষ্ট চলনে চলতেন। আর, আমরা সেই রক্তে জন্মগ্রহণ করেছি।

সুখেন্দুদা—কিন্তু এত বৎসর ধ'রে যে ক'রে আসছি—

বাধা দিয়ে বললেন দয়াল ঠাকুর—না, না। এত বৎসর কী ? ফাঁকিবাজীর দশায় প'ড়ে আমাদের এই দুর্দ্দশা। পূর্ব্বপুরুষের সদ্গুণ যা ছিল সব হারিয়ে ব'সে

আছি। আজও যদি সত্তার উপর, ধৃতিচর্য্যার উপর দাঁড়াই, তাহলে হাজার-হাজার বছর ধ'রে যা' হয়নি, তিন বছরে তা' হ'তে পারে। এখন বুদ্ধিও তো বেড়ে গেছে অনেক। আপনার কী গোত্র?

সুখেন্দুদা—কাশ্যপগোত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বংশে প্রতিলোম যেন কখনও না হয়। বিয়ে করতে হয় সদৃশ ঘরে। আর, অনুলোম ভাল। Sperm (শুক্রকীট) সবসময় dominate (প্রাধান্যলাভ) করে। সে ova-র (ডিম্বকোষের) মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু প্রতিলোমে back out করে (অগ্রগতিসম্পন্ন হয় না)। একটা চামারের ছেলের সাথে যদি আমার মেয়ের বিয়ে দিই, সেখানেও ঐ sperm (শুক্রকীট) back out করবে (পশ্চাৎগতিসম্পন্ন হ'য়ে চলবে)।

সুখেন্দুদা—কিন্তু চামার যদি কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় তো তার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে।

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুব টেনে টেনে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবারে বাবা! কর্ম্মের দাবী করলে কি কর্ম্মী হয়? ভগবান ডবল্ প্রমোশন দেয় কখনও? ভগবান হ'ল ভজমান। তার মধ্যে আছে অনুরাগ, সেবা, অনুশীলন, দান। কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, বামুন, যাই হোক, তারা উন্নত হয় আচরণ ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে। কিন্তু 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।' কারণ, ব্রাহ্মণই সবাইকে train করত (শিক্ষা দিত)।

সুখেন্দুদা—কিন্তু কাজ না করলে তো কেউ উন্নতি করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো আমি কই, কর্ম্ম কর। উঠে দাঁড়াও। কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, সবাইকে ধ'রে তোল। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের যে tradition (ঐতিহ্য)-গুলি চ'লে আসছে, যা' আমাদের মধ্যে instinct (সংস্কার) হ'য়ে আছে, সেগুলিকে মারা মানেই এতদিন ধ'রে কল্যাণকর যা' হ'য়ে এসেছে সেগুলিকে একেবারে নিকেশ ক'রে ফেলা।

সুখেন্দুদা—মানুষ যদি জন্মানুগ না হ'য়ে কর্ম্মানুগ হয়, তাহলেই তো অনেকটা হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তাই বলি, জন্মানুগ হ'লেই সব হ'ল না, কর্ম্মানুগ হও। আর, সব নিয়ে ইষ্টানুগ হও। যিনি তোমার জীবনের মঙ্গলঘট, অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি, তাঁতে অটুট নিটোল হও। তাহলে জীবনের balance (ভারসাম্য) আর হারাবে না।

এর পর instinct (সংস্কার) নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—Instinct (সংস্কার) হ'ল হুলের মত। হুল যেমন ফুটে যায়, ওটাও তেমনি আমাদের

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সত্তার মধ্যে গেঁথে যায়। ভাল instinct (সংস্কার) যদি থাকে কারো, তাহ'লে সে খারাপের মধ্যে প'ড়েও ভাল করার চেষ্টা করবে। আমার এক চোর বন্ধু ছিল। চুরি-বিদ্যা তার instinct (সংস্কার) না। সে acquire (অর্জ্জন) করেছে ওটা। তার কাছে যে কত গল্প শুনেছি। মানুষের forefather-এর (পূর্ব্বপুরুষের) মধ্যে যদি কোথাও interpolation (অন্তঃপ্রক্ষেপ) থাকে, পরবর্ত্তী পুরুষের instinct-এর (সংস্কারের) মধ্যে তাও চ'লে আসে। এই যে ক্যারেল সাহেব (এ্যালেক্সিস্ ক্যারেল) কেষ্টদার বন্ধু ছিল চিঠিপত্রে। ক্যারেল সাহেব একবার একটা খাঁচা বানালো। তার মধ্যে দুটো রাস্তা করল। একদিকে ইলেকট্রিক্ শক্ লাগে, আর একদিকে লাগে না। তারপর ভাল type-এর (ধাঁচের) কতকগুলি ইঁদুর ধ'রে তার মধ্যে ভ'রল। যে পথে ইলেকট্রিক্ শক্ লাগে না, সেটা একটু ঘোরা পথ। সবাই সেই পথ দিয়েই যায়। অন্য পথটা কাছের। কিন্তু সে পথে না যেয়ে সবাই ঐ ঘুরে-ঘুরেই যায়। কারণ, কাছের পথ দিয়ে যেতে গেলেই শক্ খাবে। কুড়ি generation (পুরুষ) পরে দেখা গেল, ইঁদুরের বাচ্চারা আর ঐ শক্ খাওয়ার পথেই হাঁটে না। ঘুরপথ দিয়েই যায়। ঐটা instinct (সহজাত সংস্কার) হ'য়ে গেছে। আমাদের জীবনচলনায় আমরা যেসব আঘাত খাই, সেই আঘাতগুলিকে overcome (জয়) করার বুদ্ধি থেকে গ'ড়ে ওঠে instinct (সহজাত সংস্কার)। এই বুদ্ধির মধ্যে দু'টো জিনিস আছে—একটা হ'ল life-current. এটা আমাদের জীবনকে বজায় রাখতে চায়। আর একটা হ'ল power of resistence, এটা হ'ল জীবন-বিরোধী যা' তাকে নিরোধ করে। এগুলি আমাদের সবসময় alert (সতর্ক) ক'রে দেয় ওটা খাব কিনা, ওদিকে যাব কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে। আগের দিনে এগুলি আপনাদের জীবনে normal (স্বাভাবিক) ছিল। তখন ছিল realisation (বাস্তব বোধ), বাচক জ্ঞান নয়। আর এখন। এই যে এখানে মেয়েরা বেড়াতে আসে। আমি দেখি, পোষাক-পরিচ্ছদ সব পাল্টে গেছে। আগের দিনে আপনার বাবা মেয়েদের কাননবালা শাড়ী পরতে দিত না। আর এখন—ওরে বাবা—।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠলেন। একটু পরে দয়াল সুখেন্দুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি সংস্কৃত জানেন কেমন ?

সুখেন্দুদা—অল্প। বি. এ.-তে ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি request (অনুরোধ) করি, root (ধাতু) দেখে দেখে শব্দগুলির মানে ঠিক করবেন। আমাদের প্রাচীন যা' ছিল তাকে অস্বীকার করব কেন ?

সুখেন্দুদা—না, source-কে (উৎসকে) অস্বীকার করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Source-কে (উৎসকে) অস্বীকার করতে করতে তো আজ আর বাপ দাদাকেও মানি না। ভাবি, শ্রাদ্ধ-তর্পণ করব কেন? ও ক'রে কী হবে? ভুলে যাই যে আমার ভিতরে আমার পূর্ব্বপুরুষের জীবন আছে। শ্রাদ্ধ-তর্পণ আপনি করেন তো?

সুখেন্দুদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখ দেখ।

এরপর বর্ণাশ্রম নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সুখেন্দুদা। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ। ঋষিরা যে এটা কত ভেবে করেছেন তা' আর কওয়ার না। কারো সাথে কারো গোলমাল বাধার উপায় ছিল না। তুমি ব্রাহ্মণ। তুমি হয়তো ভাল shoe (জুতা) তৈরী করতে পার বা যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে পার। কিন্তু তার দ্বারা তোমার জীবিকা উপার্জ্জন করার উপায় নেই।

সুখেন্দুদা—একজন ব্রাহ্মণ যদি এরোপ্লেন চালায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণাশ্রমের মধ্যে কি এমন কথা আছে যে তুমি এরোপ্লেন চালাতে পারবে না? আগেকার দিনেও এরোপ্লেন ছিল। তখনও বড় বড় ফীল্ড্ মার্শাল ছিল। ব্যাপারটা হচ্ছে, একজন ব্রাহ্মণ মেথরের বাড়ী যেয়ে তার সেবা করতে পারবে। কিন্তু ঐ সেবার বিনিময়ে সেখান থেকে পয়সা নিলে তার দোষ হবে।

সুখেন্দুদা—কিন্তু তার সাথে একত্র খাওয়াতে কী দোষ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও আছে। দেখ না এখনও আমরা পূজার সময় ঢেকে রেখে ভোগ দিই। ওদের সাথে একত্রে ব'সে কয়দিন খেলে পরে আস্তে আস্তে mental attitude (মনোভাব) ঐরকম হ'য়ে যায়। ঐ যে গল্প আছে, এক ব্রহ্মচারী এক বাড়ীতে খেয়ে রাতের বেলায় সেখান থেকে সব চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছিল। খাদ্য এতখানি করে। যখন আমাদের ল্যাবরেটরি ছিল সেখানে test (পরীক্ষা) ক'রে দেখেছি, এক-একজন মানুষ এসে দাঁড়ালে এক-একরকম reflection (প্রতিফলন) পড়ে। তাতেও ঐরকমটা হয়।

সুখেন্দুদা—কিন্তু আমাদের তো ঐসব সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে হবে!

দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তর্জ্জনী উত্তোলন ক'রে বললেন দয়াল প্রভু—মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করব মানে কী? (ভ্রূভঙ্গীসহকারে)—মানুষগুলিকে নষ্ট ক'রে? বরং তাদের বলতে হবে, সব বাড়ীতে খেও না। আচার ঠিক রেখো। একথা শুনে রাখেন, খাদ্যের ভিতর-দিয়ে induction (শক্তিসঞ্চারণা) হয়। আমি মুখ্যু। ভাল মানুষের কাছে একথা

শুনে রাখবেন। সবার সাথে খেয়ে আমি যে উদারতা দেখাচ্ছি, সেটা উদারতা নয়, কুদারতা।

সুখেন্দুদা—তাহ'লে চলার পথে কুদারতা কোন্‌টা কী ক'রে বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি না-জেনে যখন তোমাদের খারাপ করছি, সেইটা কুদারতা।

সুখেন্দুদা—তাহ'লে স্পর্শদোষের কথাও এর মধ্যে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একশ'বার আসে। আমার খাদ্য খাওয়ার আগে আমি আমার পূর্ব্ব-পুরুষকে, আমার ঠাকুরকে নিবেদন করব। অতএব সেটা সেইভাবেই রাখা উচিত। অবশ্য অসুস্থ হ'য়ে পড়লে আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে তখন অন্যরকম করা যায়।

সুখেন্দুদা—এক মেথরের বাড়ী যেয়ে আমি সারাদিন তার সেবা করলাম। তারপর সে আমাকে কিছু খেতে দিল। তা' খেতে পারি তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরে যাঃ। ওকথা কী! পেটনাড়ুড়ে বামুন! তাদের কাছে যাও। সেবা দাও। তারা উচ্ছল হ'য়ে উঠুক। তারপর খেও। আগেই যদি খাওয়ার অভ্যাস করতে যাও তাহলে বামুন, কায়েত, বৈশ্য, মুদ্দোফরাস, সবাই যেয়ে পাত পেড়ে বসবে। মানুষের জন্য করার অভ্যাস লোপ পেয়ে যাবে। বরং মানুষকে service (সেবা) দেওয়া, কিন্তু বিনিময়ে কিছু না-নেওয়ার অভ্যাসে সবাইকে অভ্যস্ত ক'রে তোল। ডোম-মেথর কি ডোম-মেথর ব'লে negligible (অবহেলার যোগ্য)? তার কাছে যাবে না? বামুন তুমি। তোমার তো যাওয়াই উচিত। মনে রেখো, জাত বামুনের শিষ্য সবাই। তাদের কাছে যাবে। তাদের culture (কৃষ্টি) বোঝাবে, সদাচারী করবে। তাদের educated (আচারবান) ক'রে তুলবে। তা' না ক'রে আগেই তাদের বাড়ীতে যেয়ে পাত পেড়ে বসার অভ্যাস ভাল না।

সুখেন্দুদা—কিন্তু life (জীবন) তো এখন complicated (জটিল)। কলকাতা থেকে এই পর্য্যন্ত আসতে আমার খিদে লাগলে কোথাও এক জায়গায় খেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাস্তায় কলা তো কিনতে পাওয়া যায়! ফল তো পাওয়া যায়। তার একটা কিনে নিয়ে কেটে খেলেন। পাওয়া না হয় না-ই খেলেন। এই দেখেন, মেথর এক হাতে গু নিয়ে আর এক হাতে মুড়ি খেতে খেতে যায়। সে পারে। তাতে তার কিছু হয় না। কিন্তু আপনি ঐরকমভাবে খেতে খেতে গেলে আপনার কলেরা হ'য়ে যাবে। You will follow that নীতি what is existentially propitious (আপনি সেই নীতি পালন করবেন যা' নাকি অস্তিত্বের পক্ষে কল্যাণকর)। নীতি individually and collectively (ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে) এমন-

টিই হওয়া উচিত। সেগুলি সব জেনে নেন। ভাল ক'রে করেন, অপরকেও করান, যাতে সবার মঙ্গল হয়।

সুখেন্দুদা মাথা হেঁট ক'রে বেশ কিছুক্ষণ রইলেন। মনে হয়, চিন্তা করছেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—আজকালকার যুগে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের গুণে মুগ্ধ হ'য়ে বিয়ে করছে।

একথা শুনে ব্যঙ্গভরে মাথা ঝাঁকিয়ে ব'লে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ওহো হো! কী কথা! গুণমুগ্ধ না sexual inclination (যৌনসংসর্গের প্রবণতা)! প্রথমে বলে (মুখটা এগিয়ে দিয়ে ঈষৎ বিকৃত স্বরে)—তুমি সুন্দর। বড় সুন্দর। তুমি বি. এস-সি পড়ছ তো? মা-বাবাকে মানার দরকার নেই। আমিও আমার মা-বাবাকে মানি নে। তুমি এসো। তোমাকে আমি সাহায্য করব। তারপর দুজনে যেয়ে কোর্টশিপ্ ক'রে বিয়ে করল। তেত্রিশ দিন পরে দেখা গেল, সেই মেয়েটা আর একজনের সঙ্গে প্রেম ক'রে বসেছে। তখন গালে হাত দিতে ব'সে ভাবে, ও মা! একী হ'ল! সেই-জন্য বিয়ের ব্যাপারে আমি কই, আগে দেখতে হয় purity of clan, purity of culture (বংশের পবিত্রতা, কৃষ্টির বিশুদ্ধতা)। আর এটা ঠিক রাখার জন্য নিজেও যজন-যাজন-পরায়ণ হ'য়ে চলতে হয়, অপরকেও ক'রে তুলতে হয়। যজন মানে কী জান তো?

সুখেন্দুদা—জানা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাতে-কলমে নিজে করা। আর যাজন হ'ল অপরকে করানো। অধ্যয়ন—ধারণ করার পথে চলা। অধ্যাপনা—ধারণ করার পথে অপরকে চালানো। দান—দেওয়া, প্রতিগ্রহ—নেওয়া। বিপ্ররা এই ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাই, তাঁদের কাছ থেকে সবাই শিখত। আবার তার জন্য গৌরববোধও ছিল। যেমন, ওদের দেশে ছিলেন রাদারফোর্ড। তাঁর ছাত্ররা কখনও নিজেকে একজন এম. এ. পি-এইচ. ডি. বা ঐরকম ডিগ্রীধারী ব'লে প্রচার করে না। তারা গর্ব্বের সাথে বলে, আমি রাদারফোর্ডের ছাত্র।

সুখেন্দুদা—সেটা হয়তো individually (ব্যক্তিগতভাবে) হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Individually-ই (ব্যক্তিগতভাবেই) তো grow (সংবর্দ্ধিত) করানো লাগে। আবার একা grow করতে গেলে (বাড়তে গেলে) ঠ'কে যাব। পরিবেশকে বাদ দিয়ে চলা যায় না। সেইজন্য পরিবেশের সেবা চাইই।

কথায় কথায় রাত বেড়ে গেছে। সুখেন্দুদা এখন ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শিশুসুলভ সরলতায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমি কিন্তু মুখ্যু। একে-

বারে গোমুখ্যু। আমি ইংরেজী জানি নে, বাংলা জানি নে, সংস্কৃত জানিনে। কিন্তু এগুলির 'পর আমার নেশা আছে। আরো পরিচয় হ'য়ে গেলে কিন্তু তুমি বা তুইও কইতে পারি।

সুখেন্দুদা—আপনি নিজেকে অমন মনে করছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আমার পরিচয় দেওয়া ভাল। আমি সত্যি মুখ্যু, কিছুই জানি নে।

সুখেন্দুদা আর কথা না ব'লে এইবার যতীনদার (দাস) সাথে বেরিয়ে গেলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের মাথা কেমন জংলা হ'য়ে আছে। ও ভদ্রলোকের কথা কচ্ছিনে। আমাদের সবার মাথাই জংলা।

৮ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৫।১০।১৯৫৯)

সকালে—বড় দালানের হল্‌ঘরে। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। বহিরাগত হরিসাধন ভাই বলছিলেন—আমি যখন নামধ্যানে বসি, তখন দেখতে পাই, এক পিশাচী ত্রিশূল হাতে এসে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আস্‌ল তো কী হ'ল! তোর কাজ তুই ক'রে যাবি। যে আসে আসুক।

উক্ত ভাই—আপনি আমাকে ডাঃ হরিপদদার কাছ থেকে ওষুধ খেতে বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' খাস্। আর কলাইয়ের ডাল খাস্।

উক্ত ভাই—আর ঘুমের ঘোরে দেখি, একটা মেয়েলোক আসে। আমার বড় ভয় করে।

এক মধুর ঝাঁকি দিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—দূর পাগল! তারপর স্নেহভরা কণ্ঠে ভাইটিকে বললেন—শোন্, তুই যখনই আসবি, তখনই আমার জন্য কিছু তরিতরকারী নিয়ে আসবি।

প্রভুর এই নির্দ্দেশ পেয়ে ঐ ভাইটি যেন একটা অবলম্বন পেল। হাসিমুখে প্রণাম ক'রে 'আজ্ঞে আনব' ব'লে উঠে গেল।

সন্ধ্যার সময় যতীনদা (দাস) এসে প্রণাম ক'রে বললেন—আমি এখন যাত্রা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব cautiously (সতর্ক হ'য়ে) ভাল ক'রে কাম করবেন।

আজ কয়েকদিন যাবৎ সন্ধ্যার পরে আলো জ্বাললেই খুব পোকা হ'চ্ছে। সেইজন্য

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে ঘরের বাইরে একটা মার্কারি ভেপার ল্যাম্প লাগানো হয়েছে। জোরালো আলো তার। পোকাগুলি সেখানেই ভীড় করেছে। ঘরের আলো বাইরের ঐ আলোর তুলনায় অনেক স্তিমিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় ব্যথা হয়েছে ফেরেঙ্গাইটিস্ বাড়ায়। মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছেন। একটি ভাই এসে বলল—আমি এবার আই. এ. পরীক্ষা দেব। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ আমার আছেই। তা' achieve (লাভ) করা চাই practice-এর (অনুশীলনের) ভিতর-দিয়ে।

এর পর কাঁচরাপাড়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার সুখেন্দুদা (চক্রবর্ত্তী) এলেন প্রণাম করতে। তিনি এখন দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করতে যেতেই বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) ও অরুণদা (জোয়ারদার) তাড়াতাড়ি নিষেধ করলেন। বিষাদের সুরে সুখেন্দুদা বললেন—আমি ঠাকুরকে স্পর্শ করতে পারব না?

সুখেন্দুদার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—করতে হ'লেও গা, পা না। নাও স্পর্শ কর, স্পর্শ কর।—ব'লে নিজের শরীরটা এগিয়ে দিচ্ছেন।

সঙ্কোচজড়িত পায়ে এগিয়ে এসে সুখেন্দুদা তখন দুই হাত দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দুই বাহুমূল স্পর্শ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—আমার যে সব পালটাতে হবে। আমার ভেতরে বাইরে বহু বাধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাধা থাকা খুব ভাল। বাধাকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) করা লাগবে। তাইতো সাধনা।

সুখেন্দুদা—আমি কি পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, সঙ্কল্প এমন রাখতে হয়,—নিশ্চয়ই পারব। পারব না কেন ঠাকুর! মা'র পেটে জন্মিনি? বাবার ঔরসে জন্মিনি?

এর পরে সুখেন্দুদা শ্রীশ্রীবড়মাকে ও পূজ্যপাদ বড়দাকে প্রণাম করতে গেলেন। প্রণাম সেরে এসে আনন্দের সাথে প্রথমে অরুণদাকে তারপর হাউজারম্যানদাকে আবেগ-ভরে জড়িয়ে ধরলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি লেখা দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে বলছিলেন—ঐ যে কথা আছে 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', ওটা factual piling of knowledge (প্রজ্ঞার বাস্তব উপস্থাপনা) হ'ল না। Factual piling (বাস্তব উপস্থাপনা) কিরকম? যার দ্বারা আমরা বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি; existence (অস্তিত্ব) যাতে বজায় থাকে। নতুবা philosophy (দর্শন শাস্ত্র) হ'য়ে যায় একটা

কুকুরের ডাকের মতন। তাতে কোন কাজ হয় না।

সুখেন্দুদা—Philosophy আর science-এর (দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের) মধ্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Science (বিজ্ঞান) যখন adjusted (সুবিনায়িত) হয়, তখনই philosophy (দর্শন) realistic form-এ আসতে পারে (বাস্তব তথ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে)। আপনি কিসের ছাত্র?

সুখেন্দুদা—এম. এ. পাশ করেছি বাংলা নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বি. এ.-তে কী ছিল?

সুখেন্দুদা—ইতিহাস আর সংস্কৃত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর সাথে একটা scientific trend (বিজ্ঞানবিষয়ক ঝোঁক) থাকা ভাল। আজকাল সায়েন্সের মানুষরা কয়, আমরা আর্ট্‌স্ সম্বন্ধে layman (জ্ঞাত নই)। আবার, আর্ট্‌স্‌ওয়ালারাও তাই কয়। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আগে science আর Arts (বিজ্ঞান ও কলা) একসাথে পড়া লাগত। আশুবাবু (মুখোপাধ্যায়) এবং আর আর সকলেই সেইভাবে পড়াশুনা ক'রে বড় হয়েছেন। আমার জানা লাগবে, Arts-এর (কলার) মধ্যে কতখানি Science (বিজ্ঞান) আছে, আবার Science-এর (বিজ্ঞানের) মধ্যে কতখানি Arts (কলা) আছে। Science-টা meaningfully adjust (বিজ্ঞানটা অর্থান্বিত রকমে বিনায়িত) করতে গেলে artistic taste (শিল্পীসুলভ পছন্দজ্ঞান) থাকা দরকার। আবার science-এর knowledge (বিজ্ঞানের জ্ঞান) নিয়ে যদি Arts-কে adjust (কলাকে বিনায়িত) করি, তাও artistic (শিল্পনিপুণ) হয়। কিন্তু adjust (বিনায়িত) করতে হবে আমার আচার্য্যের সাথে। আর আচার্য্য তিনি, যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন, practical knowledge (বাস্তব জ্ঞান) যাঁর আছে।

চারুদা (ঘোষ) এসে সামনে বসেছেন। তাঁকে দেখিয়ে দয়াল বললেন—ঐ আর একজন হেডমাস্টার। স্কুলটাকে গ'ড়ে তুলছে। ছাত্ররাও ওকে খুব শ্রদ্ধা করে।

সুখেন্দুদা—আমার স্কুলটা বড় পলিটিক্‌স্-এ ভর্ত্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'পলিটিক্‌স্' মানে কী? কথাটা এসেছে পূর ধাতু থেকে, মানে পূরণ, পোষণ। যে-নীতি বা যে-চলন মানুষকে তাদের বৈশিষ্ট্যমাফিক আপূরিত ও আপোষিত করে, তাই 'পলিটিক্‌স্।' আগে নগরকে 'পুরী' বা 'পুর' বলত, যেমন অমুক পুর। ঐ পুর বা পুরীও হয়েছে পৃ-ধাতু থেকে। তার মানেও পূরণ-পোষণ। পুরী মানে যে-জায়গা থেকে সবার পূরণ-পোষণ হ'ত। তাহলে দেখ, এখন আমাদের যে 'পলিটিক্‌স্'

চলছে, সেটা কিন্তু পলিটিক্স্ না। কারণ, politics-এর (রাজনীতির) মূল নীতিই হ'ল to fulfil and nurture (পূরণ এবং পোষণ)।

সুখেন্দুদা—আজকাল তো politics-এর (রাজনীতির) নামে power-এর (ক্ষমতার) জন্য মারামারি চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা power-এর (ক্ষমতালাভের) জন্য politics (রাজনীতি) করে, তাদের সে politics (রাজনীতি) ভ্রান্ত। তারা ওসব করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু আমাদের politics (রাজনীতি) হ'ল to fulfil and to nurture (পূরণ করা এবং পোষণ দেওয়া)।

সুখেন্দুদা—আমি কি এসব কাটিয়ে উঠতে পারব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বললাম, অমনি ক'রে তুমি চল। এটাকে এমনভাবে পরিবেশন কর। দেখো, সব বাধা নিভে যাবে। Power (ক্ষমতা) আসে কোথা থেকে ? আধিপত্য-শব্দের মধ্যে আছে 'অধি'। 'অধির' মধ্যে আছে ধা-ধাতু, মানে ধারণ করা। আর, পতি হ'ল পা-ধাতু থেকে, মানে পালন করা। এই ধারণ-পালনী শক্তি যার যতটা active (সক্রিয়), sympathetic (সহানুভূতিশীল), অনুকম্পাপ্রবণ, তারই আধিপত্য তত গজায়। তুমি যখন হাতেকলমে মানুষের সেবা কর, একটা মানুষও আর দরিদ্র থাকে না, দুঃখ-দুর্দ্দশা আর কারো থাকে না, তখন তোমার power automatically (ক্ষমতা আপনা থেকেই) evolve করে (গজায়)।

সুখেন্দুদা—ওরকম politics (রাজনীতি) রাষ্ট্র করবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসের রাষ্ট্র ? তুমি আমি নিয়েই তো রাষ্ট্র। আমরা সকলেই করলে হ'ল। এই যে সৎসঙ্গ। আমরা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কখনও কোন help (সাহায্য) নেইনি। একবার রবার্ট্‌সন্ সাহেব পাঁচশ' টাকা দিয়েছিল। সে না-নিলেও মুশকিল। তা' দিয়ে আমাদের কার্ডবোর্ডের কাজ শুরু হয়েছিল।

তারপর ক্ষণেক নীরবতার পর আবার বলছেন—যে সত্যি politician (রাজনীতিক) তার হাতে power (ক্ষমতা) আপনা থেকেই আসে। আর, যে ভ্রান্ত সে আপনা থেকেই নিভে যাবে। Power-politics (ক্ষমতালাভের রাজনীতি) আপনা-আপনি মারামারি ক'রে নষ্ট হয় অথবা অন্যের prey (শিকার) হ'য়ে ওঠে। তখন রাশিয়া বা চায়না মুখের উপরে লাথি মারলেও বড় মিষ্টি লাগবে।

সুখেন্দুদা—Individuality (বৈশিষ্ট্যবোধ) কি আবার জেগে উঠবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উঠলে হয়। তোমার জেগে উঠলে তা' তখন আবার

induced (সঞ্চারিত) হ'য়ে চলতে থাকবে। আবার যদি খারাপ কর, খারাপভাবে চল, bad induction (অসৎ সঞ্চারণা) হবে।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

মানুষ যদি চাস্ হ'তে তুই
শ্রদ্ধাভরা রাখিস্ ধী,
ইষ্টনিষ্ঠায় থাকিস্ নিপুণ—
কৃতিদীপ্ত সম্বোধি।

এর পর সুখেন্দুদা নিজের স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—ঠাকুর! আমার লো ব্লাড্ প্রেসার। ডাক্তার animal protein (জৈব প্রোটিন) খেতে বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছানার থেকে ভাল প্রোটিন আর নেই। Animal protein (জৈব প্রোটিন) আমার বিধানের সাথে compatible (সুসঙ্গত) কিনা দেখা লাগবে তো! ডাক্তাররা জানে না, তাই কয়।

সুখেন্দুদা—Vegetable (তরিতরকারী) আমরা যেমনভাবে খাই, তাতে কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যেমনভাবে খাওয়া যাক, ওর কাজ করবেই।

আবার পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে আলোচনা চলতে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এখন কথায়-কথায় ধর্ম্মঘট হয়। দেখ, ধর্ম্মঘট হ'লে গভর্ণমেণ্টের কিন্তু খুব লোকসান নেই। যে ক্ষতি হয়, তা' তোমাদের উপর দিয়েই পূরণ করে। যার দাম দুই আনা, তার দাম সাড়ে চার আনা ক'রে ফেলায়। আবার আর এক মজা হয়েছে এই জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা। আগে যখন দুর্ভিক্ষ আসত, জমিদার হ'ত affected (আক্রান্ত)। সে প্রাণপণে ওটা নিরোধ করার চেষ্টা করত। আর এখন people affected (জনসাধারণ আক্রান্ত) হ'য়ে গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেয়, procession (শোভাযাত্রা) করে। তারপর গুলিগোলা চলে।

সুখেন্দুদা—কিন্তু বহু জমিদার তো প্রজাদের নষ্ট করেছে।

সগর্জ্জনে ব'লে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা। আমি অন্ততঃ ১২৫টা জমিদার দেখেছি। সেখানে প্রজার যদি একটা অসুখ হ'ত তাহলে ঐ জমিদার-বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নি সবাই এসে তার পাশে দাঁড়াত। এ আমি নিজে দেখেছি।

সুখেন্দুদা—সে limited (সীমিত) জায়গায় হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধেৎতেরি, limited (সীমিত) জায়গায়! এই দেখ, তোমাকে তুমি ব'লে ফেললাম। আমার রকমই এই আধ-পাগলার মত।

একথার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে সুখেন্দুদা আবার প্রশ্ন করলেন—তাহলে জমিদাররা কি অত্যাচারী ছিল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা area-য় (অঞ্চলে) হয়তো একজনের বৌ বা'র ক'রে নিয়ে গেছে। তা' দেখে সবটা বিচার করা চলে না। আমি যদি গভর্ণমেণ্ট হ'তাম তাহলে সারা দেশে গভর্ণমেণ্টের agent (প্রতিনিধি) রাখতাম। বড় বড় বোর্ড করতাম। যেমন, জমিদারী বোর্ড, ruling association (শাসক সমিতি), ইত্যাদি। গভর্ণমেণ্টের কাজই তো তাই যাতে people-এর (জনসাধারণের) সুবিধা হয়।

সুখেন্দুদা—গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দিয়ে শাসনকাজ কি ভাল হয়? বরং জনসাধারণ নির্ব্বাচন ক'রে যাকে পাঠাবে সে-ই হ'তে পারে উপযুক্ত লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিনিধি যে নিজে হ'তে চায়, সে তা' হওয়ার অযোগ্য। আবার নির্ব্বাচন করতে হ'লেও, আমি হ'লে, দেশের মধ্যে যারা ভাল মানুষ আছে, মানুষকে যারা বেশী service (সেবা) দেয়, তাদেরই তুলে ধরতাম। মানুষ যেন তাদের নির্ব্বাচন করে।

সুখেন্দুদা—দেশে বাক্-স্বাধীনতা বা চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা people-এর (জনসাধারণের)। তার উপর গভর্ণমেণ্টের হাত দেবার কিছু নেই। সে আছে to serve the people (জনগণের সেবার জন্য)। কিন্তু এই যে ডাইভোর্স বিল পাস করল, বেশ্যাবৃত্তি তুলে ফেলল। এতে কি ভাল হয়েছে? এখন দেখ গে বেশ্যাবৃত্তি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেছে—তা' শতকরা প্রায় ৬০।৭০ ভাগ। সেইজন্য আগে জানা লাগবে ধর্ম্ম কী। ধর্ম্ম তাই যাতে existence (অস্তিত্ব) রক্ষা হয়।

সুখেন্দুদা—কিন্তু অস্তিত্বরক্ষার ধরণ তো এখন পালটে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাই খারাপ ক'রে ফেলেছি। পাণিনি যখন ব্যাকরণ লিখলেন তখন মানুষ শতায়ু হ'য়ে গেছে।

এই সময় কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক এ্যাডভোকেট সস্ত্রীক শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে বসার পর দয়াল ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা এখানে কোথায় এসেছেন?

এ্যাডভোকেট—গোবর্দ্ধনবাবুর ওখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকবেন ক'দিন?

এ্যাডভোকেট—পনের দিন থাকব। আপনাকে দেখতে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো এই অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে আছি। এখানে ব'সে আপনাকে

দেখলাম, পরমপিতার এমন দয়া।

এর পর সুখেন্দুদা আবার প্রশ্ন তুললেন—এখন যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর দ্বারা জন্মনিরোধের চেষ্টা হ'চ্ছে, এটা কি আপনি পছন্দ করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের জীবনের জেল্লা কম, তাদের সন্তান-সন্ততি হয় বেশী। একটা পিঁপড়ে বা একটা পোকার যা' হয়, ছারপোকার যা' হয়। দেখ, শুওরের বাচ্চা হয় কত! পাঁঠা-পাঁঠি যদি রাখি, তাহলে বাচ্চায় একেবারে ভ'রে যায়। আবার, যার longevity (আয়ু) বেশী, তার সন্তান-সন্ততি আবার তারই মতন হয়।

সুখেন্দুদা—আমাদের তো longevity (আয়ুষ্কাল) কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ঐরকম করা আসে।

সুখেন্দুদা—কিন্তু একটা প্রতিকার চাই তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, বামুন মানুষ তোমরা। গোত্রের ভিতর-দিয়ে তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষকে স্মরণ করার কথা আছে। তা' করা দরকার। তারপর আমাদের একটা tradition (ঐতিহ্য) আছে যা' বহু আগের থেকে চ'লে আসছে। পরিবেশ থেকে বহুরকমের impulse (সাড়া) আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে evil-টাকে (অসৎটাকে) resist (প্রতিরোধ) ক'রে individually and collectively (ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে) ভালগুলি আমরা materialise (বাস্তবায়িত) করার চেষ্টা করেছি। মন্দগুলি combat (প্রতিহত) করেছি। এই করতে করতে tradition (ঐতিহ্য) গ'ড়ে উঠেছে। আমাদের culture, education (কৃষ্টি, শিক্ষা) সব যদি ঐ tradition-এর (ঐতিহ্যের) উপর দাঁড়িয়ে বেড়ে না যায় তাহলে প্রতিকার হবে কী ক'রে? আমরা হিন্দু। হিন্দু কই কেন? কারণ, Indus-এর (সিন্ধুনদের) এপারে আমরা। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম তাই যা' existence-কে (সত্তাকে) uphold (বিধৃত) করে। তেমনতর কথাবার্ত্তা, আচার-আচরণ হ'ল ধর্ম্ম। তাই, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ"। না কি? আমরা চাই বাঁচতে, বাড়তে, সন্তান-সন্ততিকে educated (শিক্ষিত) ক'রে তুলতে। আর, তা' না ক'রে যদি power-politics (ক্ষমতালাভের রাজনীতি) ক'রে বেড়াই, কী ক'রে অমুককে জব্দ করব সেই ধান্ধায় থাকি, তাহলে এই যা' হবার তাই হ'চ্ছে। এখন দেখ না, ভোট দিতে যে যায় তারও মধ্যে ক—ত। তারপর ঘি-দুধ সবের মধ্যেই ভেজাল। (কিঞ্চিৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন) Population (লোকসংখ্যা) বাড়ছে মানে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে, sorrow (দুঃখ) বাড়ছে।

সুখেন্দুদা—এখন যেভাবে population check (জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধ করা) হ'চ্ছে, তা' কি আপনি চান না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পছন্দই করি না। আমি নিজে যদি ঠিক না হই, তাহলে ওতে হবে না। নিজেরা যদি educated (শিক্ষিত) না হই, নিজেদের conduct (আচরণ) যদি ইষ্টে বিনায়িত না হয়, তাহলে ঐভাবে check দেওয়াতে (রোধ করাতে) problem (সমস্যা) বেড়ে যাবে। আমাদের মধ্যে যারা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ছিল তারা অনেকে শূদ্র বিয়ে করেছিল। কোল, ভীল, সাঁওতাল, এদের দীক্ষিত ক'রে নিয়ে বিয়ে করত। এদেরই আগের কালে বলত দাসীকন্যা। (তারপর হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে) শালা, উইয়ে দিয়ে হবে কী? আমাদের মানুষই নেই, যারা tradition-এর (ঐতিহ্যের) উপর দাঁড়াবে।

সুখেন্দুদা—কিন্তু জনসংখ্যা রুদ্ধ না হ'লে পরে আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা এত হাজার বছর আছি। এখনও বেড়ে চলেছি। তবুও এখনও খাই। এখনও জমি আছে। খাবার ব্যবস্থা করে মানুষ। মানুষ ঠিক হ'লে সব ঠিক হবে। আর স্থান? দরকার হ'লে মানুষ ভারতের বাইরে যাবে। পাকিস্থান থেকে কত হিন্দু এই দেশে চ'লে এসেছে। এখনও India-র (ভারতের) মধ্যে বহু জায়গা আছে।

সুখেন্দুদা—খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাও হবে।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে সুখেন্দুদা প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, এই যে বহুবিবাহ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

কথা শেষ করতে না দিয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন—খুব খারাপ হয়েছে। পরিণাম যে কী হবে তা' কওয়া যায় না।

সুখেন্দুদা—কী খারাপ হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন দুটো বিয়ে করলে দোষ, কিন্তু concubine (উপপত্নী) রাখলে দোষ নেই। concubine (উপপত্নী) থাকতে পারে। ছেলেপেলেও তার প্রসাদ পেতে পারে।

সুখেন্দুদা—কিন্তু আগে যে সব দশটা ক'রে বিয়ে করত—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কখন? মুসলমান আক্রমণের পরে। তারা এসে যখন তোমাদের মেয়ে বৌ কেড়ে নিতে লাগল, তখন উপায় না দেখে বহুবিবাহ, ভরার মেয়ের বিবাহ, এই সব হ'তে লাগল।

সুখেন্দুদা—বহুবিবাহ পুরুষের হ'তে পারে, স্ত্রী-লোকের কেন হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর অধিকার কি পুরুষের আছে? পুরুষের অধিকার কি স্ত্রীর আছে? পুরুষের যত পাণ্ডিত্যই থাকুক, ছেলে পেটে ধরার ক্ষমতা কিন্তু নেই। তা' ছাড়া

আরো কথা আছে। ওর ফলে, জন্মই খারাপ হ'য়ে যাবে।

সুখেন্দুদা—বিধবা-বিবাহ কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে একেবারে ছোটবেলায় কোন জ্ঞান ফোটার আগে যদি একটা মেয়ের বিয়ে হয়, এবং তারপরেই তার স্বামী মারা যায় অথবা যেখানে বিবাহই অসিদ্ধ, সেই সব জায়গায় চলতে পারে।

সুখেন্দুদা—ডাইভোর্স কি আপনি সমর্থন করেন ?

জোরের সাথে মাথা দুলিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাঃ। বরং incompatible marriage-ও (অসদৃশ বিবাহও) ভাল। কিন্তু ডাইভোর্স ভাল না। Incompatible marriage-এ (অসদৃশ বিবাহে) একসঙ্গে থাকতে থাকতে adaptability (মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা) আসে।

সুখেন্দুদা—একটা বিয়ের ব্যাপারে compatibility (সদৃশত্ব) কিভাবে ঠিক করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐখানে ছেলে ও মেয়ের আয়ু, বংশ, কুষ্ঠি এইসব দেখা লাগে।

সুখেন্দুদা—কোষ্ঠী দেখা আপনি বিশ্বাস করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কখনও মেলে, কখনও মেলে না।

সুখেন্দুদা—এখন তো পণপ্রথা বিরাট আকার ধারণ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেকথা এখন কই ক্যা ? আগের থেকে না করলে হ'ত।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। আলোচনার তরঙ্গে সবারই চিত্তজগৎ আন্দোলিত। একটু পরে সুখেন্দুদা ভিন্ন প্রসঙ্গে বললেন—মৃত্যুর পর তো আত্মা চ'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা মানে আমি বুঝি জীবনসম্বেগ, জীবনগতি। তা' যখন বিধানকে সক্রিয় ক'রে তোলে তখন আমি মানুষ। ঐ গতিসম্বেগ থেকেই আমার চাহিদা হয়, চেতনা হয়। Body (দেহ) নষ্ট হ'য়ে গেলেও super-structure-এর (মৌলিক সংগঠনের) মধ্যে যা' থাকে সেটা নষ্ট হয় না। অনেকে তা' বোধও করে। এটা একটা finer (সূক্ষ্মতর) অবস্থা। আবার, এই আমি আমার পূর্ব্বপুরুষেরই ধারা, পুরুষ-পরম্পরার একটা summation (সংকলন)। বংশে যদি compatible marriage (সদৃশ বিবাহ) হয় তাহলে তার একটা support (অবলম্বন) পাওয়া যায়। নতুবা ওটা ভেঙ্গে যায়। সেইজন্য আমরা যেসব শ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ, ইত্যাদি করি, তার ভিতর-দিয়ে তাঁদের স্মরণ করি।

কথায়-কথায় রাত গভীর হয়ে এসেছে। সময়ের দিকে কারো খেয়ালই ছিল না। এখন নিয়ত সেবকদের মধ্যে একজন বললেন—অনেক রাত হ'ল।

এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বহিরাগতরা সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন। হাতপা একটু ছড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দে, একবার তামুক খেয়ে উঠি।

তামাক সেজে এনে দেওয়ার পর গড়গড়ায় মৃদু টান দিতে দিতে দয়াল বললেন—কো-অপারেটিভ্ ফার্‌ম্ কথাটা আমার ভাল লাগে না। ওটার নাম বেগার-অপারেটিভ্ ফার্‌ম্ হ'লে ভাল হয়। Co-operative (সমবায়) হ'লে individual enterprise-টা (ব্যক্তিগত উদ্যমটা) একবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে। এখন এইসব ব্যাপারে যত টাকা খরচ হয়, তা' না ক'রে domestic industry (কুটিরশিল্প) যদি করত, বেগারপ্রথার উপরে base (ভিত্তি) ক'রে যদি চলত, তাহলে দেশ ধানচালে একেবারে ভ'রে যেত।

তামাক খাওয়া হ'য়ে গেল। নলটি একজনের হাতে দিয়ে গামছায় মুখ মুছে খাট থেকে পা ঝুলিয়ে নামবার উপক্রম করতে করতে বললেন—বেগারের নাম Inter-operative association (পারস্পরিক সমবায় সমিতি) বলা যায় না কি রে ?

এক-একজন এক-একরকম বলছেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই বললেন—Mutual operative service association (পারস্পরিক সমবায়ী সেবাদান-সমিতি) হয় না ?

কথা বলতে বলতে উঠে পড়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বাথরুম-পানে হাঁটতে হাঁটতে আবার একটু দাঁড়িয়ে বললেন—Inter-operative service society (পারস্পরিক সমবায়ী সেবাদান-সম্প্রদায়) হ'লে ঠিক হয়। কী কোস্ ?

একথা সবাই সমর্থন করতে প্রভু একটু হাসলেন। তারপর মন্দচরণে যেয়ে বাথরুমে প্রবেশ করলেন। রাতের ভোগের সমস্ত ব্যবস্থা হ'তে থাকল। একে একে সবাই বেরিয়ে এলেন।

১০ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ২৭।১০।১৯৫৯)

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দালানের হল্‌ঘরে অবস্থান করছেন। অজিতদা (গাঙ্গুলী), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), প্যারীদা (নন্দী), সুধীরদা (চৌধুরী), কমলদা (কুণ্ডু), সুখেন্দুদা (চক্রবর্ত্তী) ও আরো অনেকে উপস্থিত।

কথাবার্ত্তা চলেছে। বহিরাগত জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—Theory of karma (কর্ম্মবাদ) সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্ম কর, অনুশীলন কর। কৌশল বের কর। এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে যাও। এমনি ক'রে এগোতে এগোতে যা' পাও সেগুলি বোঝ, pile up

(স্তূপীকৃত) কর। এইভাবে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ। আর সেই কর্ম্মই ভাল যা' সত্তার কল্যাণপ্রসূ। তাইই ধর্ম্ম। অসৎকর্ম্ম বা পাপ তা'কে কই যা' সত্তা থেকে deviate (চ্যুত) করায়।

প্রশ্ন—কিন্তু চোর যে চুরি করে, তা' তো করে তার নিজের existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখার জন্যই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কিন্তু তা' অন্যের existence-কে (অস্তিত্বকে) নষ্ট ক'রে। সে bluff (ধাপ্পা) দেয়, বাটপাড়ি করে। কেন? নিজে ভাল থাকার জন্য। তা'তে অপরের ক্ষতি হয়। শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেও ভাল থাকে না। সেইজন্য প্রত্যেকটা মানুষ যা'তে propitious (শুভদ) হ'য়ে ওঠে তাই আমাদের কর্ত্তব্য।

এই সময় সুখেন্দুদা 'দেবশর্ম্মা' কথার মানে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেব মানে জ্ঞানবিদীপ্ত।

ব'লেই ছড়ায় বললেন—

জীবন-ধৃতি দ্যুতিমান
দেবতা তারাই, তারাই প্রধান।

তারপর বললেন—আর, শর্ম্মা হ'ল যারা অমঙ্গলকে হিংসা করে।

সুখেন্দুদা—রাশিয়ানরা কিন্তু God-এর (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রেও proceed করছে (এগিয়ে যাচ্ছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরকে যদি ঈশ্বর বলে না মানি, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর সুখেন্দুদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি এখন কী করব?

সুখেন্দুদা একটা স্কুলের হেডমাষ্টার। সেই প্রসঙ্গ তুলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্কুল একটা, পয়েন্ট' আছে। তাকে ঠিক ক'রে তুলতে হয়। মানুষ ভালবেসে যা' দেবে তাই নেবেন। প্রত্যাশা করতে নেই। সবসময় মনে করতে হয়, আমার অর্ঘ্য আমি সাজিয়েই রাখব, তুমি আস আর না আস।

সুখেন্দুদা—পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ পারব, এই কথাই ভাল।

সুখেন্দুদা—আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ আমার আছেই। আমার স্বার্থই যে তাই।

সুখেন্দুদা—আমার নেশা ছিল রাজনীতিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজনীতির মধ্যে পূরণ-পোষণ-পালন আছে। ও বাদ দিয়ে রাজনীতি হয় না।

সুখেন্দুদা—এবার তো আমাকে যেতে হয়। কবে যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ তো দিন খারাপ (মঘা নক্ষত্র)। কাল—।

সুখেন্দুদা—আমার এ জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তাই। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা করছে না।

সুখেন্দুদা—যদি চলার পথে আমার কোন উপপত্তি আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে solve (সমাধান) ক'রে নেবা মাথা খাটায়ে। না পারলে আমার কাছে এসো। মুখ্যুর মত যা' পারি ক'ব। আর, মাঝে মাঝে আসাই ভাল।

সুখেন্দুদা—আমার উপর কী দায়িত্ব দিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দায়িত্ব দেওয়াই আছে। না দিলেও দেওয়া আছে।

সুখেন্দুদা—তাহলে আমি আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলে সুখেন্দুদা প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার পর রামলোচন, প্যারীরাম, প্রমুখ দেওঘরের কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। চেয়ার দেওয়া হ'ল। কিন্তু ওঁরা চেয়ারে না ব'সে মাটিতেই বসলেন।

কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা মাঝে মাঝে আসবেন। দেখবেন সব। আর, আমি চেরী গাছ আনতে দিয়েছি। আমার ইচ্ছা, রাস্তার ধারে ধারে চেরীগাছ বসিয়ে দেই। গাছে ফুল ফুটবে, তার তলা দিয়ে আপনারা যাবেন। আর, ঐ যেখানে মনির (পূজনীয় ছোড়দা) বাসা হ'চ্ছে, ওর পেছনে একটা পুকুর মত আছে। সেখানে প্রভাতের (দে) এক ছাওয়াল ডুবেই ম'রে গেল। আপনাদের কাছে নালিশ জানায়ে রাখলাম। দেখবেন ওটা কেমন ক'রে কী করা যায়। ছেলেপেলের আবার রোখই থাকে ঐসব দিকে, জল দেখলে সেখানে যাবে, কুয়ো দেখলে সেখানে যাবে।

আরো কিছু কথাবার্ত্তার পর ওঁরা বিদায় নিলেন।

১২ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৯।১০।১৯৫৯)

কাল সারাদিনই ঝড়বৃষ্টি গেছে। অনেক রাতে বর্ষা থামে। ফলে, সুখেন্দুদার গত কাল যাওয়া হয়নি। আজ যাবেন। এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে, দু'একটি প্রশ্ন করছেন।

সুখেন্দুদা—ঠাকুর! মেয়েরা যদি শুধু ঘর নিয়েই থাকে, তাহলে বাইরে যেখানে নারীর প্রয়োজন, যেমন হাসপাতালে, সে সব জায়গায় কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা, আগে ঘর, তারপর হাসপাতাল। ঘরে যদি মেয়েরা ঠিকমত গ'ড়ে ওঠে তবেই তো তারা হাসপাতালেও ঠিকমত কাজ করতে পারবে।

সুখেন্দুদা—কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারেও তো মেয়েরা ছাড়া শিশুদের psychology (মনস্তত্ত্ব) কেউ ঠিকমত বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষা সুরুই হয় ঘরের থেকে। তাই, আমাদের ঘরের নাম ছিল গার্হস্থ্য-আশ্রম। তার মধ্যে administrator (পরিচালক) হ'চ্ছে মেয়েলোক। আর, আপনি সরবরাহকারী।

সুখেন্দুদা—আমরা living Ideal-এর (জীবন্ত আদর্শের) কথা বলি। কিন্তু তিনি যখন চ'লে যান তখনকার মানুষ তো তাঁকে পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Living Ideal-কে (জীবন্ত আদর্শকে) যারা অচ্যুত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে, imbibe (আত্মীকৃত) করে, তারাই আবার পরে মানুষের অনুগমন-যোগ্য হয়ে ওঠে। এমনি করে একটা একটা করে ভরদুনিয়ায় ছড়ায়ে যায়। ভক্ত তাঁর কাছে থেকে তাঁর character (চরিত্র) দ্বারা নিজের character (চরিত্র) ভিজিয়ে নেয়। ভেজানো হ'ল অভিষিক্ত করা। তাঁকে যে যত imbibe (আত্মীকৃত) করে, সে তত অভিষিক্ত হয়, bedewed অর্থাৎ ভাবাভিষিক্ত হয়ে ওঠে। ওরা কয় anointed (ভাবলিপ্ত)। Christ হলেন সেই Anointed one.

সুখেন্দুদা—যাঁকে আমি ধ্যান করি, তিনি কি আমার ভিতর চেতন হবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—With all His characteristics (তাঁর সকল প্রকার চরিত্রলক্ষণ সহ)—feeling, emotion, knowledge (বোধ, ভাবানুকম্পিতা, প্রজ্ঞা) সবটুকু দিয়ে তিনি আমার ভিতরে চেতন হয়ে উঠবেন। conscientious materialisation (সচেতন বাস্তবায়ন) হবে। তখন আমার মনে হবে—'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে গো'।

সুখেন্দুদা—বর্ত্তমানের সাহিত্য-শিল্প কি অতীত থেকে এগিয়ে আসছে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের conception (বোধ) যেমন ups and downs (উচ্চ বা নিম্ন মানের) হয়, সাহিত্যও তেমনতর হয়ে ওঠে। মনে কর, খুব সুন্দরী একটা মেয়েছেলে আছে। মদ-টদ খায়। পাতলা কাপড় পরে। প্রায় উলঙ্গ। দেখা যায়, যায়ও না, এইরকম। এগুলি দেখে ধৃতিপোষণা আসে না। যদি আসে তখন

এগুলিকে সাহিত্য কওয়া যায়। আর না আস্‌লে সাহিত্য না। এখন এক-একটা মেয়েছেলে কিরকম করে দেখে থাকেন তো! এমনি করে (চোখ টেনে টেনে দেখাচ্ছেন) কেমন সুন্দর এক চোখ উঁচু আর এক চোখ নীচু করে কথা কয়। তাকে দেখে যদি ভাবেন, ওরকম একটা বৌ হলে আমার ভাল হত, সে আলাদা কথা। ঐরকম দেখে যদি আমার ধৃতিপোষণাকে বাড়াতে পারি তাহলে তাই-ই সাহিত্য।

এই পর্য্যন্ত বলে শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

সমস্ত রসের সমবায়ে
সন্দীপনার বোধ পরিবেশনী
সাত্বত সম্বেদনাই হচ্ছে
সাহিত্যের প্রাণনদীপ্তি।

এরপর সুখেন্দুদা damaged ও distorted libido-ওয়ালা লোক কেমন জানতে চাইলেন। উত্তরে বললেন দয়াল ঠাকুর—ধর, একটা নৌকায় ফুটো হয়ে গেছে। সেখানে একটা কাঠ মেরে দাও। তাহলে আবার তিনশ'-পাঁচশ' মণ ওজন বইতে পারবে। এই হল damaged libido. আর, distorted হল নৌকার সব কাঠগুলিতেই ফাটল ধরে গেছে। এখানে কোষ্ঠা পুরে দাও তো ঐখান দিয়ে জল ঢোকে। আবার, সেখানে কোষ্ঠা দাও তো আর এক জায়গা দিয়ে জল ঢোকে।

ছেলেপেলেকে মঙ্গলের পথে শিক্ষিত করার কথা উঠল। তাতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর —শালা আমার তো আগে জানা চাই good (মঙ্গল) কোন্‌টা। সেটা কি tested good (পরীক্ষিত মঙ্গল)? শিশুকে এমনতর goading (পরিচালনা) দেওয়া লাগবে যাতে তারা অজ্ঞাতসারে একটা conscientious goading (সুবিবেচী পরিচালনা) পায়। ছেলের যদি পেটে ব্যথা হয়, তাকে বোঝাও, এটা খেলে তোমার পেটের ব্যথা সেরে যাবে, ওটা খেলে কিন্তু সারবে না।

সুখেন্দুদা—কিন্তু শিশুর যদি সে বোধ না গজিয়ে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচ বছরের ছেলেকে ঐরকম করে কওয়া যায়। কিন্তু একটা দুই বছরের ছেলেকে আর একরকম ক'রে কওয়া লাগবে। সে যেমনভাবে বোঝে, feelingটা (বোধটা) যদি সেইভাবে connotate (অর্থ-সহ প্রকাশিত) ক'রে না দিই তাহলে হবে কি করে?

সুখেন্দুদা—আর, রাষ্ট্রের দিক থেকে জনগণের জন্য কিভাবে ওগুলি করা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই এক। (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি সন্দোলিত ক'রে বললেন)— 'এক তরী করে পারাপার'।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—Ideal-centric (আদর্শকেন্দ্রিক) না হ'লে তো শিক্ষাই দেওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal-centric (আদর্শকেন্দ্রিক) হ'তে হ'লে পরেই Ideal-এর (আদর্শের) উপর তোমার লালসা থাকা চাই। তিনি যেন তোমার মধ্যে actively materialised (বাস্তবে মূর্ত্ত) হ'য়ে ওঠেন। যারা শিখবে তারা যেন তোমার কাছে যেয়ে সুখী হয়, তৃপ্তি পায়। তোমার controlটা (নিয়ন্ত্রণটা) যেন তাদের কাছে তৃপ্তিপ্রদ হয়।

সুখেন্দুদা—আচ্ছা, leader আর educator-এর (নেতা ও শিক্ষাদাতার) মধ্যে পার্থক্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Leader (নেতা) মানে যে lead করে (চালায়)। আবার, নিজে leaded (নীত) না হ'য়ে lead (চালনা) করতে গেলে মুশকিল আছে। আর, educator-এর (শিক্ষাদাতার) চরিত্রে থাকে শিক্ষা। যার character, conduct, behaviour (চরিত্র, আচার, আচরণ) আছে, সেই-ই educator (শিক্ষাদাতা) হ'তে পারে। তাকে কয় আচার্য্য। তুমি শিক্ষক। তোমার শিক্ষা কেমন তা' ধরা পড়বে তখনই যখন তুমি পাঁচজন বা পঁচিশজন ছাত্র নিয়ে deal (কাজ) করছ। আমি কই, তুমি educated (শিক্ষিত) হও—তা' সব দিক দিয়ে, সব রকমে, অনুশীলন ক'রে ক'রে। Habit মানে আমি কই have it, মানে, তুমি এগুলি পাও, তোমার চরিত্রে এগুলি normal (স্বভাবজ) হ'য়ে উঠুক।

শৈলেনদা—তাহলে ছোটবেলা থেকেই family tradition-এর (পারিবারিক ঐতিহ্যের) মধ্যে না থাকলে এসব হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী ক'রে হবে ! এই এখনকার রকম সব হ'য়ে যাবে।

এইসময় বহিরাগত জনৈক ভদ্রলোক গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গুরু নিয়ে আমার চলাই লাগবে। তা' না হ'লে আমার balance (সমতা) থাকবে না। যা' খুশি তাই ক'রে ফেল্‌ব।

প্রশ্ন—গুরু কি আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তুলতে পারেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুর উপর যদি আমার নিষ্ঠা থাকে আর তাঁর নির্দেশগুলি যদি ঠিকমত work out করি (কাজে ফুটিয়ে তুলি) তাহলে এর ভিতর দিয়ে আমার experience (অভিজ্ঞতা) বাড়ে, আমি educated (শিক্ষিত) হয়ে উঠি। এই জ্ঞান লাভের পেছনে আছে শ্রদ্ধা, ভালবাসা। মানুষ যাকে ভালবাসে, তার জন্য করে। ধীরে-ধীরে তার সম্বন্ধে জানা আসে। শ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই হয় না। গুরুর

থেকে যদি আমি বড়ও হই তাহলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই জীবনে চলা লাগবে। আগেকার দিনে ব্রহ্মচারী যখন সমাবর্ত্তন নিয়ে গুরুগৃহ থেকে বেরিয়ে যেত, তারপরেও কখনও তার ঐ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হ'ত না।

১৩ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ৩০।১০।১৯৫৯)

গতকাল পর্য্যন্ত আকাশে বেশ মেঘ ছিল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়েছে। আজ ভোর থেকেই আকাশ ঝরঝরে পরিষ্কার।

অনেকদিন পরে আজ আবার শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তদনুযায়ী গিরিশ পণ্ডিত মশাই আগেই শুভদিন ও সময় দেখে দিয়েছেন। ঠিক সকাল ৬-২০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীবড়মাকে সাথে নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন। সাথে আরো অনেকে আছেন। ঘরের ভিতরের প্রশস্ত চৌকিখানিতে শয্যা আগেই প্রস্তুত করা ছিল। বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন দয়াল ঠাকুর। ঘরের ভিতরে টুকিটাকি কাজ এখনও অনেক বাকী। পাল্লাগুলিও ঠিকমত সব বসানো হয় নি। তাই এখানে বেশিক্ষণ বসলেন না শ্রীশ্রীঠাকুর। একবার তামাক খেয়ে বড় দালানের হল্‌ঘরে চলে এলেন। তখন রাধানাথ কর্ম্মকার, কামিনী দাস, তারিণী দাস, প্রমুখ মিস্ত্রীরা এসে ঘরের বাকী কাজগুলিতে তাড়াতাড়ি হাত লাগালেন।

১৪ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ৩১।১০।১৯৫৯)

আজ অমাবস্যা তিথি। শ্যামাপূজা। সন্ধ্যা হতেই গোটা আশ্রম-প্রাঙ্গণ আলোর মালায় সেজে উঠল। মায়েরা ভক্তিভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে ধূপ-দীপ নিবেদন ক'রে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। কেউ মোমবাতি, কেউ বা মাটির প্রদীপ জালিয়ে দিচ্ছেন এদিকে-ওদিকে। আশ্রম-প্রাঙ্গণের ভিতরে ও বাইরে থেকে নানারকম বাজীর শব্দ ভেসে আসছে, সেই সাথে আসছে ছেলেমেয়েদের উল্লাসধ্বনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালোদাকে (জোয়ারদার) চারটি মার্কারি ভেপার ল্যাম্প আনতে বলেছিলেন কলকাতা থেকে। কালোদা আজ সকালে সেগুলি নিয়ে এসেছে। ঐ ল্যাম্পগুলি বিভিন্ন জায়গায় লাগানোর ফলে ঠাকুরবাড়ীর আলোর উজ্জ্বলতা আরো বেড়ে গেছে।

আজ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবড়মার গৃহে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা হল। পূজার পরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সবাই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। লক্ষ্মীপূজার পর কয়েকটি মাকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাবার নির্দ্দেশ শ্রীশ্রীঠাকুর আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের পর

তার প্রস্তুতি সুরু হল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরের প্রাঙ্গণে ছাউনিতে এসে বসলেন। তাঁর সম্মুখের উঠানে লাইন দিয়ে খেতে বসলেন রমণের মা, গণেশের মা, শৈলমা, রানীমা ও অনুরাধামা। ধীরেনদা (ভুক্ত) তাঁদের পরিবেশন করতে থাকলেন পুরী-তরকারী ও মিষ্টি। খেতে খেতে চলছে হৈ-হল্লা। 'আরো দাও' 'না, আর পারব না' প্রভৃতি ধ্বনিতে নিস্তব্ধ রাত্রি মুখর হয়ে উঠল। প্রভু সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করছেন এই ভোজনপর্ব্ব আর মাঝে মাঝে তামাক সেবন করছেন। আশেপাশে আশ্রমের আরো অনেকে দাঁড়িয়ে। কেউ হয়তো কারো বেশী খাওয়া দেখে একটি সরস মন্তব্য করছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটছে। এইসব মিটতে বেশ রাত হয়ে গেল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে যেয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন।

১৫ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ১।১১।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ অনেকে কাছে আছেন। হরিনন্দন প্রসাদ (সাব-জজ) এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হরিনন্দন! সংস্কৃত জান?

হরিনন্দনদা—ম্যাট্রিক তক্ পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো ভাল ক'রে শিখে নাও। সংস্কৃত যে জানে, সে-ই তো (ভাষার) mining engineer (খনিবিজ্ঞানবিদ্)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক বাল্যবন্ধু শ্রীশৈলজাশঙ্কর ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একখানা চিঠি দিয়েছেন। তারমধ্যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ও মতবাদ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। চিঠিখানি আমার হাতেই ছিল। এখন জিজ্ঞাসা করলাম—ওঁকে কী লিখব?

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বলে গেলেন—ঠাকুরের centre (কেন্দ্র) ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বাধিপতি, অর্থাৎ যিনি স্বতঃসন্দীপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত ধারণপালনী সম্বেগে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির ভিতর সমস্ত অস্তিত্বে বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক ধারণপালনস্রোতা হয়ে চলে থাকেন। এই ধৃতিই হচ্ছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে পরিপালন করতে হয় আচরণ ও চরিত্রের ভিতর দিয়ে। Lust for passion (প্রবৃত্তির উপর লালসা) আমাদের আছেই। কিন্তু love for Providence is the providing resource (ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই হল বাঁচার উপায়)। তাই, ধর্ম্মের সেবা করতে হলেই বিহিত স্থানে বিহিতভাবে সেবার প্রয়োজন। এই বিহিত সেবাই হল কর্ম্ম as we know (যা আমরা জানি)। আচার্য্যই হলেন সেই কর্ম্মের বিনিয়োজনী কেন্দ্র। আর, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের

আশীর্ব্বাদ। তাহলে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পন্থাই হচ্ছে—সুকেন্দ্রায়িত নিষ্ঠা নিয়ে সাত্বত-সম্বেগী কৃতিপূর্ণ সাধু লোকসম্বর্দ্ধনী কর্ম্মসন্দীপনা। তাই গীতায় আছে, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"। আর, এই কর্ম্মের ভিতর দিয়ে প্রাজ্ঞ চেতনা নৈষ্কর্ম্ম্যে উপস্থিত হয়ে থাকে।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

তাই, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

এই পর্য্যন্ত একটানা বলে থামলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। চোখেমুখে তাঁর প্রেমসুন্দর অভিব্যক্তি। তারপর বললেন—চিঠিখানা আজই পোস্ট করে দিস্, সাথে আমার ছড়ার বই খান দুই পাঠিয়ে দিস্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ-অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করা হল।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হল্‌ঘরে আছেন। হাউজারম্যানদা, বিষ্ণুদা (রায়), পঞ্চাননদা (সরকার) ও আরো অনেকে আছেন। নানা বিষয়ে আলোচনা চলছে। Caste System (বর্ণবিভাগ) সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Caste (বর্ণ) হল instinct (সংস্কার)-অনুযায়ী ভাগ করা। কিরকম? যেমন, কাকের পেটে শালিকের বাচ্চা হয় না। আবার শালিকের পেটেও কাকের বাচ্চা হয় না। হল্‌দে পাখী যা খায়, কাক তা' খায় না। এরকম ভাগ হয়েই আছে। আবার, ওদের মধ্যেকার এক জাত অন্য জাতের মেয়েদের উপর এসে বলাৎকার করে না। শেয়াল, হায়েনা, নেকড়ে বাঘ, কুকুর, এরা একই রকমের। এদের এক জাত অন্য জাতের মেয়েদের উপর বলাৎকার করে না। সে তুলনায় মানুষের পতন হয়েছে অনেক বেশী। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, কেউ কারো বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে পারবে না। Caste (বর্ণ) হল ঐ বৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক। যেমন, (বিষ্ণুদাকে) তুমি আছ বামুন, কায়স্থ আছে পঞ্চাননদা, তারপর একজন হয়তো বৈশ্য আছে, আর একজন আছে শূদ্র। এরা প্রত্যেকেই আলাদা caste (বর্ণ), মানে একজাতীয় সংস্কারে যারা সংস্কৃত। সে কম আছে, বেশী আছে, মাঝারি আছে, নানা রকমের হতে পারে। দেখ না, এক কাঁঠাল গাছেরই কত রকম আছে। সবই কিন্তু কাঁঠাল কাঠ। আমি যদি আজ কাঁঠাল গাছের উন্নতি করতে চাই তাহলে তা' করা লাগবে ঐ সবরকমের গাছেরই নিজস্ব সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে।

বিষ্ণুদা—অন্যদেশে তো এরকম বিভাগ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদেশেও আছে। গল্প শুনিছি, বিলাতে কুলীন আছে, মধ্যম আছে, নীচু ঘরের লোকও আছে। সেখানে কুলীনের মেয়েরা নীচু ঘরের পুরুষকে বিয়ে করে না। সেটা প্রতিলোম। প্রতিলোম তোমাদেরও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অনুলোম বিয়ে চালু ছিল। সেইজন্য আগে তোমরা শূদ্রাণী বিয়ে করেছ। এই যত কালো বামুন দেখ, কালো ক্ষত্রিয় দেখ, এদের বংশে কিন্তু ঐ শূদ্রাণী বিবাহ আছে।

বিষ্ণুদা—এখন তো বহু উল্টা-পাল্টা এবং অশাস্ত্রীয় বিয়ে হচ্ছে। কেউ তো বাঘের মত লাফ দিয়ে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের ভেতরে এখনও হয়তো সেরকম বাঘ লুকায়ে আছে। আছে, তার মানে, তুমি এখনও তোমার পিতৃপুরুষকে অবজ্ঞা করতে পার না।

বিষ্ণুদা—অনেকে তো সব বুঝেও চুপ করে থাকেন।

এক রহস্যমাখানো উত্তর দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বললেন—তাহলে দুটি পথ আছে। হয়, বাঘ খাঁচা ভেঙ্গে বেরোবে, নতুবা, সব বিলয় হয়ে যাবে। আর, বাঘ খাঁচা ভেঙ্গে বেরোলে কল্কি অবতার হয় না কী হয় তা বলা মুশকিল।

১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ২। ১১। ১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। ভক্তবৃন্দ আসছেন, প্রণাম করছেন। কেউ বসছেন, কেউ বা রওনা হয়ে যাচ্ছেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট কাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবিকাগণের মধ্যে একজন ননীমা। তিনি কলকাতায় একখানা নিজস্ব বাড়ী তৈরী করেছেন। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ঐ বাড়ীর একটি নাম প্রার্থনা করলেন। দয়াল নাম দিলেন 'নবনী-নিলয়'।

কিছুক্ষণ পর একটি ছড়া দিলেন—

নেবার বেলা বেজায় রসাল
দেবার বেলায় শুকনো কাঠ,
কৃতজ্ঞতা নাইকো তোমার,—
বিছিয়ে বেড়াও কথার ঠাট।

তারপর সুশীলদার (বসু) সাথে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রতিলোম করে কারা?—যাদের ভেতর inferiority ingrained (হীনম্মন্যতা দৃঢ়বদ্ধ) হয়ে আছে। এর ফলে আমি তো সারা হলেমই। তাছাড়া আমার country ও people-কে (দেশ ও মানুষকে) একেবারে murder (খতম) ক'রে দিলাম। একজন চামার যদি তোমার মেয়ে বিয়ে করে, সে তৎক্ষণাৎ

succumb ক'রে (শেষ হ'য়ে) গেল। হরিজনদের বামুনের মেয়ে নেওয়ায়ে নেওয়ায়ে এইভাবে তাদের যে কী সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে তা' আর কওয়ার না। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি stock-কে (মৌলিক ধারাকে) যদি মেরে ফেলাও তাহলে কী হবে? শূদ্রই তো নষ্ট হয়ে যাবে। এইসব ঠিকমত দেখা ও ঠিক রাখার জন্য প্রত্যেক constituency-তে তিন থেকে পাঁচজন non-official (বেসরকারী) মানুষ থাকা চাই। আবার কোন বামুন যদি শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করে তাহলে তার মেয়েকে বামুনের ঘরে দিয়ে, আবার তার মেয়েকে বামুনের ঘরে, এইভাবে সাতপুরুষ ধরে back cross করার পর সেই সপ্তম পুরুষের সন্তান বিপ্রত্বে উপনীত হতে পারে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় চৌকিতে। নিখিলদাকে (ঘোষ) ও অমূল্যদাকে (ঘোষ) পাঁচখানা করে মোহর জোগাড় ক'রে আনতে বললেন। নিখিলদা একটু দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। অমূল্যদা তখনও দাঁড়িয়ে ভাবছেন। চোখের ইঙ্গিতে এক দীপ্ত প্রেরণার ঝট্‌কা দিয়ে তাঁকে বললেন পরম দয়াল—বেরো। দাঁড়ায়ে থাকিস্ নে।

অমূল্যদা আর দেরী না করে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন ঠাকুরবাড়ীর গেট-এর দিকে। সেইদিকে তাকিয়ে থেকে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Urgency (আবেগ) যখনই আসে তখনই পা চালাতে হয়। Motion-এর (গতির) উপর থাকে কিনা, তাই ফন্দীগুলো unlocked (বাধামুক্ত) হয়ে যায়। দাঁড়ায়ে ভাবলে তা' locked (আবদ্ধ) হয়ে থাকে। অনেক সময় দাঁড়ায়ে ভাবলেও হয়তো হয়। কিন্তু ঐরকমটাই ভাল। নতুবা, volition (ইচ্ছাশক্তি) এলেও তা কিছুতেই আর বাস্তবে করে উঠতে পারি না, এমনতর হয়ে যায়।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে চলে এলেন। বালেশ্বরের সুশীলদা (দাস) সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মাঝে মাঝে কোষ্ঠী ও রাশিচক্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তৃতীয় স্থান কী রে?

সুশীলদা—বিক্রম। আচ্ছা ব্যয়স্থানকে সিদ্ধিস্থানও বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সিদ্ধিলাভ করতে হলেই অনেকখানি ব্যয় করতে হয়। Energy (শক্তি) ব্যয় না করলে কেবল হয়ে ওঠে না।

বাইরে খড়ের ঘরের চালের উপর রাধানাথদা (কর্ম্মকার), মনোহরদা (সরকার), প্রমুখ মিস্ত্রিরা এলুমিনিয়মের শীট পাতাচ্ছে। নীচের থেকে শীট তুলে দেওয়া, উপরে

আবার ধরে ধরে পাতানো, চালের সঙ্গে ঠিকমত লাগিয়ে দেওয়া, ইত্যাদির ঝমঝম শব্দে মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরেও কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যা হলেই ছোট ছোট পোকার উৎপাত খুব বাড়ছে আজকাল। নতুন আনা মার্কারি ভেপার ল্যাম্পগুলি বাইরে কয়েক জায়গায় লাগানোতে এখন পোকাগুলি সেখানে ভীড় করছে।

একটু পরে হাউজারম্যানদা equity (প্রয়োজনানুপাতিক বণ্টন ব্যবস্থা) নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Sentiment of love (প্রীতির ভাবানুকম্পিতা) যদি থাকে তাহলে sentiment of equity-ও (নিরপেক্ষ বিচারের ভাবানুকম্পিতাও) আসে। তখন বুদ্ধি আসে—আমিও বাঁচি তুমিও বাঁচ। Law of love is the begetter of equity (প্রীতির নীতি নিরপেক্ষ বিচার-চিন্তার উৎপাদক)। যেখানে love (প্রীতি) নেই, সেখানে আছে bluff of love (প্রীতির ধাপ্পা)। Theoretical love-এ equity (শুধু মৌখিক ভালবাসায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী) আসে না। আর প্রকৃত love (ভালবাসা) থাকলে সেখানে feelings-ও (অনুভবও) থাকে। সেইজন্য equity (নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী) যখন law of love-এর (প্রীতির নীতির) উপর base (ভিত্তি) করে, তখনই মানুষ considerate (বিবেচক) হয়। আর, তাহলে পরে ছেলেপেলেকেও উপযুক্তভাবে মানুষ করা যায়। এটা পশুর মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। একটা কুত্তের (কুকুরের) যদি পাঁচটা বাচ্চা থাকে, তার সবগুলির প্রতিই দরদ থাকে। এ গরুর মধ্যেও দেখি, মোষের মধ্যেও দেখি, এমন-কি ইঁদুর-টিঁদুরের মধ্যেও দেখি। বাচ্চাগুলো মার কাছে যখন যায়, তখন মার equity-বোধ (যার যেমন প্রয়োজন তদনুযায়ী বোধ) আসে। আর, মার দুধ যখন ছেড়ে দেয় তখন যেখানে যেমন সুবিধা পায় তাই করে। Law of love-ই (প্রীতির নীতিই) equity (নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী) নিয়ে আসে। আর, equity (নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী) থাকলে একটা conscious consideration (সচেতন বিবেক) থাকে। আমার এইরকম ধারণা।

হাউজারম্যানদা—আমরা সাধারণতঃ এক prophet-কে (প্রেরিত পুরুষকে) প্রতিষ্ঠা করতে বা ভালবাসতে যেয়ে আর একজনের নিন্দা করি।

একথার উত্তরে গম্ভীর হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—It is love no doubt, but of Satan (সেটা ভালবাসা ঠিকই, তবে শয়তানের)।

আজ বিকালে জল খেতে যেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব বিষম লাগে। বার বার কাশি হতে থাকে। তারপর তাঁর শরীর বেশ খারাপ বোধ করতে থাকেন। একটু পরে সে

ভাবটা কমে। এখন আবার অনেকক্ষণ কথা বলার জন্য শরীরে অস্বস্তি বোধ করছেন। একটু কাশির ভাবও আসছে। প্যারীদা (নন্দী), সূর্য্যদা (বসু), বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রমুখ ডাক্তাররা এসে পরামর্শ করে ওষুধ দিলেন। ওষুধ খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশ টেনে নিয়ে কাত হয়ে চুপ ক'রে শুলেন। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেওয়া হল। এখন রাত নয়টা।

১৭ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ৩।১১।১৯৫৯)

গতকাল বিকালে একটা জোর বিষম লাগার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ কাতর হয়ে পড়ে। আজ সকালেও অস্বস্তি প্রকাশ করে বলছেন—শরীর এমন খারাপ হয়েছে যে তা আর কওয়ার না।

প্যারীদা (নন্দী)—এ কি কাল বিষম লাগার পর থেকেই হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বিষম লাগার পর থেকেই।

প্যারীদা—রাতে ঘুম হয়েছে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একরকম।

প্যারীদা—**Disturbed** (ব্যাহত) হয় নি তো অন্যান্য দিনের মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—**Disturbed** (ব্যাহত) হলে তো ঠিক পেতামই। ঠিক পাই নি।

প্যারীদা—মাথা ভার আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা আছে।

পূজনীয় খেপুকাকার শরীর ভাল নেই। তাঁর স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—খেপা আছে কেমন?

প্যারীদা—জানি না। দেখে আসি—

বলে চলে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনী-মার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল রাতে ঘুমাইছিলি?

সরোজিনী মা—হ্যাঁ, আমিও ভাল ঘুমাইছিলাম। আপনিও ভাল ঘুমাইছেন।

আজকাল রাতে আলোর কাছে অসম্ভব পোকা উড়ে বেড়ায়। এখন সিঁড়ির ধারে ধারে, ঘরের চালের কিনারায়, বারান্দার কোণে ঐ পোকাগুলি অসংখ্য পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—দেখ্ তো, পোকাগুলি বেঁচে আছে না মরে গেছে।

বিশুদা কাছে যেয়ে দেখে এসে বললেন—মরে নি। সব মাটিতে বসে আছে। মনে হয়, ঠাণ্ডায় ওরা ঐরকম হয়ে পড়েছে। এখন ঠাণ্ডাও তো বেশ পড়েছে।

একটু পরে প্যারীরাম এসে প্রণাম করল। তার গায়ে সুন্দর একটি শাল জড়ানো। সেদিকে নির্দেশ করে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—এই প্যারী! তোর ঐ চাদর কে দিল রে?

প্যারী—কেষ্টবাবু (সাউ)।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশীর জোয়ারে যেন উপ্‌চে উঠে বললেন—বাবা! এ কী হল? শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়। ডেকলাকে দেছে জগদীশ, শিবুয়াকে দেছে অজিত, দোবেকে দেছে খগেন, তোরে দেছে কেষ্ট। আবার, চৌধুরীর জন্যও 'অর্ডার' হয়েছে শুনি। এইভাবে পরস্পর করার প্রবৃত্তি খুব ভাল। তোরাও আবার মানুষের জন্যে অমনি করবি।

সুশীলদা (বসু) সামনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কাগজে নূতন ধরনের একটা এরোপ্লেনের ছবি বেরিয়েছে। নাম দেওয়া আছে 'এরিয়াল প্ল্যাট্‌ফরম্‌', নীচে লেখা—combination of jeep and helicopter (জীপ ও হেলিকপ্‌টারের সমন্বয়)। সেদিকে লক্ষ্য পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কী?

সুশীলদা কাছে এসে ছবিটা দেখালেন ও বিবরণটা পড়ে শোনালেন। তারপর আবার যেয়ে বসলেন। এইসময় সাব-জজ্‌ হরিনন্দনদা এসে প্রণাম করে বসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—বিচারের standard (নীতি) কেমন হওয়া উচিত?

হরিনন্দনদা কোন উত্তর দিচ্ছেন না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই বলতে লাগলেন—আমার মনে হয়, judgement-এর standard (বিচারের নীতি) হওয়া চাই compassionate discernment—to the accused (অভিযুক্তের প্রতি দরদী অন্তর্দৃষ্টি)। এতে fact (তথ্য)-গুলি পাওয়া যায়। Judgement (বিচার) সবসময় হবে curative to the people (মানুষকে যাতে দোষমুক্ত করে তোলা যায়)। তাহলে আমরা অনেক ভুল করার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারি। বিচারক যদি compassionate (দরদী) হয়, তাহলে তার উপর অপরাধীর inclination (ঝোঁক) আসে। অপরাধী যেন বুঝতে পারে 'এর হাতে আমি মারা পড়ব না'। তাহলে তাকে সংশোধন করারও সুবিধা হয়।

হরিনন্দনদা—বলা হয় যে জজের compassion-এর (সহানুভূতির) কোন scope (সুযোগ) থাকা উচিত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Compassion (সহানুভূতি) যদি না থাকে, তুমি discern (দক্ষ বিচার) করতে পারবে না ঠিক করে।

হরিনন্দনদা—এখন পুলিশের রিপোর্টের উপর জজদের চাকরি নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুলিশের উপরে যদি তোমার নির্ভর ক'রে থাকতে হয় তাহলে তোমার জজ্ হওয়াটাই একটা fiction (গল্প কথা)। আর, judge is judge (বিচারক হল বিচারক)। সে থাকবে unaffected (অবিচলিত)।

হরিনন্দনদা—কিন্তু এখন উলটা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উলটা হওয়া তো ভাল না। Psychological treatment (মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহার)-এর উপর দাঁড়ানো উচিত। আমার মনে হয়, হিন্দু ল'তে যা আছে সেইই ভাল।

সুশীলদা—কিন্তু এখন তা করতে গেলে তো—

বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা দল করতে হয়, খুব strong (শক্তিশালী।

সুশীলদা—যারা এই opinion (অভিমত) নিয়ে ঘুরবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আর, বিধানসভায় non-official minister (বেসরকারী অমাত্য) থাকা দরকার। হয়তো এমন একটা law (আইন) পাশ হচ্ছে যা country, society, individual (দেশ, সমাজ, ব্যক্তি) সবার পক্ষেই ক্ষতিকর। সেটাকে ওরা বাধা দিতে পারবে। ভোটের দ্বারাই তারা নির্ব্বাচিত হবে। এরকম যদি না থাকে তাহলে people (জনসাধারণ) তো কিছু করতে পারবে না। তারা তো nowhere (কিছুই না)। আর এক কথা কই। মানুষের home and hearth (ঘরসংসার) যদি ঠিক না থাকে তাহলে মানুষ dissatisfied (অসন্তুষ্ট) থাকবেই। যে বউ নিয়ে তুমি বহুকাল ঘর করেছ, এখন হয়তো তাকে পাঁচ মিনিটের নোটিশে ডাইভোর্স করতে পার। এরকম চলতে লাগলে তোমার traditional trail (ঐতিহ্যগত সরণি) ভেঙ্গে যাবে। আর, তুমি হয়ে যাবে cocks and hens-এর (মোরগ-মুরগীর) মত।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি ছড়া দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করছেন—ছড়া কত হয়েছে?

মোটামুটি হিসাব করা ছিল। বললাম—প্রায় হাজার দুয়েক হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার ওগুলি ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হয়। শৈলেনকে (ভট্টাচার্য্য) সাথে রেখে একাজ করলে ভাল হয়।

১৯শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ৫।১১।১৯৫৯)

গতকাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অস্বস্তি খুব বেড়েছিল। বেশ কষ্ট পেয়েছেন।

আজ সকালে অনেক ভাল আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গৌর সামন্তদাকে ভাল ঘি আনার কথা বলেছিলেন। আজ সকালে গৌরদা সাড়ে সাত সের ঘি নিয়ে এসে পৌঁছাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত গৌর মণ্ডলদাকে ডাকা হল। তাকে বললেন—এই গৌর! টিনে ভাল করে 'সীল' ক'রে দে। এই ঘি কলকাতায় পাঠাতে হবে।

খড়ের ঘরে এসে বসেছেন দয়াল ঠাকুর। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে। একসময় সুশীলদাকে (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন—একটা মানুষের কতটা জমি হলে চলে?

সুশীলদা—বিঘায় যদি আট মণ ক'রে ফলে তাহলে দশ বিঘা হলেই চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Minimum (কমপক্ষে)?

সুশীলদা—হ্যাঁ।

এইসময় এক দাদা এসে তাঁর মুখের ঘায়ের কথা নিবেদন করলেন। তাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—পানের রস, চুণের জল, খয়ের আর হরিতকীর রস, এইগুলি দিয়ে paste (মলম) তৈরী ক'রে ঐ ঘায়ে লাগাস্।

আর এক দাদা তাঁর এ্যামেবেসিসের কথা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—২ গ্রেণ ইন্দ্রযব, তার সাথে পিপুল, বচ্‌ আর ইপিকাক, সবটা নিয়ে ৩ গ্রেণ হওয়া চাই, তাই খাবে এবেলা-ওবেলায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় আছেন। পুরুষের গৌরব কিসে, নারীর গৌরব কিসে, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চলছে।

২২শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ৮।১১।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় অবস্থান করছেন। গতকাল পূজনীয়া বিজুমার (মা মণি) একখানা চিঠি এসেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে। তিনি লিখেছেন যে, আগামী ১৩ই নভেম্বর মেয়ে-জামাই সহ তিনি ঠাকুরবাড়ী আসছেন। তাঁর সাথে বিড়লার এক কারখানার ম্যানেজার সস্ত্রীক আসছেন জানিয়েছেন। এই নবাগতদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) চুনীদা (রায়চৌধুরী) ও পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) সহ কলকাতায় গিয়েছিলেন। গতকাল ফিরেছেন। আজ সকালে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—বিজু লিখেছে শনিবার আসবে। সাথে এক ম্যানেজার ভদ্রলোক থাকবে। কথাবার্ত্তা বলবেন।

কেষ্টদা 'আজ্ঞে' বলে প্রণাম ক'রে বসলেন। কলকাতায় ইসলাম ইতিহাস ও

সংস্কৃতির অধ্যাপক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরীর সাথে তাঁর কথা হয়েছে। সেই সব গল্প করতে লাগলেন। বললেন—মাখনবাবু এখন বলেন Islamic Culture-এর (ঐশ্লামিক সংস্কৃতির) পিছনে ছুটে জীবনের ত্রিশটা বছর নষ্ট করেছি। খোদা-খোদা অনেকে করে, কিন্তু খোদার উপর সত্যিকারের প্রেমওয়ালা মানুষ তো দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন তাকিয়ার উপরে কাত হয়ে। এখন হেসে উঠে বসে বললেন—কথাটা একেবারে মিথ্যে না। খোদার 'পরে প্রেম হয় না—যদি রসুলের 'পরে প্রেম না হয়। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, রসুলকে ভালবাসে না, তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না। আবার যারা রসুলকে ভালবাসে, ঈশ্বরকে ভালবাসে না, তারাও ঈশ্বরকে ভালবাসে না।

২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ৯।১১।১৯৫৯)

আজ সকালে দয়াল ঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও সুশীলদার (বসু) সাথে বহু দেবদেবীর পূজা নিয়ে কথাবার্ত্তা চলেছে। সারা ভারতে অনেক জায়গায় মহাবীর হনুমানের পূজা হয়। কেষ্টদার এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পূজা যদি আমাদের ঠিকমত হ'ত তাহলে দেশে আজ অন্ততঃ দু'দশটা হনুমান জন্মাত। কারণ, আরাধনা মানেই হ'চ্ছে কোন-কিছু অনুশীলন করে সমীচীনভাবে সংসিদ্ধ করা, নিষ্পাদন করা।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি এই যা'-সব কই, এগুলো যদি মানুষ অভ্যাস করত, যেমন অভ্যাস করে এম-এ., বি-এ পাশের পড়া, তাহলে একেবারে অসম্ভব কাণ্ড হয়ে যেত। (কেষ্টদাকে) এই না-করাবার দোষ আবার আপনাদেরই। আমারও দোষ আছে। কিন্তু আপনাদেরও দোষ কম না।

এই সময়ে পূজনীয় খেপুকাকা এসে বসলেন। কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার শরীর কেমন আছে ?

খেপুকাকা—আজ সকালে আবার হাঁফের টানের মত হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকালে চিরতা-ভেজানো জল খেলে কেমন হয় ?

খেপুকাকা—বড় তেতো।

কেষ্টদা—এই বয়সে আবার খুব তেতো কী লাগবে ?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।...বিকালে টেটুয়ারাম এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করল। তার পরণে উন্নত মানের ধুতি, চাদর, মোজা ও কোট। সেদিকে তাকিয়ে দয়াল বললেন—বাঃ, কে দিয়েছে রে ?

টেটুয়া—প্রিয়নাথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ বাঃ সব যে রাজা হয়ে গেল। নাও, এখন ভাল ক'রে কাম কর। লোকের যাতে ভাল হয় তাই কর। (তারপর স্নেহভরা কণ্ঠে খগেন তপাদারদাকে ডাকলেন) খগেন, ও খগেন।

খগেনদা একপাশ থেকে উত্তর করলেন—আজ্ঞে।

সেদিকে আস্তে-আস্তে মুখ ফিরিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর টেনে টেনে বললেন—'তুমি কই'? তাঁর বলার ভঙ্গী দেখে সবাই হাসছেন। তারপর খগেনদাকে বললেন—ঐ দেখ, ও কেমন জামা গায়ে দিয়েছে, ওরকম জামা তুমিও গায়ে দাওনি, আমিও দিই নি। আমার বাবাও বোধহয় দেয়নি। কত খরচ পড়েছে রে?

টেটুয়া—জানি না।

স্থানীয় কিছু লোককে এইভাবে বস্ত্রাদি দেওয়ার অন্তরালে আছে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দ্দেশ। তিনি কয়েকজন ভক্তকে গোপনে ডেকে স্থানীয় গ্রাম্য লোকদের এইরকম কাপড়, জামা, চাদর, প্রভৃতি দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন, তাঁর নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। প্রকাশ থাকবে যে, ঐ ভক্তরাই এসব নিজের থেকে দিচ্ছেন। সেইমত এক একজনকে জামা, কোট, মোজা, ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এরা আবার যখন ঐসব পরে প্রণাম করতে আসছে তখন খুশীতে অবাক হবার ভান করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ব'লে দিচ্ছেন, এইরকম পারস্পরিক করার প্রবৃত্তি খুব ভাল। এই লীলা আজ কয়েকদিন ধরে সমানে চলেছে।

কিছু পরে খড়ের ঘরের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—খগেন! ও-ঘরে গরম লাগবে না তো দুপুর বেলায়? (খড়ের ঘরখানা সম্পূর্ণই শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ ও পরিকল্পনা মাফিকই প্রস্তুত)।

খগেনদা—বোধ হয়, না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হ'ল ঘরখানা?

খগেনদা—আমি ত আমার বুদ্ধিমত করছি। আমি scienceও (বিজ্ঞানও) জানি নে, ইঞ্জিনীয়ারিংও জানি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিও যা জান, আমিও তাই জানি। আমিও science (বিজ্ঞান) জানি নে। তবে দূরদর্শিতা আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটি মেয়ের চিঠির কথা নিবেদন করলাম। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবারে বি-এ পাশ করেছে। সেই খবর দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিঠি লিখেছে। চিঠি শুনে দয়াল বললেন—তুমি পাশ করেছ শুনে খুশি হলাম।

পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি, তুমি জীবনে উন্নতি কর সবদিক দিয়ে। আসল কথা, নিজের কৃতিচর্য্যাসম্পন্ন চরিত্রকে এমন ক'রে সজ্জিত কর যে, ভরদুনিয়া যেন তোমাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। আর এই হ'ল শিক্ষার প্রথম সোপান।

২৪শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১০।১১।১৯৫৯)

আজ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বড় দালানের হল্‌ঘরে সমাসীন, তখন শ্রীযুক্ত তরুণ-কান্তি ঘোষ তাঁর তিনজন বন্ধু সহ দর্শন করতে আসেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত আছেন।

দেশের পরিস্থিতি নিয়ে নানারকম আলোচনা চলতে থাকে। কথায়-কথায় জমির প্রসঙ্গ উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কলকাতার দিকে আমার একটু থাকার জায়গা করে দেন। কেষ্টদারা ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ী দেখে এসেছে। ঐটা যদি ঠিক ক'রে দিতে পারেন খুব ভাল হয়।

সব শুনে তরুণবাবু বললেন—আচ্ছা, ওটার জন্য আমি চেষ্টা করব। তা ছাড়া আরো কী করা যায়, কলকাতায় ফিরেই দেখব।

ওঁরা পরে আবার আসবেন ব'লে এখনকার মত বিদায় নিলেন। এর পর কেষ্টদা ইসলাম ও হজরত রসুলের মেরাজ সম্পর্কে গল্প করতে লাগলেন। পরে বললেন—মেরাজ সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। এ সম্বন্ধে একটা লেখা দিলে হয়।

একটু চুপ করে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেষ্টদা যখন থাকে, আর তোরা দু'চার জন থাকিস, তাহলে এই সম্বন্ধে একটা কইতে পারি। বেশী লোক থাকলে হয় না। ঐ যে হজরত রসুল জেরুজালেমে গেলেন। তখন তাঁর মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হ'ল। তারপর সেখানে অনুরাগোদ্দীপ্ত হৃদয়ে খোদার উপাসনা করতে লাগলেন। করতে করতে একটা ঘোড়ায় চ'ড়ে চাঁদের দিকে চ'লে গেলেন। সে ঘোড়ার ডানা আছে। মুখটা তার মেয়েলোকের মতন। তার মানে সে হ'চ্ছে সুরত। সেই সুরতের 'পরে ভর ক'রে তিনি গেলেন। যেয়ে চাঁদ দু'ভাগ ক'রে খোদার কাছে পৌঁছে গেলেন। এই হ'ল মেরাজ বা flight (ঊর্দ্ধগমন)। হরিনন্দন কয়, মেরাজ মানে সান্নিধ্য।

আমি—চাঁদের দু'ভাগ হয়ে যাওয়াটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম দেখা যায় অন্তরের মধ্যে। নাম করতে করতেই দেখা যায়। চাঁদ, সূর্য্য, কতরকম দেখা যায়। (ইদানীং চাঁদের একটি বিরাট ম্যাপ আনা হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য। সেইটার উল্লেখ করে) ঐ যে চাঁদের ফটো এনেছে, আমারও

ঐরকমই মনে হ'ত। আমার মনে হয়, চাঁদে একটু লাফ দিলেই step (পদক্ষেপ)-গুলো অনেক দূরে দূরে পড়তে পারে।

আমি—তার মানে ওখানে মাধ্যাকর্ষণ কম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম মনে হয়।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু সেখানে চলাফেরাটা বোধ করা যায় তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বপ্নে যেমন মনে হয় হাঁটছি, ঐরকম আর কি !

হাউজারম্যানদা—শুনতে পাই, যোগসাধনা যারা করে তারা নাকি নাম করতে করতে মাটি থেকে অনেকখানি উঠে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাবনায় একদিন আমার হয়েছিল। নাম করতে করতে ঐ অতদূরে দম্ ক'রে নিয়ে ফেলে দিল আমাকে। সে যে কী ক'রে হ'ল ভেবেই পেলাম না।

২৫শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ১১। ১১। ১৯৫৯)

কাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানে ছিলেন। সকালে উঠে এসে বসেছেন বারান্দার পূর্বদিকের চৌকিখানিতে। ক্ষৌরী হওয়ার পর চোখেমুখে জল দিয়ে একখণ্ড সুপারি ও একটুকরো লবঙ্গ মুখে দিলেন। তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। তামাক খাচ্ছেন আর প্রশান্ত নয়নে চারিদিক দেখছেন। একটু একটু শীত পড়েছে। বাইরে অল্প ঠাণ্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। তাই একখানা সাদা চাদরে গলা পর্য্যন্ত জড়িয়ে বসেছেন প্রভু। ৬-৮ মিনিটে সামনে বারান্দার মাঝের চৌকিতে যেয়ে বসবেন। তখন সমবেত প্রণাম হবে।

মায়েরা কেউ কেউ কাছে আছেন। কালীষষ্ঠীমা তাঁর সংসারে যে কত ঝামেলা সেই সব কাহিনী নানাভাবে বিস্তার ক'রে বলে চলেছেন। কিছুক্ষণ ঐ সব কথা শোনার পরে মুখ থেকে গড়গড়ার নলটি সরিয়ে রঙ্গভরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর হইছে কেমন ?

যার নাম করিস্ লুটেপুটে
নাম নষ্ট করিস্ তুই চোনা চেটে।

ওসব ক'য়ে কী হবি ? ভাল কথা ক', ভাল কথা ক'।

কালীষষ্ঠীমা আবার কিছু বলার উপক্রম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন—শোন্ শোন্, তোর ফোন এসে গেছে ?

কালীষষ্ঠীমা—দরখাস্ত তো দেওয়া হইছে। এখনও উত্তর আসে নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফোন্‌টা তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলা।

বাড়ী গাড়ী রেডিও ফোন্
ধনী লোকের এই লক্ষণ।

তাঁর রসভরা কথাগুলি সকলে সানন্দে উপভোগ করছেন। ধীরে ধীরে ৬-৮ মিনিট হ'য়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে মাঝের বড় চৌকিতে বসলেন। তারপর সমবেত প্রণাম হ'ল। প্রণামের পর ভক্তবৃন্দ কেউ কেউ কাছে বসেছেন। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—এই যে flood (বন্যা) বা কোন বিপর্য্যয়ের সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান খুব সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে কিছু করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের relief (সাহায্য) সব সময়েই আছে। আমরা যে ইষ্টভৃতি করি, তার একটা নীতিই আছে ভ্রাতৃভোজ্য দেওয়া। সৎসঙ্গীরা ও বাদে আরো করে। যেমন, মানুষকে সদাচার ও সদ্ব্যবহারে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-সংহতি বাড়ানো, আচার-বিচারে সাত্বত চলনে চলা, আদর্শে অস্খলিত থেকে অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠা, ইত্যাদি। আর, এমনতর সত্তাপোষণী সেবা মানুষকে সর্বতোভাবে সুস্থ, স্বস্থ ও নন্দিত ক'রে তোলে। এর তুলনা নেই। তা ছাড়া প্রতিটি সৎসঙ্গীরই সঙ্কল্পবাক্যের মধ্যে আছে যে, তার পারিপার্শ্বিকের আপদে-বিপদে অর্থ, বাক্ ও বাস্তব কর্ম্ম দিয়ে সাহায্য করতে হবে। এগুলি যত ঠিকমত করা হ'তে থাকবে, দেখো, তোমরা যতখানি করছ সারা province (প্রদেশ) ততখানি করে কিনা সন্দেহ। এ না ক'রে কয়েকজন মিলে এক জায়গায় দঙ্গল বাঁধল, খুব হৈ-চৈ করল, মাছ-টাছ এনে খুব খেল,—ওতে কেবল সোরগোলই হয়।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর 'part' দিয়ে একটি শব্দ খোঁজ করতে বললেন, জানতে চাইলাম, কিরকম অর্থ বহন করবে শব্দটি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি তোমাদের সংহতি থেকে ফাঁক করতে চায়, যদি country থেকে country, village থেকে village, society থেকে society (এক দেশ থেকে আর এক দেশ, দুই গ্রামের মধ্যে, দুটি সমাজের মধ্যে) ভাগ ক'রে দিতে চায়, এইরকম অর্থে।

অনিলদা (গাঙ্গুলী)—Detach (বিচ্ছিন্ন) করা হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Part দিয়ে পার কিনা দেখ। তা না হলে sonorous (ধ্বননমুখর) হবে নানে।

২৬শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১২।১১।১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখ আছেন। নানা বিষয়ে কথা চলছে। এক সময়ে পঞ্চাননদা বললেন—শিবের এক নাম আছে নকুল। কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঁর কোন কূল নাই, কিনারা নাই, limitation (সীমা) নাই যাঁর। সেইজন্য বোধ হয় তাঁর নাম নকুল।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন। তারপর খাট থেকে নেমে এসে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে বললেন—দেখি চেষ্টা ক'রে ব'সে উঠতে পারি কিনা। ব'লে উবু হ'য়ে বসলেন। তারপর ওঠার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। আবার চেষ্টা করলেন, তাও হ'ল না। ব'সে পড়লেন। এই উঠতে না-পারায় তাঁর মন বেশ খারাপ হ'য়ে গেল। খুব আক্ষেপের স্বরে বললেন—কাম সারা হ'য়ে গেল। সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

কেষ্টদা ও প্যারীদা (নন্দী) এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের দুই হাত ধ'রে তুললেন এবং সান্ত্বনা দেবার মত ক'রে বলতে লাগলেন—ওরকম তো আমাদেরও হয়। ওতে মন খারাপ করার কী আছে !

শ্রীশ্রীঠাকুরের মন যেন মানছে না। বার বার বলছেন—না, এ একেবারে কাম সারা।

আজ সারাদিন ধরেই থেকে থেকে সকালবেলার ঐ ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে দুঃখপ্রকাশ করছেন।

২৭শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ১৩।১১।১৯৫৯)

খড়ের ঘর নির্ম্মিত হবার পর থেকে এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রিবাস করেন নি। ইদানীং ঘরের সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে। আজ থেকে তিনি এখানে রাত্রিবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই আজ আবার নতুন ক'রে শুভক্ষণ দেখে সকাল ৬টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর এই গৃহে প্রবেশ করলেন।

মনোমোহিনী ধামের পশ্চিমে আতর্থী হাউস। বাড়ীটি কেনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে পূজনীয় ছোড়দার বাসভবন নির্ম্মাণ করতে বলেছিলেন। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়েছে। বাড়ীটির নামকরণ করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর 'বিবেক-বিতান'। আজ বিবেক-বিতানে গৃহপ্রবেশের দিন।

সকাল সাড়ে ৬টার পরে পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাডসন গাড়ীখানি নিজেই নিয়ে এলেন। এই গাড়ীতে ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা যাবেন বিবেক-বিতানে।

সকাল ঠিক ৭টা ২০ মিনিটে পূজ্যপাদ বড়দা গাড়ী নিয়ে বিবেক-বিতানে প্রবেশ করলেন। গাড়ী থেকে নেমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভেতর দিকে কিছুক্ষণ এঘর-ওঘর এবং বারান্দা দিয়ে ঘুরে দেখলেন, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসলেন সামনের বারান্দায় তাঁর জন্যই আগে-থেকে-রাখা চৌকিখানিতে। তিনি এসে বসার পরে সবাই একে একে প্রণাম করতে লাগলেন।

খগেনদার (তপাদার) তত্ত্বাবধানে বিবেক-বিতানের নির্ম্মাণকার্য্য সবটা হয়েছে। তাই, এখন যে এসে প্রণাম করছে তাকেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—সব খগেনেরই কীর্ত্তি। ছ্যাখ্, দেখে আয়, খগেনকে ছ্যাখ্ চারদিক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি শুনে সবাই বাড়ীর ভিতর যাচ্ছেন। দোতলা, একতলা সব ঘুরেফিরে দেখছেন। খগেনদা কারো কারো সঙ্গে যেয়ে কোন্ ঘরের কেমন প্রয়োজনীয়তা তা' বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাড়ী দেখার যেন উৎসব পড়ে গেল। আশ্রমবাসিগণ প্রায় সকলেই এসেছেন আজকের এই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমি বলি, with all his defect (তার সমস্ত দোষ সত্ত্বেও) এটুকু করেছে তো!

সমস্ত বাড়ীটি তৈরী হয়েছে পূজনীয় ছোড়দার পরিকল্পনা মাফিক। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ সেইরকমই ছিল। ছোড়দা যেভাবে বলবেন, সেইভাবে বাড়ীর ও ঘরগুলির বিন্যাস হবে। খগেনদা তাই করেছেন। সেইজন্যেই যেন প্রভু আজ প্রীত হয়ে খগেনদার ঐ কৃতিত্বের কথা সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করতে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রীতি-উৎফুল্ল ভাব দেখে সবারই অন্তর হর্ষের দোলায় দোলায়মান। হাসিমুখে সবাই ভেতরে চলে যাচ্ছেন বাড়ীটি ভালভাবে দেখার জন্য।

ভেতর থেকে ঘুরে এসে এক-একজন এক-একরকম মন্তব্য করছেন। কেউ বলছেন, 'বাড়ীটা একটু উঁচু হ'লে ভাল হ'ত।' কারো কথা, 'বাড়ীর মধ্যে পায়খানা বড় বেশী হয়ে গেছে।' আরো অনেক রকম অভিমত। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় বললেন—বহু দোষ আছে। এর থেকে অনেক ভাল বাড়ীও আছে! কিন্তু খগেন যে এটুকু successfully (সাফল্যের সাথে) করেছে, এইটাই যথেষ্ট।

রাজেনদা (মজুমদার)—plan (পরিকল্পনা) ছোড়দার, execute (কার্য্যে পরিণত) করেছে খগেনদা।

মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরে ছোট করিস্ কেন? সে যেটুকু ভাল করেছে তাই ছ্যাখ।

এই সময় ডেকলাল (ভার্মা) এসে প্রণাম করল। তাকে বললেন দয়াল ঠাকুর—তোমাদের আমি যে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছি, অহঙ্কার-টহঙ্কার জলাঞ্জলি দিয়ে সেইভাবে যদি চল, তাহলে তোমাদের কী হয় তা' কওয়া যায় না।

তারপর আদর ক'রে বলছেন—আমি যদি তোরে এখানে-ওখানে টানি, তাতে তোর অসুবিধা হবে না তো?

ডেকলাল—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরে যদি গাল পাড়ি তাহলে খারাপ লাগবে না তো?

ডেকলাল—না, না।

এরপর শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রার্থনা জানালেন—এখানে ব'সে কিছু বললে হ'ত।

ঐ প্রার্থনার পর তুটি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

টাকার যত্ন কর্ বা না কর্
লোকের যত্ন ক'রেই চল্,
লক্ষ্মী-কেশব রইবে বাঁধা
বিভবে তুই র'বি অটল।

সৎপথে তুই চলবি অটল
ইষ্টসেবায় থাক্ পটু,
সকল গরল-মুক্ত হ'বি
সুধা হবে সব কটু।

কথায় কথায় বেলা সাড়ে আটটা হ'য়ে গেল। বিবেক-বিতানের ভিতরে-বাইরে লোক গম্‌গম করছে। আজ তুপুরে এখানে বহু লোকের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হ'চ্ছে। ভেতরবাড়ীতে রান্নার সোরগোল শোনা যাচ্ছে।

৮-৪০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ীতে এসে উঠলেন। চলে এলেন ঠাকুর-বাংলায়। এসে খড়ের ঘরে বসেছেন। বিবেক-বিতান নির্ম্মাণে খগেনদার কৃতিত্বের কথা বার বার বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ও (খগেনদা) তো আমারই ছাত্র। পি. সি. রায়ের মত অবস্থা আর কি! তার কত ছাত্র হয়তো অনেক বড় হয়েছিল। তবুও তার একটা আত্মপ্রসাদ। আমারও সেইরকম আত্মপ্রসাদ লাগছে। আর, বার বার ঐকথা বলতে ইচ্ছা করছে। বাড়ীও হয়েছে বিরাট।

ইতিমধ্যে শিবুয়া এসে প্রণাম করল। তাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, তোরে নিয়ে ঐ বাড়ী যেতে পারলাম না। আমি ঘুরে এসেছি। তোরে নিয়ে যেতে পারলে

ভাল লাগত। আমার সাথে অবশ্য ডেকলা গিয়েছিল।

এই সময় পদা-দা'র (দে) বাড়ীর মা এসে তাঁর সাংসারিক দুঃখের কথা নিবেদন করতে সুরু করেন। বলেন—মাসের মাঝামাঝি হতেই উনি বলেন, হাতে টাকা নেই। এখন আমি কী করি! ছেলেপিলেকে কী খাওয়াই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার রক্ত যতখানি আছে, তা' দিয়ে করতে আমি কসুর করি না। তুই একথা ক'স! সে যখন ওরকম কয়, তুই গিন্নী মানুষ, তুই ঠিক করতে পারিস্ না?

উক্ত মা—তাহলে আমি কী করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে এখন আমার ভিক্ষা করা লাগে। (নিজের পরনের কাপড় ধ'রে বলছেন) আমার এ কাপড়-জামার দামই বা কত হবে?

তারপর চুনীদার (রায়চৌধুরী) দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—তাহলে আমারে কিছু ভিক্ষা দাও। (আবার ঐ মাকে বলছেন) শোন, তোমার তফিল্ থেকে আমাকে দিলে তার এক ফল হয়। আবার, আমার ভিক্ষা-করা টাকা নিয়ে নিজেরা খেলে তার অন্য ফল হয়।

উক্ত মা—তাহলে আমি তা' নেব কেন? আমার যাতে ভাল হয় আপনি তাই বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এক কথা কই। কোন জায়গায় যেয়ে চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে ঐ মা চুপ ক'রে আছেন। তারপর দয়াল আস্তে আস্তে বললেন—আসল ধান্ধা হ'ল মানুষ। মানুষের অনুচর্য্যা যদি না কর, আর কেবল অফিসে চাকরী কর বা আনন্দবাজারে ব'সে ব'সে খাও, তাহলে আর পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, আসল কামের দিকেই যে আর লক্ষ্য থাকে না। এসব আমি যে কত বলেছি তার আর ঠিক নেই। লোকে ভাবে যে ঠাকুর ঐ একই কথা কয়।

এরপর ঐ মা প্রণাম করে চলে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আক্ষেপের স্বরে বলছেন—এই allowance (ভাতা) নেওয়া যে মানুষের কী সর্ব্বনাশ করেছে! আমি তখনই নিষেধ করেছিলাম। এতে মানুষগুলিকে একেবারে বসায়ে দেছে।

জনৈক ভাই—এখানে যাঁরা ব'সে থাকেন, তাঁরা টাকা না নিয়ে কী করবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের এখানে থাকাই উচিত না। আমাদের এই অফিস্ তো আর দশটা অফিসের মত না। সৎসঙ্গের অফিস্ মানে সকলের খোঁজ খবর নেওয়া—কে কেমন থাকে।

আজ দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের পরে পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীবড়মাকে নিয়ে মোটর-যোগে কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেলেন। দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই বিশ্রাম নিলেন আজ।

বিশ্রাম থেকে ওঠার পর অনেকে এসে আজ বিবেক-বিতানের খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দের গল্প করতে লাগলেন। বিকাল ৫টার আগেই পূজনীয়া বিজুমা তাঁর মেয়ে-জামাই ও নাতি নিয়ে এসে পৌঁছালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছিলেন। সামনের প্রাঙ্গণে ওঁদের দেখেই বললেন—যা, আগে ঘরে যা ওদের নিয়ে। কিন্তু ওঁরা আগে ঘরের ভেতরে এসে প্রণাম ক'রে তারপর ওঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের দিকে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—তুই ওদের একটু দেখিস।

বিশুদা ওঁদের সাথে-সাথে গেলেন।...বিকাল সাড়ে ৫টার পর পূজনীয়া প্রসাদী পিসিমা ও রাঙামা (ভূষণীমা) এলেন কলকাতা থেকে। তাঁরা এসে প্রণাম করতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিজু এসেছে, দেখাশুনা করিস।

এঁরাও চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাশি হয়েছে। সেইজন্য শরীরটা এখন দুর্ব্বল বোধ করছেন। সন্ধ্যার পর বেশ কিছুক্ষণ ঘুমালেন। তারপর উঠে ভোগ গ্রহণ করলেন।

২৮শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৪।১১।১৯৫৯)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। আজ সকালের দিকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর একটু খারাপ ছিল। বেলা উঠলে ভাল বোধ করছেন। সাড়ে আটটার পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। কথায় কথায় তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল পদার (দে) বৌ এসে আমাকে ধরেছিল, ঐ টাকায় তার চলে না। মানুষের যদি ওরকম চাহিদা থাকতে থাকে, তার যোগান দিতে পারবেন কেমন ক'রে? আমি ঐ যে একটা declaration (ঘোষণাপত্র) লিখেছিলাম, তাতে সবাই সই করবে, সেটা প্রবর্তন করতে হয়।

ইং ১৯৫৭ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর (শনিবার) সকাল আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ declaration (ঘোষণাপত্র)-টা দেন। "ইষ্টনিষ্ঠ হও—অনুচর্য্যা উছল হয়ে......" এইভাবে বাণীটির আরম্ভ। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং ঐ বাণীটির নামকরণ করেন "সপ্ত-ব্যাহৃতি"। ছাপা হয়েছে তাঁর চর্য্যা-সূক্ত নামক গ্রন্থে (১৬৪ নং বাণী)। বাণীর শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত কথা কয়টি যোগ ক'রে দিতে বললেন—

স্বতঃস্বেচ্ছ প্রণোদনায়

সানন্দচিত্তে

আমার অব্যবস্থ চলনের জন্য
শাসন, দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত
যাইই আপনি বিধান করবেন,
তাই আমি মেনে নিতে
বদ্ধপরিকর থাকলাম,
এবং এর জন্য
কারো কোন দায়িত্ব নেই,
সবরকম দুঃখ,
সবরকম দৈন্য,
সবরকম কষ্ট,
সবরকম পরিশ্রমের জন্য
আমি সবসময় সানন্দে প্রস্তুত থাকব।

ইতিমধ্যে জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ ঘোষণাপত্রটির কথা উল্লেখ ক'রে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—সেটা কোথায় ?

জ্ঞানদা—অফিসে আছে।

কেষ্টদা—এখানকার এইসব কর্মী সই করেছে তাতে ?

জ্ঞানদা—হ্যাঁ, সবাই।

কেষ্টদা—সে declaration-এর (ঘোষণাপত্রের) তো তাহলে কোন মানে হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে না করলে আর কেমন ক'রে হবে ? সোজা সত্যি কথা পরিষ্কার ক'রে বলে দেবেন, এর বেশি আমাদের পারার ক্ষমতা নেই। আবার, এও যে কখন বন্ধ হয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

কেষ্টদা—এখন যেসব মানুষ দিয়ে কাজ চলছে, advertise ক'রে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) এর থেকে efficient (যোগ্য) মানুষ আনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনা যায় তো আনেন। নতুবা শেষকালে হরিশ্চন্দ্র রাজার মত বৌ-ছাওয়াল বিক্রি করেন।

কেষ্টদা—অনেককে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কি জন্য এসেছিলেন। কয়, সে কথা ভুলে গেছি। এই ভুলে যাওয়াই দেখি majority (অধিকাংশ)।

এ কথার উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চৈতন্যদেব কোথায় যেন কীর্ত্তন করতেন। বোধ হয় শ্রীবাসের আঙ্গিনায়। তা ওখান থেকে, ফার্লং খানেক দূরে

লোকে একদল বেদে নিয়ে এসে বসালো। তারা সেখানে নানারকম খেলা দেখাতে থাকে। কীর্ত্তন ছেড়ে প্রায় সব লোক ঐখানে চলে গেল। মাত্র ৩ জন না ৫ জন থাকল। তখন চৈতন্যদেব বললেন, ঐ কয়জনই খাঁটি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যসহচর ছিলেন শ্রী শৈলজাশঙ্কর ব্রহ্মচারী। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ-মত তাঁকে ছড়ার বই "অনুশ্রুতি" পাঠানো হয়েছে। বই পেয়ে শ্রীযুত ব্রহ্মচারী যে পত্র দিয়েছেন সেই পত্রখানি এখন পড়ে শোনালাম তাঁকে। পত্রটি নিম্নরূপ

c/127 P and T Qrs.
Katal Road
Nagpur.
12.11.59

ভাই ঠাকুর!

তোমার ছড়ার বই 'অনুশ্রুতি' পাইয়া যে কত আনন্দ হচ্ছে তা আর সামান্য চিঠিতে কি জানাইব।

It is a mine of gold। আমি যত পড়িতেছি ততই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি। মাঝে ২ তোমার সেই পাবনার ২।১টা কথাও যখন ছড়ার ভিতর পাই তখন মনটা আনন্দে নাচিয়া ওঠে। কতদিন পাবনার কথা শুনি নাই। আর বোধহয় জীবনে শোনাও হইবে না।

তোমার 'ইষ্টভৃতি' এখনও বুঝিতে পারি নাই। তোমার ছড়ার বইয়ের ভিতরেও ১টা chapter এ-সম্বন্ধে আছে। কিন্তু আমার clear conception কিছুই হয় নাই। স্বস্ত্যয়নীর নিয়মগুলোই বা কি?…বইখানা আমি ১টা reading দিয়াছি। আরও ২।৩টা reading দেওয়ার পরে তোমাকে আরও কয়েকটা বিষয় জানাইবার জন্য চিঠি লিখিব। দয়া করিয়া উত্তর দিও। আমার অফুরন্ত সময়। তোমার বই নিয়াই আমার দিবারাত্রি কাটিয়া যাইতেছে। আমার ভালবাসা ও সভক্তি প্রণাম জানিও ও আশীর্ব্বাদ করিও।

ইতি—
তোমার বন্ধু
শৈলজাশঙ্কর ব্রহ্মচারী

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। ভক্তদের অনেকেই উপস্থিত। কথাবার্তা চলছে। এমন সময় বিজুমা এলেন। বললেন—আমি আপনার জন্য একটু সন্দেশ এনেছিলাম, খেয়েছেন?

দুই আঙ্গুলে অল্প দেখাবার ভঙ্গী করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটুখানি খেয়েছি। পেটই খারাপ। বেশি খেতেই পারি নে। তাছাড়া এখন আর মিষ্টির 'পরে অত লোভও নেই।

বিজুমা—আমি কাল সকালে যাব ভাবছি। অনুকা আর অমিয় বৌমা ও বড় খোকার সাথে দেখা ক'রে বুধবারে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই হবে। তাহলে ওটা নিয়েও যেতে পারবে।

বিজুমার মেয়ে, জামাই ও নাতির কোষ্ঠী শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত মশাইকে তৈরি করতে বলেছেন। সেই কোষ্ঠী নিয়ে যাবার কথা উল্লেখ করছেন। একটু পরে বিজুমা আবার বললেন—আপনি কি কলকাতার দিকে আর যাবেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর যাই নি riot-এর (দাঙ্গার) পরে।

বিজুমা—আপনার কি দেওঘরে থাকাই স্থির হল, না কোথাও যাবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা ক'তি (কইতে) পারি নে। এরা আবার আসানসোলে জমি দেখছে।

বিজুমা—সেখানেও কি আপনি যাবেন, না একটা branch (শাখা) মত হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরকম যদি পাঁচ জায়গায় থাকে তাহলে পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

বিজুমা—কত জায়গাতেই branch (শাখা) আছে। আপনি তো কোথাও যান না।

এরপর বিজুমা অনেকক্ষণ ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথা বললেন।

একসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'তোমারই গরবে গরব আমার, রূপবান তব রূপে', পুরুষ মানুষ যদি কয়, এরকমভাবে কইতে পারে আদর্শের দিকে তাকিয়ে।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হল্‌ঘরে এসে বসেছেন। একজন এসে এ্যাপোপ্লেক্সির (Appoplexy) ওষুধ চাইলেন। তাকে বললেন দয়াল ঠাকুর—ঘৃতকুমারীর পাতা ফিট্‌কারীর খই দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে ট্যাব্‌লেট করে খেতে হবে। তাছাড়া ঈষদুষ্ণ জলে মনাক্কা ভিজিয়ে এক চামচ ঝোলা (আখের) গুড় দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে খাওয়া ভাল। এতে general health-এর (সাধারণ স্বাস্থ্যের) উন্নতি হয়।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ হরিপদ সাহাদাকে পাঁচখানা মোহর জোগাড় করতে বললেন।

৩০শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ১৬।১১।১৯৫৯)

সকালে খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় বেশ রোদ্দ এসে পড়েছে। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি রোদে এসে বসেছেন। উপরে চালের সঙ্গে একটা পরদা লম্বালম্বি করে টাঙ্গানো, যাতে রোদ এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের ওপর না পড়ে। বারান্দার উত্তরে-দক্ষিণে এবং উঠানে ভক্তবৃন্দ কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা ব'সে আকুল নয়নে নিরীক্ষণ করছেন সেই প্রেমঘনবপু দয়াল ঠাকুরকে।

আজ সকাল থেকে কয়েকবার, শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকজনের কাছে ইংরাজী tradition শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। বলছেন—দ্যাখ্ তো, সংস্কৃত 'তর' বা 'তরণ'-এর সাথে ওর যোগ আছে কিনা।

কিন্তু ঠিক তেমন কোন সাদৃশ্য অভিধানে পাওয়া গেল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তা' বলার পরেও তিনি বলছেন—আমার মনে হয় tradition-এর মধ্যে তৃ অর্থাৎ তরণ আছে।

পরে বলছেন—বিভিন্ন ভাষায় বহু শব্দ আছে যেগুলোর stock (উৎস) একই। শুধু সেইগুলোই যদি বেছে বেছে ঠিক করা যেত তাহলে ভাষার মধ্য দিয়েই অনেক কিছু ক'রে তোলা যেত। আর, এ বুদ্ধি তো আমার আজ থেকে না। তোর বয়স এখন কত ?

আমি—উনত্রিশ চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ বয়সের ঢের আগের থেকে আমার এইরকম চলছে। যদি সব record (লেখা) থাকত, পরমপিতার দয়ায় কী কাম যে হ'ত!

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে চৌকিতে এসে বসলেন। ফোটাদা (অরবিন্দ পণ্ডা) কলকাতায় ফোন করেছিলেন সকালে। এখন এসে খবর জানালেন—কলকাতায় যেয়ে বড়মার শরীর একটু ভাল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Change (পরিবর্ত্তন) হলেই একটু ভাল হয়।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আপনারও মাঝে মাঝে জায়গার change (পরিবর্ত্তন) হ'লে শরীর ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা তো সে ব্যবস্থা করতে পার না।

এই সময় হাউজারম্যানদা এসে বসলেন। তাঁকে বললেন পরম দয়াল—এই ছাখ, whole Bible-এর (সমস্ত বাইবেলের) মধ্যে দেখলে দেখবি, সেখানে theory বা fiction (শুষ্ক নীতিবাক্য বা কল্পিত উপকথা) বলে কিছু নেই। আছে কর্ম্মের কথা—কর, কর, কর। কেবল কথাবাজি করে বেড়ানো কিন্তু education (শিক্ষা) নয়।

যা জান সেটা achieve (অধিগত) করা লাগবে। শুধু ধর্ম্মকথা বলা বা শোনা কিন্তু ধর্ম্ম করা নয়। ধর্ম্মের নীতিগুলো তোমার work out (কার্য্যে পরিণত) করে তুলতে হবে।

হাউজারম্যানদা—অনেকে বলেন, ধর্ম্ম করা মানে বিশ্বাস করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস আনতে গেলেও তোমাকে ঐ করার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

হাউজারম্যানদা—হয়তো কেউ সকালে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে, ভগবানের নাম নিয়ে বলল, ভগবান, আমাকে রক্ষা ক'রো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম কর মানে নম্ কর, আনতি নিয়ে চল তাঁর প্রতি। Do accordingly and have love (তদনুযায়ী কর এবং প্রেম লাভ কর)। ঐরকম চলা ও করা যদি না থাকে তাহলে ভগবানও সেখানে benumbed (নিষ্ক্রিয়) হয়ে থাকে।

হাউজারম্যানদা—বাইবেলে আছে, Seek and it will be opened unto you (অনুসন্ধান কর, ইহা তোমার নিকট বিকশিত হইবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Seek (খোঁজ করা) মানে কিন্তু actively seeking (সক্রিয়ভাবে খোঁজা)। আবার seek-এর (খোঁজার) মধ্যে skill-ও (দক্ষতাও) আছে। ধর, তোমার একটা পয়সা পড়ে গেছে, তাকে খুঁজছ। সেটা actively (সক্রিয়ভাবে) খোঁজ তো। কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সেখানে খোঁজ কর। তারপর seek (খোঁজ) করতে করতে পেয়েও যেতে পার।

হাউজারম্যানদা—অনেকে বলেন, তিনিই তো সব করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সব করেন মানে তিনি Providence (বিধাতা)। তিনি তোমাকে ধারণপালনী সম্বেগ দেছেন, যা দিয়ে তুমি বেঁচে আছ। সেই ধারণপালনী সম্বেগ যা করে, তিনিই তা করেন। ঐ সম্বেগই হল 'স্টীম' যা দিয়ে জীবন চলে। স্টীমের pressure (চাপ) কী অসম্ভব। এঞ্জিনের মধ্যে pressure (চাপ) থাকে, তাই সে অতগুলি গাড়ী টেনে নিয়ে চলতে পারে। চলার সময় এঞ্জিন কয়—ভস্ ভস্ ভস্। তার মানে কয়—অস্ অস্ অস্, অর্থাৎ বাঁচ বাঁচ বাঁচ। এই যে ধৃতি কয়। ধৃতি মানেই হ'ল upholding the existence (অস্তিত্বকে ধারণ করা)। এখন এই uphold (ধারণ) করবে কেমন করে, by action (কর্ম্মের দ্বারা) তো? না কি? Fiction (কল্পকাহিনী) ক'রে তো নয়?

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর ঋষি-শব্দের ধাতুগত অর্থ জানতে চাইলেন। বললাম, ঋষি শব্দের ধাতু ঋষ্ মানে আছে দর্শন, গমন, প্রাপণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে ঋষি মানে হল to see accurately, to go accurately and to do accurately (নির্ভুলভাবে দেখা, নির্ভুলভাবে চলা, নির্ভুলভাবে করা)। আর, ঐ যে seek-এর (খোঁজার) কথা আগে বললে তা হল seek the clue and have it to uphold your existence (তোমার অস্তিত্বকে ধারণ-পোষণ করার তুকটি অনুসন্ধান কর এবং প্রাপ্ত হও)। আমি শালা এমন মুখ্যু। এতগুলি পণ্ডিত আমার কাছে থাকে। কিন্তু আমার আর কিছু শেখা হল না। অবশ্য এটা একপক্ষে ভালই হয়েছে। এতে আমি আমার মত ক'রে ভাবতে পারি।

তারপর আবার tradition নিয়ে আলোচনা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Tradition (ঐতিহ্য) মানে হল to cross over (উত্তীর্ণ হওয়া)। আমি কই ওর মধ্যে সংস্কৃত তৃ আছে। কিন্তু ডিক্‌সনারিতে আছে দা-ধাতু। তাও হবে। কেমন? ধর, তুমি চলার পথে কোথাও আঘাত খেলে। তারপর মাথা খাটায়ে তার থেকে নিজেকে ত্রাণ করলে। এই ত্রাণ করার ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতাটা তোমার হল সেটা আবার সবাইকে দিলে। ঐ হল দান। এমনি করে tradition-এর (ঐতিহ্যের) সৃষ্টি হয়েছে। এই traditional trail (ঐতিহ্যগত ধারা) যদি ভেঙ্গে দাও তো সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আবার custom-এরও (প্রথারও) উদ্ভব tradition (ঐতিহ্য) থেকে। যে-custom (প্রথা) tradition (ঐতিহ্য)-অনুগ নয় তা বিপর্য্যয়েরই সৃষ্টি করে। যেমন ধর, একটা custom (প্রথা) সাবিত্রীব্রত করা। একজন হয়তো সাবিত্রীব্রত ক'রে উঠেই স্বামীকে ধরে বসান দিল। এদিকে কচ্ছে 'জয় মা সাবিত্রী দেবী, জয় মা সাবিত্রী দেবী, জয় মা সাবিত্রী দেবী' (মাথা নত করে দেখাচ্ছেন)। কিন্তু স্বামী ঘরে এসে হয়তো একটা দরকারী কথা বলতে চায় তখন তাকে মুখ ঝামটা দিয়ে কয়, (বিকৃত স্বরে রসালো ভঙ্গীতে) 'তোমার কথা এখন বাদ দেও। দেখছ না আমি পূজো করছি। এখন তুমি যাও।' এতে আর সাবিত্রীব্রত হয় না। তা করতে হ'লে সাবিত্রী যেমন করে চলেছিলেন সেইরকম হতে হয়।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—তাহলে custom (প্রথা) বলতে কী বোঝা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে চলনের ভিতর দিয়ে আমি একটা tradition-এ (ঐতিহ্যে) উপনীত হয়েছি সেটাকে nurture (পোষণ) দেওয়া, তাকে carry (বহন) করা। একবার তোমরা খুব বিপদে পড়েছিলে বৃত্রাসুরের আক্রমণে। তখন দেবতা অর্থাৎ দ্যুতিমান যারা, intelligentsia (বুদ্ধিজীবী) যারা, তারা ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে পালায়ে গেল। তারপর সেখানে তারা একত্র হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করল। করে ঐ দধীচি মুনির উরুর হাড় দিয়ে বজ্র বানিয়ে তাই দিয়ে বৃত্রাসুর নিধন করল।

ঐ যে দধীচি bone (হাড়) দিয়েছিল, মানে হচ্ছে দধীচি তার boon (আশীর্ব্বাদ) দিয়েছিল, অনুশাসনবাদ দিয়েছিল যে কী দিয়ে কিভাবে কী করা লাগবে।

অনিলদা (গাঙ্গুলী)—তাহলে কি traditionই custom-এর (ঐতিহ্যই প্রথার) জন্ম দেয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Customটা (প্রথাটা) tradition-কে (ঐতিহ্যকে) nurture (পোষণ) দেয়। Custom (প্রথা) তাই যাতে তুমি accustomed (অভ্যস্ত) হয়ে উঠেছ, যা তোমাকে carry (বহন) করে নিয়ে যায় ঐ tradition-এর (ঐতিহ্যের) পথে। Custom মানে হল প্রথা। প্রথার মধ্যে ঐ 'থা' আছে মানে থাকা আছে, অর্থাৎ যাতে tradition (ঐতিহ্য) জাগ্রত থাকে। এ বাদ দিয়ে আর যা সব করা হয় তা তো আর custom (প্রথা) না। যেমন কার্ত্তিকপূজায় হয়তো খুব পাঁঠা খাওয়ার রেওয়াজ আরম্ভ করল। কিন্তু যে যে গুণে তিনি কার্ত্তিক হয়ে উঠেছেন তা আর করা হয়ে ওঠে না। আবার দেখ, হনুমানের পূজা করে লোকে। সত্যি যদি হনুমানের গুণ নিয়ে পুজা করত, মানে তাঁর গুণের অনুশীলন করে চলত, তাহলে অন্তত ২০/২৫টি হনুমান আজ দেশে থাকতই।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—দেশে আজ এত প্রথা হয়ে গেছে যে কোন্‌টা করব তাইই এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা তো হবেই। আপনারা যত কাঁচা হবেন, তত ঐ আবোল-তাবোলগুলি বেড়ে যাবে। আর যত শক্ত থাকবেন, প্রথাগুলিও তত ঠিক থাকবে। এই ধরেন, চুনীর বউ হয়তো সাবিত্রীব্রত করছে। তখন চুনী যেয়ে এক গ্লাস জল চাইল। ব্যস্‌ ও লাগায়ে দিল ঝগড়া, তারপরে হয়তো এক চড়ই লাগায়ে দিল। তখন চুনীও লাগাল। এ কি প্রথা ? পচাল পেড়ে হবে কী ? হাতে কলমে করেন। করে মানুষকে দেখান।

এই সময় ডেকলাল (ভার্মা) এসে প্রণাম করল। সম্প্রতি ও একজন পণ্ডিতজীকে যাজন করে এনে অনিল গাঙ্গুলীদার কাছে দীক্ষিত করেছে। ডেকলালকে দেখে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর ?

ডেকলাল—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণ্ডিতজীকে মাঝে মাঝে ঐ অনিলবাবুর কাছে নিয়ে এসো। সব জিনিসগুলো ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে তো। আর এটা তোমার duty (কর্ত্তব্য)। তুমি যাজক।

আবার পূর্ব্ব সূত্র ধরে আলোচনা চলল। স্তব-স্তুতির প্রসঙ্গ উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর

বললেন—স্তব-স্তুতি মানে কয় মনে-মনে আওড়ানো বা মুখে পাঠ করা, তা নয় কিন্তু। ঐভাবে করা চাই। সেইরকম কীর্ত্তন মানে যে শুধু বসে গান শুনলাম, আর ভাবের ঘোরে 'আহা, আহা রে! গৌর, গৌর আমার!' (দু'হাত তুলে বড় সুন্দর ভঙ্গীতে দেখাচ্ছেন) এই করে গেলাম, তাতে হয় না। গৌর যা করেছেন বা করতে বলেছেন তার কিছু কর। ঐ যে জেম্‌স্‌ তার বইতে লিখেছে তুমি একটা ভাল থিয়েটার দেখে আসলে। আসার পথে গাড়ীতে অন্ততঃ একজনকে জায়গা ছেড়ে দাও। একজন শীতে কাঁপছে। তোমার সিগারেট থেকে একটা সিগারেট অন্তত তাকে 'অফার' কর। ঐ হল প্রথা। ঐটা maintain (রক্ষা) কর।

একটু আগে পূজনীয়া প্রসাদী পিসিমা এসে বসেছেন। এখন তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই, তুই রে'কে (হাউজারম্যানদাকে) ডাল রাঁধার process (নিয়ম) শিখিয়ে দিতে পারিস?

পিসিমা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতদাকে (ভট্টাচার্য্য) হলুদের গুণাবলী দেখতে বললেন। 'দ্রব্যগুণ' বই থেকে পণ্ডিতদা হলুদের গুণ পড়িয়ে শোনালেন।

ক্ষিতীশদা (দাস) এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে বললেন দয়াল—চেরী গাছ কোথায় কোথায় লাগাবি নি?

ক্ষিতীশদা—দেখছি। জামতলাতেও লাগাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ ভাল করে। চারিদিকে একেবারে চেরী-ফরেস্ট্‌ যাতে করে দিতে পার। মনে মনে কল্পনা করে নাও—চারিদিকে চেরী গাছ, সুন্দর ফুল ফুটে আছে। আর, তুমি তার তলা দিয়ে যাচ্ছ। কোথায় কোন্‌টা লাগালে তোমার এরকম ভাল লাগতে পারে, চিন্তা ক'রে নিও।

ক্ষিতীশদা—আমার labour (শ্রমিক) কম হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনও না থাকলে কী করতে? তুই তো চ্যাংড়া মানুষ (ছেলে-মানুষ)। আমি তোর থেকে কত বুড়ো। আমার পা দুখানা যদি ঠিক থাকত তাহলে দেখতিস কী করতাম।

ক্ষিতীশদার মুখে আর কথা নেই। সলজ্জ হেসে তিনি কাজের দিকে গেলেন।

সুশীলামা (হালদার) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিম্নস্বরে কিছু বলছিলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যাকে ভালবাসি তাকে দিই নে। আর যাকে দিই, তার মানে সেখানে আমি কাবু হয়ে গেছি।

সুশীলামা—আপনার ভালবাসা থাকলেই তো হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভালবাসা কি মানুষ বোঝে ?

সুশীলামা—অনেকে বলে, আপনি যাদের দেন তাদের পাওনা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওনা আছে মানে ঐ। অলস, অবশ, নিথর হয়ে গেছে তারা।

এই সময় মনোহর মিস্ত্রীদা এসে বললেন—আমাকে ১৩০ টাকা ক'রে দেওয়া হত। এখন বাড়ী ভাড়া যদিও ১০ টাকা কমেছে, তবুও আমার ইচ্ছা আমাকে ঐ ১৩০ টাকাই দেওয়া হোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা তো হ'ল। কিন্তু তুমি আমার কাছ থেকে কত পাও তার তো হিসাব করলে না। আমার দিকে তো তাকালে না।

বেলা দশটা বেজে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হল। এবারে উঠবেন। এই সময় জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কিছুক্ষণ প্রাইভেট কথা বললেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন।

১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১৭।১১।১৯৫৯)

আজ দুপুর বেলা একটার পরে পরমপূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীবড়মাকে নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের পর উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর সে-খবর শুনলেন এবং ওঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

সন্ধ্যার পর পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। হাউজারম্যানদা, যোগেনদা (সিং), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ অনেকে আছেন। আশ্রমের কর্ম্মীদের সম্বন্ধে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বলি, এখানে যারা থাকবে, তাদের ভাত-কাপড়ে যা লাগে তাইই দাও। তার বেশী না। তা না হলে, কেবল তোমার পেটের ভাতের জন্য তুমি ঠাকুরের কাছে এসে চাকরী করবে, এটা হল যে-পথে চলা উচিত তার একেবারে উল্টো। ধর, তোমার দ্বারা আমার খাওয়া চলছে। আজ তোমাকেই যদি আমি pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) করে দিই তাহলে আমি খাব কী? কয়েকদিন থেকেই আমি কচ্ছি, সবাই মিলে আনন্দবাজারে খাও, যেমন পাবনায় ছিলাম আমরা। এখন আরো অসুবিধা হয়েছে কি! আমি static (অচল) হয়ে গেছি। আগের মত যদি নড়তে-চড়তে পারতাম তাহলেও হ'ত। এখন আমার এই অবস্থা দেখে যদি তুমি ভাব—ঠাকুর বুড়ো হইছে, কবে মরে যাবে নে, এই সুযোগে যা পারি বাগায়ে নিই, তাহলে তো তোমার কাম একেবারে সারা। আবার, এই সব মনোভাবের মধ্যে পড়ে যারা selfless worker (নিঃস্বার্থ কর্ম্মী), কাজ করতে চায় যারা, তারাও করার ফাঁক পায় না।

৩রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৯।১১।১৯৫৯)

সকালে খড়ের ঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর খবরের কাগজের প্রধান প্রধান খবরগুলি শুনছিলেন। একটা খবর ছিল, পশ্চিমবঙ্গ নামটি পালটে শুধুই 'বঙ্গ' নাম রাখার একটা প্রস্তাব উঠেছে। তা শুনে দয়াল বললেন—'পশ্চিমবঙ্গ' নাম রাখাই ভাল। 'পশ্চিম' কথাটা উঠানো ভাল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—শুধু বঙ্গ নাম থাকলে ক্ষতি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে একেবারে Sentimental disconnection (ভাবগত বিচ্ছেদ) হয়ে যায়। আগে যে একটা অংশ একত্র ছিল, এখন নেই, সেটার বোধ আর থাকে না।

খড়ের ঘরের সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীশ্রীবড়মার থাকার জন্য স্বল্পপরিসরের একটি ঘর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে নির্ম্মিত হয়েছে। আজকাল দুপুরে ও রাতে শ্রীশ্রীবড়মা সেখানেই বিশ্রাম ও শয়ন করেন। আজ তাঁর একটু জ্বর হয়েছে। টেম্পারেচার সাড়ে ৯৮। শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তিত আছেন।

বিকালে হাউজারম্যানদা আসার পরে দয়াল অনেকগুলি ইংরাজী বাণী দিলেন। ভগবান যীশুর বিষয়ে আলোচনা চলছিল। কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Christ নিজেই fire (খ্রীষ্ট নিজেই অগ্নি), কারণ তিনি evil (অসৎ)-গুলিকে পুড়িয়ে মারেন। He is the spirit which is exposed in material embodiment with conscientious co-ordination (তিনি সেই মহাশক্তি যা বিবেকী সমন্বয়-সহ বাস্তব মূর্ত্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে)।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এঁরা যুদ্ধ করলেন, কিন্তু ক্রাইস্ট বা বুদ্ধ যুদ্ধ করলেন না। তাহলে এঁরা সবাই তো এক নন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বলা আছে according to ages (যুগ-অনুপাতিক)।

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে মেলা বসেছে মিত্র লজে। প্রতি বছরেই এই সময়ে মিত্র লজের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনই চলতে থাকে। সন্ধ্যার পর মেলাস্থানের মাইকের নানারকম চীৎকার ও ক্রীড়া কৌতুকের শব্দ উচ্চগ্রামে ভেসে আসতে থাকে। আজও যথারীতি ঐসব শোনা যাচ্ছে।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ২০।১১।১৯৫৯)

পূজ্যপাদ ছোড়দা সপরিবারে বড়াল-বাংলোর দোতলায় বাস করছিলেন। তাঁদেরই থাকার জন্য 'বিবেক-বিতান' নির্ম্মিত হয়েছে। ওখানকার ঘর-দুয়ার সব গোছানো-

সাজানো হয়ে যাওয়ার পর আজ পূজ্যপাদ ছোড়দা তাঁর পরিবারস্থ সকলকে নিয়ে বিবেক-বিতানে গমন করলেন।

আজ সন্ধ্যার পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে কয়েকটি ছেলে এসেছে। তারা শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন করবার পর তাঁর সাথে নানা বিষয়ে কথা বলছে। পরিবেশ সম্পর্কে কথা উঠতে একজন বলল—পরিবেশের উপর তো হাত থাকে না আমাদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশের উপর যদি আমাদের হাত না থাকে, তাদের যদি nurture (পোষণ) না দিই, তাহলে আমাদের interest hamper করে (স্বার্থ ব্যাহত হয়)। মা-বাবা-ভাই বন্ধু সবই আমার পরিবেশ। আমরা পরিবেশে জন্মি, পরিবেশ থেকেই nurture (পোষণ) পাই, পেয়ে বেঁচে থাকি। আবার পরিবেশেরও প্রত্যেকে চায় 'আমি বেঁচে থাকি, আমি ভাল থাকি'। নিতান্ত পাগল না হলে আর এর ব্যত্যয় হয় না। চোর যে চুরি করে, সেও চায় 'চুরি করে আমি যেন ভাল থাকি।'

প্রশ্ন—পরিবেশের জন্য যদি কেউ ডুবে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশকে nurture (পোষণ) না দিলে ডুব্‌বই। সেইজন্য পরিবেশের existential upholdকে (সাত্বত ধৃতিকে) আমার nurture (পোষণ) দিতে হয়।

প্রশ্ন—বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোমার জন্য কিছু করব না, অথচ তোমার পকেট হাতাতে চাই, তা কি তোমার ভাল লাগে?

প্রশ্ন—পরিবেশকে কি overcome (জয়) করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার হৃদয় জয় করতে পার, তাকেই জয় করা যায়। তা না করে শুধু গোলাগুলি বা বারুদ দিয়ে সবসময় হয় না। গোলাগুলি বারুদ দিয়ে একটা resistance (প্রতিরোধ) সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু তার আবার একটা reaction (প্রতিক্রিয়া) হয়।

প্রশ্ন—সবসময় কি হৃদয় দিয়ে জয় করা সম্ভব হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হওয়া উচিত। আবার, আমাদের weakness (দুর্বলতা) থাকে বলে হয় না।

প্রশ্ন—ভাল করতে গেলে তো লোকে আমার ক্ষতিও করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ভাল করতে গেলেই নিজে সাবধান থাকা লাগে।

প্রশ্ন—পরিবেশকে avoid (বর্জ্জন) করা যায় কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশকে avoid (বর্জ্জন) করতে চাইলে education (শিক্ষা) নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—এখন যে আধুনিকতা সমাজে এসে গেছে, এ কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা বুঝি না। আমি বুঝি, আমাদের tradition, culture (ঐতিহ্য, কৃষ্টি), যা আমরা inherit করেছি (উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি), তার উপরে যদি না দাঁড়াই—পূর্ব্বপুরুষগণ যা লাভ করেছিলেন সংঘাতের ভিতর দিয়ে, tussle-এর (সংঘর্ষের) ভিতর দিয়ে, traumaর (আঘাতের) ভিতর দিয়ে, সেই তার উপরে যদি না দাঁড়াই তাহলে এগালে এক চড়, ওগালেও আর এক চড় খেতে হবে।

প্রশ্ন—কিন্তু সেগুলি জান্‌ব কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমাদের জীবনে Master Lord-এর (দক্ষ চালকের) দরকার, যাঁকে ধরে আমরা জীবনের balanceটাকে (সমতাটাকে) maintain (রক্ষা) করতে পারি। যাই করি, আমাদের traditionটাকে (ঐতিহ্যটাকে) যদি ছিঁড়ে দিই, তাহলে কিন্তু গেছি। ও কোন ফষ্টি-নষ্টি খাটবে নানে আর। আর, ছেঁড়া মানে কিন্তু কেটে ফেলা। মাগুর মাছ দেখেছ না? লেজ কেটে দিলেও বেঁচে থাকে। কিন্তু তাও দু'এক দিন। তারপর ম'রে যায়। Tradition-এর (ঐতিহ্যের) লেজ কেটে দিলেও ঐরকম হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসঞ্চয় কি করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমেই তোমার বাঁচার জন্য যা দরকার তাই করবে। তারপরেই করবে পরিবেশের জন্য।

প্রশ্ন—অনেকে বলেন, অর্থলোভ ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একরকম আছে চোর-ডাকাত। তাদেরও অর্থের প্রতি লোভ আছে। সে ভাল না। কিন্তু এই যে গাছপালা, মানুষ-গরু, যা আমার পরিবেশ, তাদের থেকে পোষণ পেয়ে আমরা বাঁচি। এদের বাঁচানো লাগবে। আর, সেজন্য অর্থের দরকার হতে পারে। সেটা লোভ না।

প্রশ্ন—আপনি বললেন, পূর্ব্বপুরুষের ঐতিহ্য মানার কথা। আমার বাবা যদি খারাপ হন তাহলেও কি আমি তাঁকে মেনে চলব? ভাল হওয়ার চেষ্টা করব না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার existence-এর support-এ (অস্তিত্বের সমর্থনে) যা কিছু তাইই পালন করবে। আমার কথা হল example is better than precept (উপদেশের চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল)। তুমি আগে হও। তুমি লেখাপড়া

শিখছ। হয়তো ইঞ্জিনিয়ার হবে বা আরো কত কী হবে, আশা আছে। কিন্তু আমি তো ড্রয়িং করতেই পারি না। এরকম হলে আর কী হবে? আমার মত হবে। আমি দেখি, আমি তো লেখাপড়া শিখলাম না। এখন পরিবেশ ছাড়া আমার আর গতি নেই। তোমরা আমার মত হও তা তো আর বলতে পারি না। তোমাদের কাছ থেকে মানুষ কত পাবে! তবে তোমাদের কাছে এসে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যাক, তৃপ্ত হয়ে যাক, সম্বৃদ্ধ হয়ে উঠুক, এ দেখতে ইচ্ছে করে। পরিবেশ যেন তোমাদের কাছ থেকে elixir of life (জীবনের অমৃতরস) পায়। তোমাদের যে প্রফেসর আছেন, তাঁর উপরে সশ্রদ্ধ adherence (অনুরক্তি) যার যত বেশী, তাঁর বিরক্তি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য যার যত প্রখর, তার লাভও তত বেশী। সে বাড়েও তত ব্যাপকভাবে।

এরপর দয়াল দক্ষিণ করতল প্রসারিত করে পান চেয়ে বললেন—দেও, পান দেও।

ঐ ছেলেরা এখন প্রণাম ক'রে উঠে গেল। মায়া মাসীমা কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিছু আগে তিনি এসে পৌঁছেছেন। রাত ৭-৪৫ মিনিট। জ্ঞানদা, হাউজারম্যানদা প্রমুখ আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় হাতখানা রেখে হাতের উপর মাথা দিয়ে কাত হয়ে আছেন। এক যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তিতে বলছেন—মানুষ করে কী! তার নিজের মত ক'রে আমাকে ব্যবহার করতে চায়। তাতে হয় আমার যন্ত্রণা। কিন্তু যদি আমি যেমন চাই সেইমত অর্থাৎ আমার মতন করে আমাকে ব্যবহার করত তাহলে আমারও অসুবিধা হত না, তারও অসুবিধা হত না। এই যে টাকা-টাকা করে সকাল থেকেই। দিনের মধ্যে কতবার যে আমার এই টাকার জোগাড় করতে হয় তার ঠিক নেই। টাকা-টাকা করেই আমাকে খেয়ে ফেলালো।

শ্রীশ্রীবড়মা পাশের ছোট ঘরখানিতে আছেন। মাঝে মাঝে তাঁর কাতরানি শোনা যাচ্ছে। রাত আটটায় জ্বর ১০০·৪। শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তারদের দেখলেই জিজ্ঞাসা করছেন, "এখন কেমন আছে? কী ওষুধ দিলি?" পূজ্যপাদ বড়দা মাঝে মাঝেই আসছেন এবং শ্রীশ্রীবড়মার ওষুধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা দেখেশুনে করে যাচ্ছেন। তারপর যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সব কথা নিবেদন করে যাচ্ছেন।

৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ২২।১১।১৯৫৯)

গতকাল সারাদিনই শ্রীশ্রীবড়মার টেম্পারেচার ১০১ ডিগ্রীর উপর ছিল। আজ সকালে ১০০ হয়েছে। মাথায় যন্ত্রণা আছে। প্রাভাতিক প্রণামের পরে পূজ্যপাদ

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বড়দা শ্রীশ্রীবড়মাকে দেখে এবং ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা ক'রে চলে গেলেন। ভক্তগণও একে একে এখন স্ব স্ব কর্মস্থলে যাচ্ছেন। কালীষষ্ঠীমা উঠছেন, বাড়ী যাবেন। তাঁর দিকে লক্ষ্য পড়তে শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন—কিরে, তুই পালাস নাকি?

কালীষষ্ঠীমা—সাড়ে ছয়টা বাজে। এখন যাই।

কিন্তু উঠতে যেয়েও আবার বসলেন। গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে রঙ্গ করে বলেছিলেন—নরমে থাকবি ডাঁট

তবেই তো তোর আঁট।

সেই কথা উল্লেখ করে কালীষষ্ঠীমা বললেন—আপনি তো ডাঁট রাখতে বলেছেন। কিন্তু সংসারে এ একরকম কবি তো ও আর একরকম চলবি। কথা কেউ শোনে না। আর আমিও এমন জড়ায়ে পড়িছি—

কথা শেষ করতে না দিয়ে রসিকশেখর শ্রীশ্রীঠাকুর কণ্ঠস্বরে রসের তরঙ্গ তুলে বলে উঠলেন—ঐ যে কী আছে,

না বুঝে খেয়েছি ওল
ঠাকুরঝি গো তেঁতুল গোল্।

তোর হইছে তাই।

কালীষষ্ঠীমা—যা কইছেন।

হাসির হুল্লোড়ে ঘর ভরে গেল। কালীষষ্ঠীমা চাদরখানি গায়ে টেনে আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন—জ্ঞান দাসের ডিকশনারি আপনি কত বছর আগে আনিছিলেন?

সুশীলদা—প্রায় চল্লিশ বছর হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাণীর জন্য আপনি আনিছিলেন। কিন্তু ঐ বইখানিই আমার way out (রাস্তা বাহির) করে দেয়। ধাতু এবং ধাতুগত অর্থ পাই ঐ বইখানির মধ্যেই।

ইতিমধ্যে রাণীমা এসে দাঁড়ালেন। তাঁকেও শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ কথাগুলি বললেন। রাণীমার খুব অসুখ গেল। এখন একটু ভাল আছেন বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন সাবধান হয়ে থাকিস।

তারপর নিজের হাত-পা দেখিয়ে বলছেন—আমার হাত-পার জোর কমে না গেলে বোধ হয় আমি কাবু হতাম না।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—কয়েকদিন একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসলে চেঞ্জ হয়, শরীরও ভাল হয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো সে উপায়ই নেই।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—ভুমকা বেশ ফাঁকা আছে। সেখানে যাওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুমকায় আর যেতে ইচ্ছে করে না। মহেশ্বরবাবু মারা গেলেন। অমনতর দরদ। একটা বান্ধব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় বেশ রোদ এসে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের চৌকি থেকে উঠে এসে ঐ রোদে-পাতা বিছানায় বসলেন। একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীবড়মাকে নিয়ে এখানে এলেন। পূজনীয় ছোড়দার জ্যেষ্ঠা কন্যা উমারাণীর বিবাহ সামনে। বিবাহের জিনিসপত্র যা যা কেনা হয়েছে সেগুলি এখন শ্রীশ্রীবড়মা আনিয়ে দেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। দেখানো হয়ে গেলে পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—মাকে দালানের ঐ পূবের ঘরে নিয়ে যাই। ওখানে রোদ-বাতাস ভাল পাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতি জানালেন। পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীবড়মার হাত ধ'রে আস্তে আস্তে নিয়ে গেলেন ঐ ঘরে।

বিকালে শ্রীশ্রীবড়মার টেম্পারেচার আবার ১০১°৪-এ দাঁড়ালো। থেকে থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিচ্ছেন। রাতে ননীদা (মণ্ডল), সূর্য্যদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ ডাক্তারগণ শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে আছেন। তাঁদের সাথে কথা-প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—দেখ, আমি তোমাদের কই, কোন্ কোন্ রোগের কী কী prominent (প্রধান) লক্ষণ, সেগুলি ঠিক করে ফেল। ঠিকমত discern (নির্দ্ধারণ) কর। প্রত্যেক রোগেরই কয়টা প্রধান লক্ষণ আছে। Trunk of the disease (রোগের গোড়া) যদি মিলিয়ে ঠিক করতে পার, তখন এ্যালোপ্যাথিক দাও বা হোমিওপ্যাথিক দাও, ঠিক কাজ করবে। আমি এ্যালোপ্যাথিক ওষুধও হোমিও-প্যাথিক ডোজে দিয়েছি। হয়তো এক ডোজ ওষুধ দশ দাগ করে ছয় দাগ খাওয়াবার ব্যবস্থা দিলে, আর চার দাগ ফেলেই দিলে। রোগের characteristics-এর (চরিত্র-লক্ষণের) সাথে যদি মিলে যায় তাহলে এক্কেবারে অব্যর্থ ফল। নতুবা, এও হতে পারে, ও-ও হতে পারে,—এটা এখন দেখছি, ওরকমটাও হতে পারে,—ওসব কী। ওতে, পাকা হওয়া যায় না, বুদ্ধিও খোলে না।

৭ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ২৩।১১।১৯৫৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। আর চারদিন পর পূজনীয় ছোড়দার প্রথমা কন্যা উমারাণীর বিবাহ। শ্রীশ্রীবড়মা এখনও সুস্থ হলেন না। সেইজন্য

শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই চিন্তিত। বারে-বারে সেকথা বলছেন। আজ সকালে শ্রীশ্রীবড়মার টেম্পারেচার ৯৯·৬। ডাক্তাররা প্রায় সবাই কাছাকাছি আছেন। রোগ ঠিকমত নির্ণয় করা সম্বন্ধে দয়াল ঠাকুর ডাক্তারদের বলছিলেন—তোমাদের যেখানে doubt (সন্দেহ), সেখানে doubly (দুইবার ক'রে) দেখো। নতুবা fluctuating (উলটো-পালটা) হয়ে যেতে পারে।

একটু পরে গিরিশ পণ্ডিত মশাই এলেন। তাঁকেও বললেন—বড় বৌয়ের জ্বর তো সারে না।

মোহর বা গিনি কোন্‌টাতে সবটুকু সোনা তা নিয়ে গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেক কথা হয়ে গেছে। কেউ বলছিলেন মোহরের সবটাই সোনা, কারো মতে গিনিও সোনা দিয়ে গড়া। নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্ট সাউদাকে বলেছিলেন—তুই কাল ঠিকমত জেনে আসবি তো। এখন বেলা দশটার পরে কেষ্টদা এসে জানালেন—মোহরে পাকা সোনা। খাদ নেই। গিনিতে খাদ থাকে।

শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

দেখেশুনে বুঝ পরখে
বাস্তবতায় বাজিয়ে নিস্,
পরখটা তোর নিখুঁত হলে
তেমনটি যা তাই বলিস্।

এই সময় একটি চিঠির কথা জানালাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে। একটি ছেলে তাঁকে লিখেছে —বর্তমানের শিক্ষা আমাদের চাকুরীলুব্ধ করে তোলে। সত্তাবিরোধী এ শিক্ষা। এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি কি ?

উত্তরে দয়াল বললেন—সব শিক্ষাই গ্রহণ কর নিজের ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে। আর শিক্ষা যেন শিক্ষার জন্য হয়। চাকুরীলুব্ধতা যেন না থাকে। থাকলে শিক্ষা হবে না। ঐতিহ্য ও তদনুগ আচরণ মেনে চলাই ভাল।

অনিল গাঙ্গুলীদা এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকেন। লোকজন এলে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন, দেখাশুনা করেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই অনিলের মত একটা মানুষই আমি দেখি নে। কত কথা হয়, কত কী করতে পারে। কিন্তু এখনও ওর student like attitude (ছাত্রসুলভ মনোভাব) আছে।

বিকালে শ্রীশ্রীবড়মার টেম্পারেচার ১০০-এর উপরে ওঠে। কিন্তু রাত ৯টার সময় আবার কমে ৯৮·৬ ডিগ্রীতে দাঁড়ায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বারংবার খোঁজ নিচ্ছেন—এখন কী করছে, কী বলছে, জ্বর কত, ইত্যাদি বলে।

৮ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ২৪।১১।১৯৫৯)

আজ প্রাতে হাতমুখ ধুয়ে এসে বিছানায় বসেই শ্রীশ্রীঠাকুর পর পর কয়েকটি ছোট ছোট ছড়া দিলেন—

যোগের ভূমি কী ?
ইষ্টনিষ্ঠায় এমনি নিনড়
ব্রহ্মত্বটা হাতে দিলেও
তাকেও বলে ছি।

কথায় অটল, কাজে টলে,
যুক্ত সে নয়, সে টল্‌মলে।
নিষ্ঠাবিহীন রতিপ্রবল
আড়ম্বরের লোক সে কেবল।
মানের দরদ, প্রাণের নয়,
ব্যত্যয়ী সে, রাখিস্‌ ভয়।

তারপর পরমপূজ্যপাদ বড়দা এলেন। প্রাতঃকালীন প্রণাম হয়ে গেল। প্রণামের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন টেম্পারেচার কত ?

পূজ্যপাদ বড়দা—৯৭·৮।

বলে আবার শ্রীশ্রীবড়মাকে দেখতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ঘুরে এসে বললেন—টেম্পারেচার আবার একটু বাড়ল। এখন ৯৮·২।

আজ তাম্বুর পূবদিকের ছাউনিতে শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে যেয়ে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। একটু পরে খড়ের ঘর থেকে উঠে এখানে এলেন। বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) দেখে বললেন—বীরেনদা, শোনেন তো এই ছড়াগুলি কেমন হয়েছে।

পূর্ব্বলিখিত ছড়াগুলি পাঠ ক'রে শোনালাম। বীরেনদা আনন্দ প্রকাশ করে বললেন—খুব ভাল হয়েছে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ছড়া দিতে থাকেন পর পর।—

আচার্য্যনিষ্ঠ কে ?
স্বর্গনরক তুচ্ছ করে
সেবাপটু যে।

তবে প্রণয় আছে কার ?
দরদভরা উজল বুকে

দীপ্ত ভজন যার।

দীক্ষা তবে কেমন?

অনুশীলনে প্রাজ্ঞ হয়ে

দক্ষতা যেমন।

ভণ্ড তবে কে?

স্বার্থসেবা করে যে জন

অন্যকে ভাঁড়ায়ে।

৮-৬ মিনিট পর্য্যন্ত একটানা এইরকম ছড়া বলে থামলেন পরম দয়াল। ৮-১৭ মিনিটে উঠে খড়ের ঘরে এসে বসলেন। এখানে এসে বসেছেন মেজকাকা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুণীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বঙ্কিমদা (দাস), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ। কথাবার্ত্তা চলছিল। এইসময় ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) ও ডাঃ ননীদা (মণ্ডল) এসে বললেন—বড়মার জর এখন ৯৬·৮। থার্মোমিটার পাঁচমিনিট রেখে দেখা হয়েছে।

শুনে দুহাত কপালে তুলে নমস্কার করে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে বলে উঠলেন—জয়গুরু জয়গুরু। (তারপর ডাক্তারদের বললেন) তোমাদের অভিব্যক্তি ভাল। হাতটাত নেড়ে ঠিকভাবে বলতে পারছ।

ডাক্তাররাও আনন্দিত মনে বেরিয়ে গেলেন। এরপর কেষ্টদা justice (ন্যায়-বিচার) সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Justice (ন্যায়-বিচার) ঠিক করে কতটা control (নিয়মন) করব, কতটা করব না, for others (অপরের নিমিত্ত) কতখানি control (নিয়মন) করা উপযোগী। যেখানে যেটা just (উপযুক্ত), সেখানে সেইটা করাই হল Justice (ন্যায়বিচার)। যে সে মনে করলে হবে না। সুফল পাওয়ার জন্য যা করে। নিষ্ফল করার জন্য কিন্তু নয়। আমরা অনেক করাই নিষ্ফল করি। কাজে ব্যয় অনেক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের conscious consideration (চেতন বিবেচনা) কিছু নেই। খরচ হয়ে যাচ্ছে অনেক। আমরা যদি মিতব্যয়ী হতে চাই তাহলে out and out (সম্পূর্ণ-ভাবে) just (ন্যায়পরায়ণ) হওয়া লাগবে।

পূজনীয় ছোড়দা সামনের উঠান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের দিকে। তাঁকে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, তোর কী হইছে রে?

পূজনীয় ছোড়দা—মাথা ধরা-ধরা মতন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধানে থাকিস্, অসুখ না হয়ে পড়ে। কী খাবি নি?

পূজনীয় ছোড়দা—ভাতই খাবানে। ও সা'রে যাবে নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস্।

মনুসংহিতার কথা আমাদের সঙ্গে খুব মেলে—কেষ্টদা এই কথা বলতে দয়াল ঠাকুর বললেন—মনুর যে সব commandment (অনুশাসন) তার কয়েকটি আমাদের support-এ (সমর্থনে) আসে না। যেমন হাত-পা কেটে দেওয়া, এইসব দণ্ড। তবে অন্যায় করলে তার প্রায়শ্চিত্ত দরকার, এটা বোঝা যায়।

ডাঃ ননীদাকে সামনে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার শ্রীশ্রীবড়মার কথা জিজ্ঞাসা করলেন—কী দেখলি?

ননীদা—ঐ যে বলে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় যদি বড় বৌ খিচুড়ি খায় তাহলে ভাজা চাল আর মুসুরির ডাল আদা দিয়ে রান্না ক'রে খাওয়া ভাল।

ননীদা রান্নাঘরে এই কথা জানাতে গেলেন। তারপর কেষ্টদা আবার প্রশ্ন করলেন—"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ" এটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখে মন উদ্বিগ্ন হয়ই, কিন্তু যেখানে যা করবার তা করতে ত্রুটি হয় না। সেবার যেমন পাবনায় riot (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) হল। কিন্তু তখন মন যেন আরো keen alert (তীক্ষ্ণ ও সাবধানী) হয়ে উঠল। কিশোরী, আকু এদের রাত্রিকালে ওদের মাতব্বরের কাছে পাঠালাম। এদের দেখে ওরা সব পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে পালায়ে-পালায়ে গেল। তারপর থেকেই riot (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) কম পড়ল।

কেষ্টদা—আর "সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে ভোগ ক'রে সুখী হব, এমনতর তৃষ্ণা নেই। আছে অন্যকে সুখী করে সুখী হওয়ার ভাব। ধর, কেউ হয়তো বক্তৃতা ক'রে খুব নাম করল। আমি খুশীতে একেবারে ভ'রে গিয়ে বলে উঠলাম—লে আও পেয়ালা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলছেন—কেষ্ট ঠাকুরের জীবনে দেখি হাসিও আছে, কান্নাও আছে, নাচগান স্ফূর্তিও আছে। কিন্তু রামচন্দ্রের তা নয়। তাঁর জীবনে দুঃখ অনেক। তিনি তো দুঃখের ঠেলায় শেষকালে আত্মহত্যাই করলেন।

কেষ্টদা—ওর ব্যাখ্যাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বলেন, প্রবৃত্তিপূরণজনিত সুখ-স্বার্থী হয়ো না, ঐ সুখের লোভী হয়ো না। তাতে আমার গায়েও ব্যথা লাগে, মনে ব্যথা লাগে।

এরপরে উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দ analysis ও synthesis (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ) নিয়ে কথা বলছিলেন। শুনতে শুনতে শব্দ দুটির প্রকৃত তাৎপর্য্য যেন ভেঙ্গে দিয়ে বললেন

পরম দয়াল—Analysis is to discern and synthesis is to construct (ঠিকমত নির্দ্ধারণ করার কাজ বিশ্লেষণ এবং গড়ে তোলার কাজ হল সংশ্লেষণ)।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে তাম্বুতে আছেন। কালীষষ্ঠীমা লোকের মাথায় দিয়ে একগাদা ভাল ভাল কাপড়-চোপড় নিয়ে এসে রাখলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে। দেখেই দয়াল সানন্দ কণ্ঠে বলে উঠলেন—ও কী করে ?

কালীষষ্ঠীমা—উমার বিয়ের কাপড়-চোপড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বিয়ের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর 'উমার' শব্দটিকে 'তোমার' ধরে নিয়ে এমনতর কৌতুক সৃষ্টি করায় দারুণ হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। তারপর দয়াল বললেন—খোল্, এদিকে এনে খোল্।

কালীষষ্ঠীমা কাপড়ের বোঝা সামনে টেনে এনে খুলে সব দেখাতে লাগলেন, বলতে লাগলেন কোন্‌টা কী বাবদ। কাপড় দেখার জন্য উপস্থিত মায়েরা ঝুঁকে পড়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও দেখছেন। চোখেমুখে তাঁর খুশীর বিচ্ছুরণ। তাঁর আনন্দে সবারই মনে আনন্দ। দেখতে দেখতে প্রভু বললেন—ওরে বাবা, রমণের মাও বোধ হয় এরকম পেত।

দেখানো শেষ হয়ে গেলে বলছেন—নে, আট্‌কা আট্‌কা।

কালীষষ্ঠীমা কাপড়গুলি গুছিয়ে নিয়ে বাঁধার উদ্যোগ করছিলেন। তা দেখে দয়াল আবার বললেন—ওদিকে নিয়ে গিয়ে আট্‌কা।

এইবার কালীষষ্ঠীমা সব পাঁজা করে নিয়ে চলে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মাকে দেখাতে। সান্ধ্য প্রণামের পর শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। বসার পর থেকেই সমানে চলতে লাগল ছড়ার স্রোত। ছড়াগুলি একটার পর একটা বেরিয়ে আসছে নানা ঢং-এ, নানা ছন্দে, বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে। প্রভু যেন আজ মেতে গেছেন। বলে চলেছেন—

ভগবান তবে কে ?
ভজন দীপন জীবনস্রোতা
কল্যাণ-কল যে।
বিশ্বাস করি কারে ?
কথায়-কাজে মিল আছে যার
আপৎকালে ধরে।
অনেকই পাও, অনেকই নাও,

দেওয়ায় দিলে একটি ফুল,
পাওয়ার লোভে সদ্‌বৃত্তি সব
খোয়ালি কত, ভাঙ্গলি কুল।
কারো প্রতি হলে গরম
মিষ্টি করিস্ তাহার তাপ,
হয় যেন সে তৃপ্তিভরা
সয়ে বয়ে তাহার চাপ।

এইভাবে রাত প্রায় পৌনে দশটা পর্যন্ত বসে ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সবগুলি একবার পড়তে বললেন। পড়লাম। উপস্থিত সকলের দিকেই তাকিয়ে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে? সবাই মাথা নেড়ে বললেন—ঠিক আছে। খুব সুন্দর হয়েছে।

দেখতে দেখতে ভোগের সময় এসে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন।

৯ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ২৫।১১।১৯৫৯)

আজ প্রভাতের প্রণাম হ'য়ে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমাকে বলছেন—তুমি মানুষকে ভাল কথা কও, এ মানুষ চায়। কিন্তু তারও যে ভাল কথা কওয়া উচিত তা আর কয় না, অথচ ভাল কথা বললে সবারই ভাল লাগে।

এর পর বাইরে ছাউনির নীচে এসে বসলেন। ভূপেশদা (দত্ত) এসে প্রণাম করলেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে শীঘ্রই। তিনি মেয়ের বিয়ের খরচ-বাবদ অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দয়াল এখন বললেন—কাল তোমার জন্য চুনীর হাতে আমি ছয়শ' টাকা দিয়েছি। কিন্তু বড় খোকা যে তোকে এক হাজার টাকা দেছে তা তো ক'স্ নি।

ভূপেশদা—কইছিলাম তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক, তার পরে আর আমার কাছ থেকে নেওয়া উচিত হয়নি। চেষ্টা কর না। মানুষ সম্পদ্ তোমাদের যা আছে তাতে দু'দশ হাজার টাকা কিছু না। আবার, অন্যের যখন এমন প্রয়োজন হবে, তখন তুমি তার পাশে যেয়ে দাঁড়াবা। লক্ষ্য রাখা লাগে সবদিক। ক'লেম তো কত, করলে না কিছু। থাকলে ছবি হ'য়ে। হৃদয় দিয়ে মানুষের হৃদয় কেনা লাগে।

হৃদয় দিয়ে হৃদয় কেনো
সেবা দিয়ে সেবা,

স্বভাব দিয়ে স্বভাব কেনো
বিভবে বিভবা।

ভূপেশদা প্রণাম করে আস্তে আস্তে চ'লে গেলেন। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর লছমন পণ্ডিত ও যোগেন্দ্র যাদব নামক দুইজনকে দু'খানা লাঠি দিলেন।

বেলা আটটা। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও সুধীরদা (বসু) একসাথে এসে প্রণাম করলেন। হরিনন্দনদা বললেন—সুধীরদা ল' পাশ করেছেন।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠলেন—জয়গুরু জয়গুরু! সকালে উঠেই ভাল খবর একটা শুনলাম।

সুধীরদা—আমি নিজে দেখিনি। হরিনন্দনদা দেখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার তুমি নিজে দেখ। ব'লেই ছড়া দিলেন—

ইষ্টনির্দেশে চল্ পেলে তুই
দেখ্না ক্রমে কীই যে হয়,
বোধের চোখটি সজাগ রেখে
নিষ্পাদনে আনরে জয়,
দীপন সুরে উর্জ্জী নেশায়
দক্ষনিপুণ ক্ষিপ্রতায়
নিয়ন্ত্রণী নিষ্পাদনা
গাহুক সার্থকতার জয়।

লেখার পরে দয়াল ঠাকুর বললেন—পড়্তো দেখি। ছড়াটি পড়লাম। শুনে বললেন—বাঃ! (হাত নেড়ে বলছেন) ঠিক মিলে গেছে।

সামনে জগদীশ শ্রীবাস্তবদা প্রণাম করছেন। তাঁকে বললেন—এখন তোমরা জয় গেয়ে বেড়াও, politics (পূর্ত্তনীতি) সার্থক হয়ে উঠুক fulfilling and nurturingএ (পরিপূরণ ও পরিপোষণে)। Politics-এর (পূর্ত্তনীতির) মোড়ই ঘুরে যাক।

একটু পরে সুধীর বসুদা একখানা খবরের কাগজ হাতে এনে হাসতে হাসতে জানালেন—কাগজে দেখলাম আমার নাম আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যস্, এখন চোগা-চাপকানের ব্যবস্থা করে ফেলাও। প্র্যাক্‌টিস্ না করলে কিন্তু হবে নানে।

এরপর আবার অনেকগুলি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। শেষের ছড়াটি ছিল—

ঐতিহ্য কা'রে কয় ?
আগলভাঙ্গা জীবন-চলা
অটুট যা'তে রয়।

ঐতিহ্য বলতে ঠিক ঠিক কী বোঝা যাবে সেই সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই। ভাল থাকতে চাই। এই যে instinctive urge (সংস্কারসিদ্ধ আকুতি), একে culture ক'রে, observe ক'রে (অনুশীলন ক'রে, পর্য্যবেক্ষণ ক'রে) যে চলা তাকেই বলা যায় ঐতিহ্য। ঐতিহ্য ইতিহ্ থেকে নাকি রে ?

প্রফুল্লদা (দাস) সেকথা সমর্থন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার ইতিহ্ থেকে ইতিহাস। ইতিহাস মানে description of the affairs of the past (অতীত বিষয়ের বিবরণ)।

ভক্তমণ্ডলী অনেকে তাঁকে ঘিরে বসেছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। আজ বিকালে প্রণামের আগে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমপূজ্যপাদ বড়দাকে বলছিলেন—ননী (মা) আমার কাছে একটা গায়ের চাদর চেয়েছে। তুই একটা চাদর ওকে দিস।

পূজ্যপাদ বড়দা সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাল চাদর আনিয়ে ননীমাকে দেন। তখন ননীমা মুখ গোমড়া করে এসে এক ঝামটা দিয়ে বললেন—এত লোকের সামনে ঢাক না পেটালে আর চলত না ? আর কাউকে দেবার সময় তো কেউ জানতে পারে না। আপনাকে ব'লে যাচ্ছি, চাদর আমার পছন্দ হয়েছে।

বলেই ননীমা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে ব'সে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে ছড়ায় বললেন—

নাইকো দরদ, সুব্যবহার,
নাইকো চর্য্যা, বর্দ্ধনা,
দাবীর তোড়ে নিবি সেবা—
এমন কিন্তু চলবে না।
সুপদ্-বেলায় রইবে শুধু
পরও থাকে যেমনতর,
আপদ-বিপদ তুচ্ছ করে
আত্মজনে কভু ধর ?

অনেক রাত পর্য্যন্ত চলল এরকম ছড়া দেওয়া।

১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ২৭।১১।১৯৫৯)

আজ পূজ্যপাদ ছোড়দার প্রথমা কন্যা উমারাণীর শুভবিবাহ। গতকালই বরপক্ষ এসে গেছেন। কাল সন্ধ্যার পর বর, বরের পিতা ও বরযাত্রীরা এসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করে গেছেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ঠাকুরবাড়ীর পাশে দাঁ হাউসে। বিবেক-বিতান থেকে মাইকে গানের শব্দ ভেসে আসছে। কলকাতা থেকে আনা হয়েছে মেহবুব ব্যাণ্ড পার্টি। গানের শব্দ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ব্যাণ্ডের স্বর শোনা যাচ্ছে। ঐ ব্যাণ্ড পার্টি সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এসে কিছুক্ষণ তাদের বাজনা বাজালো। তারপর শ্রীশ্রীবড়মার কাছে বাজিয়ে আস্তে আস্তে বিবেক-বিতানে ফিরে গেল।

বেলা সাড়ে আটটা। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। প্রশান্ত মুখচ্ছবি। কাল রাতে ও আজ সকালেও অনেক ছড়া দিয়েছেন। হঠাৎ স্থানীয় গ্রামের কিছু লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে এসে দারুণ সোরগোল তুলল। তাদের কথা—ছোড়দার মেয়ের বিয়েতে সকলের নেমন্তন্ন হয়েছে, আমাদের নেমন্তন্ন করা হয় নি কেন? আমরা কি সৎসঙ্গী না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐ সব কথা শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ধীরে ধীরে গম্ভীরভাব ধারণ করল। সতেজে তিনি বললেন—ভ্যাখ্, নেমন্তন্ন করাটাই আমার কাছে অপমানসূচক মনে হয়। ওটা যেন একটা **sentimental shock** (ভাবপ্রবণতার আঘাত)। আমার যদি তোমাকে নেমন্তন্ন করা লাগে তাহলে বুঝতে হবে, আমাকে তোমার **family man** (পরিবারের মানুষ) বলে মনে কর না। আর এ করাতে **custom**টা (রীতিটা) এখনই ভাঙ্গতে শুরু করেছ। আমার বাড়ী যদি তোমাদের নিজের বাড়ী বলে মনে কর তাহলে সবাই তোমরা আমন্ত্রিত। উপস্থিত থেকে যেমনভাবে যা' করা লাগে করবে। খেতে পেলে ভাল, না যদি পাও না-ই পেলে। কিন্তু সব করণীয় ঠিকমত ক'রে আসবে।

বলে ছড়া দিলেন—

ঠাকুরবাড়ীর ব্যাপারেতে
দীক্ষাপূত সন্তান যারা,
নিমন্ত্রণী আপ্যায়নায়
করেই তাদের ঐক্যহারা।

বেলা সাড়ে নয়টার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসতে তাঁকে বললেন পরম দয়াল —সৎসঙ্গীদের আবার নিমন্ত্রণ করবে কী? তাদের নেমন্তন্ন করা মানে তাদের পর

করে দেওয়া। আগে তো এ ছিল না। আপনি খোঁজ নেবেন তো, কে নেমন্তন্ন করতে বলেছে। ওতে সর্ব্বনাশ হয়ে যায়।

ব্যাপার বিধান ঠাকুরবাড়ীর
যখন যেমন যেটি হয়,
জানান দেওয়া বরং ভাল
প্রস্তুত হবার সময় পায়।
নিমন্ত্রণী আপ্যায়না
ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে হলে
তার চেয়ে আর অপমান
কীই বা আছে, কেই বা বলে?
মর্য্যাদা তোর যাবেই চলে
নিমন্ত্রণ-চাহিদা হলে,
সবচেয়ে এ বিশাল আঘাত
নিমন্ত্রণের পাত্র হলে।
বুঝেসুঝে চলিস ফিরিস
মর্য্যাদা তোর অটুট রেখে,
মর্য্যাদারই স্তম্ভ ঠাকুর
চলিস তাঁকে বুঝে দেখে।

এইরকম অনেকগুলি ছড়া পর পর দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। স্থানীয় লোকগুলি দাঁড়িয়ে শুনছিল। এরপর তারা শান্তভাবে একে একে প্রণাম করে চলে গেল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে আছেন। প্রিয়নাথ সরকারদা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দয়াল ডাক দিলেন—এই। প্রিয়নাথদা এগিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' সৎসঙ্গীদের নেমন্তন্ন করিস্ ক্যা? নেমন্তন্ন করলে তারা out of the family (পরিবারের বাইরের লোক) হ'য়ে যায়। (বলদেবদাকে দেখিয়ে) ওকে যদি নেমন্তন্ন করে আনা যায়, (আমার প্রতি নির্দেশ ক'রে) ওকে যদি নেমন্তন্ন ক'রে আনা যায় তাহলে কেমন হয়? এই নেমন্তন্ন করাতে শেষকালে যারা বাদ পড়ে তারা বলার সুযোগ পায়। 'আমি তো জানি নে কিছু। আমাকে তো কিছু কন নি। আমাকে বললে তো হ'তই।' এইসব কথা আসে। বুঝলি তো?

প্রিয়নাথদা—আজ্ঞে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদিকে কাজকাম কেমন হচ্ছে ?

প্রিয়নাথদা—ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কোন্‌দিকে যাবা ?

প্রিয়নাথদা—আনন্দবাজারে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসো।

প্রিয়নাথদা চলে গেলেন। এই সময় রমণের মা শুধু একটা শায়া ও ব্লাউজ পরে এসে উপস্থিত। আর একটা পাতলা চাদর গায়ে জড়ানো। তার এই বেশ দেখে সবাই হেসে অস্থির। শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গভরে বললেন—এইবার নাচ।

সঙ্গে সঙ্গে সেই অশীতিপর বৃদ্ধা মাথার উপর হাত তুলে, কখনও মাজায় হাত দিয়ে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচতে লাগলেন। আসরে হাসির ফোয়ারা ছুটল।

সন্ধ্যার আগে পূজনীয় কাজলদা ও তাঁর মা কলকাতা থেকে এসে পৌছালেন। তাঁদের দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে বলে উঠলেন—বাপুন সোনা, বাপুন সোনা! আইছ ?

বিবাহ-উপলক্ষে বাইরের থেকে অনেকে এসেছেন। প্রমথ গাঙ্গুলীদা ও দুলাল নাথদা এসে প্রণাম করলেন। একটা সুন্দর 'র‍্যাগ' বের করে বললেন—এটা চপলদা (কুণ্ডু) পাঠিয়েছেন আপনার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর র‍্যাগটি দেখে কালীষষ্ঠীমাকে ডাকতে আদেশ করলেন। কালীষষ্ঠীমা এলে র‍্যাগটি দেখিয়ে বললেন—ঐ নে, ওখানা নিয়ে যা।

কালীষষ্ঠীমা সেটা নিয়ে ঘরে রেখে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই এখনই আলু (এলি) ক্যা ?

কালীষষ্ঠীমা—কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই তো আবার চলে যাবিনি। যা কামটাম সা'রে আয়।

কালীষষ্ঠীমা চ'লে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—বড় খোকার মুখটা কালি-কালি দেখাচ্ছে।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—হুঁ। খুব strain (পরিশ্রম) হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মণি ভাল আছে তো ?

ননীমা—হ্যাঁ, ভাল আছে, আমি গিছিলাম। দেখলাম, দাঁড়ায়ে থেকে সবাইকে খাওয়াচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মণি যেরকম দাদা পাইছে, ওরকম দাদা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হল। বিবেক-বিতান থেকে নহবতের সুর ভেসে আসছে

মাইকযোগে। বিবাহ উপলক্ষে অনেকে কাপড়, শাল এবং অন্যান্য উপহারসামগ্রী এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এনে সে সব দেখাচ্ছেন। দেখার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সব শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বলছেন। সারা সন্ধ্যা এরকম চলল। একটু পরে গিরিশ সেনদা (ভূতপূর্ব্ব রেলওয়ে চীফ চেয়ারম্যান) সপরিবারে এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশদাকে এখানে থাকার কথা বলেছিলেন। তার উত্তরে গিরিশদা চিঠিতে জানান—পাছটান এখনও একটু আছে।

সেই কথার উল্লেখ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গিরিশদা পাছটানের কথা কয়। তাহলে তো এখানে থাকা মুশকিল। যা হোক, ঐ দালানটা (হসপিস) ভাল ক'রে দেখে দেবেন। আমার ইচ্ছা ছিল দোতলা করার। ওরা একতলা করছে।

সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত ভীড় পাতলা হয়ে গেল। প্রায় সকলেই বিয়ে-বাড়ী গেছেন। কাজলদা ও অনুকার স্বামী অমিয় চক্রবর্ত্তী আছেন। কাজলদা তাঁর কলেজের পড়াশুনার গল্প ক'রে শোনাচ্ছেন। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Foggy education (ধোঁয়াটে শিক্ষা) learning-কে command (শিক্ষিত বিষয়কে পরিচালিত) করতে পারে না। Fool-রা (মূর্খরা) সব সময়েই pose (ভঙ্গী) করে যে তারা বেশি জানে। সেরকম হ'য়ো না। কী কও অমিয়!

অমিয়দা হাসলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর silly শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করে বললেন—স্কীট-এ গ্যাখ, silly আর sly মানে কী এবং দুটোর মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা?

দেখা হল, তেমন কোন সম্বন্ধ নেই।

১২ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ২৮।১১।১৯৫৯)

পূজনীয় ছোড়দার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে গত রাতে আনন্দবাজারে বিরাট খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান গেছে। আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন—কাল কেমন হ'ল? সবাই ঠিকমত খেয়েছে কিনা। ডেকলাল এলে তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন ওরা সবাই খেয়েছে কিনা। সবাই আনন্দের সঙ্গে বলছে যে প্রত্যেকেই খুশী হয়েছে এবং খেয়েছে।

বেলা দশটার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু) ও দুলালদার (নাথ) সাথে অনেকক্ষণ ধরে প্রাইভেট কথা বললেন।

বিকাল ৪-১৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর পূবদিকের ছাউনিতে আছেন। জামাই-মেয়ে প্রণাম করতে এল। তারা এখন রওনা হবে। ছোড়দার মেয়ে উমা খুব কাঁদছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে ওরা শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করতে গেল। আশ্রমবাসিগণ অনেকে উপস্থিত। ঠাকুর-বাংলার চত্বরে ব্যাণ্ডে মধুরভাবে বাজছে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'-এর সুর। বিকাল ৪-২৫ মিনিটের সময় বর-কনেকে নিয়ে ডজ্-গাড়ীখানি ছেড়ে গেল। গাড়ী আস্তে আস্তে চলছিল। ব্যাণ্ড-পার্টি বাজাতে বাজাতে কিছু দূর পর্য্যন্ত গেল। এই সময় বরের পিতা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আভূমি প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে গেলেন। উনি চ'লে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও ভদ্রলোকের traditional (ঐতিহ্য-গত) ঝোঁক আছে।

একটু পরে লোকজন কিছু ফাঁকা হলে বললেন—এই যে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যায়, দেখে আগে আমার ভারি কষ্ট হ'ত। এতদিন ধ'রে লালন-পালন করার পরে একেবারে পর হয়ে গেল। হঠাৎ একটা কথা মনে আস্‌ল, এ না হ'লে মা পেতিস্ কোথায়? ঐ এক কথায় সব ঠাণ্ডা। তখন আমি সেভেন্‌থ্ ক্লাশে পড়ি।

আমি—কত বয়স তখন আপনার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত আর! ছোট, খুব ছোট। ঐ যে মণির যে ছেলেটা এদিক-ওদিক চ'লে যায়, ওর মতন। কী নাম যেন ওর ?

সরোজিনীমা—সুদনের কথা বলছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হ'তে পারে। সেই ছোটবেলায় আমারে সবাই শাসন করত। পাড়ার সবার কাছেই আমি অপরাধী। বড়রা যখন-তখন আমার কান মল্‌ত। ছোটরাও ঐরকম করত। তারপর একদিন ক্লাশে গোপাল লাহিড়ী মশাই পড়াচ্ছিলেন 'Do unto others as you wish to be done by' (তুমি তোমার প্রতি যেমন ব্যবহার করা পছন্দ কর, অপরের প্রতিও তেমনি কর)। তখনও ইংরেজী ভাল করে বুঝিনে। কিন্তু ঐ কথাটা খুব মনে লেগে গেল। কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা উচিত নয় তা' সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যার পরে খড়ের ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর হুলালদা ও প্রমথদার সাথে কথা বল-ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল বললেন—ওরে বুঝিস, সম্পত্তি টাকা না, সম্পত্তি মানুষ। জমিও কথা কয় না, টাকাও খাওয়া যায় না। ঐ মানুষই কিন্তু সব।

হুলালদা—চপলদার সাথে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে একটু hot discussion (গরম কথাবার্তা) হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা যখন ক'বা, তার মধ্যে যেন একটু সিরাপ্ দেওয়া থাকে। আবার, এমন সিরাপ্ দিও না যাতে খারাপ লাগে। তুমি কেমন চাও তাই বুঝে কথা

কইলেই হয়। তুমিই তো তোমার standard (বিচারের মানদণ্ড)। আর এক কথা। ঐ যে কাগজে বেরিয়েছে, শীঘ্রই ৫।৬ হাজার টাকার গাড়ী বাজারে বেরোবে। বেরোলেই একখান কিনে ফেলিস্। Always try to be propitious (সবসময় মানুষের যাতে মঙ্গল হয় সেইভাবে চলার চেষ্টা কর)। Ambitious (উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন) হ'তে যেও না। কারণ, ambition-এর (উচ্চাকাঙ্ক্ষার) মধ্যে ego (অহং) থাকে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় সূর্য্যের ছবিসহ একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সুশীলদা কাগজ এনে ছবিটি দেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে এবং প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে বললেন পরমদয়াল—আমার মনে হয়, ওখানেও প্রাণী আছে। যেমন, অনেকদিন ধরে আগুন জ্বলতে থাকলে সেই আগুনের মধ্যে একরকম পোকা জন্মায়। আগুন নিভে গেলে তারা আর বাঁচে না।

আজ ২৮শে নভেম্বর। আগামী ১লা ডিসেম্বর পরমপূজ্যপাদ বড়দার শুভ জন্মতিথি। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেকবার আশীর্ব্বাণী প্রদান করেন। এবার এখনও আশীর্ব্বাণী হয়নি। এখন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), শরৎদা (হালদার) সকলে আশীর্ব্বাণী প্রদানের জন্য প্রার্থনা জানালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। প্রভু একবার তামাকু সেবন ক'রে গামছায় হাতমুখ মুছে বলতে আরম্ভ করলেন—

বড় খোকা!

তুমি আমার প্রথম সন্তান,

তোমার মায়ের তুমি

অঞ্চল-উচ্ছল

অমর উল্লাস……।

রাত প্রায় আটটার সময় দীর্ঘ আশীর্ব্বাণীটি শেষ হল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আরো অনেকগুলি বাণী ও ছড়া দিলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১।১২।১৯৫৯)

আজ পরমপূজ্যপাদ বড়দার শুভ জন্মতিথি। অতি প্রত্যুষে বৈদিক স্তোত্র পাঠের ধ্বনি মাইকযোগে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে বেজে চলল নহবতের সুমধুর রাগিণী। যথাসময়ে পূজ্যপাদ বড়দা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ভক্তবৃন্দকে সাথে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করলেন। তারপর কীর্ত্তনের একটি দল নাচতে নাচতে ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে দিয়ে ঘুরে বড়দার বাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশিতে খানিক কষ্ট পেয়েছেন। সাড়ে ছয়টার পরে পূবদিকের ছাউনিতে এসে বসলেন। পাশে অশথতলায় যে ঘরটিতে আমি থাকি, তার চওড়া বারান্দার উপরে ত্রিপল দিয়ে ছাউনি ক'রে দেবার কথা বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। করা হয়ে গেছে। এখন যোগেনদাকে (সিং) ডেকে বললেন—এই যোগেন, ঐ বারান্দার মাপে একখানা বড় সতরঞ্চি বাজার থেকে কিনে এনে ওখানে পেতে দে। আমি যখন এখানে লেখা-টেখা নিয়ে থাকব, তখন সকলে ওখানে বসবে। তাহলে এদিকে আর **disturb** (গণ্ডগোল) হবে না।

যোগেনদা বারান্দার মাপ নিয়ে বাজারে চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বসার জায়গার কিছু দূর দিয়ে সমস্ত চত্বরটি বাঁশ দিয়ে ঘেরা। উত্তরদিকে একটু ফাঁক রেখে একটা দ্বার মত করা আছে। দ্বারের দুইপাশে দুটি কলাগাছ প্রোথিত। কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি ছড়া দিলেন—

আন্দোলন তুই যতই করিস্
মূলে আছে নিজের ভালো,
ঐটি সিদ্ধ যেই না-হবে
সব বরবাদ, সব কালো।

একটু ধীইয়ে দেখ্ না বুঝে
তোর ভালো তুই চাস্ কিনা চাস্,
চেলেই কিন্তু করতে হবে
সব ভালোরই সমান চাষ।

বুঝে দেখ্ না আরো একটু,
বেকুব যদি না হোস্ তুই,
অন্যের ভালো না করলে কি
তোর ভাল কি পাবি তুই ?

ছড়া দিতে দিতে সকাল প্রায় আটটা বাজল। পরমপূজ্যপাদ বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করে তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলেন। কাছাকাছি বসেছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), সুশীলদা (বসু), অম্বিকাদা (দাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ। ঘেরার বাইরে বহু দাদা ও মা দাঁড়িয়ে ও বসে অপলক নয়নে নিরীক্ষণ করছেন সেই পরমবাঞ্ছিত প্রেমঘনবপু দয়াল ঠাকুরকে।

আটটার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে সমবেত বিনতি প্রার্থনা হ'ল। তারপর কেষ্টদা উদাত্তকণ্ঠে পাঠ করলেন পূজ্যপাদ বড়দাকে প্রদত্ত পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী। পূজ্যপাদ বড়দা নতমস্তকে গ্রহণ করলেন তাঁর পরমারাধ্য পিতৃদেবের ঐ মহা-আশীর্ব্বচন। তারপর একে একে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম নিবেদন করে পূজ্যপাদ বড়দাকে যেয়ে প্রণাম করলেন।

ওয়েস্ট-এণ্ড হাউসে আশ্রমবালকগণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্বরু হয়েছে। বেলা একটু বাড়তে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বসলেন।

সারাদিনটাই আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে কাটল। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার সকালের মত সেই পূর্ব্বদিকের ছাউনির তলে এসে বসেছেন। সকালে যোগেনদাকে যে সতরঞ্চি আনতে বলেছেন দয়াল, যোগেনদা এখন সেটি সামনে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে পাশের বারান্দায় বেশ ভাল করে পেতে দিতে বললেন। পাতার সময় বার বার ব'লে দিতে লাগলেন কোন্ দিকটা কেমনভাবে টেনে পাতলে সুন্দর হয়। পাতা হ'য়ে গেলে সমাগত ভক্তবৃন্দকে সেখানে যেয়ে বসতে বললেন। প্রভুর আদেশমত সবাই যেয়ে বসলেন। মায়েরা ঘেরার আশেপাশে ও দক্ষিণদিকে বসলেন।

আজ বিকালে রঙ্গন-ভিলায় জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা চলছে। মাইকে মাঝে-মাঝে আবৃত্তি ও সঙ্গীতের স্বর ভেসে আসছে। সন্ধ্যা হতে হতেই শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে চলে এলেন। পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন। সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোপধ্বনি-সহকারে তাঁর জন্মলগ্ন ঘোষণা হ'ল। সাতটার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ছড়া দিলেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ২। ১২। ১৯৫৯)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ। বিকালে ঐ অসুস্থতাটা আরো বেড়েছে। বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। একটি ছড়া বলতে গেলেন, কিন্তু হ'ল না।

সান্ধ্য প্রণামের সময় খড়ের ঘরে সব আলোগুলি জ্বেলে দেওয়া হ'ল। প্রণামের পর আলোগুলি নেভানো হ'ল। শুধু উত্তরের দেয়ালে উপরের দিকে কমশক্তির একটি নীল বাল্ব্ জ্বলতে থাকল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল না থাকায় ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) সবাইকে উঠে যেতে বললেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সবাই উঠে গেছে?

'হ্যাঁ' বলা হলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে একটু শুই।—ব'লে ডান কাতে শুয়ে পড়লেন। বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তাঁর চাদরটা বুক পর্য্যন্ত টেনে দিলেন। একটু

পরে এলেন পূজ্যপাদ বড়দা। তাঁর সাথে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পাবনায় এক গণক ছিল, জেলে। ভাল গুণতে জানত। সে আমার মৃত্যুগণনা করেছিল। একটা চিরকুটে লিখে দিয়েছিল। বড়বৌ-এর কাছে বোধহয় আছে। দেখতে পারিস্?

বড়দা—পাবনার কোন চিরকুট-টিরকুট কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আমি এখানে এসেও দেখেছি।

বড়দা—কী হবে ওসব দিয়ে? যত সব বাজে গণনা—।

এইসময় প্যারীদা প্রেসার দেখে বললেন—প্রেসার একটু বেড়েছে।

বিশুদা—একটু ঘুমালে বোধ হয় ভাল হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে প্রেসার বাড়লে আমার ঘুম হ'ত। কিন্তু ইদানীং আর ঘুম হ'তে চায় না।

বলদেবদা (সিং) আজ রাতে কলকাতায় যাবেন। যতীন্দ্রমোহন এভিনিউতে নতুন যে বাড়ী হবে সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমি তো এবার যেয়ে ঘরের কাজ আরম্ভ করব। কিন্তু বড়দাও উপস্থিত থাকবেন না, বড়মাও থাকবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় বৌমা আছে না? তা' তুই বড়বৌ-এর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে যা।

বলদেবদা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একখানা ইঁট নিয়ে এসে বললেন—বড়মা এখান থেকে ইঁট নিয়ে যেতে বললেন।

এই ব'লে নীচু হয়ে ব'সে পরমশ্রদ্ধাভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চটিজোড়া ইঁটখানিতে ছুঁইয়ে নিলেন। তারপর প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

১৭ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ৩।১২।১৯৫৯)

হাউজারম্যানদা বাড়ী থেকে চিঠি পেয়েছেন, তাঁর মায়ের খুব অসুখ। মাকে দেখতে আমেরিকায় যাবেন। সেইজন্য আজ কলকাতায় যাবেন প্লেনে 'সীট রিজার্ভ' করার জন্য। সেকথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ যাওয়া লাগবি? তাহলে রিজার্ভেশন-এর কাজ সেরে চ'লে আয়। যাওয়ার সময় দিন দেখে যাত্রা করবি।

হাউজারম্যানদা—তাহলে আজ আর যাব না। দিন দেখে একেবারে রওনা হব।

সকাল ন'টার পর তেজোময়দা (সেনগুপ্ত) এসে বলল—আমি যতদিন দাঁড়াতে না পারি ততদিন আপনি মায়ের একটা ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কোথার থেকে কী করব! তুই খোঁজখবর ক'রে দেখ্ কী করতে পারিস।

তেজোময়দা ওকথা বোঝার চেষ্টা না করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তার কথা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরে চাপ সৃষ্টি করে চলল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একটু শক্ত হ'য়ে বললেন—তা' আমারে কী করতে কো'স্? (নিজের কাপড় টেনে ধ'রে) আমার এই কাপড় আছে। এখানা নিয়ে বেচে দেখতে পার কত হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় কান না দিয়ে তেজোময়দা তার নিজের অসুবিধা ও প্রয়োজনের কথাই কেবল ব'লে যাচ্ছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার দিকে তুমি তাকাবে না, অথচ আমার কাছে দাবী করবে। তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে, তাহলে কী করতে?

তারপর প্যারীদার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার এমন ভাগ্য যে আমার কথা কেউ বোঝে না। শুধু ওর কথা কচ্ছি না। সবাই এইরকম। মানুষের জন্য আমার করাটাই হয়েছে বোধ হয় পাপ।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এতক্ষণ ব'সেছিলেন। এই সময় তিনি উঠে চ'লে গেলেন। তেজোময়দার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি কিছু পারি তো করব। আমার তো কথা দেবার কোন উপায় নেই।

সামনে বীরেন পণ্ডাদাকে দেখে বললেন—এই তুই ওকে পনেরটা টাকা দে, ঐ খাতায় লিখে দিস্।

বীরেনদা তেজোময়দাকে নিয়ে টাকা দিতে গেলেন। একটু পরে রমণের মা এসে উপস্থিত। তিনি ভেতরে ঢুকবেনই। সবাই নিষেধ করছে, কিন্তু কারো কথা না শুনে ঢোকার জন্য জোর করতে লাগলেন। এই সময় ধীরেন বিশ্বাসদা এগিয়ে এসে রমণের মা'র হাত ধ'রে সরিয়ে দিতে গেলেন। একটু টান দিতেই রমণের মা মাটিতে পড়ে গেলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল তাঁর অভিযোগ, গালাগালি ও তৎসহ কান্না। তারপর সবাই একটু দরদ দেখাতে উনি আস্তে আস্তে উঠে ধুলো-টুলো ঝেড়ে বসলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—আমি দেখি, যাদের inferiority (হীন-মন্যতা) আছে, তাদের superiority complex-ও (প্রধানম্মন্যতা-বোধও) আছে। তারা অন্যের কথা শোনাকেই insult (অপমান) মনে করে। যদি কও যে ওখানে বসবেন না, তাহলে ঠিক সেইখানে বসবে।

সত্যদা (দে) এসে বসেছেন। তাঁর সাথে বিবাহ ব্যবস্থা, বর্ত্তমান আইন, ইত্যাদি

নিয়ে কথা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফল কথা, মানুষ যদি traditionকে culture (ঐতিহ্যের অনুশীলন) না করে, তাহলে শুধু শুধু কতকগুলি মুরগী তৈরী ক'রে লাভ কী!

১৮ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ৪।১২।১৯৫৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘর থেকে এসে বসেছেন বাইরে পূবের ছাউনিতে। সকালের মিষ্টি রোদে জায়গাটা ভরে গেছে। অনেকে এসে প্রণাম করছেন। কাহারপাড়ার ভোলাদা (রমাণী) এসে প্রণাম করে দাঁড়াল। তার পরনে নতুন কোট, চাদর, টুপি। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) ঐসব পোষাক দিয়েছেন তাকে। ও উঠে দাঁড়াতেই দয়াল বললেন—ভোলাকে সমস্ত পোষাক-পরানো অবস্থায় দাঁড় করায়ে একটি ছবি তুলে রাখ্।

মণি চ্যাটার্জ্জীদা ভোলাদাকে সাথে নিয়ে গেলেন ফটো তোলবার জন্য। সকাল সাড়ে আটটা বাজে। পূজনীয় অশোকদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র) এসে বসেছেন। তাঁর সাথে দয়াল ঠাকুর বক্তৃতা দেওয়া নিয়ে কথা বলছেন। বললেন—বার্ক-এর মত বক্তৃতা দিতে পারিস নে? এমন হতে হয় যে এক কোটি লোকের সামনেও যদি তুমি কথা কও, তাদের সকলের sentiment (ভাবানুকম্পিতা) যেন উস্‌কে ওঠে।

অশোকদা—Group Psychologyটা (গুচ্ছ মনস্তত্ত্বটা) ভাল ক'রে জানতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বই পড়তে পার, বই পড়া ভাল। কিন্তু বইটা হল introduction (ভূমিকা)। Practically (বাস্তবভাবে) করতে হয়। মানুষের craving (আকাঙ্ক্ষা) আছে। সেটা জাগায়ে তুলতে হয়। আর মনে রেখো, দুটো দিক আছে, individual (ব্যক্তিগত) এবং universal (বিশ্বজনীন)। তোমার কথা যেন individually universal হয় (ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে বলা হলেও সব দিকগুলি স্পর্শ করে)। আবার হয়তো universally (সর্ব্বস্পর্শী রকমে) কথা কচ্ছ, তা যেন প্রতিটি individualকে (ব্যষ্টিকে) touch (স্পর্শ) করে। প্রত্যেকটি কথা যেন rationally emotional (যুক্তি ও ভাবাবেগ-সমৃদ্ধ) হয়। কাউকে নিন্দা করব না, অথচ আগুন জ্বালায়ে দেব। যেমন সেই অ্যান্টোনিওর কথা আছে—I have come to bury Caeser, not to praise him (আমি সীজারকে কবর দিতে আসিয়াছি, প্রশংসা করিতে আসি নাই)। ঐরকমটা আমার খুব ভাল লাগে। কেষ্টদা না কে যেন আমাকে পড়ায়ে শুনাইছিল।

অশোকদা—আচ্ছা, যে কাজ করতে ২০ দিন সময় লাগে, তা যদি আমি খুব চেষ্টা করি, তাহলে ৫ দিনে শেষ করতে পারি না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনভাবে চলা লাগে যাতে টক্ করে কাম হয়ে যায়। বুদ্ধিও সেইরকম করে চলা লাগে। আমি তাই করতাম। ওয়ার্কশপ, পাওয়ার হাউস, মাসীমার বাড়ী তো তিন দিনে করেছিলাম। মানুষ কয় হয় না বা পারে না। ঐ 'হয় না' কথা শুনলে আমি একেবারে বসে যেতাম। আমি ক'তাম, হওয়ানোই চাই। ঐ যে কনফুসিয়াসের ছবি আছে, ওঁর সাথে আমার খুব মেলে। খুব valourous (শৌর্য্যবান)। কিন্তু valourous (শৌর্য্যবান) হলেও খুব soothing (শমভাব-যুক্ত)। Stimulus (উদ্দীপনা) দেয়, কিন্তু এমন দেয় না যাতে ডাকাত হয়ে যায়। অথচ রোখালো ক'রে রাখে। সমস্ত চায়না ঘুরে ঘুরে কত—বোধহয় ৮০ জন মানুষ জোগাড় করেছিল। তাদের হাতেকলমে শেখাত। তারপর তাদের সমস্ত state-এ (রাষ্ট্রে) ছড়িয়ে whole state (সমগ্র রাষ্ট্র) হাতের মুঠোয় করে ফেলেছিল। আমি তো লেখাপড়া জানি নে। লেখাপড়া জানলে আমি একাই সব করতে পারতাম। মহাত্মা (গান্ধী) যেমন ঘুরে বেড়াতেন, ঐরকম ঘুরে বেড়াতে পারলেও হত। কিন্তু এখানে এত rush (ভীড়) হতে লাগল যে বেরোনো সম্ভব হল না। ভেবেছিলাম, কেষ্টদা ওরা আছে, ওরা করবে নে। কিন্তু কাম খারাপ হয়ে গেল গোপাল মারা যেয়ে। আমি ফাঁকিকে বড় ভয় করতাম। জানতাম, ফাঁকি দিলে নিজেরই ফাঁকি হয়ে যাবে। যে কাজ ধরতাম, তাই-ই করতাম। চিঠি লিখতাম তো চিঠিই লিখতাম। কারো সাথে যখন কথা বলতাম, কথাই বলতাম।

অশোকদা—আপনার accuracyর (নিখুঁত চলনের) কোন তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমারও হয়। তোমার instinct-এর (সংস্কারের) মধ্যেই তা আছে। করলেই হয়। আলোচনা করলেও অনেক ঠিক হয়ে আসে। তোদের হয়েছে কী ?—

সে আর লালন
মাঝখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসতে তাঁকে দয়াল বললেন—আপনি যে বার্ক পড়ায়ে আমাকে শুনাইছিলেন, তা আপনার কাছে আছে ?

কেষ্টদা—নাঃ।

আবার শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদাকে বলছেন স্নেহমধুর কণ্ঠে—আমার efficiencyর (কাজের) জন্য যেখানে যা পাব তা নেব। বার্ক পড়ে আমি বার্ক হয়ে যাব না।

আমার যা দরকার তাই নেব সেখান থেকে। আর এক কথা। তোমাদের ভাবসাব দেখে কত মেয়ে হয়তো আসবে তোমাদের কাছে। ঐ যে সব কেমন কেমন কথা কয়, চোখ টেনে কী সুন্দর তাকায়। ওসব আসে আসুক। তুমি কারো কান্তা হয়ে যেও না। এই আমার আশেপাশে অন্তত পাঁচ-সাতশ কান্তা কি নেই? তা' আছে। ঐরকম থাকে থাকুক। তুমি কারো খপ্পরে পড়ো না। বিয়েটা একটা আসল জিনিস। অবৈধ রকমে বিয়ে যে করে, সে তো বিয়ে ক'রে চলে যায়। তারপর তার ছেলেমেয়েগুলোর যে দুরবস্থা!

৯-২৪ মিনিট হল। শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে উঠছেন। ঘরে যাবেন। কেষ্টদার সাথে গল্প করতে করতে খড়ের ঘরে এসে বসলেন। নাম করতে করতে তাকালে গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়া, হঠাৎ আকাশ কালো করে বর্ষা নামা, গভীর রাতে মাঠময় গোলাপী আলো ছড়িয়ে পড়া, ইত্যাদি পুরানো দিনের গল্প করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি ঘরে এসে বসার পরে পূজনীয় অশোকদা চলে গেলেন।

কিছু পরে বহিরাগত এক দাদা এসে জানতে চাইলেন—আমি কি বর্ধমানের দিকে বাড়ী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই তো। (তারক বন্দ্যোপাধ্যায়দাকে) ঐখানে আসানসোলে যদি তোমরা জমি কেনো তাহলে ভালই হবে। তোমাদের যেমন আয়োজন শুনছি, হয়তো কিনবে। ওখানে তোমরা গেলে ও-জায়গা ব্যবসার দিক থেকেও ভাল হয়ে উঠবে। আর শুনছি, জায়গাটা নাকি একেবারে পাবনার মতন।

আজ রাতে ভূপেশদার (দত্ত) বড় মেয়ের বিয়ে। সন্ধ্যার পর বর ও কনে এসে প্রণাম করে গেল। ভোলাদা এসে দাঁড়াতে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—এই ভোলা, তোর ছবি তুলেছে রে?

সকালে যজ্ঞেশ্বরদার দেওয়া পোষাক পরিয়ে ভোলাদার একটা ছবি তুলতে বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভোলাদা একটু এগিয়ে এসে বলল—হাঁ বাবা। তোলা হয়েছে। কিন্তু পাগড়ী মাথায় রাখতে দেয় নি। টুপি পরিয়ে দিয়েছিল। বলল, ঠাকুর এইভাবে পরতে বলেছেন। (ভোলাদা সবসময় মাথায় এক পাগড়ী বেঁধে ঘোরে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টুপি হলে কি আর পাগড়ী লাগে। যজ্ঞেশ্বরবাবু খুশি হয়েছে তো?

ভোলাদা—হাঁ বাবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রমণের মাকেও আজ কাপড় দেছে অনিলবাবু।

রাত সাতটার একটু আগে কলকাতা থেকে আদিত্যদা (মুখোপাধ্যায়), তার কাকা, কাকিমা ও ঠাকুমাকে নিয়ে এসে পৌছাল। ওরা যশিডি থেকে টাঙ্গায় আসছিল।

দারোয়ার পুলের মাথায় একটি লরীর সাথে ওদের টাঙ্গার ধাক্কা লাগে। তা'তে টাঙ্গাটা ভেঙ্গে পড়ে। চালক আহত হয়েছে। ওদের সকলেরই অল্পবিস্তর আঘাত লেগেছে। কাকিমার অনেকটা কেটেও গেছে। তারপর কাছাকাছি একটা বাড়ীতে যেয়ে আদিত্যদা আশ্রমে ফোন করে সব জানায়। তখন আশ্রমের গাড়ী যেয়ে ওদের নিয়ে এসেছে।

ওদের মুখ থেকে সব কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর চমকে বলে উঠলেন—ওরে বাবারে বাবা। প্রাণে যে বেঁচে গেছিস্ এই যথেষ্ট।

আজ দুপুরে পূজনীয়া প্রসাদী পিসিমা, সন্দীপা, তার মা, অশোকদা, কল্যাণীদি প্রমুখ কলকাতায় যাচ্ছিলেন। ট্রেন তিন ঘণ্টার উপর 'লেট' থাকায় সবাই ফিরে এসেছেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ বলে দিন ভাল। তাহলে এমন সব হচ্ছে কেন ?

শ্রীশ্রীবড়মা—পণ্ডিত তো ভাল দিন দেখে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গিরিশদাকে ডাকাব নাকি ?

এই সময় পরমপূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন। গতবারে শ্রীশ্রীবড়মাকে নিয়ে তিনি যখন কলকাতায় যাচ্ছিলেন মোটরযোগে, তখন পথে কতরকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হয়েছিল এবং তিনি তা কিভাবে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন, সেইসব গল্প করতে লাগলেন। শোনার পর দয়াল ঠাকুর বললেন—এ জন্যেই তো আমার রাস্তা দিয়ে যাওয়া ভাল লাগে না।

তারপর সামনের বারান্দায় ডেকলাল ও শিবুয়াকে দেখে বললেন—দারোয়ার ঐ পোলের জন্য দরখাস্ত করা লাগে। ওখানে কত মানুষ যে মারা যেতে পারে তার ঠিক নেই। পোল আরো বড় করা লাগে।

ডেকলাল—হ্যাঁ, গাড়ীখানাই তো ভেঙ্গে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাড়ী তো গেল। জীবন যে ভাঙ্গে নি, এই যথেষ্ট।

কিছুক্ষণ পর তামাক খেতে খেতে ধীরে ধীরে বলছেন প্রভু—যত ট্রেনের কথা শুনি, এই মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মত আর ট্রেন নেই। এর কোনদিন accident (দুর্ঘটনা) শুনি নি।

এই কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন।...খড়ের ঘরের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে শ্রীশ্রীবড়মার জন্য যে ঘরটি নির্মাণ করতে বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, সেটির কাজ এখনও শেষ হয় নি। তৎসংলগ্ন বাথরুমটির কাজ শেষ হয়ে গেছে। ঘরের কাজ অসমাপ্ত থাকায় খড়ের ঘরের

ভিতরেই উত্তর-পশ্চিম কোণে একখানা ছোট চৌকিতে শ্রীশ্রীবড়মার শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ রাতে তিনি এখানেই শয়ন করলেন।

১৯শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ৫।১২।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বত্থতলার ছাউনিতে এসে বসেছেন। কলকাতা থেকে আদিত্যদা (মুখোপাধ্যায়) ও সত্যদা (দে) এসেছেন। তাঁদের সাথে বর্ণ-ধর্ম্ম, প্রজননবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কথায় কথায় সত্যদা বললেন—আজকাল তো Classless society (শ্রেণীবিহীন সমাজ) গড়ার ধূম চলেছে।

তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতিই এটা পারে নি, তুমি আমি তো কোন ছার। দেখ না এক পেয়ারা গাছের মধ্যেই কত class (শ্রেণী)। কাঁঠাল-গাছের কত রকম আছে। প্রত্যেকটার রেণু আলাদা। একটার রেণু আর একটা নেয় না। কোন বটগাছের সাথে কাঁঠালগাছের বিয়ে হয় না।

সত্যদা—সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে হয় না মানে match (সঙ্গতি) হয় না, এর sperm (পুং বীজ)-ও নেয় না। আবার দেখ, দাঁড়কাকের সাথে পাতিকাকের বিয়ে হয় না। ওদের সমাজই আলাদা। পাখীদের মধ্যে vegetarian (নিরামিষ আহারীও) আছে, যেমন পায়রা, চড়াই এই সব। ঘুঘুও বোধ হয় আমিষ খায় না। এরকম খুঁজলে ঢের vegetarian-ও (নিরামিষভোজীও) পাওয়া যায়।

সত্যদা—Vegetarian (নিরামিষভোজী) পাখীদের সাথে তো non-vegetarianদের (আমিষভোজীদের) বিয়ে হয় না।

প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাঃ।

সত্যদা—কিন্তু এটা তো আমরা লক্ষ্য করে দেখিনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছ কোনদিন?

সত্যদা—না, তাও শুনিনি। তাহলে এই বৈশিষ্ট্য কি প্রতিটি জায়গাতেই আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা বুঝতেই পার। তুমি তোমার বাপ-মার ছাওয়াল তো! কিন্তু তোমার বাপ-মার সাথে কি তোমার মেলে?

সত্যদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান এইভাবে প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটিকে আলাদা করে রেখেছে। কী আশ্চর্য্য! খোদা সবসময় declare (ঘোষণা) করে যে আমি

খোদ। আমার যা'-কিছু সবই খোদ। তাই, তুমিও খোদ। তোমার ছাওয়ালও কয়, আমি খোদ। তোমার মেয়েও কয়, আমি খোদ। এই যে বামুন আছে, কায়েত আছে, বৈশ্য আছে। কিন্তু সব বামুন কি সব কায়েত কি সব বৈশ্য এক না। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই difference (পার্থক্য) আছে।

সত্যদা—আপনি যা বলছেন তা' তো কম্যুনিজমের একেবারে উল্টো। ওরা individualism-এর (ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের) কথা একেবারেই কয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা কচ্ছি, এ কি একটা ফক্কি ইয়ার্কি কচ্ছি? তুমি দেখ না ভাল ক'রে।

সত্যদা নরম স্বরে বললেন—না, সে তো দেখাই যায়।

আদিত্যদা—কিন্তু গাছগুলির মধ্যে physiological difference (দৈহিক পার্থক্য) যত বেশী, মানুষের মধ্যে কি তত বেশী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাছগুলির মধ্যে structural difference (সাংগঠনিক পার্থক্য) থাকলেও physiological difference (দেহবিধানগত পার্থক্য) কমই আছে। আর structural difference (সাংগঠনিক পার্থক্য) থাকার জন্য যতখানি physiological difference (দেহবিধানগত পার্থক্য) থাকা দরকার তা'ও আছে। প্রত্যেকটা গাছই যেন এক একটা variety (বৈচিত্র্য)।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম করে বসতে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—কেষ্টদা, পণ্ডিত কোথায়?

কেষ্টদা—পণ্ডিত ইন্‌জেকশন নিতে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণ্ডিত আমাকে কোথা থেকে যেন দেখাইছিল, গাছরা একটার sperm (পুং বীজ) আর একটা নেয় না।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, এ তো বোটানির গোড়ার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঐ সত্যর জন্য কচ্ছি। পণ্ডিত থাকলে ওটা দেখাতাম। ও তো আর্টস পড়েছে। আদিত্য তো একথা জানেই।

অনিল গাঙ্গুলীদা একটি ছেলেকে সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—ও কলকাতায় এম. এ. পড়ে। আপনাকে কিছু বলতে চায়।

দয়াল ঠাকুর অনুমতি দিলে ছেলেটি প্রণাম ক'রে ব'সে বলল—আমি বিলাত যেতে চাই, হবে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করা ভাল। হ'লে আমার ভাল লাগবে।

প্রশ্ন—কিন্তু আমার টাকা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষই তো টাকা। মানুষ তো আছে?

প্রশ্ন—আপনি তো অনেক কিছু জানেন। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ জানি না। তা জানলে তো পণ্ডিতই হ'য়ে যেতাম।

প্রশ্ন—আপনার অনেক শিষ্য। আপনার কোন charm (আকর্ষণ) আছে নিশ্চয়ই।

ছেলেটির এই জাতীয় প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হ'চ্ছে। অনিলদা এগিয়ে এলেন বোধ হয় ছেলেটির এই রকম কথা বলা থামাবার জন্য। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—তুমি বিলাত যেতে চাও কেন?

উক্ত ভাই—একটা কিছু শিখে আসতে চাই। তা ছাড়া jealousyও (হিংসাও) আছে। কারণ, আমার সব ভাইই বিলাত গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Jealousy (হিংসা) থাকা ভাল না। ওতে ভাল হয় না। কিছু শিখতে চাও ভালই। কিন্তু শিক্ষাটা যেন শুধু মুখে না থাকে, তা তোমার জীবনে practical (বাস্তব) হ'য়ে উঠুক।

উক্ত ভাই—আমার মোহ আছে। আমি বিলাতে যেয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোহ যদি থাকে, তা' অমনি ক'রে খাটাও। মোহটা আমার achievement-এর (সাফল্যলাভের) জন্য হোক। আর tradition (ঐতিহ্য)-গুলি ঠিক রেখো।

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—Propitious ব'লে একটা কথা আছে নাকি?

আমি বললাম—আছে। মানে হ'ল কল্যাণকর। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন—ঐ propitious (মঙ্গলকর) হওয়া ভাল, ambitious (উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ) হওয়ার চেয়ে। Ambitious (উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ) হওয়ার মধ্যে আছে অপরকে down ক'রে (দাবিয়ে) বড় হওয়ার বুদ্ধি। আর, propitious-এর (মঙ্গলকরের) মধ্যে আছে অপরকে বড় ক'রে নিজে বড় হওয়ার সাধনা। তাই, তুমি যাই জান, যাই শেখ, তা দিয়ে মানুষের উপকার করবে।

উক্ত ভাই—আগে তো নিজে জানি, তবে তো তা' কাজে লাগাব।

মৃদু ধমকের স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি খাও না? তুমি হাগ না? তুমি

পেচ্ছাপ কর না? তাহলে সেইগুলির ভিতর দিয়ে শরীর কী ক'রে ভাল থাকে তা' তো জান। তা' মানুষকে জানাতে পার।

উক্ত ভাই—কিন্তু আমি পরের উপকার করব কেমন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর আমি বুড়ো মানুষ। এখানে প'ড়ে আছি। আমি স্টেশনে যাব। আমাকে তুমি ধ'রে নিয়ে গেলে। এই নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার energetic urge (উদ্যমী সম্বেগ) লাগল, compassion-ও (অনুকম্পাও) লাগল।

উক্ত ভাই—এ সব কাজ তো সবাই করে। এ তো অতি সাধারণ কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই অল্প করতে করতেই তো আস্তে-আস্তে মানুষ বড় হয়। তার অভিজ্ঞতা বাড়ে। আর, ধর্ম্মও সেই কথা বলে। বলে, তোমরা ইষ্টানুগ লোকপালী হ'য়ে ওঠ। টাকাস্বার্থী না হ'য়ে মানুষস্বার্থী হ'য়ে চল।

হঠাৎ ঐ ছেলেটি বেশ গরম হ'য়ে উঠে বলল—ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও তো বড় বড় টাকার ব্যাপার আছে। আমি বলছি।

এক দৃপ্ত তথা প্রত্যয়-উদ্দীপী স্বরে উত্তর করলেন পরম দয়াল—ধর্ম্ম মানে কী জান? ধর্ম্ম মানে পরিবার-পরিবেশ নিয়ে সুখে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া। আগে বাঁচা, তারপর সব কিছু। মানুষই যদি না বাঁচল, তাহলে টাকা উপায়টা করবে কে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার রকমে ছেলেটি একটু থমকে যায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর ছেলেটি আবার বলে—তা' আমি বিলাত যেতে চাই। এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। আপনি তো অনেক জানেন।

স্নেহল কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ আমি কিছুই জানি নে। আমি বুঝি, তোমরা আমাকে ভালবাস। ভালবাস বোধ হয় আমি বেকুব ব'লে।

বেলা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। অনিলদা এসে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে গেলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে চ'লে এলেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। জ্ঞানদা (গোস্বামী), সূর্য্যদা (বসু), সত্যদা (দে) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। সত্যদা যাজন ও প্রচার সম্বন্ধে কথা তুললেন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রচার মানে বিষয়গুলি ভালভাবে চারিয়ে দেওয়া, হাতে-কলমে মানুষকে করানো। আবার, হয়তো একজনের কাছে গেলে। সে কিছু কথা বলল, কিছু প্রশ্ন করল। কিভাবে তার উত্তর দিতে হবে, তুমি কিভাবে বললে সে বুঝবে, এ ভাবতে-ভাবতে তোমার পাণ্ডিত্য বেড়ে যাবে। প্রচারক যারা, ঋত্বিক্ যারা, তাদের দায়িত্ব অপরিসীম। খ্রীস্টানরা কয় clergyman। ডিকশনারিতে

তার মানে লেখা আছে portion of divinity (ঈশ্বরত্বের অংশ)। এদের ঋত্বিক্ কয়। ঋত্বিক্ শব্দের মধ্যে ঋতু আছে। তার মানে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ, যখন যে-ঋতু আসবে, যখন যেমন climate (জলবায়ু) হবে, তোমারও তেমনি ভাবে ভাবে adjust (সামঞ্জস্য) ক'রে চলা লাগবে। সেইরকম তোমার যজমানেরও যখন যেরকম ভাব হবে, মনের যেমন যেমন অবস্থা হবে, তদনুযায়ী তাকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে চলা লাগবে। একজন চীফ জাষ্টিস্ হয়তো তোমার যজমান হ'তে পারে। তাকেও তার রকম-অনুযায়ী guide (পরিচালনা) করা লাগবে। ঋত্বিক্-এর মধ্যে ঋতু আছে। আবার ঋতুর মধ্যে আছে ঋ-ধাতু। মানে গতি। এই গতি তোমার সব-কিছুর মধ্যে থাকা লাগবে। চুরি, বদমায়েশী, শয়তানি যা'ই আসুক, সবটাকে যেন তুমি face করতে (সামাল দিতে) পার। ধর, একজন কাঁদছে। তার কাছে যেয়ে তুমি হাসবে না সমবেদনা দেখাবে সেটা select (ঠিক) করতে হবে, যাতে সে চোখের জল নিয়েই হেসে ফেলে।

তারপর আমাকে বললেন—এই, দেখাবি নাকি clergyman ?

আমি তাড়াতাড়ি উঠে স্কীটের ডিক্‌শনারি খুলে clergyman শব্দের ধাতুগত অর্থ সত্যদাকে দেখালাম। দেখেই সত্যদা ব'লে উঠলেন—বাবা! এ যে দেখি একেবারে আমাদের আর্য্য conception (ধারণা)। আমাদের ভাষায় এদের বলে ঋত্বিক্, পুরোহিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসলে সবই ঋত্বিক্। ঋত্বিক্ যখন পুরোহিতের কাজ করে তখন সে পুরোহিত।

সত্যদা—তাহলে অধ্বর্য্যু, যাজক এরা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ঋত্বিকের portion (অংশ)। একজন ঋত্বিকের চলন-চরিত্র এমন হবে যে তাকে দেখে হাইকোর্টের জজ্ পর্য্যন্ত উঠে দাঁড়াবে। দাঁড়াবেই তো। দাঁড়াবে না কেন ? সে যে portion of divinity (ঈশ্বরত্বের অংশ)।

কিছুদিন আগে উৎসবের সময় সত্যদা আরব, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে এসেছিলেন আশ্রমে। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং সৎসঙ্গের কর্ম্মাবলী দেখে মুগ্ধ হন। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—এই যে consul-দের (রাষ্ট্রদূতদের) তুমি এখানে নিয়ে আসলে। এরা তোমাদের সম্পর্কে inquisitive (অনুসন্ধিৎসু) হ'য়ে উঠেছে। আজ তোমার position (সামাজিক পদমর্য্যাদা) তাদের থেকে ঢের উপরে। আগে হাইকোর্টে তুমি যে position hold করতে (পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে), তার সাথে এখনকার

position (পদ)-এর gulf of difference (অনেক তফাৎ)।

দেশের বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে ism-ই (মতবাদই) হোক তা' কত বড় তার বিচার হবে existence (সত্তা) দিয়ে। যেটা existence-এর (সত্তার) পক্ষে যতখানি propitious (মঙ্গলজনক), সেটা তত বড়। একথা বললে ওরা কী কয় ?

সত্যদা—ক'বে, এতো একেবারে basic (মৌলিক) কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যত আইন-কানুনই তৈরী করি, তার basic foundation (মৌলিক ভিত্তিভূমি) যদি ঠিক না থাকে তাহলে চলে কী ক'রে ?

অন্যান্য গ্রহে মানুষ আছে কিনা তাই নিয়ে কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন Planet-এই (গ্রহেই) এমনতর মানুষ আর নেই। মানুষ হয়তো আছে। সেখানে gravity (মাধ্যাকর্ষণ শক্তি) যেমনতর, তাদের make-up-ও (গড়নও) তেমনতর।

এর পর দেবতা ও ঈশ্বর নিয়ে কথা উঠল। দয়াল বললেন—দেবতা আর ঈশ্বরে তফাৎ আছে। দেবতা হ'ল hero (বীর), যার দীপ্তি আছে। আর ঈশ্বরত্ব মানে আধিপত্য। আধিপত্য অধিপতি থেকে। অধির মধ্যে ধা আছে। মানে ধারণ। আর পতি পা-ধাতু থেকে, মানে পালন। তাহলে যে source (উৎস) থেকে মানুষ ধারণ-পালন পায়, তিনিই ঈশ্বর। যিনি ধারণ-পালন করেন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব থাকে। কেউ যদি auto-initiative urge (স্বতঃদায়িত্বপূর্ণ সম্বেগ) নিয়ে তোমাকে ধারণ-পালন করে, তাহলে সে তোমার ঈশ্বর। আবার, আমি যদি তোমাকে ধারণ-পালন করি, আর তুমি যদি আধৃত না হও, তাহলে কিন্তু তুমি loser (ক্ষতিগ্রস্ত) হ'লে। আবার রাজাকেও ঈশ্বর বলে। যেমন কনৌজ-ঈশ্বর। মানে, কনৌজকে যিনি ধারণ-পালন করেন। যেমন, 'কনৌজ-ঈশ্বর তখন কহিলেন আসিয়া।'

সত্যদা—ঐরকম আরো আছে, লঙ্কেশ্বর, মগধেশ্বর, মিথিলেশ্বর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকবরকে বুঝি বলত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

সত্যদা—আকবর ইলাহী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সেখানে সম্প্রদায়-ভেদ ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্প্রদায় থাকবে না, সে একটা সোনার পিত্‌লে ঘুঘু। বরং এই যে যত সম্প্রদায় আছে, এদের প্রত্যেককে যদি তুমি বৈশিষ্ট্যানুগ রকমে nurture (পরিপোষণ) দিতে পার তখন তুমি হ'লে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'। আবার nurture (পরিপোষণ) দিতে হ'লে কোন্ কোন্ বিষয়ে nurture (পরিপোষণ) দেবে ?

মানুষের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সবটাই দেখতে হবে। সুজন্ম যাতে হয়, সুবিবাহ যা'তে হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে মৃত্যুটাকে যত দূরে রাখতে পারবে, তুমি তত great (মহান)।

সত্যদা—মৃত্যুটাকেও হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে?

হেসে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বাদ দেবে কেমন ক'রে? সে যে তোমার inevitable (অপরিহার্য্য) হয়েই আছে।

তারপর আবার বলছেন—তাহলে এই কথানুসারে divorce-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদের) কথাই আর আসে না। ডাইভোর্স আস্‌লে কামের তেইশ মারা যায় সেইখানেই। ধর, তুমি তোমার বৌকে ডাইভোর্স করলে। তারপর যে মুহূর্তে সে যেয়ে অন্যকে নিকে করল, সেই মুহূর্তেই সে নষ্ট হ'য়ে গেল।

সত্যদা—কিভাবে নষ্ট হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তোমার বৌকে তুমি ডাইভোর্স করলে। সে তোমার কাছ থেকে একটা রকম নিয়ে গেছে। তারপর আর একজনকে বিয়ে করার জন্য সে আর তোমার sperm carry (শুক্রাণু বহন) করতে পারল না। তার একমুখী ভাব নষ্ট হ'য়ে গেল। যার কাছে গেল তার কাম সারল। সেখান থেকে হয়তো আর এক জায়গায় যেয়ে তার কাম সারল। তার ছেলেও আবার একটা মেয়েলোককে বের ক'রে নিয়ে তার কাম সারবে। এইভাবে সে existence-এর (সত্তার) কাছেও যেতে পারল না। সে অস্‌কে (অস্তিত্বকে) নিকেশ ক'রে দিল। তাই, অসতী হ'য়ে গেল। তোমাদের কথায় সে অসতী। এতে তুমি সর্ব্বনাশ করলে শুধু নিজের না, societyরও (সমাজেরও)। তুমি ধানগাছ লাগালে। তার মধ্যে হয়তো ধানগাছের শত্রুও লাগালে। এখন ধানও ওকে মারার চেষ্টা করে। ও-ও ধানগাছকে annihilate (ধ্বংস) করার চেষ্টা করে। তার ফলে, যে গাছটায় পাঁচশ কি এক হাজার ধান হ'ত, সেটা অনেক ক'মে যাবে। এইভাবে সমাজের সর্ব্বনাশ হয়। ক্রাইস্টও ব'লে গেছেন, যে ব্যক্তি lustful eyeতে (কামনাময় দৃষ্টিতে) কোন মেয়েলোকের দিকে তাকায়, সে-ও adultery (ব্যভিচার) করে।

সত্যদা—তাহলে বিধবা-বিবাহের কথা যে শাস্ত্রে আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শাস্ত্রে আছে—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ এই পাঁচ জায়গায় দানই অসিদ্ধ। সেখানে এই ব্যবস্থা। কিন্তু এরকম-ভাবে দেখেশুনে তো এখন কেউ বিধবা-বিবাহ করে না।

সত্যদা গালে হাত দিয়ে ভাবছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দয়াল ঠাকুর মৃদু হেসে রঙ্গভরে বললেন—'পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।'

'অনেকক্ষণ কথা বলিয়েছি। এবার উঠি' ব'লে সত্যদা উঠে চ'লে গেলেন। হাকিম দাস (মুচি) এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, তোদের মধ্যে ডাইভোর্স আছে নাকি?

হাকিম—আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুলে দে, এক্কেবারে তুলে দে। ভাল গাছের মধ্যে যদি একটা খারাপ গাছ রাখ তো কী হবে? ভাল গাছটাও নষ্ট হ'য়ে যাবে। পুরুষলোক দাঁড়ায় মেয়েলোকের উপর। সেইজন্য মেয়েলোকের সবসময় ঠিক থাকা লাগবে। এখনকার যে রকম হয়েছে তাতে সব মেয়েলোকগুলিকে capture (দখল) করতে চায়। সবাইকে দিয়ে চাকরী করাতে চায়। তোমরা তা করতে দেবে কেন? তোমরা কি পাগল? মানুষ তো! আর দেখ, সমান ঘরে বিয়ে করতে হয়। সমান ঘরে বিয়ে না করলে ট্র্যাডিশন নষ্ট হয়ে যায়। যার ফল পাওয়া যায় দেরীতে, তার বীজ বোনা লাগে অনেক আগে। বীজ যদি দেরীতে বোনো তাহলে ফল পেতে দেরী হ'য়ে যাবে। ক্ষতি হবে তোমাদের। তাই, ভাল কাজ এখনই আরম্ভ ক'রে দিতে হয়।

ডেকলাল এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—জাতির সৃষ্টি কে করেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাই করেছেন।

ডেকলাল—তাহলে এর মধ্যে নানারকম বর্ণ কী ক'রে আসল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের কতকগুলি attribute (গুণবৈশিষ্ট্য) আছে। তার উপর দাঁড়িয়েই বর্ণ হয়েছে। দুনিয়ায় বাঁচতে গেলে আমাদের নানারকম সংঘাতের ভিতর দিয়ে চলতে হয়। যে সংঘাতগুলি আমাদের existenceকে (সত্তাকে) nurture (পোষণ) দেয়, experiment (পরীক্ষা) ক'রে ক'রে আমরা সেইগুলিকে গ্রহণ করেছি। তাই-ই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে tradition (ঐতিহ্য)। আর, যেগুলি অস্তিত্বের পোষণীয় নয়, সেগুলিকে আমরা বাদ দিয়েছি। আবার, ঐ সংঘাতগুলি বিনায়িত ক'রে চলার শক্তি যার যেমন, তাই-ই তার বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠেছে। আর, একই রকম বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে মানুষ-গুচ্ছ, তাদের নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে এক একটা বর্ণ। তার থেকে হ'য়েছে—এই এই গুণ থাকলে সে ব্রাহ্মণ, এই এই গুণ থাকলে সে ক্ষত্রিয়, এই এই গুণ থাকলে সে বৈশ্য এবং এই এই গুণ থাকলে সে শূদ্র। শূদ্র যারা ছিল, তাদের বই পড়তে দিত না, কিন্তু হাতেকলমে কাজ করাত।

তাই করতে করতেই তারা fit (যোগ্য) হ'য়ে উঠত। আবার বলত 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ', ব্রাহ্মণকে গুরু বলত। কারণ, সে হাতেকলমে সব কিছু করিয়ে শেখাত। ধর, তুমি কামার আছ। তোমার education minister (শিক্ষামন্ত্রী) হবে কিন্তু ঐ বামুন। সে তোমাকে সব শেখাবে। কিন্তু তোমার ঐ কাজ করে সে জীবিকা-নির্বাহ করতে পারবে না। তাহলে তোমার বৃত্তি হরণ করা হবে। সেটা পাপ। আবার দেখ, ভগবানের বিচার কেমন! এই class (শ্রেণী) কি শুধু মানুষের মধ্যে? প্রকৃতিতেই class (শ্রেণী) রয়ে গেছে। তুমি ভাঙ্গবে কী করে। এই যে দাঁড়কাক আর পাতিকাক আছে, এদের কখনও বিয়ে হতে দেখেছ? বিয়ে হয় না। আবার শালিকের মধ্যে আছে গাং-শালিক, ভাট-শালিক, ঝুঁটিবাঁধা-শালিক। মাঠে বসে এরা প্রায় একই রকম জিনিস খায় যার যার মতন করে। এদের মধ্যে কখনও match (মিলন) হয় না। ফিঙে আর দোয়েলের মধ্যে কি কখনও match (মিলন) হয়? এই যে বকই কতরকমের আছে—হলুদ বক, কাল বক, সাদা বক। সবাই মাছ খায়। কিন্তু এদের peculiarity (বিশেষত্ব) হল, ঐ সাদা-কাল বকের মধ্যে কখনও match (মিলন) হয় না। সব যার যার মত আলাদা। ওরা কি মানুষ? ওরা তো তোমাদের মত philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়েনি। তবুও কেমন নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক রাখে। তোমরা পরমপিতার সন্তান। তোমাদের বিচার আরও accurate (নিখুঁত) হওয়া উচিত। আজকালকার এই সব বিদ্বান মানুষ কী কয়, কী করে, বুঝিও না। দেখো, ওরা তোমাকে ভজায়ে যেন ওদের মত করে ফেলতে না পারে। ওরা এসব বোঝে না, বুঝতে চায়ও না।

ডেকলাল—অথচ এরাই তো civilised (সভ্য) বলে খ্যাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরাই civilised (সভ্য) না তোমরাই civilised (সভ্য) তা বলা মুশকিল। Civilisation (সভ্যতা) মানে কী রে?

ডিকশনারিতে দেখা হল civilise কথাটার ধাতুগত অর্থ city, citizen (নগর, নাগরিক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দেখ, city-তে (নগরে) যারা থাকে তারাই civilised (সভ্য)। সে একটা ব্যাঙও হতে পারে। ঐ অর্থে একটা কাকও citizen (নাগরিক)। সাপ, বেজী, সব citizen (নাগরিক)। সেখানে বৈশিষ্ট্যের কোন কথা নেই।

ডেকলাল—কথায় বলে, হরি ভজলে জাত থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরি ভজা মানে বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে না। শ্রীহরি স্বয়ং বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। তাই, হরিভজনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের কথা থাকবেই।

২০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ৬। ১২। ১৯৫৯)

আজ ভোর থেকেই আকাশভরা মেঘ। চারিদিকে কুয়াশায় ভরে গেছে। রোদের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আর বাইরে গেলেন না। খড়ের ঘরের ভেতরেই আছেন। আদিত্যদার (মুখোপাধ্যায়) সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—জগতে কোন জিনিসেরই শুধু পজিটিভ্ নেই। তার কোন না কোন part (অংশ) নেগেটিভ্ খুঁজে পাওয়া যাবেই। শুধু একটা charge (শক্তি) থাকলে কখনও creation (সৃষ্টি) হত না। একটা থাকলে তা' উড়ে যেত, dissolute করে (দ্রবীভূত হয়ে) যেত। যে-কোন জিনিসই বজায় থাকে পরস্পরের আকর্ষণের ভিতর দিয়ে, connection-এর (যোগ-আকূতির) ভিতর দিয়ে। Connection মানে ধারা। ধারা বজায় থাকে পরস্পর গতির ভিতর দিয়ে। গতির একটা পজিটিভ্ আর একটা নেগেটিভ্, পজিটিভ্ stable (স্থির), নেগেটিভ্ not stable (চঞ্চল) বা changeable (পরিবর্ত্তনশীল)। Change (পরিবর্ত্তন) যদি না থাকে তাহলে lifeই (জীবনই) থাকে না। তাই, সৃষ্টির আদিতেও ঐ পজিটিভ্-নেগেটিভ্, শিব আর কালী। শিব একেবারে সাদা, কালী একেবারে কালো।

এরপর বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজ কিরকম বিশ্রী weather (আবহাওয়া) হয়ে থাকল। কেষ্টদা আজ আসবি নানে ?

আদিত্যদা—আমি যাই, ডেকে নিয়ে আসি।

কেষ্টদা এলে শ্রীশ্রীঠাকুর আগের দেওয়া একটি ইংরাজী বাণী ভাল করে দেখে দিতে বললেন।

২১শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ৭। ১২। ১৯৫৯)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পূবের ছাউনির তলে ব'সে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার এই অসুখ হবার আগে মানুষ আমার কাছে প্যারালিসিস-এর রোগী খুব আনত। আমি তখন বারণ করতাম, কিন্তু ওরা শুনত না। ঐ রকম রোগী দেখতে দেখতে আমার কেমন মনে হ'ত, আমিও বুঝি ঐরকম হ'য়ে গেছি। তারপর আমার এই অসুখ হ'ল। এখন আবার ক্যানসার রোগী আনা আরম্ভ করেছে।

অনেক নিয়ে আসে। (অনিল গাঙ্গুলীদাকে দেখিয়ে) ঐ অনিল যদি একটু খেয়াল রাখে, ও একাই সব ঠিক করতে পারে।

কথায়-কথায় সান্ধ্য প্রণামের সময় এসে যায়। প্রণামের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), আদিত্যদা (মুখোপাধ্যায়), হরেরামদা (চক্রবর্ত্তী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ উপস্থিত। শান্ত পরিবেশ। সবারই দৃষ্টি প্রভুর শ্রীমুখকমলে নিবদ্ধ।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—আমার একটা কথা মনে হয়, বুঝলি আদিত্য! হাসবি নাকি? আমার মনে হয়, সবই প্রোটিন। লোহা, পাথর, সবই প্রোটিন। আর, এর origin (জন্ম) ঐ প্রোটোপ্লাজম থেকে। কইতে লজ্জা-লজ্জা করে, কিন্তু ক'য়ে ফেলালাম। এই যেমন প্লাষ্টিক, ও-ও প্রোটিন। আমার মনে হয়, প্রোটোপ্লাজম থেকে যা তৈরি হয়েছে এবং তার যা কিছু derivative (মূল পদার্থ থেকে প্রাপ্ত রাসায়নিক দ্রব্য), সব প্রোটিন। এমন কি গাছগুলিও প্রোটিন।

হরেরামদা—আপনি বললেন লোহাও প্রোটিন। কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোহাগুলি মনে হয় one device of chemical adjustment (এক বিশেষ প্রকারের রাসায়নিক সমন্বয়)। তাকে নরম করা যায়। শক্তও করা যায়। আবার এই প্রোটিনকে analysis (বিশ্লেষণ) ক'রে অনেক জিনিস পাবে।

আদিত্যদা—প্রোটিনকে analysis (বিশ্লেষণ) ক'রে তো হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, এই সব পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই হল প্রোটিনের constituents (উপাদান)। প্রোটোপ্লাজম যে শুধুমাত্র একটা এ্যামিবাই হ'য়ে উঠেছে তা কিন্তু নয়। আরো অনেক কিছু হয়েছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রোটিন শব্দের root meaning (ধাতুগত অর্থ) দেখতে বললেন। দেখা গেল primary thing (প্রাথমিক পদার্থ)। তা শুনে দয়াল বললেন—ঐ যদি হয় তাহলে আমার কথা কাছাকাছি গেছে। প্রোটিন হ'ল primary materialisation of beings (প্রাণের প্রাথমিক রূপায়ণ)। তার permutation and combinationএ (সংযোগ-বিয়োগের ফলে) আবার অনেক জিনিস হয়, যেমন প্রোটিন হয়েছে, ঐরকম আর একটা জিনিস combined (যুক্ত) হয়ে আর একরকম হ'ল।

শৈলেনদা—Primary (প্রাথমিক) ব্যাপারটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু primary (প্রাথমিক) না, আমার ক'বের ইচ্ছে করে primary

being (প্রাথমিক সত্তা)। ধর, chemical-গুলি (রাসায়নিক পদার্থগুলি) ছিল। Atmosphere-এ (আবহমণ্ডলে) নানারকমের ভিতর দিয়ে কতকগুলি being (সত্তা) হ'ল। কিছু আবার mine-এ (খনিতে) যেয়ে minerals (খনিজ পদার্থ) হ'ল। এইভাবে নানারকম হয়েছে।

আদিত্যদা—কিন্তু theory-তে (মতবাদে) আছে সূর্য্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি, সেখানে কী করে এটা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Atmosphere-এর (আবহমণ্ডলের) change-এর (পরিবর্ত্তনের) সাথে সাথে এগুলি materialised হ'তে (রূপে পরিগ্রহ করতে) আরম্ভ করেছে। যেমন হয়তো নিউক্লিক এ্যাসিড আছে। এর সাথে আরো কতকগুলি জিনিস এসে মিশল। তখন আর ওটা ওরকম থাকল না। আর একরকম হ'য়ে গেল। এইভাবে চলছে তো আজ পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যা ছয়টা বাজে। শ্রীশ্রীবড়মা এলেন। খড়ের ঘর-সংলগ্ন, তাঁর জন্য নবনির্ম্মিত বাথরুমটা দেখে এসে বসলেন কোণের চৌকিখানিতে।

আবার পূর্ব্বসূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে চললেন—এর মধ্যে গল্প শুনিছিলাম, রাশিয়া, নাকি প্রোটিনের জাহাজ, প্লাষ্টিকের জাহাজ তৈরী করেছিল। তা' বেশ শক্তও হয়েছে। তাহলে দেখ, প্রোটিনটাকে adjust (বিনায়ন) ক'রে ক'রেই তো অমনি করেছে। আবার, আমরা diet-এর (খাদ্যের) সঙ্গে প্রোটিন নিই। আমি কই, প্রোটিন যাতে হয় সেই জিনিসটা খেয়ে যদি আমরা body chemicalএ (শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়ায়) প্রোটিন ভিতরে তৈরি করে নিতে পারি তা'হলে সেটা আমাদের allied (সুসঙ্গত) হয়। আবার, সব প্রোটিন কিন্তু একরকম না। যে প্রোটিনে ওরা জাহাজ বানিয়েছে, আর আমরা যে প্রোটিন খাই, দুটা কিন্তু এক না। জাহাজের প্রোটিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে মরে যেতে হবে। একটা পাঁঠার পুষ্টির জন্য যে প্রোটিন দরকার, আমার পুষ্টির প্রোটিন কিন্তু তার থেকে আলাদা। যে-প্রোটিনে আমার পুষ্টি হয়, আমাকে তাই নিতে হবে। নতুবা সাপের বিষেও তো প্রোটিন আছে। Animal-দের (জন্তুদের) প্রোটিন মানুষের থেকে আলাদা। গরু-ছাগল এরা তো মাংস খায় না। কিন্তু যা খায় তাইই ভিতরে তাদের মত ক'রে adjust (বিনায়িত) ক'রে নেয়। আবার, ভুট্টা আছে, গমও আছে, এ দুটোর প্রোটিনও কিন্তু এক না। তারপর ভিতরে প্রোটিন নিয়ে আমি হয়তো বেশ মোটাসোটা হলাম। ৬০/৭০ বছর বাঁচলাম, তারপর ম'রে গেলাম। তাতে ঐ প্রোটিন আমার life-এর (জীবনের) পক্ষে আর co-runner (সহায়ক) হ'য়ে উঠতে পারল না।

(কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বলছেন) আমার এমনতর মনে হয়। বলতে লজ্জা-লজ্জা করে। যদি মানুষ হেসে ফেলে। ভাবি যে হাসে হাসুক, কিন্তু তারা বুঝলে হয়। আর ওরা হাসার আগে তোমরা যদি এটা প্রমাণ করে ফেলতে পার তাহলে ভাল হয়। অবশ্য সত্য যা তা একদিন প্রমাণিত হবেই।

এরপর শ্রীশ্রীবড়মার দিকে ফিরে বললেন—ও বড় বৌ, সে শোলা কচু তো রাঁধলে না! শুকায়ে গেছে?

শ্রীশ্রীবড়মা—না, শুকায় নি।

হাউজারম্যানদা এসে বসলেন। আমেরিকা থেকে খবর এসেছে তাঁর মায়ের অসুখ। মাকে দেখতে যাবেন। এখান থেকে ১৪ই ডিসেম্বর রওনা হ'য়ে যাবেন। তার দিকে তাকিয়ে বললেন পরম দয়াল—ও আমেরিকায় যাবে। মা'র অসুখ, যাওয়াই উচিত। কিন্তু ও গেলে আমার অসুবিধা হয়ে যাবে নে।

ইদানীং হাউজারম্যানদাকে কাছে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ইংরাজী বাণী দিয়েছেন। সেই কথা উল্লেখ ক'রে যেন আদর করেই বলছেন দয়াল—এতগুলি বের তো করেছে ও। তার মানে, ও আমাকে **handle** করতে (পরিচালনা করতে) পারে। যে যাকে ভালবাসে না, সে তাকে বোধ হয় **handle** (পরিচালনা) করতে পারে না।

এরপর ইষ্টভৃতি সম্পর্কে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যে ইষ্টভৃতি করি, সেই সম্বন্ধে রবি ঠাকুরও লিখেছেন। ইষ্টভৃতি নাম দেন নি। কিন্তু ঐরকম লিখেছেন। তার মানে ঐরকম **conception** (ধারণা) ছিল। (বিশুদাকে বললেন) দেখা না ক্যান আদিত্যকে।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন নামক বইখানি এনে তার মধ্যে 'ত্যাগের ফল' নামক প্রবন্ধ থেকে নির্দ্দিষ্ট অংশটি প'ড়ে শোনালেন। পড়ার পরে শৈলেনদা বলছেন—বুঝ ছিল খুব। এক জায়গায় বলেছেন, ভারতের সনাতন ব্রাহ্মণত্ব অচিরেই জাগ্রত হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তাই মনে হয়।

তারপর একটু আনমনাভাবে বলছেন—কিন্তু রকম দেখে কেমন মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে বাণীপ্রদান সম্পর্কে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার অনেক আসে। কিন্তু তখন তখনই ধ'রে না রাখার জন্য উড়ে যায়। হয়তো ত্রিশটা আস্‌ল, বিশটা উড়ে গেল। দশটা আসল, চারটা উড়ে গেল। ভাবি যে রে আস্‌লে ক'ব বা অমুক আসলে ক'ব, কিন্তু পরে আর মনে থাকে না। একটা **flow of ideas** (ভাবধারার প্রবাহ) আসে। ওর উপর আমার কোন **control** (অধিকার) নেই। আগে **idea**-টা

(ভাবটা) আসে, flow of perception (বোধপ্রবাহ) আসে। তারপর তার language (ভাষা) আসে।

পঞ্চাননদা (সরকার)—ওর language (ভাষা) ?

চাদরটা গায়ে টেনে দিয়ে কাত হ'য়ে শুয়ে পড়তে পড়তে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি কি অত বুঝি ? ভাববৃত্তি দেবতা, শুধু এইটুকু বুঝি। আমার environment-টা (পরিবেশটা) যদি অমনি (ভাববৃত্তিসম্পন্ন) হত তাহলে সুবিধা হত।

হাউজারম্যানদা—একটা ডিক্‌টাফোন্ সামনে রাখলে হয়। যখন মনে এল, কথাগুলি ব'লে রাখলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি হয় ? তখন হয়তো কারো সাথে কথা কচ্ছি কি আর কিছু দেখছি। আমি যদি লেখাপড়া জানতাম, তাহলে অনেকগুলি ধরে রাখতে পারতাম।

ইতিমধ্যে আরও অনেকে এসে বসেছেন। সুশীলামা (হালদার) দয়ালের শ্রীচরণে মৃদুভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মায়েরা অনেকে উপস্থিত। তাঁদের দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েলোক বোধ হয় বেটাছেলের চেয়ে বেশী বাবু হয়।

তারপর ছড়া দিলেন—

অবিদ্যা যা' জানাই উচিত
করণীয় নয়কো তা',
বিদ্যাটাই তো পালনীয়
বোঝায় করায় সর্ব্বথা।

পঞ্চাননদা—অবিদ্যা পালনীয় নয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবিদ্যা তো অনস্তিত্ব। সেটাকে জানা লাগবে। একটা বাঘ যদি আক্রমণ করতে আসে, তার রকম-সকম সব জানা লাগবে। তারে ছেড়ে দিলে তো মুশকিল।

পণ্ডিতদা—কিন্তু ক'রে না জানলে জানাটা হবে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে যেয়ে কোথায় ছোবল খেয়ে যাবা তার ঠিক নেই। কামের সব জানা লাগবে, কিন্তু engaged (ব্যাপৃত) হ'য়ে পড় তো গেলে।

ব'লে ছড়া দিলেন—

অবিদ্যাই তো নষ্ট আনে
আঘাত দিয়ে সত্তাটাকে,
বিদ্যা দিয়ে বিশদভাবে
ভোগ ক'রে চল্ সটান তা'কে।

২২শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ৮।১২।১৯৫৯)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হল্‌ঘরে আছেন। আদিত্যদা (মুখোপাধ্যায়), হরেরামদা (চক্রবর্ত্তী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), অনিলদা (গাঙ্গুলী), সূর্য্যদা (বসু), বসাওনদা (সিং) প্রমুখ উপস্থিত। নানাপ্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। বাক্যপ্রয়োগ সম্পর্কে কথা উঠতে দয়াল ঠাকুর বললেন—কথাটা এমনভাবে কওয়া লাগে যাতে তা' অপরের ভেতরে resonate করে (অনুরণন সৃষ্টি করে)। আমার থেকে বেরিয়ে গেলে অপরে যেন তা ধরতে পারে। সেইজন্য, শব্দের ব্যুৎপত্তি বা intent of the word (শব্দের মৌলিক অভিপ্রায়)-এর দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হয়। মাঝে-মাঝে একা একা দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলার practice (অভ্যাস) করা লাগে।

সূর্য্যদা—তাহলে উচ্চারণও তো বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উচ্চারণ বিশুদ্ধ হোক আর যাই হোক, শব্দটা অন্যের ভেতর resonate (অনুরণন সৃষ্টি) করা চাই।

এই সময়ে আমার মনে পড়ল লালাবাবুর কথা। বললাম—তাহলে লালাবাবু যে 'বেলা গেল' শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সেটাও তো তাঁর ভেতরে resonated (অনুরণিত) হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাও কিছুটা বৈ কি! ঐ 'বেলা গেল' শুনেই তার whole life-এর thrillটা (সমগ্র জীবনের ভাবস্পন্দনটা) ধরা পড়ে গেল। সব ভেসে উঠল চোখের সামনে। সে বেরিয়ে গেল। আমি শুনেছি অনেক বেশ্যারও এইভাবে change (পরিবর্ত্তন) এসেছে। আমি যখন ন্যাশন্যাল মেডিক্যালে পড়তাম, তখন কয়েকজন আমাকে ধ'রে বেশ্যাবাড়ী নিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল একজন উকিল। সে ঐ বেশ্যার ওখানে পড়াত। বেশ্যা হ'লে কী হবে! লেখাপড়া জানত। আমাকে তো জোর ক'রে ওখানে নিয়ে গেল। আগে তো ওদের ওখানে কোনদিন যাই নি, সেই গেলাম। দেখলাম ঘরটা বেশ সাজানো। টেবিল আছে, আলমারি আছে, বিছানাটাও ভাল ক'রে পাতা। হুঁকো আছে। ঐ বেশ্যা তো আমার কাছে এসে কতরকম কথা কয়, কত কী করে ওদের মত ক'রে। তারপর আমি ওকে 'মা' বলে ডাক দিলাম। আরো কী কী ক'লাম মনেও নেই। সে একেবারে চাকে ঘা পড়ার মত অবস্থা হ'ল। ছিট্‌কে যেয়ে পড়ল দেওয়ালের সাথে। সে যার kept (রক্ষিতা), তাকে এক তাড়া দিয়ে বলল, তুমি 'আর ঘরে এসো না। সবাইকেই ভাব তোমার মত। তারপর আমাকে বসতে কয়। আমি বললাম, থাক্, আমি দাঁড়িয়েই থাকি। সে বুঝতে পারল। টক্ ক'রে একটা নতুন কুশাসন এনে পেতে

দিল। ভাবলাম, এখন না বসলে খারাপ হবে নে। তাই বসলাম। তখন ও কয়, বাবা, তুমি যদি তামাক খাও তাহলে তামাক সেজে দিই। বললাম, তামাক আমি খাই। কিন্তু ও হুঁকোয় তো খাব না। তখন কোথায় থেকে টক্ ক'রে একটা নতুন খেলো হুঁকো নিয়ে এসে তামাক সেজে দিল। সব একেবারে টক্ টক্ ক'রে হচ্ছে ম্যাজিকের মতন। তারপরে তো তামাক খেলাম। ও অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক কথা বলল। পরে কয়, বাবা! তুমি রোজ একবার ক'রে এসো। আমি বললাম, আমি যদি তোমার পেটের ছেলে হতাম তাহলে তুমি কি আমাকে এখানে আসতে বলতে পারতে? ও কয়—না। তখন আমি ক'লাম, আমি কি তোমার পেটের ছেলে নই? তখন ও কয়, তাহলে তোমার যখন ইচ্ছে হবে, এই পথ দিয়ে যদি যাও। বললাম, তাও বলতে পারি নে। তারপর চ'লে আসি। পরে শুনি যে, সেই মেয়েলোকটা নাকি তিনদিন ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ছিল। তারপর তার কাপড়-গয়না যা' ছিল, সব রামকৃষ্ণ আশ্রমে দিয়ে থুয়ে কোথায় যে চ'লে গেল, আর দেখা পাই নি। ভেবেছিলাম, পরে ঘুরতে ঘুরতে বোধ হয় আবার আসবে। কিন্তু আর আসে নি।

ঘরের ভিতরে অনেক লোক, তবুও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলা শেষ হবার পরেও এক অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সবাই তন্ময়, ভাববিমুগ্ধ। এই নীরবতা ভঙ্গ করেই দয়াল দক্ষিণ করতল প্রসারিত ক'রে বললেন—'দে, পান দে'। সুশীলামা (হালদার) তাঁর শ্রীহস্তে পান ও সুপারি এনে দিলেন।

এরপরে দেশের বর্তমান অবস্থা ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। সেই প্রসঙ্গে পরম দয়াল বলেন—Death-rate (মৃত্যুহার) যত কমে, birth-rateও (জন্মহার) তত কমে। এটা হল economy of providence (ভাগবত হিসাব)।

কিছুক্ষণ পর আবার বলছেন—যা bitter for the country (দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক) তা bitterly criticised (কর্কশভাবে সমালোচিত) হওয়াই ভাল।

রাত আটটা। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবসমাধি অবস্থা নিয়ে কথা চলছিল। শুনতে শুনতে তিনি বললেন—তখন কীর্ত্তন করতাম। গান করছি, সেই সাথে গা দোলাচ্ছি। দোলাতে দোলাতে হঠাৎ unconscious (অচেতন) হ'য়ে প'ড়ে যেতাম। ঐ অবস্থায় কথা বলতাম। যদিও জানি ও কথাগুলি আমারই। কারণ, লেখা দেখে আমার কথার সাথে মিল আছে মনে হয়। কিন্তু কেমন একটা স্বপ্নে কথা কওয়ার মত। চেতনা থাকত।

হাউজারম্যানদা—আপনি তো তখন অনেকের কথার উত্তর দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিতাম, কিন্তু দিতাম যে তাই জানতাম না। ওটা সমাধি কিনা তাইই জানি নে। সমাধি মানে সম্যক ধারণা করা। ওটা আমার ঘুমের ঘোরে কথা কওয়ার মতন। ঐ যেমন সেবা ঘুমের ঘোরে কত কথা কয়।

সত্যদা (দে)—পুণ্যপুঁথির লেখাগুলির উপর আপনাকে তো বিশেষ জোর দিতে দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার 'পরে আমার control (অধিকার) নেই তাকে আমার ব'লে চালাই কী করে? (ক্ষণেক নীরব থেকে যেন আপন মনেই বললেন) পুণ্যপুঁথির উপর-আমি খুব stress (জোর) দিলে মানুষ শেষকালে ঐরকম করতে আরম্ভ করবে।

তারপর, ইদানীং কালে প্রদত্ত বাণীসমূহের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এসব দেখেশুনে মানুষ আমাকে কইতে পারে, ঘোর materialist (বাস্তববাদী)।

সত্যদা—তা' অসম্ভব না। আপনি তো কিছু ধোঁয়াটে রেখে গেলেন না। সবই explained (ব্যাখ্যাত) হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—I narrate my facts (আমি আমার দেখা তথ্যগুলি বিবৃত করেছি)।

২৪শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১০।১২।১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিনকার মত পূবের দিকের ছাউনিতে এসে বসেছেন। সকালের মিষ্টি রোদ আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ্র শয্যা সূর্য্যকিরণ-ছটায় উদ্ভাসিত। ভক্তবৃন্দ রোদপিঠ করে দূরে দূরে বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ শৈলমা এসে বললেন—ঠাকুর, আমি গত অঘ্রাণ মাসে চাকদায় গিয়েছিলাম। তখন আমার চাদর, গরম জামা সব সেখানে ফেলে এসেছি। আমি গেলে সেগুলি নিয়ে আসতে পারি। আপনাকে একবার বলেছিলাম যাওয়ার কথা। আপনি বলেছিলেন, তোর ইচ্ছে হয় তো যাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ইচ্ছে হলে যাবি।

শৈলমা—তাহলে আমি যাব না। যেয়ে কি শেষে বিপদে পড়ব? কিন্তু এই দেখেন গায়ে কিছু নেই। খালি গায়ে ঘুরতে হয় আমাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই, দেখি।

শৈলমা পিঠের কাপড় সরিয়ে গা আলগা ক'রে দেখালেন। দেখে দয়াল সেবাদিকে বললেন—এই সেবা, ওরে একটা গরম জামা বানায়ে দিবি?

শৈলমা—না ঠাকুর! আপনার কাছ থেকে আমি জামা চাই না। আমি গেলেই তো নিয়ে আসতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেতেও টাকা লাগবে, জামাতেও টাকা লাগবে। তা' জামা নেওয়াই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদির দিকে তাকাতে সেবাদি বললেন—আজ্ঞে, আমি ওনাকে গরম জামা বানিয়ে দেব।

২৫শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ১১।১২।১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। পরমপূজ্যপাদ বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সূর্য্যদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

কথায় কথায় কেষ্টদা বললেন—রামধুন সঙ্গীতের মধ্যে খোদা, গড্, সবই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে। কিন্তু কেন যে আছে তা' আর নেই। আমি কই, সব পুরুষোত্তমই একেরই নব-অবতার। তাঁদের তো স্বীকার করতেই হয়, তা ছাড়া যুগোপযোগী যিনি তাঁকেও দরকার। আমার কথার মধ্যে সব 'কেন' বোধ হয় ভেঙ্গে দেওয়া আছে। আর, prophetদের (প্রেরিতদের) মধ্যে আমি আর একটা জিনিস দেখেছি, তাঁরা বৈশিষ্ট্যপালী। কারো বৈশিষ্ট্যকেই নষ্ট করেন না। কিন্তু সব ভেঙ্গে যেখানে একসা করা হয়, সেখানেই সন্দেহ করতে হয়।

কেষ্টদা—Human Law (মানুষের আইন) বরং follow (অনুসরণ) করা যায়। কিন্তু divine law (ঈশ্বরীয় আইন) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে according to ages (যুগোপযোগী)।

এর পর সত্য ও মিথ্যা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি যদি মিথ্যা কও, আর সে-মিথ্যা যদি সত্য ও সংবর্দ্ধনার পরিপোষক হয়, তাও কিন্তু সত্য।

কেষ্টদা—কিন্তু পরিপোষক হল কিনা তা' judge (বিচার) করবে কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Effectটা (ফলটা) দেখবেন তো!

কেষ্টদা—অনৃত বা সত্য সম্বন্ধে যে ছড়া আপনি দিয়েছেন, তা' কি কেউ follow (অনুসরণ) করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে পারবে, করবে। না পারলে করবে না।

কেষ্টদা—Follow (অনুসরণ) করা সকলের পক্ষে সম্ভবই না।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার পক্ষে সম্ভব, সে তো করবে। আর আমার একথা মহাভারত, মনুসংহিতা, সবের মধ্যেই আছে।

কেষ্টদা—কিন্তু ঠিকমত apply (প্রয়োগ) করেছেন একমাত্র কেষ্ট ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো লোকে করেছে।

তারপর পূজ্যপাদ বড়দাকে বললেন—তুই আমারে একটা লেপ বানায়ে দিবি।

পূজ্যপাদ বড়দা—কত বড় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ৬ হাত × ৮ হাত।

তখন পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের খাটের মাপ নিতে বললেন। মাপ নিয়ে দেখা গেল খাটখানি লম্বা ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং চওড়া ৬ ফুট ৮·৫ ইঞ্চি। তারপর পূজ্যপাদ বড়দা পণ্ডিত মশাইয়ের (গিরিশদা) দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখেন তো আমার কলকাতায় যাওয়ার দিন আছে কিনা!

পণ্ডিত মশাই দিন দেখতে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, কলকাতায় যাবি কেন ?

পূজ্যপাদ বড়দা—আমি নিজে যেয়ে বানায়ে নিয়ে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বাবা! ফোনে ওদের ক'য়ে দিলে হয়।

পূজ্যপাদ বড়দা—ওরা পারে কি না পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব পারবে নে। (পরে একটু আত্মগতভাবে বলছেন) আমার মনে হয়, আমি ক'য়েই খারাপ করলাম।

এর মধ্যে পণ্ডিত মশাই দিন দেখে এসেছেন। বলতে যাবেন। বড়দা বারণ করে বললেন—আর দরকার নেই।

বলে উঠে ফোন করতে চলে গেলেন। হাউজারম্যানদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেষ্টদাকে ওগুলি শোনা তো, যেগুলি শোনেনি।

ইদানীং ছোট ছোট অনেক ইংরাজী বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। হাউজারম্যানদা কেষ্টদার কাছে বসে সেইগুলি পড়িয়ে শোনাতে লাগলেন। এই সময় খগেনদা (তপাদার) এসে সামনে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী রে ?

খগেনদা—বাজারের দিকে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাজারে ক্যা ?

খগেনদা—কয়েকটা পাইপ আনতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়মত কাজ শেষ করতে পারিস নে কেন ? (ঈষৎ হেসে) এর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পরে শেষ হলেও সে আনন্দ আর থাকে না।

বাইরের থেকে জনৈক সৎসঙ্গী এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তার জীবনের কিছু সমস্যা ব্যক্ত করেছে। আজ বাড়ী যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। উত্তরে দয়াল বললেন—যা' বলেছি ঠিক রাখিস।

উক্ত ভাই—বহু সমস্যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্যার কি অন্ত আছে মানুষের? দাঁড়া ঠিক রেখে চলা লাগে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ১২।১২।১৯৫৯)

প্রভাতদা (দে) তাঁর মাধ্যমে দীক্ষিত একটি ভাইকে নিয়ে এলেন। সেই ভাইটি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে হাত জোড় করে বসে বলল—আমি আগে রাম চ্যাটার্জী নাম নিয়ে হোটেলে রান্না করতাম। কিন্তু দীক্ষা নেবার পরে আমার মনে দ্বন্দ্ব আসে। আমার নাম চণ্ডীচরণ দাস। এখন আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর রকম খুব ভাল। (প্রভাতদাকে) ঐ যে অতটুকু স্বীকার করল, তার মানে মনে অতটুকু জেগেছে। তুমিই তো ওকে ঠিক ক'রে দিতে পার।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে ছাউনিতে এসে বসেছেন। মাঝে-মাঝে ইংরাজীতে বাণী দিচ্ছেন। শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) দয়াল বললেন—ওগুলি ভাল করে দেখে দিস্।

শৈলেনদা—আপনি যেসব লেখা দেন, তার বিষয়গুলিও আমরা ভাল ক'রে বুঝি না। তা ওগুলি আমাদের ভাল ক'রে দেখতে বলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যা কথা তা তো আমি dictation-এর (বাণীর) মধ্যে দিলামই। তোমরা তাতে convinced (প্রত্যয়ী) হয়েছ কিনা তা দেখি। তোমাদের conviction (প্রত্যয়) পাকা করার জন্য তোমাদেরও এগুলি consider (হিসাব) করা লাগে।

শৈলেনদা—কিন্তু আপনার intentটা (অভিপ্রায়টা) তো ঠিকমত ধরা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার intent (অভিপ্রায়) তো আমি ক'য়েই দিই। তা ছাড়া তোমরা এগুলি শুধু পড়ার ভিতরেই না রাখ, বাস্তবে materialise (মূর্ত্ত) করার অভ্যাস কর, আমি তাই চাই। আমার কথা আমি ক'য়ে গেলাম, আর তোমরা তাতে untouched (ধরা-ছোঁয়ার বাইরে) হ'য়ে থাকলে, তা আমি চাই না। আমি চাই, আমি যদি না থাকি, মানুষের কাছ থেকে ওগুলি একেবারে ফসকে না যায়। তোমাদের মাথায় ঠিকমত ধরা থাকলে মানুষ তোমাদের কাছ থেকেই এগুলির touch

(স্পর্শ) পাবে। তাছাড়া, আমি একটা কথা ক'লেম কেন, তাও ক'য়ে-দিই। আবার তোমাদের সবার কাছ থেকে যেটা tested (পরীক্ষিত) হয়ে আসে, সেটাতে আমার কোন deficiency (খাঁকতি) থাকলে তাও ঠিক হয়ে যায়।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। অনিল গাঙ্গুলীদা একটি ছেলেকে সাথে ক'রে নিয়ে এসে বললেন—এ পাকিস্তান থেকে এসেছে। তিনবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে নি। এখন কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফেল্ যখন করেছে, পাশ করাই লাগে। না হ'লে ফেলটা ভূতের মত ঘাড়ে চেপে ধরে। আর, পাশ করতে পার নি মানে ঠিকমত পড়নি। বইতে কী কী আছে তা মাথায় নেই। পড়ার সময় পড়তে হয় sketch (খসড়া) ক'রে।

অনিলদা—তাহলে ও এবার আবার পরীক্ষা দেবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর জোর দিয়ে বললেন—নির্ঘাত। তারপর ছেলেটিকে বললেন—ফেল করে কখনও ফিরবি নে।

এর পরে চাদরটা গায়ের উপর টেনে নিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তিত্তিরিদি সামনে দাঁড়িয়ে। তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সোহাগভরা ডাক দিলেন—চন্দনা, চন্দনা। কী খাবে নে আজ? এদিক আয়, এদিক আয়।

তিত্তিরিদি সামনে এগিয়ে এসে বলল—আজ দুপুরে গাঁদাল পাতা খাইছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তো বেশ করছ। যা' বেরোত, আটকায়ে দিছ। তাও যদি রসুন দিয়ে খেতে তাহলেও হত। তা' তো খাও নি। এক কাম করে আয় তো। গোটা চারেক রসুনের কোয়া খেয়ে আয়।

তিত্তিরিদি—হইছে। তাহলে গন্ধে আর ঠাকুমার কাছে যাওয়া যাবি নানে। (ঠাকুমা মানে এখানে শ্রীশ্রীবড়মা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর সবতাতেই একটা কাণ্ড আছে।

দয়াল খুশী হন নি বুঝে তিত্তিরিদি নরম সুরে জিজ্ঞাসা করল—কেমন ক'রে খাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গলার মধ্যে দিয়ে গিলে ফেলবি।

তিত্তিরিদি উঠে চলে গেল। সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের বরবপু মৃদু মৃদু কাঁপিয়ে দিচ্ছেন। আস্তে আস্তে বললেন—আমার কত দোষ। এ কি ছাড়বে সারা জীবনে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাড়ালেই ছাড়ে।

সরোজিনীমা—আপনার কাছেও তো কত দোষ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো দোষ ধরবই। আমি যদি না ধরি তাহলে দোষ যাবে কী করে?

২৭শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৩। ১২। ১৯৫৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে আদেশ করেছিলেন একটা গরম জামা শৈলমাকে দেবার জন্য। সেবাদি আজ সকালে সেটি দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্রামের সময়ে সেবার জন্য দু'একজন ছাড়া আর কেউ কাছে থাকেন না। আজ দুপুরে ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ইংরাজী বাণী প্রদান করেন। তখন কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে পঙ্কজদা (সান্যাল) বাণীটি একটি খাতায় লিখে রাখেন।

বিশ্রাম থেকে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীটি দেখতে বললেন। তখন দেখা গেল সব কথা ঠিকমত ধরা হয়নি। সঙ্গতিরও গোলমাল আছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদাকে (রায়) বললেন বাণীটি ঠিকমত সাজিয়ে লিখতে। বঙ্কিমদা চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভাবার্থ অনুযায়ী কিছুতেই হচ্ছে না। তারপর দয়াল ঠাকুর স্বয়ং শব্দগুলি পর পর সাজিয়ে বাণীটি সম্পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। সবটা পড়ে শোনাতে বললেন। শোনানো হল।

পঙ্কজদা লেখার মধ্যে গোলমাল করে রাখায় বঙ্কিমদা বেশ বিরক্ত। বিরক্তিভরা কণ্ঠেই তিনি বললেন—Fill up the gaps (শূন্যস্থান পূরণ) বরং পারা যায়। কিন্তু আপনার কথা গোলমাল ক'রে লিখলে তা ঠিক করা খুবই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর আমার এ হল fill up the intent (অভিপ্রায়স্থান পূরণ)।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কী আছে না? 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। Love (প্রেম) হলে ঐরকম হয়ে ওঠে। যোগ হল সেই love (প্রেম)। আর যোগহারা হলেই মানুষ বক্রমুখী হয়ে ওঠে। কিরকম হয়—? হয়তো ঠাকুরের গায়ে ছাতা পড়ে আছে, কিন্তু বিরাট আয়োজন ক'রে তাঁর ভোগ দিচ্ছি। উদ্দেশ্য, নিজে ভাল ক'রে খাওয়া।

বিকাল চারটা বেজে গেছে। ঈষদা (বিশ্বাস) মাস্টার মশাইয়ের ছেলে কানু ১২টি টাকা হাতে করে এনে বলল—কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আপনি আমার কাছে ১২টা টাকা চাচ্ছেন।

এই বলে টাকা সামনে রেখে প্রণাম করল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে বললেন—সত্যিই তো চাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, বিশুর কাছে ক'ব টাকার কথা। নে, রাখ্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) টাকাটা তুলে নিলেন। তারপর দয়াল সহাস্যে বললেন—কিরকম আজগবী ব্যাপার!

রাতে খড়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজী বাণীগুলি সম্বন্ধে হাউজারম্যানদাকে বলছেন—তুই আমেরিকায় যাচ্ছিস্। মানুষকে এগুলি দেখাবি। কিন্তু আমি যে কিছু জানি নে, সে পরিচয় দিবি তো! আমার এ জ্ঞান সব practical (বাস্তব)। I speak as I see (আমি যা দেখি তাই বলি)।

হাউজারম্যানদা—মানুষ আপনার সঙ্গে যেন তাল পেয়ে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন adherence (নিষ্ঠা), সে তেমনি পারে।

প্রফুল্লদা (দাস)—তবু day in and day out (সারাদিনমান) এই একই কাজ করা—ভাবা, লেখা, বড় একঘেয়ে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পারি কেমন করে? আমার তো সব সময়ের স্বার্থই এই। আমার interestই (স্বার্থই) হল, মানুষের কিসে ভাল হবে। তোর ঐ রকমের জন্য আমি কত রকম করতে বলেছি না! বৌয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করবি। ছেলেপেলের সঙ্গে খেলা করবি। কখনও criticise (সমালোচনা) করবি কাউকে। করে আবার সেটা palatable (মধুর) করে দিবি। এসব বলে দিয়েছি না?

প্রফুল্লদা—আজকাল dictation (বাণী) হচ্ছেও খুব তোড়ে। সব গুছিয়ে লিখে উঠতে পারা যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তুমি আগের থেকে করনি, তার penalty (শাস্তি)।

হাউজারম্যানদা—আপনি tired (ক্লান্ত) হন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tired (ক্লান্ত) হব না কেন? তবে যখন হাঁটতে পারতাম, এদিক-ওদিক যেতে পারতাম, তখন একটা রকম ছিল।

হজরত রসুলের যে মেরাজ হয়েছিল সে ব্যাপারটা কী তা জানতে চেয়ে প্রশ্ন এসেছে বাইরের থেকে। Islamic History and Culture (ইস্‌লামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তি ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী। কলকাতায় থাকেন। তাঁর কাছে ফোন করে এ সম্বন্ধে জেনে নিতে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) ও চুনীদাকে (রায়চৌধুরী)। গতকাল থেকেই বলছেন। এখন পণ্ডিতদাকে (ভট্টাচার্য্য) সামনে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা এখনও ফোন করে নি?

পণ্ডিতদা—বোধ হয় না।

আপ্‌শোষের স্বরে বললেন দয়াল ঠাকুর—আমার কাজ আর হয় না। ত্যাখ্, আমার কাছে যারা থাকে তারা কত sluggish (ঢিলে)।

পণ্ডিতদা—এ কষ্ট আপনার থাকবেই। আপনার চিন্তার সাথে আমাদের চিন্তার সাম্য না থাকলে এ অসুবিধা থেকেই যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার জন্য বোধ করার tendency (প্রবণতা) আসে love (ভালবাসা) থেকে। আর তা থেকেই আসে করা।

পণ্ডিতদা—কিন্তু আপনার বোধের সাথে আমাদের বোধ একতালে না হলে কী করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে ভেবে ছাখ্, কতখানি দুরবস্থা! আর এর result (পরিণাম) কী? আমার অবস্থা 'সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী, তোমার প্রাণের ব্যথা বুঝিবে না কেহ।'

'আচ্ছা, চুনীদাকে দেখি' বলে পণ্ডিতদা উঠে চলে গেলেন।

রাত সাতটা। শ্রীশ্রীঠাকুর righteousness (ন্যায়পরতা) সম্বন্ধে একটি ইংরাজী লেখা দিলেন। বাণীটি লেখার পরে হাউজারম্যানদা বললেন—তাহলে absolute righteousness (অখণ্ড ন্যায়পরতা) বলে কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Absolute (অখণ্ড) হচ্ছেন Prophet (প্রেরিতপুরুষ), the Anointed One in materialised form (পবিত্র সত্তার বাস্তবায়িত মূর্ত্তি)। Absolute মানে সব আছে, অথচ কিছু নেই। চরম। তাই, রবি ঠাকুরের কথা—

"যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি
সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই পবিত্র সদাই।"

Absolute-এর opposite (বিপরীত) শব্দ কী হবে?

সত্যদা (দে)—তাহলে এর opposite (বিপরীত) থাকবে কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে সব নেই। (পণ্ডিতদাকে) তোর বাবার কাছ থেকে শুনে আয়।

পণ্ডিতদা শুনে এসে বললেন—এর opposite (বিপরীত) হয় relative (আপেক্ষিক)। উল্লসিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন—ঐ ঐ।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনিল গাঙ্গুলীদাকে চার সেট্ সেফ্টি রেজর আনতে বলেছিলেন। অনিলদা এখন সেগুলি নিয়ে এলেন, দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা হাতে করে নিয়ে দেখছেন।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আপনার পছন্দ হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, দেখতে তো একেবারে তোমারই মত, যেন 'ঠাণ্ডাপানি ফুলমণি রে আড় নয়নে চায়'। কাজে কেমন হবে কী জানি।

তারপর বিদ্যামাকে ডাকতে বললেন। বিদ্যামা এলে তাঁর হাতে সেফ্‌টি রেজরগুলি দিয়ে বললেন—এগুলি শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) আর তার ছেলেদের জন্যে দিলাম। দিয়ে দিস্।

বিদ্যামা জিনিসগুলি নিয়ে প্রণাম ক'রে চলে গেলেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৬ (ইং ১৪।১২।১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলার ছাউনিতে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও সত্যদার (দে) সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছেন।

এক সময় কেষ্টদা বললেন—কেউ কেউ বলেন, experience (অভিজ্ঞতা) ছাড়াই knowledge (জ্ঞান) হতে পারে। আবার কারো মতে তা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Experience (অভিজ্ঞতা) হল ঘটনাকে জানা। আমি স্বপ্নে কিছু দেখলাম, আর তাই দিয়ে আমার জ্ঞান হল, এরকমটা না।

কেষ্টদা—অনেক আগের ঘটনাও তো মানুষ স্বপ্নে জানতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Trail of experience-এর (অভিজ্ঞতার ধারার) ভিতর দিয়ে পরে কী ঘটবে সেটা আপনি টের পেতে পারেন।

কেষ্টদা—তাহলে experience (অভিজ্ঞতা) ছাড়া কি knowledge (জ্ঞান) হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, না।

কেষ্টদা—আচ্ছা এমন তো হয়। খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আপনি থামতে বললেন। বৃষ্টি থেমে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বললাম বলে থামল, তা না। বৃষ্টি থামল, আমি তাই ক'লাম। Knowledge (জ্ঞান) মানে conflict of affair-এর (বিষয়ের সংঘাতের) ভিতর দিয়ে যে conception-গুলি (বোধগুলি) আসে।

কেষ্টদা—কিন্তু supra-sensual, supra-mental (অতীন্দ্রিয়, অতিমানসিক) ইত্যাদি কথাগুলি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারও fact (বাস্তব ভিত্তি) আছে, হয় বাইরে, নয় ভিতরে। তুমি হয়তো এখনও সেটা বের করতে পার নি।

হাউজারম্যানদা এসে বসলেন। তিনি আজ তুফান এক্স্প্রেসে কলকাতায় যাচ্ছেন। ওখান থেকে প্লেনে আমেরিকায় রওনা হবেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন পরম দয়াল—ক্রমেই তোর যাওয়ার সময় হয়ে আসছে।

একটু পরে হাউজারম্যানদা প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একখানা স্টেনলেস স্টীলের লাঠি দিলেন। লাঠিখানা মস্তকে স্পর্শ করে নিয়ে হাউজার-ম্যানদা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

আজ সকাল ৯-৫২ মিনিটে পার্লারের ঘরখানির প্রথম খুঁটি গাড়া হল।

রাতে—খড়ের ঘরে। নাগপুর থেকে একটি ভাই এসেছেন। তিনি জানালেন যে তিনি এক্স্প্লোসিভ্ কারখানায় কাজ করেন। নিজের ফর্মুলায় কয়েকটি নতুন এক্স্প্লোসিভ্ আবিষ্কার করেছেন। তার জন্য মালিকপক্ষ তাঁকে পুরস্কৃত করবে বলে-ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করে নি। উনি আরো নতুন রকমের এক্স্প্লোসিভ আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন কিনা জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ছাখ্। অন্যান্য দেশে যা আছে তার থেকেও শক্তিশালী gun-powder (বারুদ) তৈরী করতে পারিস্ কিনা। আর, এসব disclose (প্রকাশ) করিস্ নে। যা করার করে যা। মানুষ যেন তোর 'পরে অসন্তুষ্ট না হয়। Observe (পর্য্যবেক্ষণ) করে যাবি। সেরকম বেকায়দা দেখলে সরে দাঁড়াবি।

২৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ১৫।১২।১৯৫৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি ছাউনিতে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন। হজরত রসুলের মেরাজ নিয়ে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাল স্বপ্ন দেখছিলাম, মেরাজ সম্বন্ধে আমি যেন কাকে জিজ্ঞাসা করছি। এই ক'দিন তো ঐ সব আলোচনাই হচ্ছে। স্বপ্ন সেইজন্যেই দেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নারীমূর্ত্তি কেন? উত্তর পেলাম, সুরতই নারী, উদ্ভবই নারী। নারী না থাকলে libido (সুরত) থাকত না। নারী-পুরুষের সঙ্গতির যে affinity (যোগাযোগ), libido (সুরত) সেখানে থাকে। মেরাজের বর্ণনায় আছে, তার চার পা এবং পাখা আছে। পাখার tendency (প্রবণতা) হ'ল উড়ে যাওয়া। আর, চার পা মানে পঞ্চভূতের আর চার ভূত। Earth, air, fire, water (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ) এর উপর দিয়েই সে roam (পরিভ্রমণ) করে।

পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য)—স্বপ্নে আপনাকে বললেন কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একজনকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করছি। (কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে) আপনাকে না কাকে! কাল একটা মোটা লেপ গায়ে দিয়েছিলাম। শরীরের মধ্যে আনচান করতে লাগল। তারপর সেটা সরায়ে পাতলা একখান চাদর গায়ে দিলাম। তখন জ্বালা কম্‌ল। ঘুম আস্‌ল। তারপর ঐ স্বপ্ন দেখি।

কেষ্টদা—গাছপালার মধ্যে কোন ideal (আদর্শবাদ) নেই, অথচ তারা live and grow করে (বাঁচে ও বাড়ে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'নেই' আমরা কচ্ছি। ওদের মত ক'রে ওদের আছে। তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন—আপনি আসার আগে ভাবছিলাম, অ্যামিবাই কত কাণ্ড করল। গাছপালা বা আমরা সবই ঐ। আবার, আমরা যা খাই তার মধ্যেও অ্যামিবা র'য়ে গেছে। কোথাও তা' উৎসৃষ্ট, কোথাও বা অবসৃষ্ট। এখন দেখা লাগবে কোন্‌টা উৎ, কোন্‌টা অব। আপনি আমার কাছে একবার সেই মহেঞ্জো-দড়োতে পাওয়া পোড়নো ইঁটের গল্প করেছিলেন। সে কত বছর আগেকার কথা। কিন্তু এখনও আছে।

পণ্ডিতদা—মহেঞ্জোদড়োতে নাকি একটা ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেটা পাওয়ার পরে বোনা হয়। তাতে গাছও হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দেখ, অত হাজার বছর আগের জিনিস, তার potency (শক্তি) তখনও ছিল। তাই, আশা হয়, potency (শক্তি) রাখার একটা ঝোঁক সবার মধ্যেই আছে।

এর পরে spirit নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার জন্য আমরা inspire করি to live (বাঁচার জন্য শ্বাসগ্রহণ করি) সেইটা spirit (জীবনশক্তি)।

কেষ্টদা—ঠিক বোঝা গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের respiring agent to live and grow (বাঁচা-বাড়ার জন্য আমাদের শ্বাসগ্রহণকারী শক্তি), সেইটাই spirit (জীবনশক্তি)। Urge (সম্বেগ) আছে ব'লেই respire (শ্বাসগ্রহণ) করি। নতুবা respiration (শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য) হয় না।

কেষ্টদা—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই কথাগুলি প্রচলিত আছে। সেগুলি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের conscious (চেতনা) ধৃতি যেটা, যা নিয়ে আমরা থাকি, সেটা হ'ল সম্বেগ। যে-সম্বেগ দ্বারা আমরা বাঁচি, বাড়ি, সেটা যদি কোন কারণে

blocked (রুদ্ধ) হ'য়ে যায় তাহলে আমরা ম'রে যাই। মানসিক মানে আমি বুঝি, ভিতরকার মননশীলতা, আধ্যাত্মিক মানে আমি বুঝি, আমার trail of life (জীবনের ধারা) যা'তে ধরা থাকে। আর শরীর হ'ল এই দেহ।

কেষ্টদা—কিন্তু সাধারণভাবে তো আধ্যাত্মিক মানে কয়, unison of facts (ঘটনাবলীর একতানতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিক হ'ল অধি-আত্মিকতা। সেটা achieve (অর্জ্জন) করা লাগে। Achieve (অর্জ্জন) করার জন্য চাই observation and experience (পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা)। এই যে কথা কচ্ছি। কথা কওয়ার পিছনে থাকে একটা conglomeration of facts (বিষয়সমূহের গুচ্ছীকরণ)। সেগুলি নিয়ে যখন deal (চর্চ্চা) করি, তখনই সে বিষয় মনে পড়ছে, সেটা আমাকে exalt (উদ্দীপ্ত) করছে। আর তখন-তখনই সেই বিষয়ে কথা কচ্ছি। সেটাই 'অহম', মানে আমি হই।

কেষ্টদা—অহম্ তাহলে এরই সৃষ্টি। বাইরের একটা কিছু না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। আমাকে এইরকম ক'রে রেখেছে। হওয়ার conscientious consciousness (সুযুক্তিপূর্ণ সচেতনতা) থেকে আমাদের অহম্ গজায়। আবার আমরা যে কথা কই, একটু বড় না হলে আর কইতে পারি নে আমিই বা কী, তুমিই বা কী। ছোটবেলায় মা'র দুধ-টুধ খাই, খেয়ে একটু বড় হই, হ'য়ে universe-এ (বিশ্বে) ছড়িয়ে পড়ি।

তখন নানা বিষয়ের সঙ্গে conflict (সংঘাত) হয়, তার থেকে experience (অভিজ্ঞতা) বাড়ে। এইভাবে আমি বোধ গজায়।

কেষ্টদা—প্রত্যেকের অহম্ কি আলাদা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাদা হবে না ? অহম্টা জেগে ওঠে conflict-এর (সংঘাতের) ভিতর দিয়ে। Conglomeration of energyর (শক্তির একীকরণের) মধ্য দিয়ে এটা হয়। আমি তাতে dilated (প্রসারিত) হ'য়ে যাই। সেইজন্য tradition-এর (ঐতিহ্যের) অমনতর মহিমা। Tradition-এর (ঐতিহ্যের) মধ্যেও conflict (সংঘাত) আছে। Spirit (জীবনীশক্তি) আমাদের সবারই আছে। কিন্তু conflict (সংঘাত) না হ'লে spirit (জীবনীশক্তি) ঠিক পাই নে। আর how to exist (অস্তিত্বরক্ষার উপায়), এর থেকেই আসে conflict (সংঘাত)। আমরা যখন বাচ্চা থাকি, তখন আলো বা গাছ যা' দেখি, আমি তাই হ'য়ে যাই। আমার আরো মনে আছে, যখন খুব ছোট ছিলাম, অহং তখনও পাকে নি, মনে হ'ত, এখান

থেকে একটা বাঁশ দিয়ে আকাশটা ত্যাড়া করা যায়। এ আমার পরিষ্কার মনে আছে। Vividly (স্পষ্টভাবে) মনে পড়ে। তারপর যত বড় হ'তে লাগলাম, আকাশ ক্রমেই দূরে হ'তে লাগল।

এর পরে কেষ্টদা আল্লা ও খোদা বলতে কী বোঝায় জানতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে auto-initiative effulgence transformed into life (স্বতঃ-সম্বেগী দীপ্তি জীবনে রূপান্তরিত) হ'য়ে চলেছে, যে active energetic urge of being and becoming transformed into variety (জীবন-বৃদ্ধির যে সক্রিয় উদ্যমী সম্বেগ বৈচিত্র্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে), সেটাই তো উৎস, আল্লা। সম্বেগটাই transformed হয় into creation (সৃষ্ট পদার্থে রূপ পরিগ্রহ করে)। আল্লা মানেই হ'ল সব যা' কিছুকে যিনি গ্রহণ করেছেন। আবার, জীবন-সম্বেগের মূল উৎস যিনি তিনিই খোদা।

আজ দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুর sexuality (যৌনতত্ত্ব) নিয়ে একটা বাণী দিয়েছেন। বিকালে সেই প্রসঙ্গে বলছেন—Sexual urge (যৌন সম্বেগ) আমাদের সবার মধ্যেই আছে। ওটা বাদ দিয়ে চল। দেখো, সব কেমন হয়ে যাবে নে। এমন সব কথা আছে, মেয়েলোকের দিকে তাকাবে না, ইত্যাদি। এরকম suppression (অবদমন) এত false (ভণ্ডামি) যে কওয়ার না। সেইজন্য কথা আছে 'সস্ত্রীকং ধর্ম্মম্ আচরেৎ'।

তারপর বাণীপ্রদান সম্পর্কে বলেছেন—কথাগুলি মনে আসে। ও যেন আমি কই নে। মানুষের affairই (ব্যাপারই) আমাকে উস্‌কে দেয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। এইসময় প্রতিদিন তাঁকে একটা ওষুধ দেওয়া হয়। প্যারীদা (নন্দী) সেই ওষুধ খেতে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। বঙ্কিমদা (রায়) কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওষুধ খাওয়ার পরেই জল দিতে হয়। কিন্তু জল দিতে ওঁদের বিলম্ব হ'ল। এই দেরী হওয়ার ফলে ওষুধের কণাগুলি গলায় লেগে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি সুরু হ'ল। বঙ্কিমদা দৌড়ে জল এনে দিলেন। তাড়াতাড়ি করতে যেয়ে বিছানায় দু' চার ফোঁটা জল প'ড়েও গেল। প্যারীদা গামছা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে দিলেন। ওঁদের এইরকম ব্যস্ততা ও অস্থিরতা দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমারে নিয়েই হেড্ডাবেড্ডা খেয়ে যাস্, দুনিয়া নিয়ে চলবি কী করে!

আশ্রমের গার্ডদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে বেশ মোটা মিলিটারী কোট আনিয়েছেন পূজ্যপাদ বড়দা। এখন সন্ধ্যার সময় গার্ডরা সেই কোট প'রে এসে

শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করল। তাদের বললেন পরম দয়াল—খুব ভাল হয়েছে। খুব ভাল ক'রে guard (পাহারা) দিও।

শচীন গাঙ্গুলীদা আজ কলকাতা থেকে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারের জন্য দু'খানা লেপ নিয়ে এসেছেন। লেপ দু'খানা কলকাতা থেকে তৈরী করে পাঠিয়েছেন হরিদাস সিংহদা।

রাত আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে গিয়ে বসলেন। ন'টা পাঁচ মিনিটে আবার চ'লে এলেন খড়ের ঘরে। মায়েরা অনেকে আছেন। রান্নাবান্নার কথা চলছে। হঠাৎ সুশীলামার (হালদার) দিকে তাকিয়ে দয়াল বললেন—তোরা 'কালিয়া' কোস্ কেন? 'কালিয়া' দিদিশাশুড়ী এদের মুখে ঐ নাম শুনেছিস্? কোর্মা, কোপ্তা, কালিয়া, কাটলেট, এসব কী? এসব ঐ cultural conquest-এর (সংস্কৃতিগত পরাজয়ের) ফল। কেন? নলরাজার পাকপ্রণালী তো এখনও পাওয়া যায়। তার একখানা কিনে এনে সেই সব নাম দিলে পার। এখানে ও নাম আমদানী করেছে ঐ হেমপ্রভা। এ আমার কাছে কিরকম insulting (অপমানকর) মনে হয়।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আজকালকার শিক্ষিত পরিবারে তো ঐসব নাম দেওয়াকে গৌরবের বোধ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! ঐ সব inferiorityর (হীনমন্যতার) লক্ষণ, তোদের মা, মাসীমা, ঠাকুমা, দিদিমা, দাদা, বড় দাদা যা' ব'লে গেছেন তাই বল্। কোন্‌টা কী word (শব্দ) তা' জান্। ঐভাবে কোর্মা, কালিয়া বলা আমার কাছে denial to self-respect (আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করা) ব'লে মনে হয়।

অনিলদা (গাঙ্গুলী)—আমি চাকরী আমলে একদিন পেঁয়াজ খেয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একদিন পেঁয়াজ খেয়েছিলাম। খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঁচ ডিগ্রি জ্বর উঠে গিয়েছিল। আর গায়ে গন্ধ কী! পায়খানা করি। সেই পায়খানাতেও গন্ধ। নলরাজার পাকপ্রণালী বইয়ের মধ্যে পেঁয়াজ নেই। কিন্তু রসুনের কথা আছে। তাই, ওসব খেতেও বলতে নেই।

অনিলদা—অসুখ হ'লে খেতে বলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আর এমনি খেলে উপকার পাওয়া যায় না।

৩০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬৬ (ইং ১৬। ১২। ১৯৫৯)

যোগেন্দ্র যাদব নামে স্থানীয় একটি গোয়ালার ছেলে সম্প্রতি দীক্ষা নিয়েছে। সে

আজ সকালে এসে প্রার্থনা জানাল, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য ঘি তৈরী ক'রে আনবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরেনদাকে (ভুক্ত) ডেকে মেদিনীপুর থেকে আনা ঘিয়ের নমুনা যোগেনকে দেখাতে বললেন, এবং তাকে ঐরকম ঘি তৈরী করতে বললেন।

তারপর বলছেন—যোগেন নিজের থেকে আমাকে ঘি খাওয়াতে চেয়েছে। ভিতরের থেকে urge (আগ্রহ) যদি জাগে, তাহলে manipulation (বিনায়ন) ঠিকমত হয়। Request (অনুরোধ) করে করালে আর তা হয় না। আর শোন্, গরুর দুধ ও মোষের দুধ, একসাথে মিশিয়ে বিক্রি করিস্ নে। গরুর characteristics (চরিত্রলক্ষণ) আলাদা, মোষের characteristics (চরিত্রলক্ষণ) আলাদা। খাঁটি জিনিস যদি বিক্রী করতে পার তাহলে চাহিদা কত বেড়ে যাবে দেখো।

রাতে—খড়ের ঘরে। আজ কিছুক্ষণ যাবৎ হজরত রসুলের মেরাজ ও তার তাৎপর্য্য নিয়ে আলোচনা চলছে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে। সম্প্রতি ঐ বিষয়ে একটা লেখাও দিয়েছেন তিনি। লেখাটি দেবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কোন একজন ভাল মৌলবী সাহেবকে দিয়ে সেটা দেখিয়ে নিতে বলেছেন। ঐ উদ্দেশ্যে দেওঘরের মৌলবী সাহেবকে নিয়ে এসেছেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ)। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে তাঁকে উক্ত বাণীটি প'ড়ে শোনানো হ'ল।

শোনানো হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে ?

সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নেড়ে মৌলবী সাহেব বললেন—সব ঠিক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘোড়ার চার পা মানে হ'ল ক্ষিতির সুরত, অপের সুরত, তেজের সুরত, মরুতের সুরত। আর, ঘোড়াটা নিজেই ব্যোম। ওর body (দেহ)-টাই ব্যোম। ঐ চারটি dwells in the dome of ব্যোম (ঐ চারটি ব্যোমের সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত)। এই হ'ল ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। তাহলে আমার visionটা (দর্শনটা) ঠিক তো ? ওটা দেব তো ?

মৌলবী সাহেব—হাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মূর্খ আদমী, কিছুই জানি না।

মৌলবী সাহেব—না, আপনি সব জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ঘোড়ার মুখ মনে হয় female-এর (স্ত্রীলোকের) মত ছিল। মানে যে energetic urge (উদ্যমী সম্বেগ) জগৎ প্রসব করেছে, ঐ মুখের significance (তাৎপর্য্য) তাই indicate (সূচিত) করে। তাই আমার ধারণা, মুখখানি ছিল কমনীয়, সুরতসম্বেগশালী।

মৌলবী সাহেব—আমি আরো ভালো করে দেখে ক'ব। এখন উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, কাল কিন্তু দেখে আমাকে জানাবেন। আর ভাল আরবী ডিক্‌শনারি পাওয়া যায় নাকি ?

মৌলবী সাহেব—আমি দেখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' টাকা লাগে এখান থেকে নেবেন। আমারে আনায়ে দেন।

এর পর মৌলবী সাহেব বিদায় গ্রহণ করলেন। মেরাজের বাণীটি নিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা হওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—আচ্ছা আমি যে এত কই, কিন্তু 'আমি যে কিছু জানি নে' এ বোধ তো গেল না।

কিছু পরে আবার বলছেন—আমি যদি মুখ্যু না হতাম তাহলে তোমরা এতখানি alert (সজাগ) ও পরিশ্রমী হ'তে না।

আজকাল মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে খুব চুলকায়। যখন চুলকানি সুরু হয়, বেশ কষ্ট পেতে থাকেন। 'আঃ আঃ' শব্দ ক'রে হাতে হাত ঘসতে থাকেন। তেল, গরম জল, ইত্যাদি দিতে দিতে চুলকানি থামে। ডাক্তাররা বলেন, ওটা এলার্জি।

১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৭। ১২। ১৯৫৯)

গতকালও হজরত রসুলের 'মেরাজ' নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে মূল কোরানে কী আছে ভালভাবে দেখতে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেউ আরবী ভাষা না জানায় কোরানের অনুবাদের উপর নির্ভর করেই কাজ চালাতে হচ্ছে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সেই অসুবিধার কথা আলোচনা করছিলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)।

কথায়-কথায় তিনি বললেন—ভাবছি, হরিনন্দনদাকে (প্রসাদ) আরবী শিখে নিতে বলব ভাল ক'রে। কিন্তু চল্লিশ বছরের পর মানুষ আর education (শিক্ষা) নিতে চায় না, এই হয় বিপদ। একুশ বছরের পরেই হওয়া কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, traditional trail (ঐতিহ্যগত ধারা) বজায় রেখে যদি শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে আর কোন অসুবিধা হয় না।

কেষ্টদা—মনুসংহিতায় আছে, চিরকাল ছাত্র না থাকলে ব্রাহ্মণ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কথা। ছাত্র না হ'লে inquisitive urge with submission (আনতিসমন্বিত অনুসন্ধিৎসু সম্বেগ) থাকে না।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) সামনে বসে আছেন। তাঁর দিকে ইঙ্গিত ক'রে কেষ্টদা

বললেন—শৈলেন যদি চেষ্টা করে তাহলে আরবী শিখে নিতে পারে।

কথাটা ধ'রে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ত্বরিত জবাব দিলেন—তা' পারে।

তারপর শৈলেনদার দিকে স্নেহমধুর দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে বলছেন—আর, ওকে আমি বিয়ে করার কথা কইনে। আমার একটা ভয় আছে। ওর যে glaring merit (ঝকঝকে গুণাবলী) আছে, পাছে সেটা কেমন হয়ে যায়। ও মানুষের সাথে যখন কথা কয়, তারা ভাবে এমনতর friend (বান্ধব) আর নেই।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, শৈলেনের খুড়তুত ভাইরা সব আস্‌ল। তারা কিছুদিন পরই ছিটকে গেল। ও সেই যে আশ্রমে আস্‌ল, তারপর থেকে টিঁকেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেখিছি, কোন ক্ষত্রিয় যদি কুলীনের মেয়ে বিয়ে করে, কয়েকটা মাস হয়তো ঠিক থাকে। তারপরই ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

কেষ্টদা—মৌলিক কায়েতও যদি কুলীনের মেয়ে বিয়ে করে তাহলে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ক'রে ক'রে কায়েতরা একেবারে গেছে। আমি ভাবি, কায়েতদের মধ্যে এটা আন্‌ল কে?

কেষ্টদা—প্রতাপাদিত্য। তিনি নিজে কুলীন ছিলেন না। কিন্তু পণ্ডিতদের ডাকিয়ে কন্যাগত কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন থেকে সব কুলীনের মেয়ে নিয়ে জাতে ওঠা আরম্ভ করল। শিবাজীও তো রাজা হ'য়ে ঐরকম হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণরা তাঁকে ক্ষত্রিয় বানিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই হবে। কারণ, শিবাজীর ছেলের দিকে তাকালে আর শিবাজীকে ধরা যায় না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ ক'রে কিছু একটা ভাবছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—অনুক্রমতুষ্ট কথাটা হয় না?

কেষ্টদা—অনুক্রমতুষ্ট মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আপনারা হয়তো দাক্ষিণাত্য বৈদিক। আপনাদের মেয়ে যদি পাশ্চাত্য বৈদিককে দেন তাহলে সেটা হ'ল অনুক্রমতুষ্ট।

কেষ্টদা—এখন বাংলার বামুন উত্তরপ্রদেশের বামুনকে বলবে পতিত। তারা আবার আমাদের পতিত বলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসবগুলি tradition (ঐতিহ্যধারা) দেখে, বিচার ক'রে একটা standard (মানদণ্ড) ঠিক করতে হয়।

এই সময় নৈহাটির মহাদেবদা (পোদ্দার) এসে প্রণাম করলেন। ডাঃ অমূল্যদা

সম্বন্ধে জানালেন যে তাঁর শরীর খারাপ চলছে, আর্থিক কষ্টও খুব। কোনভাবে দাঁড়াতে পারছেন না।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ গম্ভীর হ'ল। তিনি বললেন—যাজন নিয়ে যে চলে, তার থেকে যে পয়সা আসে, অমনতর পয়সা আর নেই। আবার, তা' করতে হ'লে নিজের **acumen** (অর্জিত বিচক্ষণতা) লাগে। তোমার স্বভাবে যদি না থাকে তাহলে তো তা' চারাতে পারবানানে।

মহাদেবদা—কোন ব্যবসা কি করবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের ব্যবসা হ'ল রাখালি ব্যবসা। গরু-ছাগল যেমন ক'রে রাখে, মানুষগুলোকেও তোমরা সেইভাবে দেখবা। আবার, রাখালের চরিত্র যদি না থাকে, রাখাল যদি তাকে **suck** করে (শোষণ করতে থাকে) তাহলে কিন্তু **differ** ক'রে যায় (অন্যরকম হ'য়ে যায়)। তোমার যদি দু'শ লোক থাকে, তার মধ্যে পঞ্চাশ জনকেও যদি **return** (পোষণ) দিয়ে ঠিক ক'রে নিতে পার, তাহলে তোমাকে আর পায় কে ? আর তোমার রোখ থাকবে, একটা যজমানও যেন **suffer** না করে (কষ্ট না পায়)—আচরণে, চরিত্রে, যোগ্যতায়, সব দিক দিয়ে। তাই বলে, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'। নিজে ইষ্টস্বার্থী আচারে আচারবান হ'য়ে সবাইকে অমনতর ক'রে তোলা চাই। যতটুকু করছ তার জন্য কতটা এগিয়েছ তা তুমি নিজেই জান না। তোমার মুখখানা এখন আয়নায় ধ'রে দেখ, আগের মুখখানা এখন আয়নায় ধ'রে দেখ, আগের মুখের সাথে এখন কতখানি পার্থক্য।

মায়া মাসীমার জ্বর আজ তেরো দিন। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) তাঁকে এখন দেখে এসে জানালেন—জ্বরটা কমেও কমছে না। কিছু নামে, আবার বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আপনি দেখে আসবেন।

কেষ্টদা প্যারীদার কাছে জানতে চাইলেন মায়া মাসীমার সর্দ্দি আছে কিনা। তা' শুনে বাধা দিয়ে বললেন দয়াল ঠাকুর—আপনি কারো **suggestion** (পরামর্শ) নেবেন না। নিজে যেয়ে দেখে আসেন। আগে **suggestion** (পরামর্শ) নিলে, দৃষ্টির সেইরকম **angle** (ভঙ্গী) হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা উঠে গেলেন। জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে বসলেন। এক কথায় দু'কথায় আলোচনা আরম্ভ হ'ল। জ্ঞানদার একটি কথার উত্তরে দক্ষিণ হস্তখানি বরাভয়মুদ্রায় ঈষৎ উত্তোলিত ক'রে প্রভু বললেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।

তারপর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে বললেন—তোমার যা' যা' করণীয়, যা' যা' ধৃতি অর্থাৎ যা' যা' তোমাকে ধ'রে রাখে, তা' বহুরকমের আছে। তুমি এই বহুধা-

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিভক্ত হ'য়ে যেও না। তোমার একমাত্র duty (কর্ত্তব্য) হোক to maintain me with active effulgent urge (সক্রিয় প্রদীপ্ত সম্বেগ নিয়ে আমাকে ভরণ করে চলা)।

জ্ঞানদা—সর্ব্বধর্ম্ম কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ধর কালীপূজা করছি, ফুর্ত্তি করছি, চায়ের পার্টি দিচ্ছি, হেন করছি, তেন করছি, এরকম বহু ব্যাপার আছে। তোমার এই সব চলা-বলা, সব হোক আমার জন্য। তা' যখন হয়ে উঠবে তখন তোমার ভেতরের যে concentric energetic urge (কেন্দ্রানুগ উদ্যমী সম্বেগ), সেটা rationalised (সুযুক্তিপূর্ণ) হ'য়ে উঠবে। আর, তাই-ই তোমাকে সমস্ত পাতিত্য থেকে রক্ষা করবে।

জ্ঞানদা—পাপ কী ? মোক্ষই বা কী ? মোক্ষ কথাটা বললেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপ মানে যা' রক্ষা থেকে পতন আনে। আর মোক্ষ হ'ল মোচন, rescue (উদ্ধার)। I shall rescue you from all the fallen affairs (যাবতীয় পাতিত্যসঞ্চারী বিষয় থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করব)।

প্যারীদা—আর একটা কথা আছে, 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্ণ মানে কিন্তু ঐ concentric energetic urge (কেন্দ্রানুগ উদ্যমী সম্বেগ)। তা সবার মধ্যেই আছে। তা' যখনই মানুষ ইষ্টের সেবায় লাগায় তখন সে চতুর হ'য়ে ওঠে। মানে চৌকস হ'য়ে ওঠে। চতুর (চতুঃ) মানে চার না ? তাই, চতুর হওয়া মানে চার আল দেখে চলা, চারদিকে নজর রাখা। (জ্ঞানদাকে বলছেন) চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছ ?

জ্ঞানদা—একটু একটু পড়েছি। সব পড়ি নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর রামানুজের works (গ্রন্থাবলী)। এই দু'খানা বই। তুমি গোঁসাই মানুষ কিনা। মানেও গোঁসাই। তোমার বাপও গোঁসাই ছিল। ঠাকুরদাও গোঁসাই ছিল। তোমার রকম-সকম দেখে মনে হয়, ঐ trail-টা (ধারাটা) আছে। ঐগুলি যদি প'ড়ে নাও, ভাল হয়। পড় আর মানুষ নিয়ে বস। গল্প কর। হয়তো গিরিশদাকে নিয়ে বসলে কি চুনীকে নিয়ে বসলে। গল্প মানে valorous admiration (পরাক্রমী প্রীতি) নিয়ে actively and intelligently think (সক্রিয়ভাবে এবং বোধবিজ্ঞতা-সহকারে চিন্তা) করা। ক'রেই দেখ না। আমি তো মুখ্যু মানুষ। কিছুই জানি নে। ক'রেই দেখ না কী হয় ! চৈতন্যদেবের কথার সাথে আমার কথা খুব মেলে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জ্ঞানদা—কিন্তু চৈতন্যদেব মাঝে মাঝে কঠিন হতেন। আপনাকে তো কঠিন হ'তে দেখি নে। কত অত্যাচার হয়।

বিনয়সমন্বিত সমীহ প্রকাশের এক বিস্ময়কর ভঙ্গিমায় দয়াল উত্তর করলেন—তুই পাগল নাকি? কা'র সাথে কা'র তুলনা করিস্?

তাঁর এমনতর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। তারপর প্রভু আবার জ্ঞানদাকে বলতে লাগলেন—যা' বললাম তাই কর্। ন্যাকা ভক্তি ভাল না। উর্জ্জী ভক্তি ভাল। ন্যাকা ভক্তির মধ্যে শয়তানী থাকে। ঐ যেমন রমণের মা ন্যাকা-ন্যাকা কাঁদে। আমিই তোমার সব। আমার কাজ না করে তুমি পারই না at all costs (সর্ব্বপ্রকারে), এমন হওয়া চাই। যাজন করবে। কাউকে কোন বিষয়ে convinced (প্রত্যয়ী) ক'রে তোলার নামই যাজন। ব্যবসাদার, ডাক্তার, সবারই যাজন আছে। Active valourous admiration (সক্রিয় পরাক্রমী শ্রদ্ধা) দিয়ে কাউকে এমনভাবে conviction (প্রত্যয়) দিলে যে সে তোমাকে একেবারে আঁকড়ে ধরল। সে হয়তো তখনই কয়—'আমি আজই যাব ঠাকুরের কাছে।' এটা যাজন—যজ্ ধাতু। আমি ধাতুর কথা কই, কারণ তার দ্বারা intent of the word (শব্দের মৌলিক অভিপ্রায়টি) বোঝা যায়। Intent মানে intention. সেটা চলে আসে word-এ (শব্দের মধ্যে)। কী sentiment (ভাবানুকম্পিতা) তোমার ভিতরে কেমন ক'রে pile up (জমাট) হ'য়ে কী ধ্বনির সৃষ্টি করল, তা্ই হ'ল ধাতু। তোমার memory-র (স্মৃতির) মধ্যে যে সব account (বিবরণ) আছে, word (শব্দ) হ'ল summation of those feelings (সেই সব ভাবের গুচ্ছসংকলন) যার উপর দাঁড়িয়ে word-টা (শব্দটা) গঠিত হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় সব শব্দই এইরকম ছিল। পরে তা সংস্কৃত হয়েছে।

জ্ঞানদা—Prophet-রা না হয় ধাতুগত অর্থের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলেন। কিন্তু সাধারণ লোকে যা' বলে, তাঁরাও কি ধাতুগত অর্থ ঠিক রেখে শব্দ প্রয়োগ করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি অতদূর যাও ক্যা? শব্দগুলো pile up (জড়) করল কারা? ঐ দ্রষ্টাপুরুষরা। তারপর তো পাণিনি সেটা ধ'রে, আরো বিস্তৃত ক'রে, লৌকিক প্রয়োগের উপযুক্ত ক'রে তুললেন। ঐ যে প্রথমে শিবের আরাধনা করতে করতে পাণিনি কী কী শব্দ শুনলেন?

শিবসূত্রের কয়েকটি আমি উচ্চারণ করলাম—হ য ব র ট্। লণ্। ঞ ম ঙ ণ ন ম্। ঝ ভ ঞ্। ঘ ঢ ধ ষ্। জ ব গ ড দ শ্।

শুনতে শুনতেই শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হাসছেন। হাসতে হাসতে বললেন—ঐ শোন্।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বাবারে বাবাঃ, ওর থেকেই পাণিনি সমস্ত ব্যাকরণ সৃষ্টি ক'রে ফেল্‌ল। তুমি ওগুলি লিখে নিয়ে যাও তো। ভাব তো দেখি, ওর থেকে কোন কথার মানে ধরতে পার কিনা! ঐ কথাগুলির মধ্যে magnetic spark (অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আকর্ষণী শক্তি) যেগুলি পেয়েছেন, সেইগুলি নিয়েই পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেছেন।

২রা পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬৬ (ইং ১৮।১২।১৯৫৯)

প্রাতঃপ্রণামের পর শ্রীশ্রীঠাকুর আর একবার পায়খানায় গেলেন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে এসে খড়ের ঘর থেকে বেরোলেন, অশথতলার ছাউনিতে যেয়ে বসবেন। রোজই ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসেন। আজ তা' না এসে পশ্চিমদিকের রাস্তা ধ'রে ঠাকুর-বাংলার প্রধান তোরণের দিকে এগোতে থাকলেন। সঙ্গে ভক্তবৃন্দ আছেন। গেট্-এর কাছে এসে ক্ষণেক থেমে আবার রাস্তা ধ'রে পূবদিকে এগিয়ে চল্‌লেন। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ছাউনিতে এসে বসলেন।

ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল কতগুলো ছড়া হয়েছে?

বিশুদা—বত্রিশটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এগুলো বেরোয়, যখন মাতালের মত থাকি। গাছ, পশু, মানুষ, এদের এক একটা factor (উপাদান, বিষয়) দেখি, আর ওগুলো একটার পর একটা আসতে থাকে।

তপোবনের শিক্ষক ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত) এসে প্রণাম করলেন। জানালেন এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা যারা দিতে যাচ্ছে তাদের টেস্ট্ পরীক্ষা ভাল হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অজিতদা (গাঙ্গুলী) ও কালিদাসদাকে (মজুমদার) মাধ্যমিক পাশ করতে আদেশ করেছেন এবং তপোবনের শিক্ষকদের বলেছেন ওঁদের সাহায্য করতে। সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি ক্ষিতীশদাকে বললেন—তুই অজিত আর কালিদাসকে ঠিক ক'রে দিলি নে? তোদের সবাইকে আমি বলেছি।

ক্ষিতীশদা—আমরা তো সব সময় help (সাহায্য) করতে রাজী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজী মানে কী? Active auto-initiative urge (সক্রিয় স্বতঃ-দায়িত্বপূর্ণ সম্বেগ) না থাকলে কি হয়? এদের পাশ করাতে পারলে এদের চাইতেও অন্যের উপকার হয় যথেষ্ট। একটা example set (উদাহরণ স্থাপিত) হয়। পড়ার ব্যাপারে দুটো জিনিস হয়। একটা হ'ল mirage (কল্পনা)। মনে হয় আমি ঠিক জানি, কিন্তু সেটা জানি না। আর একটা হ'ল ভালভাবে জানা। এই দু'দিকেই লক্ষ্য

রেখে পড়াতে হয়। Enthusiastic urge (উদ্যমী সম্বেগ) নিয়ে লাগ। ব্রজ-গোপালদার (দত্তরায়) বাড়ীর মা কেমন আছে?

ক্ষিতীশদা—অনেকদিন তো সংবাদ পাই নে। চিঠি দিয়েও উত্তর পাই নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিঠি দে। লিখে দিস্, আপনার বাড়ীর মা কেমন আছেন? ঠাকুর প্রায়ই আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন।

ক্ষিতীশদা—ব্রজগোপালদা লোক খুব ভাল, sweet (মিষ্টি), নিরহঙ্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোক তো ভাল। কিন্তু ঐ active enthusiastic urge (সক্রিয় উদ্যমী সম্বেগ) না থাকলে সব মুশকিল।

তপোবনের একজন শিক্ষক ভোলানাথ ভদ্র। তাঁর কথা উল্লেখ করে ক্ষিতীশদা জানালেন—আমাদের ভোলার একটা সম্বন্ধ এসেছে। মাইথনে গৌরদা নামে এক দাদার মেয়ে।

একটু চিন্তান্বিত স্বরে উত্তর করলেন দয়াল ঠাকুর—করলে পার, করবে।

বেলা আটটার পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। নানা প্রসঙ্গে কথা উঠল। ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটি লেখা দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথা উঠল—ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য অনেক ত্যাগও তো স্বীকার করতে হয়, কষ্টও সহ্য করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো হবেই। তোমার যা' আছে দেখছ, তাও কিন্তু নেই। তা' ভাল ক'রে পাওয়া লাগবে। যা' আছে তার উপর control (অধিকার) না থাকলে তা' তো পাওয়া হ'ল না।

কেষ্টদা—খ্রীষ্টানদের নেশা কেমন! ধর্ম্মসঙ্ঘ নিয়ে এখনও ঠিক টিঁকে আছে।

কেষ্টদার খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে কথিত ঐ সম্বেগের ব্যাপারটা নিজেদের উপর আরোপ ক'রে বললেন পরম দয়াল—এখনও ঠিকমত লাগলে তিন ঠেলায় কাম হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু সব নির্ভর করে ঐ একলা আপনার উপর। যদিও এখনও চারিদিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ভরা। তবুও আশা জাগে। সবাইকে নিয়ে যদি লাগেন, এখনও সবার থেকেই ভাল হ'তে পারে।

কেষ্টদা—কাল গিছিলাম পাণ্ডাপাড়ার মধ্যে। নিজেরা খুব জমিয়ে গল্প করে। কিন্তু মন্দিরের দরজা যে ভেঙ্গে পড়ছে, সেদিকে খেয়াল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখে আপনি টক্ করে ব'লে দিতে পারেন, অবস্থা কেমন।

কেষ্টদা—একটা বইতে দেখলাম, ইংলণ্ডে একশ' বছরের মধ্যে ডাইভোর্স ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। এই কথা শুনেই সাগ্রহে উঠে ব'সে কৌতূহলভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায়, কোথায় দেখলেন? এরকম ছিল?

তাহলে আবার ডাইভোর্স্ আন্‌ল কেন ? এগুলো সব 'নোট্' ক'রে রাখছেন তো ?

কেষ্টদা—দাগায়ে রাখি। পরে এক জায়গায় তুলে নেব।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন—আমি যা' দেখছি, আপনাদের efficiency (যোগ্যতা) নেই, admiring valour (শ্রদ্ধাদীপনী পরাক্রম) নেই, 'চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্' নেই। তাতে মনে হয়, আমাদের sufferings (দুর্ভোগ) অনেক আছে। তাই মনে হয়, আপনাদের reign establish (শাসন প্রতিষ্ঠিত) করতে অনেক দেরী লাগবে।

কেষ্টদা—কিন্তু এরকম less speed-এ (ক্ষীণগতিতে) কাজ হ'তে থাকলে—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—More-less (কম-বেশী) ব'লে কিছু নেই। যা' করণীয় তা' করাই লাগবে। বিশেষণা যদি অন্তরে না থাকে তাহলে এগোনো যায় না।

কেষ্টদা—সেই বিশেষ এষণার জন্য যদি আমরা ব'সে থাকি, কোন কাজ না করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে কী হবে !

কেষ্টদা—এখন পথ বাতলাবার কিছু না পেলে—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পথ আমি ঢের কইছি। আমার কওয়া ছাড়া আর কী উপায় আছে ?

কেষ্টদা—শুধু কওয়া না থেকে যদি materialise (বাস্তবায়িত) করার কোন উপায় থাকত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ আমি করেছি। ক'রে দেখিয়েছি। তারপর যেই ছেড়েছি, অমনি সব থেমে গেছে। এখন আমারও শেষ হ'য়ে এলো।

হজরত রসুলের কথা উল্লেখ ক'রে কেষ্টদা বললেন—তিনি একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে তারপর শেষ হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদেরও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা লাগবে এখানে। হজরতের girdle (বেষ্টনী) ছিল কী ! বীভৎস-সুন্দর।

কেষ্টদা—এখন যারা আমরা এখানে আছি, ভাবি কোন সময় এসে আপনার কাছে আমার মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা চাইব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' চান্ না কেন ? কিন্তু with all my faults, I love Thee (আমার দোষ আছে জানি, তবু আমি তোমায় ভালবাসি)। আর সেইভাবে চলেন।

এইসময় ডাঃ সূর্য্যদা (বসু) এসে বললেন—মায়ামাসীমার জ্বর ৯৭ ডিগ্রী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—৯৭ তো ! কিন্তু বিকালে আবার temperature rise করে (জ্বর

বাড়ে) কেন ? মনে হয়, লিভারের দোষ আছেই। লিভারটা ঠিক ক'রে নাও। এই পাথরচুরের পাতার রস এক চামচ একটু চিনি দিয়ে সকালে রোজ খালিপেটে যদি খাওয়া যায় তাহলে অম্বল, গ্যাস, বদহজম, এসব সেরে যায়। আর একটা আছে। গোলমরিচের গুঁড়ো আর হলুদের গুঁড়োর সাথে একটু মাখন ও অল্প নুন দিয়ে তরকারী, ডাল, এইসব রাঁধলে সেই foodটা (খাদ্যটা) খুব light (লঘু) হয়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। টাটানগরের সত্যকিঙ্কর পালিত চিঠি দিয়েছেন—মিঃ পুরণ সিং নামে এক গুরুভাইয়ের স্ত্রী বহুদিন যাবৎ 'সুগার'-এর দোষে ভুগছিলেন। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কোন ফল হয় নি। তারপর ঐ মা একজনের কথামত পাঁচটা বেলপাতা ও পাঁচটা গোলমরিচ একসাথে বেটে সকালে খালি পেটে পর পর সাতদিন খান। তারপর পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে 'সুগার' একদম নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চিঠিটা প'ড়ে শোনালাম। তিনি ওষুধের এই বিষয়টা আলাদা ক'রে লিখে রাখতে বললেন। একটি মেয়ে এসে বলল—আমার মাথার চুল মোটে বাড়ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলকুশীর বীজ, সেগুনের ফল আর ব্রাহ্মী, এই তিনটা একসাথে তেলের মধ্যে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। তারপর ঠাণ্ডা হ'লে সেই তেল মাখবি। তাতে চুল বাড়ে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পর পর কয়েকটি ওষুধ ব'লে গেলেন। সেগুলি যথাক্রমে দেওয়া হ'ল—

(১) আলকুশীর শিকড়ের ক্বাথ বা পাউডার খুব nervine (বলসঞ্চারী)।

(২) যদি nervous debility (স্নায়বিক দুর্ব্বলতা) দেখা দেয়, তাহলে আলকুশীর বীচি আধ তোলা ও মাষকলাই এক তোলা ভাল ক'রে ক্বাথ ক'রে একভাগ চাল ও দুইভাগ ডালের সাথে মিশিয়ে রুটি বা সরুচাকলী ক'রে খেতে হবে। ওর মধ্যে হিং, মৌরী, জোয়ান, এসব দেওয়া যায়। তাতে একটু স্বাদ হয়।

(৩) আর ঐ nervous debility-র (স্নায়বিক দুর্ব্বলতার) সাথে যদি প্যারালিসিস্-এর মত হয়, তখন আলকুশীর শিকড়ের গুঁড়ো চার আনা আধ গ্রেন অনুমকরধ্বজ দিয়ে ভাল ক'রে মেড়ে মধু দিয়ে খেতে হবে। খাঁটি গরুর দুধের সর চা-চামচের এক চামচ ঐ সাথে দেওয়া যায়। এর মধ্যে মোষের বা অন্য দুধের mixture-এ (সংমিশ্রণে) কিন্তু খারাপ হবে। দিনে একবার খাবে। অসুখ বাড়াবাড়ি হ'লে সকালে-বিকালে দু'বার ক'রে খাবে।

আলকুশীর বীজটা sexual propensity (যৌনপ্রবৃত্তির উস্কানি) বাড়ায়।

৩রা পৌষ, শনিবার, ১৩৬৬ (ইং ১৯।১২।১৯৫৯)

রাতে—খড়ের ঘরে। সন্ধ্যা ৬টার পরে ডুমকা থেকে তারাদা (গুপ্ত), অশোকদা (বসু) প্রমুখ এলেন। প্রণাম ক'রে সামনে বসলেন সবাই।

কুশল-বিনিময়াদির পর শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মী তেল তৈরী করতে পারিস্?

অশোকদা—ওটা তো কবিরাজী ব্যাপার। ও সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই। ওটা করতে গেলে আমাকে পড়াশুনা করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কবিরাজী খুব ফারাক না। সামান্য কয়টা জিনিস দেখে নিলেই হয়। বের করতে যদি পার তাহলে মেয়েদেরও কাজ হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, মাথায় যেন আঠা না হয়। আর একটা জিনিস। পরিশ্রম আছে যথেষ্ট। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে। এই food material (খাদ্যবস্তু) যেগুলি আছে, সে সবগুলির সম্বন্ধে লেখা। নাম দেওয়া যেতে পারে মেটিরিয়া মেডিকা ফুডস্টাফ্। বই-টই লাগবে। পরিশ্রম করা লাগবে। ঝিঙে, পটল, লাউ কখন কী খাব সবটা ঠিক করা লাগবে। আবার, বই তো লিখলে। শেষে লিখে দিতে হয়, যেমন জ্বরে কী কী খাওয়া লাগবে, পেট খারাপ হলে কী কী খেতে হয়, ইত্যাদি। দ্যাখ্ তো চেষ্টা করে এটা পারিস্ কিনা। আমার বড় সাধ ছিল জীবনে।

অশোকদা চেষ্টা করবেন বলে জানালেন। আরো দু'এক কথার পর ওঁরা বিদায় নিলেন। ইতিমধ্যে এসে বসেছেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুধীরদা (সমাজদার), অনিলদা (গাঙ্গুলী), শচীনদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ।

হরিনন্দনদার দিকে চোখ পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হরিনন্দন, তাড়াতাড়ি আরবীটা শিখে নাও। তাহলে অনেক কামের সুবিধা হয়।

হরিনন্দনদা—আচ্ছা, হজরত রসুল Idolatry (পৌত্তলিকতা) একদম ভেঙ্গে দিলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করলেন কেন? তিনি দেখলেন, Idolatry-র (পৌত্তলিকতার) মধ্যে attributal impulse (গুণগত সাড়া) পাওয়া যায় না। আবার, attribute (গুণ) পেলেই হবে না। Skill (কৌশল) বের করা লাগবে how to work it out (কিভাবে তা বাস্তবায়িত করে তোলা যায়)। আল্লার attributes (গুণাবলী) দেখলে তো আমরা puzzled (হতভম্ব) হ'য়ে যাব। আমাদের দেখতে

হবে prophet-এর attribute (প্রেরিতপুরুষের গুণাবলী)। সেগুলি আমরা ধরতে পারি, culture (অনুশীলন) করতে পারি। সেগুলির দ্বারা আমরা bedewed (অভিষিক্ত) হয়ে উঠতে পারি। Prophet (প্রেরিতপুরুষ) থেকে আমরা যে impulse (প্রেরণা) পাই তা আমাদের ভিতরে অনুশীলনী ঊর্জ্জনার সৃষ্টি করে। Idolatry (পৌত্তলিকতা) থেকে সে impulse (সাড়া) মেলে না। তাই, আল্লাকে ভালবাসতে গেলে তার রসুলকে ভালবাসতে হয়। রসুলকে যে ভালবাসে অথচ আল্লাকে ভালবাসে না সে রসুলকে ভালবাসে না। আবার, যে আল্লাকে ভালবাসে অথচ রসুলকে ভালবাসে না, সে আল্লাকেও ভালবাসে না। তোমাদেরও আছে পূজার সময় দেবতার ধ্যান করতে হয়, মনন করতে হয়, তাঁর গুণাবলী চিন্তা করতে হয়। সেই সময় বাজনা বাজানো, থিয়েটার করা বা অন্যরকম ফুর্ত্তি করা, এসব ভাল না। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলতেন—ধ্যান করবে মনে, বনে, কোণে। সেই সময় তাঁর attributes (গুণাবলী) চিন্তা করতে হয়, culture (অনুশীলন) করতে হয়। আমি সেদিন ডেকলাকে বলছিলাম, দেশে এত করে হনুমানের পূজা হয়, কিন্তু হনুমানের মত আর কেউ হয়ে ওঠে না। পুজো করে ফুর্ত্তি করে খাওয়া-দাওয়া করি। তাতে পেট ভরে, প্রাণ ভরে না। পেট ভরলে বেঁচে থাকা যায়, প্রাণ না ভরলে বাড়া যায় না। দেখ, মুসলমানরা নামাজের সময় বাজনা বাজায় না। আজকাল mosque (মস্‌জিদ্)-এর কাছ থেকে প্রতিমাও নিতে দেয় না।

হরিনন্দনদা—আচ্ছা, ঈশ্বর begetter-ও (সৃষ্টিকর্ত্তাও) নন, begotten-ও (সৃষ্টিবস্তুও) নন, একথা বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তিনি হ'য়ে যান, হন। তোমার মধ্যেও দেখ, তুমি লাল হয়েছ, লাল আবার তার মেয়ে হয়ে জন্মেছে। এই হওয়াটা আছে।

ইসলাম-সম্পর্কে যে আলোচনা চলছিল, তারই সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলে চললেন—ওদের অনেকগুলি রকম দেখ হিন্দুর মত। এই যে হজরত রসুল indirectly (পরোক্ষভাবে) গরুর মাংস খাওয়া নিষেধ করেছেন। বললেন, গরুর দুধ পুষ্টিকর, কিন্তু মাংস অশেষ দোষের আকর। আবার বললেন, জীবের রক্তমাংস কখনও খোদার কাছে পৌঁছায় না! তারপর equal (সমান) ঘরে marriage-এর (বিবাহের) কথা বলেছেন। আজকাল ওরা মনে করে, মুসলমান হলেই বুঝি সবাই এক। কিন্তু খাঁটি মুসলমানরা তা' মনে করে না। আরো আছে, যে নিজের custom, traditionকে (প্রথা, ঐতিহ্যকে) অবজ্ঞা ক'রে অন্যেরটা গ্রহণ করে তার নরকেও জায়গা হয় না। সবাই ঘৃণা করে তাকে। তিনি আবার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। কই,

বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা করার কথা তো কোথাও বলে যান নি। তোমাদেরও আছে বিপ্রের একরকম, ক্ষত্রিয়ের একরকম, বৈশ্যের আরো একরকম, ইত্যাদি। আবার, prophet-রা (প্রেরিতগণ) যে সকলেই এক, কারো সাথে কারো বিভেদ ক'রো না, তাও তো ব'লে গেছেন। তাহলে difference (পার্থক্য) কোথায়?

Custom-এর (আচরণের) মধ্যে difference (পার্থক্য) আছে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—ওরা পয়গম্বরকে বলে খোদার প্রতিবিম্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভালই। তোমাদের পক্ষে সুবিধা। দোস্ত আছে কোরানে। দোস্ত বললেই তো প্রতিবিম্ব হ'ল।

শৈলেনদা—কোরানে ধর্ম্মান্তর নিষিদ্ধ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মান্তর কী? ধর্ম্মের অন্তর হয়ই না। ঐসব করতে যেয়েই তো tradition-গুলি (ঐতিহ্যগুলি) নষ্ট করে দেয়।

শৈলেনদা—হজরত রসুলকে বলে শেষ নবী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তখনকার মত তো শেষই। কিন্তু একথা কি তিনি বলেছেন যে এর পরে আর আসবেন না?

হরিনন্দনদা—তা বলেন নি। ও ব্যাপারে silent (নীরব) রয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি যখনই আসেন, তিনি তখনকার মত শেষ নবী। তাঁর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সবাই জীবন্ত হ'য়ে থাকে। তাই, last Prophet is the Summation of all the past Prophets (সর্ব্বশেষ আগত যিনি, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণের সমষ্টিজাত রূপ)। তোমাদেরও আছে, 'স পূর্ব্বেষাম্ অপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'।

হরিন্দনদা এরপর বাইবেলের কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—বাই-বেল যা', Vaishnavism-ও (বৈষ্ণব দর্শনও) তাই।

তারপর শিক্ষাপ্রসঙ্গে কথা উঠতে বললেন—তোমাদের শিক্ষায় primaryতে (প্রাথমিক পর্য্যায়ে) ছিল গুরুর কাছে থাকার কথা। ভিক্ষা করবে তার জন্য, করে তাঁকে খাওয়াবে। তাঁর সেবা-চর্য্যার ভিতর দিয়ে জ্ঞান লাভ করবে। আর, ভিক্ষা হল ভজ্-ধাতু, মানে সেবা দেওয়া। তোমরা এগুলি যদি না হারাতে, আজ অন্যরকম অবস্থা হত। এই যে চার আশ্রম ছিল—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, গার্হস্থ্য আশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম, এগুলি আশ্রম, মানে শ্রম করে যেখানে থাকা হয়। সব জায়গাতেই ছিল শিক্ষার ব্যবস্থা। যেমন গার্হস্থ্যাশ্রমে তুমি তোমার wifeকে (স্ত্রীকে) এমনভাবে train (শিক্ষিত) করবে যাতে সে জ্ঞানীর সেবা করে, tradition (ঐতিহ্য) রক্ষা করে চলে।

শৈলেশদা—কিন্তু আমাদের এতদিনের যে করা, সব নষ্ট হ'য়ে গেল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কিছু করনি। কিছু করলে আর এদশা হ'ত না। করলে তোমরা হ'য়ে উঠতে পারতে tradition-এর (ঐতিহ্যের) সংবর্দ্ধক। কিন্তু সে পথেই আর গেলে না। Discern-ও করলে না, মানে ভেবে দেখলে না কিছু। তারপর পূর্ব্বপুরুষদের কথা যদি কও, তাঁরা খেয়ে বেঁচেছেন। আজ পরিশ্রমের ভয়ে যদি আমি খাওয়াটাকে বাদ দিই তাহলে কি বেঁচে থাকতে পারব ? আগেকার দিনের বামুনরা ছিলেন খুব powerful (শক্তিমান)। কারণ তাঁদের পেছনে ছিল ক্ষত্রিয়। তাদের down করবার (দাবিয়ে রাখবার) জন্য সব উঠে পড়ে লেগে গেল। তাদের দেবত্র সম্পত্তি বা আর যা-কিছু ছিল, সব লোপ করল।

একটু পরে বললেন—ইংরেজ আমাদের cultural conquest (সাংস্কৃতিক বিজয়) করার চেষ্টা করেছে ঠিকই। কিন্তু একপক্ষে ইংরেজরা অনেক ভাল ছিল। তারা অনেক বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটায়ে দেছে। এই যেমন তুমি হয়তো সংস্কৃত জান। কিন্তু ওরাও সংস্কৃত কম জানে না। জার্ম্মানীতে যাও, আমেরিকায় যাও, দেখবে সেখানেও কত সংস্কৃত পণ্ডিত আছে। তোমাদের দেশেরই সংস্কৃত নিয়ে চর্চ্চা ক'রে কত বই লিখে ফেল্ল। একখানা বিলেতী সংস্কৃত grammar (ব্যাকরণ) পেয়ে তো ও (দেবী) খুব খুশী। ছ্যাখ, কা অবস্থা।

কিছুদিন আগে ডব্লিউ ডি হুইট্নির লেখা একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ হাতে পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলাম সংস্কৃত শেখার জন্য ইউরোপীয়ানদের গভীর প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথার উল্লেখ করলেন। তারপর আবার বলে চললেন—ওরা এখান থেকে নিয়ে culture (অনুশীলন) ক'রে এখনকার জিনিসগুলি বের করেছে। এই বোমা, রকেট, সব এখান থেকে নেওয়া। ইংরেজরা যখন প্রথম এদেশে এসেছিল তখন ওদের বুদ্ধিই ছিল অন্যরকম। ওরা Hinduismকে (হিন্দুমতকে) down করতে (দাবিয়ে রাখতে) চেষ্টা করেছিল। Hinduismকে (হিন্দুমতকে) যদি ওরা up (বড়) করতে পারত তাহলে Christianity (খ্রীষ্টান মতবাদ) এই soil-এ permanent (ভূমিতে স্থায়ী) হ'য়ে যেত।

শৈলেনদা—অনেকে বলে, অশোক রাজশক্তি দিয়েই Buddhism (বৌদ্ধমত) প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু মুসলমানদের invite (আমন্ত্রণ) করল অশোক।

এমনতর একটা উত্তর শুনে শৈলেনদা একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখপানে। তারপর আবার ঐ প্রশ্নই করলেন—তিনি তো Buddhism spread (বৌদ্ধমত প্রচার) করেছিলেন রাজশক্তি দিয়ে।

সতেজে উত্তর দিলেন, পরম দয়াল—করেছিল। তাতে লাভ কী হ'ল। আফগান এবং আর আর যোদ্ধা জাতি যেগুলি ছিল, তাদের ধরে ধরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করল। ফলে, দেশে military power (সামরিক শক্তি) ক্ষতিগ্রস্ত হল। কারণ, ভাল ভাল যুবকরা তো monk (ভিক্ষু) হয়ে যাচ্ছে। তারপর ঐ monk (ভিক্ষু)-গুলির মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের কোন বাছবিচার ছিল না। নীতিগত কোন বাঁধন না দেওয়ায় ওদের মধ্যে debauchery (লাম্পট্য) সৃষ্টি হওয়ার সুবিধা হয়ে গেল। এর ফলে, বাইরের invasionকে resist (আক্রমণকে প্রতিহত) করার মত শক্তি দেশে আর থাকল না। আর রাজশক্তির কথা কও, তোমাদের রাজশক্তি হওয়া খুব সোজা। এখনই তোমাদের কয়েক লাখ হয়ে গেছে। এইতো এখানে বসে কথা কও, ক'জন লোক, এর দ্বারাই এতখানি হয়েছে। কিছুই তো করনি। আমার যদি তেমনতর কয়েকটা মানুষ থাকত—a few (কয়েকটি), তাহলেই কী কাম হয়ে যেত তার ঠিক নেই। যাহোক, এখন শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়ে সব combat করা (ঠেকানো) লাগবে। Buddhism (বৌদ্ধ মতবাদ) থেকে আজ পর্য্যন্ত যত ism (মতবাদ) চলে আসছে, তার মধ্যে যেসব anomalyর (গোলমালের) সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি সব combat করা (ঠেকানো) লাগবে, মানে সবাইকে তোমাদের এই কথা দিয়ে convince (প্রত্যয়প্রবুদ্ধ) করা লাগবে। আবার এগুলি যেন প্রত্যেকটা individual-এর (ব্যষ্টির) মধ্যে spread (বিস্তৃতিলাভ) করে। তাহলে এটা mass psychologyর (গণ-মনস্তত্ত্বের) মত work (কাজ) করবে। আজ যদি তোমরা দশ কি পনের কোটি হয়ে উঠতে পারতে, তাহলে কি তোমাদের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত? আজ দেখ, রাষ্ট্র সুগঠিত করতে যেতে আমরা প্রথমেই ডাইভোর্স আইনসিদ্ধ করলাম। তার সাথে ইন্ধন দিলাম prostitution (গণিকাবৃত্তি) তুলে দিয়ে। এর ফলে, prostitute এখন আর বাইরে নেই। মানুষের ঘরের মধ্যে যেয়ে ঢুকেছে। বাংলায় এটা ভালমতই ধরেছে। বিহারে এখনও বোধহয় অমনতর ধরেনি। নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দেবার জন্য তোমাদের লোভ বেশী। ঐ ব্যাপারে যদি তোমরা succumb ক'রে (বশীভূত হয়ে) যাও, তাহলে তো মুশকিল।

শৈলেশদা—কিন্তু আমরা তো এখনও দশ-পনের কোটি হতে পারি নি। তাহলে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কিভাবে এগোনো উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সইতে হবে, বইতে হবে, চলতে হবে ঠিকমত। আমাদের অর্থ-

লোলুপতা থেকে লোকলোলুপতা বেশি হওয়া উচিত। সেখানে wealth (ঐশ্বর্য্য) আপনিই আসে। দেখ, টাকার জন্য আমরা কত কী করি, মানুষের জন্য কী করি। ঐ যে কথা আছে, নারায়ণের সেবা যে করে, লক্ষ্মী তার কাছে আপনি আসে। মুসলিমদের এখনও লোকলোলুপতা আছে, অবশ্য through conversion (ধর্ম্মান্তরের মধ্যে দিয়ে)। কিন্তু Aryan cult (আর্য্যকৃষ্টি) যাদের মধ্যে সম্বেগদীপ্ত হয়ে আছে তারা ছড়িয়ে গেছে। আমরা এখনও হাত তুলছি জলের তলা থেকে। বিহিত ইষ্টানুগ করার মধ্য দিয়ে যদি আমরা নিজেদের তুলে ধরতে পারি তাহলে আমাদের আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই যে এখনই কত লোক তোমাদের কাছে আসে। তোমাদের কথা শোনে। শুনে খুশী হয়। Protest-ও (প্রতিবাদও) তো কেউ করে না।

হরিনন্দনদা—অনেকে শোনে কিন্তু গ্রহণ করে না। বলে, follow (অনুসরণ) করতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Follow (অনুসরণ) করতে পারবে কিনা এই সন্দেহের কথা আগেই না ক'য়ে আমার যেমন দেওয়া আছে সেইভাবে চ'লে দেখুক। দেখো, আগুন হয়ে যাবে নে। ফলকথা, example is better than precept (উপদেশ দেবার চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল।) তুমি সকলের কাছেই গল্প ক'রে দেখ। বেঁচে থাকতে ও বেড়ে চলতে সবাই চায়। তার পরিপোষণ তুমি সবাইকে দাও। ধর, তুমি হয়তো ওকালতি কর। কিন্তু সেটা কর মানুষের জন্য। পয়সার লোভী হতে যেও না। মানুষ যাতে এই কথাগুলি imbibe (অন্তরের সাথে গ্রহণ) করতে পারে তার চেষ্টা কর। আর, শ্রদ্ধাভরে যে যা দেয় তাই নিও। এইভাবে চল, মানুষের বাড়ী বাড়ী যাও। দেখো, সে তোমার permanent client (স্থায়ী মক্কেল) হয়ে থাকবে নে। আজ যদি তোমার শক্ত, sweet, convincing (মধুর ব্যবহারযুক্ত প্রত্যয়দীপ্ত) অন্ততঃ দু'শটা মানুষ থাকত তাহলে তার ঠেলায় অস্থির হ'য়ে যাওয়া লাগত। আমি কইছিলাম ৪৫০ জন অমনতর মানুষের কথা। তা' কইছিলাম সারা পৃথিবীর কথা ভেবে। সমস্ত world-এ (পৃথিবীতে) যদি এক গান গাওয়া লাগে তাহ'লে এক এক country-তে (দেশে) এক একজনকে রেখে দিতে হয়। এ ওর কথা বলবে, ও এর কথা বলবে। এই দেখ, তোমার ঐ shade-এর (ছাউনির) সাথে কয়েকটা shade (ছাউনি) বানিয়েছিলাম। এক তুমিই এখনও maintain (রক্ষা) করছ। আরগুলি সব পড়ে গেল, ভেঙ্গে গেল। এগুলিও ঠিকমত ধরে থাকলে কত হয়ে যেত।

হরিনন্দনদা—কিন্তু আমি তো apparently (প্রত্যক্ষভাবে) কোন success (সাফল্য) বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ঐ যে কথা কও, তাতে মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে conflict (সংঘাত) সৃষ্টি হয়। শোনে আর হাঁ-হাঁ করে, আবার ঘুরে আসে। এইরকম পাঁচ জায়গায় যদি পাঁচজন বসত তাহলে কী কাম হয়ে যেত ভেবে দেখ। কত লোক আসে, তার মধ্যে কি তোমরা চার-পাঁচজনও পেতে না? আবার দেখ। এই যাজকের মধ্য দিয়ে যদি লোকসংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে পারতে, প্রত্যেক কন্‌স্টিটুয়েন্সীতে যদি তোমাদের majority (সংখ্যাধিক্য) থাকত, তাহলে তুমি automatically (আপনা থেকেই) সেখানকার controller (নিয়ামক) হ'য়ে যেতে পারতে। অথচ তুমি তো ministerও (মন্ত্রীও) হ'তে চাও না, কিছু না। আজ বিহারকে যদি ঠিক করতে পারতে তাহলে বিহারই whole Indiaকে (সমগ্র ভারতকে) বাঁচাত। কারণ, বিহারে এখনও interpolation (অন্তঃক্ষেপ) কম আছে। কিন্তু বাংলায় বেশী। অবশ্য আজকাল বিহারেও হতে স্বরু করেছে। এই যেমন অম্বষ্ঠের সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে ভাল না। কিন্তু এখানে বড় বড় লোকরা চালাচ্ছে। অবশ্য সত্যি-কারের অর্থে তারা বড় না। বহু লোককে হয়তো control (পরিচালনা) করে, এই অর্থে বলছি। Tradition (ঐতিহ্য) তারা মানে না। তাদের contact-এ (সংস্পর্শে) যারা আসে, তাদের মধ্যেও ঐ সব দোষ সঞ্চারিত হয়।

হরিনন্দনদা—যদি কেউ ভুল বিয়ে ক'রেই ফেলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার তো সবই জানা আছে। How do we come and evolve (কিভাবে আমরা জন্মাই এবং বেড়ে উঠি) সব সময় মনে রাখবে, sperm dominate (শুক্রকীট প্রাধান্যলাভ) করে। আর ova হ'ল recessive (ডিম্বকোষ হ'ল গৌণ)।

লালদা (প্রসাদ)—আজকাল scientific explanation-ও (বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও) অনেকে শুনতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কেউ চায় তাহলে তা' তো তোমাদের হাতেই আছে। আর যারা শুনবে না, they will feel consequence (তারা ফল ভোগ করবে)। আজ তোমার বাবা যদি একটা শ্রীবাস্তব বিয়ে করত, তাহলে তুমি আর এমন হতে পারতে না। কত লোভ থাকত, কত লোলুপতা থাকত। এখন কিভাবে তোমার বাবাকে follow (অনুসরণ) করছ। তোমাকে দেখ আর যারা এসব মানে না তাদের একজনকে টোকা দিয়ে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে। তোমাদের মেয়ে হলে

আমার ভয় করে। এইতো লেখাপড়া শেখাবে নে। শেষকালে হয়তো ক'বে আমি অমুক সিংকে বিয়ে করব। এর দাম কী? আজ একজনের সাথে ভাব হ'ল, কাল তাকে উড়িয়ে দিল, এইতো হয়। যদি traditional trail-গুলি (ঐতিহ্যধারাগুলি) আজ ঠিক থাকত, religious (ধর্ম্মীয়) প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক থাকত, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন বৌদ্ধ, আর একজন মুসলমান বা খ্রীষ্টান হ'লেও ক্ষতি হত না।

হরিনন্দনদা—আমাদের জন্মই তো weak (দুর্ব্বল) রকমে, ব্যক্তিত্বও তেমন না। আমরা কতটা কী করতে পারব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক পুরুষ থেকেই traditionকে (ঐতিহ্যকে) বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে আসছি। তাহলে বোঝ, এখন কতখানি শক্ত হ'য়ে দাঁড়ানো লাগবে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীচরণদ্বয় প্রসারিত করে দিয়ে কাত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। সাদা চাদরে বুক পর্য্যন্ত ঢেকে নিলেন। ননীমার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন—আস।

ননীমা কাছে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর খাওয়া হইছে?

ননীমা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দে।

ননীমা বসে দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণযুগলে হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু মৃদু কাঁপিয়ে দিতে লাগলেন। আবার তার দিকে তাকিয়ে প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কষ্ট হবে নানে তো?

ননীমা—না।

রাত ন'টা বেজে গেছে। সবাই একে একে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা।